বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭-১৮



পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ



আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এমপি
মন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের কার্যক্রমের ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বার্ষিক প্রতিবেদন জনগণের কাছে এ মন্ত্রণালয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

পানি ভিত্তিক এদেশে পানির বহুমুখী ব্যবহার রয়েছে। সেচ, পরিবহন ইত্যাদির জন্য পানির চাহিদা ব্যাপক। জনগণের চাহিদা পরিপূরণে এর আহরণ, উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য লাগসই পরিকল্পনা আবশ্যক। বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১, ডেল্টা প্ল্যান-২১০০, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনার আলোকে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকারের শাসন আমলে দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নের ধারায় বহুগুণে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। দেশের পানি সম্পদ খাতে সরকারের ক্রমবর্ধিত বরাদ্দ ২০০৮-০৯ অর্থবছর অপেক্ষা ৬ গুণেরও অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থ বছর হতে ১৩৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়নসহ বর্তমানে সমাপ্তকৃত মোট প্রকল্পের সংখ্যা ৮৪২টি। এর পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নেরও ৭৯টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা হয়েছে। এছাড়া সীমিত বরাদ্দ সত্বেও বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কাঙ্খিত মাত্রার সুফল ও কার্যকারিতা বজায় রাখতে প্রকল্পসমূহের প্রয়োজনীয় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। দুর্যোগকালীন পরিস্থিতিতে/পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য জরুরী আপদকালীন কাজ বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ দ্বিগুণ করা হয়েছে।

দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে দেশের বন্যামুক্ত এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সেচ, বন্যামুক্ত ও নিষ্কাশনযোগ্য প্রায় ৬৪.৬১ লক্ষ হেক্টর এর মধ্যে বাপাউবো'র আওতাধীন সেচ এলাকা ১৬.০৭ লক্ষ হেক্টর। এ সকল জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাদি উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প পূর্ব অবস্থার তুলনায় গতবছর প্রায় ১০৬.১০ লক্ষ্য মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে। এ অতিরিক্ত খাদ্যশস্য জাতীয় উৎপাদনে সংযোজন হওয়ায় খাদ্যশস্য উৎপাদনে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে এবং বাংলাদেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সহায়ক হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত ৫১টি প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ৫২টি প্রকল্পের বিপরীতে ৩৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নের কর্মসূচীভুক্ত করা হয়। তন্মধ্যে ২৮টি প্রকল্প ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং অবশিষ্ট প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। SDG- এর ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯টি টার্গেটের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা ৬ এ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত। এ লক্ষ্যমাত্রার আলোকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

দেশের নদ-নদীসমূহ ড্রেজিং করে নাব্যতা বৃদ্ধিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারের প্রেক্ষিতে বৃহৎ নদীসমূহের নাব্যতা ও ধারণক্ষমতা পুনরুদ্ধারে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৪টি নদ-নদীতে ড্রেজিং বিষয়ে সমীক্ষা সম্পাদিত হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার আলোকে নদীর ক্যাপিটাল ড্রেজিংসহ নদী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমানে ড্রেজিং মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নাধীন। বাপাউবো'র ড্রেজিং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০টি ও ১৩টি এক্সকাভেটর ক্রয় করে সরবরাহ নেয়া হয়েছে। আরো ১১টি ড্রেজার ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর মাধ্যমে টেকসই নদী ব্যবস্থাপনার জন্য ৩৫টি ড্রেজার ক্রয়ের ১টি প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নির্দেশে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ হাওড় উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়। বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাংশের ২(দুই) কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত হাওড় অঞ্চল ও দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা জলাভূমিসমূহের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডকে অধিদপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। হাওড় এলাকার উন্নয়নে হাওড় মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যা ২০১২-২০৩২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সার্বিকভাবে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্য আয়ের দেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

আমি এ প্রতিবেদন প্রস্তুতের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এমপি)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ



মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, বীর-প্রতীক, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহের মধ্য দিয়ে জনগণকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় একীভূত করে সুশাসন নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আলোকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-২০১৮ প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি আশা করছি, এ প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কাজের প্রতিফলন ঘটবে এবং তা মন্ত্রণালয়ের তথ্য ভান্ডার হিসেবে কাজ করবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা এ মন্ত্রণালয়ে কাজ করে যাচ্ছি। বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তোরণ লাভ করেছে। অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে দেশের অর্থনীতি আজ সমৃদ্ধ। রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে এ দেশ উন্নত বিশ্বের সারিতে নাম লেখাবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নে কাজ করছে। পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা, বিতরণ ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পানি আইন-২০১৩, বাংলাদেশ পানি বিধিমালা-২০১৮ ও উপজেলা ও ইউনিয়ন সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইনস-২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে; নির্মাণ করা হয়েছে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত 'পানি ভবন'। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। বিগত ১০ বছরে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ৫৮১.৪২ কি:মি নদীতীর সংরক্ষণ, প্রায় ১০৪৭ কি:মি নদী খনন, ৬৫৬ কি:মি সেচ ও নিষ্কাশন খাল খনন, ২৭০৪.৫৭ কি:মি খাল পুনঃখনন, ১৩০২.০৯ কি:মি বাঁধ (বন্যা নিয়ন্ত্রণ, উপকূলীয় ও ডুবন্ত) নির্মাণ এবং ৩৪৮৪.২১ কি:মি বাঁধ পূনঃনির্মাণ করা হয়েছে; পুনরুদ্ধার করা হয়েছে ১৭.২১ বর্গকিমি ভূমি । এ ছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ নির্দেশনায় দেশের নদ-নদীসমূহ ক্যাপিটাল ড্রেজিং করে নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা ও নাব্যতা বৃদ্ধি করে বন্যার প্রকোপ সহনীয় মাত্রায় রাখতে ড্রেজার পরিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। তাই ড্রেজিং সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আরো ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

দেশের সকল জলাভূমির প্রাকৃতিক সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূম উন্নয়ন বোর্ডকে অধিদপ্তরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এ অধিদপ্তরটি হাওর অঞ্চল ও দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা জলাভূমিসমূহের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এবং আরো প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। নদী তীর ভাঙ্গন রোধে, নদীর নাব্যতা রক্ষায় এবং ভূমি পুনরুদ্ধার কল্পে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। স্বল্পব্যয়ে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের সফলতা ইতোমধ্যে প্রশংসা লাভ করেছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, যৌথ নদী কমিশন, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM) এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS) পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় তাদের নির্ধারিত কাজ করছে। IWM এবং CEGIS এর কাজের গুণগতমান ইতোমধ্যে দেশের বাইরেও প্রশংসিত হয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন দপ্তর সংস্থার যথাযথ কর্মদক্ষতায় অচিরেই দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার একটি টেকসই উন্নয়নে সক্ষম হবে বলে আমি আশাবাদী।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮ প্রকাশের উদ্দেশ্য সফল হবে মর্মে আমি আশাবাদী। এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

(মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, বীর-প্রতীক, এমপি)



রমেশ চন্দ্র সেন এমপি
সভাপতি
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এ মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক কর্মকান্ড বিষয়ে অবহিত। এ পর্যন্ত স্থায়ী কমিটির ৩৭টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল বৈঠকের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে বা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এছাড়াও এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে স্থায়ী কমিটি বিভিন্ন ইতিবাচক পরামর্শ প্রদান করে আসছে। মাঠ পর্যায়ের চাহিদাভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচী গ্রহণে এবং সেগুলোর মানসম্মত বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনতে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং মেঘনা নদীর ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও নদী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। নদী ভাঙ্গন, নদী ভরাট, লবণাক্ততা এবং জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানে বৃহৎ নদীসমূহের নাব্যতা ও ধারণ ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে ইতোমধ্যে দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীতে ড্রেজিং বিষয়ে সমীক্ষা সম্পাদন করেছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার আলোকে নদীর ক্যাপিটাল ড্রেজিংসহ নদী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করছে। ইতোমধ্যে বেশ কিছু ড্রেজার ক্রয় করা হয়েছে এবং আরও প্রয়োজনীয় সংখ্যক ড্রেজার ক্রয়ের কার্যক্রম অব্যহত আছে। বিদ্যমান ড্রেজারসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান সরকারের শাসন আমলে দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নের ধারার গতি বহুগুণে সঞ্চারিত হয়েছে। দেশের পানি সম্পদ খাতে সরকারের ক্রমবর্ধিত বিনিয়োগের ফলে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ (৫,৬০৬ কোটি টাকা) ২০০৮-০৯ অর্থ বছর (৮৭০.৫২ কোটি টাকা) এর প্রায় ৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে বিভিন্ন নদ-নদী ও অন্যান্য জলধারগুলো সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখার মধ্যদিয়ে সরকারের বাজেট বরাদ্দ এবং আমাদের সবার কর্মপ্রয়াস স্বার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কার্যক্রম, পানি দিবস উদ্‌যাপন, ঢাকায় বিশ্ব পানি সম্মেলন আয়োজন, সেমিনারসহ বিবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আশা করি এসব কর্মকান্ড 'রূপকল্প-২০২১' এবং 'রূপকল্প-২০৪১' অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(রমেশ চন্দ্র সেন এম.পি.)
সভাপতি
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

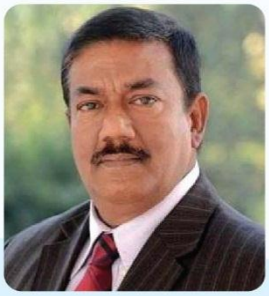

কবির বিন আনোয়ার
সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নদী মার্তৃক বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে পানি এবং মাটি। পানি তথা নদী বাহিত পলি দ্বারা গঠিত পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ, পলল ভূমি। নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাওড়, দিঘি-পুকুর-জলাশয় সব কিছু মিলিয়ে মিঠা পানির অফুরন্ত ভান্ডার। জীব বৈচিত্রে ভরপুর পৃথিবীর এক অনন্য সম্পদ। এই পানিই কখনও কখনও আবার তারজন্য অভিশাপ বয়ে আনে, বন্যা, পাহাড়ী ঢল, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস বাঙ্গালীর জীবনের অপরিহার্য অংশ। একদিকে সৃষ্টি আর একদিকে ধ্বংস। আর এর মধ্য দিয়ে আবর্তিত তার জীবন। প্রকৃতির বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সর্ব প্রথম বিষয়টি সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন আর স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগেই তিনি ১৯৭০ এর নির্বাচনী বক্তৃতায় বলেন, "বন্যা নিয়ন্ত্রণকে অবশ্যই প্রথম কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে একটা সুসংহত ও সুষ্ঠ বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা আশু প্রয়োজন। পানি সম্পদ সম্পর্কে গবেষণা এবং নৌ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্যে অবিলম্বে একটি নৌ-গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন।" এবং আজ তাঁরই আত্মজা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে এই স্বপ্ন একটি নতুন অভিযাত্রায়। বঙ্গবন্ধু কন্যা ঘোষণা করেছেন ১০০ বছরের ডেল্টা প্লান। নেদারল্যান্ডস এর সহায়তায় দেশী বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ দীর্ঘ চার বছর ধরে এইটি তৈরি করেন। এটি আগামী ১০০ বছরে এই বৃহত্তম ডেল্টার সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। এর লক্ষ্য মাত্রা সময়াবদ্ধ এবং সুনির্দিষ্ট। পানি সমগ্র পৃথিবীর এক অমূল্য সম্পদ। বাংলাদেশের এই অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এ দেশকে দিতে পারে আলোর দিশা। কৃষি, সেচ, মৎস, নৌ-পথ সৃজন, জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ, সব মিলিয়ে অর্থনীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির নতুন সোপান।

কবির বিন আনোয়ার

প্রকাশক
পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর, ২০১৮

প্রকাশনা কমিটি

১।	এস এম জাহেদুল করিম অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২।	মোঃ মজিবুর রহমান মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
৩।	প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমান মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৪।	যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও অডিট), পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫।	শামীম আরা খাতুন যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন-১), পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬।	নুজহাত ইয়াসমিন যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন-১ অধিশাখা), পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭।	মন্টু কুমার বিশ্বাস যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা), পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮।	মোঃ মোফাজ্জল হোসেন সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ	সদস্য
৯।	অরুণ চন্দ্র মহোত্তম মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
১০।	বদরুন নাহার মহাপরিচালক, পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	সদস্য
১১।	কাজী তোফায়েল হোসেন চীফ মনিটরিং, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
১২।	ইঞ্জিঃ মোঃ ওয়াজিউল্লাহ নির্বাহী পরিচালক, সিইজিআইএস	সদস্য
১৩।	ড. এম মনোয়ার হোসেন নির্বাহী পরিচালক, আইডব্লিউএম	সদস্য
১৪।	মোহাঃ ইউসুফ হারুন খান প্রোগ্রামার, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫।	মোঃ মোতাহার হোসেন যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য

সার্বিক গ্রন্থণা ও সহযোগিতা
এ টি এম শামসুল আলম
পরিচালক, সিইজিআইএস

ডিজাইন ও গ্রাফিক্স
শংকর চন্দ্র সিংহ, ফারহানা শারমিন, ফারজানা ইয়াসমিন
সিইজিআইএস

মুদ্রণ
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা -১০০০

সম্পাদনা পরিষদ	
মোঃ মোতাহার হোসেন যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
হোসনে আরা আক্তার উপ-সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
এস এম সাদিক তানভীর সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
মোসাঃ নূরজাহান খাতুন উপ-সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
আরিফ ইকরামুল আজিম সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
ড. মুনিরুজ্জামান খান উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
মোঃ মাসুম আলম মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ওয়ারপো	সদস্য
মোঃ আনোয়ার কাদির উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ	সদস্য
মোঃ জাহিদ হোসেন জাহাঙ্গীর পরিচালক, সিইজিআইএস	সদস্য
মোহাঃ ইউসুফ হারুন খান প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ১

ভূমিকা ১

কর্ম-পরিধি ১

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ..... ২

সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল ও অর্গানোগ্রাম এবং কর্মবণ্টন ও কর্মসম্পাদন ২

প্রশাসন অনুবিভাগ ২

উন্নয়ন অনুবিভাগ ২

পরিকল্পনা অনুবিভাগ ২

বাজেট ও অডিট অধিশাখা ২

জনবল ৩

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম (২০১৭-২০১৮) ৪

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয় ৫

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক অগ্রগতি ৯১.৯০% ৫

প্রশিক্ষণ ৫

বিশ্ব পানি দিবস - ২০১৮ উদযাপন ৫

দ্বিতীয় ডেলটা মিনিস্টিরিয়াল কনফারেন্স ৬

SDGs বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের আইনসমূহ ৭

জাতীয় পানি নীতি-১৯৯৯ ..... ৭

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন- ২০০০ ..... ৭

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা আইন- ১৯৯২ ..... ৮

নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর আইন- ১৯৯০ ..... ৯

বাংলাদেশ পানি বিধিমালা- ২০১৮ ..... ৯

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থা কার্যক্রম ১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২৩

ভূমিকা ২৩

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি ২৩

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০ ..... ২৩

পরিচালনা পরিষদ ২৩
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী ২৪
সাংগঠনিক কাঠামো ২৪
জনবল ২৬
পদ সৃজন ২৬
জনবল নিয়োগ ২৬
মানব সম্পদ উন্নয়ন ২৭
অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ ২৭
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ২৭
বাপাউবো'র প্রকল্পে অর্থায়ন ২৮
২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ২৮
২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম ২৯
২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ ২৯
২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সমাপ্তকৃত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য ৩০
২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প ৩৪
২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে অনুমোদিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ ৩৮
জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত প্রকল্প ৪১
বাপাউবো'র ২৫ বছর মেয়াদী খসড়া পরিকল্পনা ৪১
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অন্তর্গত দপ্তর সমূহের কার্যক্রম ৫৫
সেচ, সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম এবং জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম ৫৫
পানি বিজ্ঞান (Hydrology) এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম ৫৭
বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের কার্যক্রম ৬৪
ড্রেজার পরিদপ্তরের কার্যক্রম ৬৬
যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের কার্যক্রম ৬৭
অডিট পরিদপ্তরের কার্যক্রম ৬৭
শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা) ৬৮
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম ৬৮
জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ৬৯
e-GP কার্যক্রম ৭০
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম ৭০
ইনোভেশন কর্মকান্ড ৭২

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রতিবেদন ৭৩
এক নজরে বাপাউবো'র সাফল্যের খতিয়ান ৭৩
উপসংহার ৭৭
তৃতীয় অধ্যায়: পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) ৮১
ভূমিকা ৮১
পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ অনুযায়ী ওয়ারপোর কার্যপরিধি ৮১
জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯ অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি)-এর নির্বাহী সচিবালয় হিসাবে ওয়ারপোর প্রধান দায়িত্বসমূহ ৮১
উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫ অনুযায়ী ওয়ারপোর দায়িত্বসমূহ ৮২
বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ওয়ারপোর দায়িত্বসমূহ ৮২
জনবল ৮৩
বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় ৮৩
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর ২০১৭-২০১৮ বছরের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সমূহের সারসংক্ষেপ ৮৩
২০১৭-২০১৮ বছরের বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের বিবরণ ৮৪
২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক চলমান প্রকল্প ৯০
বিগত বছরের ওয়ারপোর বিবিধ কার্যক্রম সমূহ ৯১
বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ও বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর আলোকে ওয়ারপোর ভবিষ্যত পরিকল্পনা ১০০
চতুর্থ অধ্যায়: নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (নগই) ১০৫
নগই'র উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী (১৯৯০ সনের ৫৩ নং আইন অনুযায়ী) ১০৫
নগই'র সাংগঠনিক কাঠামো ১০৫
নগই পরিচালনা বোর্ড ১০৬
নগই'র কর্মকান্ড ও জনবল ১০৬
নগই'র পরিদপ্তরভিত্তিক কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ১০৬
হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর ১০৬
জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর ১০৮
প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর ১০৯
নগই'র সুবিধাদি ১১০
নগই'র প্রকাশনা ১১০
পঞ্চম অধ্যায়: যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ ১১৩
ভূমিকা ১১৩
গঠন ও জনবল ১১৩

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর জনবলের বিবরণ (জুন, ২০১৮ অনুযায়ী) ১১৪
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যাবলী ১১৫
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ ১১৬
গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি ১১৬
তিস্তা নদীর পানি বণ্টন ১১৮
ফেণী, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টন ১১৯
আন্তঃসীমান্ত নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ ১২০
বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা ১২০
ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্প ১২০
ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প ১২১
বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে সহযোগিতা ১২২
বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের বিষয়ে সহযোগিতা ১২২
অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ১২৩
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন ১২৩
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) ১২৩
প্রশিক্ষণ ১২৩
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি ১২৩
স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি ১২৪
অন্যান্য কার্যক্রম ১২৪
২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় ১২৪
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ দপ্তরের উত্তম চর্চাসমূহের তথ্যাদি ১২৫
ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর ১২৯
প্রারম্ভিক কথা ১২৯
অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো ১২৯
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় ১২৯
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের সদ্য সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প ১২৯
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প ১৩০
হাওর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ১৩০
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন ১৩৫
ই-সেবা কার্যক্রম ১৩৫
জিআইএস ল্যাবরেটরি স্থাপন ১৩৫

জলাভূমি সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার উন্নয়ন ও হালনাগাদ করণ ১৩৫
বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০১৮ উদযাপন ১৩৬
জলাভূমি সংক্রান্ত সচেতনতামূলক তথ্যচিত্র প্রকাশ ও প্রচার ১৩৬
সপ্তম অধ্যায়: ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং ১৪১
ভূমিকা ১৪১
ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা ১৪১
Deed of Trust অনুসারে **IWM Trust** এর মূল উদ্দেশ্যসমূহ ১৪১
অধিক্ষেত্র ১৪২
আইডব্লিউএম এর জনবল ১৪২
কাজের পরিসর ১৪৩
আইডব্লিউএম কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পসমূহের তালিকা ১৪৪
গবেষণা ও উন্নয়ন ১৪৬
কতিপয় উল্লেখযোগ্য চলমান ও সদ্য সমাপ্ত গবেষণা সমীক্ষা ১৪৬
আইডব্লিউএম ট্রাস্টি বোর্ডের সন্মানিত চেয়ারম্যান ও পানি সম্পদ মন্ত্রনায়ের মাননীয় সচিব মহোদয়ের আইডব্লিউএম পরিদর্শন ..১৪৭
ইয়ারলুং-সাংপো ব্রম্মপুত্র আন্ত সীমান্ত নদী অববাহিকার পানি সম্পদ ঝুঁকি এবং নিরাপত্তা মূল্যায়ণ এর জন্য IWM এর সথে Yunnan University, China যৌথ ভাবে একটি গবেষণা প্রকল্প শুরু করেছে ১৪৭
ডেল্টা ব্যবস্থাপনায় বৈশ্বিক গবেষণা, উদ্ভাবন ও বাস্তায়ন সম্পর্কিত নগরায়িত ডেল্টা সংক্তিকরন বিষয়ক কর্মশালা ১৪৭
"পানি ও দূষিত পানির মডেলিং এবং ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং ভারতের Geospatial World Forum এ আইডব্লিউএম এর নির্বাহী পরিচালক এর অংশ গ্রহন। ১৪৮
পানি ও জলবায়ু চ্যালেঞ্জ ২০৩০ বিষয়ক কর্মশালা ১৪৯
মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ১৪৯
প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ১৪৯
আন্তর্জাতিক সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণ ১৫০
অষ্টম অধ্যায়: সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস ১৫৩
পটভূমি ১৫৩
পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা ১৫৩
অধিক্ষেত্র ১৫৩
কাজের পরিসর ১৫৪
জনবল ১৫৪
CEGIS - এর কারিগরি দক্ষতাসমূহ ১৫৫
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থা ১৫৫

এনভায়রনমেন্টাল ল্যাবরেটরি ও মাঠপর্যায়ে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসমূহ ১৫৫

CEGIS- এর উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহ..... ১৫৬

স্বল্পস্থায়ী জলবায়ু দুষক (SLCPs) নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ১৫৬

ভৈরব নদী পুনঃ খনন প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপন ১৫৭

ওয়েব বেসড ওয়াটার রিসোর্স ম্যাপিং সিস্টেম ১৫৮

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং ২০১৮-২০১৯ এ চলমান সমীক্ষাসমূহের তালিকা..... ১৫৮

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত সমীক্ষাসমূহ ১৫৮

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে চলমান সমীক্ষাসমূহ ১৬০

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক পরিসরে সম্পাদিত সমীক্ষাসমূহ ১৬২

সিইজিআইএস কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সমীক্ষা/গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৬২

নদী ভাঙ্গন পূর্বাভাস পদ্ধতি উন্নত ও হালনাগাদকরন ১৬২

বাংলাদশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার নিরবিচ্ছিন্নতা ও কার্যকারিতা উন্নয়ন প্রকল্প ১৬৩

বাঁশখালী বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনার জন্য কয়লা পরিবহন, নদীর গভীরতা বৃদ্ধি এবং জেটি নির্মাণের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা ১৬৩

বাগেরহাটের রামপালে মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রকল্পের প্রকৌশল কর্মসহ নির্মাণ সময়কালীন পরিবেশ পরামিতি এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং ১৬৪

পটুয়াখালী-পায়রা সঞ্চালন লাইন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা ১৬৫

জৈব সার প্লান্টের পরিবেশগত এবং সামাজিক সমীক্ষা ১৬৫

খুলনা ৮০০ মেঃওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের পরিবেশ প্রভাব নিরূপণ এবং পুনর্বসতি পরিকল্পনা প্রনয়ন ১৬৫

রিমোট সেনসিং এবং জিআইএস প্রযুক্তির মাধ্যমে ভূমি কভার মানচিত্র এবং কক্সবাজার উত্তর ও দক্ষিণ বনবিভাগের বনভূমির সীমানা নির্ধারন ১৬৬

মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ ও কেজিডিসিএল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্পের পরিবেশ প্রভাব নিরূপন সমীক্ষা ১৬৬

মহেশখালী জিরো পয়েন্ট (কোলদিয়ার চর) গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের রুট জরীপ ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা১৬৭

টেকনাফ, কক্সবাজার, ছাতক, ফরিদপুর ও নওয়াপাড়া নদীবন্দর এবং কতিপয় ফেরিঘাট ও জেটি উন্নয়ন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই ও পরিবেশ প্রভাব নিরূপন সমীক্ষা ১৬৮

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রভাব মূল্যায়ন ১৬৮

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ইলেক্ট্রনিক এনার্জি মিটারিং প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা ১৬৯

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১০টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং প্রভাব মূল্যায়ন ১৬৯

প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্প (ডিআরএমপি)-র সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ১৭০

উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা ১৭০

ভান্ডালজুরী পানি সরবরাহ প্রকল্প ১৭১

বদ্বীপ অঞ্চলে বন্যা প্রতিরোধে সহনশীলতা বিশ্লেষণ: টাঙ্গাইল জেলার সিপিপি প্রকল্পভূক্ত এলাকার সমীক্ষা ১৭২

ভূটানের শ্বেতীক্ষেরী ও আইপোসী অববাহিকায় বন্যার ঝুঁকি নিরূপন ও প্রশমনে জলবায়ু সহিষ্ণু পদক্ষেপ নির্ধারণ ১৭২

স্বর্ণদ্বীপ ২০০ মেগাওয়াট সৌর-ফটোভল্টিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মান প্রকল্পের বিস্তারিত সমীক্ষা ১৭২

সোনাদিয়া-ঘটিভঙ্গা দ্বীপপুঞ্জের অর্থনৈতিক অঞ্চল-৪ এর জন্য প্রস্তাবিত অবকাঠামোর পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন . ১৭৩

ভারতের বিহার রাজ্যের পানি সম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন একটি ম্যাথেম্যাটিকাল মডেলিং সেন্টার প্রতিষ্ঠার জন্য পরামর্শ প্রদান ১৭৩

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ১৭৪

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে দেশে আয়োজিত প্রশিক্ষণে সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণের বিবরণ ১৭৫

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিদেশে আয়োজিত প্রশিক্ষণে সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণের বিবরণ ১৭৬

কর্মশালা ১৭৭

সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচিতে এবং জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ ও ভূমি উন্নয়নে পরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালা ১৭৯

CEGIS ও LGED কর্মকর্তাবৃন্দের জলাভূমি প্রতিবেশ ও এর জীব বৈচিত্রের টেকসই ব্যবস্থাপনার উপর আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ ১৮০

ওয়াটার বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো ১৮০

সিইজিআইএস কর্তৃক সম্প্রতি আয়োজিত উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র ১৮২

পরিশিষ্ট-১ ..... ১৮৭

পরিশিষ্ট-২ ..... ২০৩

পরিশিষ্ট-৩ ..... ২০৯



পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

www.mowr.gov.bd

প্রথম অধ্যায়: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের সার্বিকপানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ মন্ত্রণালয় পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল প্রকার নীতি, পরিকল্পনা, কর্মকৌশল, নির্দেশমালা, আইন, বিধি-বিধান, রেগুলেশন ইত্যাদি প্রণয়ন করে থাকে। এ মন্ত্রণালয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব–দ্বীপ উন্নয়ন, ভূমি পুনরুদ্ধার প্রভৃতি বিষয়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যারেজ, রেগুলেটর, স্লুইস, খাল, বেড়িবাঁধ, রাবার ড্যাম, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও খাল খনন-পুনঃখনন করে সেচ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা প্রতিরোধ, নদীর তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ভূমি পুনরুদ্ধার বিষয়ে সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে।

কর্ম-পরিধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রুলস অব বিজনেস এর এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিধি নিম্নরূপঃ

১. নদী এবং নদী অববাহিকার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ;
২. সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নিষ্কাশন এবং নদীভাঙ্গন ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;
৩. সেচ, বন্যা-পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা, বন্যার কারণ এবং বন্যার কারণে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কিত সকল বিষয়াবলী;
৪. নদী অববাহিকা প্রকল্প এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা বিষয়ে মৌলিক, প্রধান এবং ফলিত গবেষণা পরিচালনা;
৫. বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা;
৬. সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক কমিশন এবং কনফারেন্স;
৭. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নদী ড্রেজিং, খাল খনন এবং রক্ষণাবেক্ষণ; খাল খনন কর্মসূচির আওতায় খালের উপর পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ;
৮. ভূমি সংরক্ষণ, নিষ্কাশন এবং জলাবদ্ধতা বিষয়ক কার্যাবলী;
৯. পানি সংরক্ষণ জলাধার নির্মাণ, বাঁধ এবং ব্যারেজ নির্মাণ বিষয়ক কার্যাবলী;
১০. ভূমি পুনরুদ্ধার, মোহনা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যাবলী;
১১. লবণাক্ততা এবং মরুকরণ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
১২. হাইড্রোলজিকাল জরিপ এবং উপাত্ত সংগ্রহ;
১৩. যৌথ নদী কমিশন, যৌথ কমিটি, স্থায়ী কমিটি ইত্যাদি এবং অভিন্ন সীমান্ত নদী সম্পর্কিত সকল কার্যাবলী;
১৪. আর্থিক বিষয়াবলীসহ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক সচিবালয়;
১৫. মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ;
১৬. মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিধির আওতায় বর্ণিত বিষয়াবলীতে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশ এবং বিশ্ব সংস্থাসমূহের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বিষয়ে লিয়াজোঁ;
১৭. মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সকল বিষয়ক আইন কানুন;
১৮. মন্ত্রণালয়কে বণ্টিত বিষয়াবলীর ওপর অনুসন্ধান এবং পরিসংখ্যান;
১৯. আদালতে গৃহীত ফি ছাড়া মন্ত্রণালয়কে বণ্টিত বিষয়সমূহের উপর প্রযোজ্য ফি আদায়।

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হলো সকল পানি সম্পদ খাতের কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য ফ্রেইমওয়ার্ক প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী নিম্নলিখিত কার্যাদি সম্পাদনঃ

- দুষ্প্রাপ্য পানির এলাকায় জরুরী সময়ে প্রাধিকারভিত্তিতে পানি বণ্টনের ক্ষমতা প্রয়োগ; জনসাধারণকে অবহিত রেখে পানির দুষ্প্রাপ্য চিহ্নিত এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির অগভীর স্তর অক্ষুণ্ন রেখে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ;

- যে সব এলাকায় প্রতি বৎসর পানির স্বল্পতা দেখা দেয়, সে সব এলাকার খরা মোকাবেলার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিবীক্ষণ ও জরুরী পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;
- চরম খরাকালীন সময়ে স্থানীয় সরকার বা যে কোন সংস্থাকে খরা কবলিত এলাকায় পানি সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করা এবং পানির উৎস নিয়ন্ত্রণসহ প্রয়োজনে আইন প্রয়োগ করা;
- নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি প্রদানের জন্য বেসরকারি ও গোষ্ঠীভিত্তিক সংস্থাকে পানির অধিকার প্রদান করা;
- নদী/চ্যানেলের প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখতে প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন পানি প্রবাহ নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩

জাতীয় পানি নীতির আলোকে বাংলাদেশ পানি আইন বিগত ০২-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল ও অর্গানোগ্রাম এবং কর্মবণ্টন ও কর্মসম্পাদন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছে একজন কেবিনেট মন্ত্রী এবং একজন প্রতিমন্ত্রী। রুলস অব বিজনেস ১৯৯৬ অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রীদ্বয় মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন। মন্ত্রণালয়ে একজন সচিব রয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে তিনি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ/সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ যথাঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, যৌথ নদী কমিশন; বাংলাদেশ, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম) এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS) এর কর্মকান্ড আইন অনুযায়ী নিষ্পন্ন করেন। এছাড়াও, প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে সচিব মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ/সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্বও পালন করেন।

মন্ত্রণালয়ের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ৪টি অনুবিভাগ রয়েছে। এগুলো হলো: (১) প্রশাসন অনুবিভাগ, (২) উন্নয়ন অনুবিভাগ, (৩) পরিকল্পনা অনুবিভাগ এবং (৪) বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ।

প্রশাসন অনুবিভাগ

প্রশাসন অনুবিভাগ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাগুলোর প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। এ অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ০১ জন যুগ্ম-সচিব, ০১ জন উপসচিব, ০১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, ০২ জন সহকারী সচিব কাজ করছেন। এছাড়াও প্রশাসন অধিশাখার অধীন হিসাবরক্ষণ শাখায় ০১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা রয়েছেন। এছাড়াও কম্পিউটার সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ০১ জন সিস্টেম এনালিস্ট ও ০১ জন প্রোগ্রামার কর্মরত আছেন।

উন্নয়ন অনুবিভাগ

উন্নয়ন অনুবিভাগ উন্নয়ন সহযোগী দেশ, সংস্থা ও আন্তর্জাতিক ব্যাংকসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার যোগাযোগ, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করে থাকে। উন্নয়ন অনুবিভাগে একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ০২ জন যুগ্ম-সচিব, ০২ জন উপ-সচিব, ০১ জন সহকারী সচিব এবং ০১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব দায়িত্ব পালন করছেন।

পরিকল্পনা অনুবিভাগ

পরিকল্পনা অনুবিভাগ সকল প্রকল্পের অনুমোদন গ্রহণের সার্বিক প্রক্রিয়া সম্পাদন, স্থানীয় অর্থায়নে গৃহীত সকল প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এবং এডিপিভুক্ত সকল প্রকল্পের অর্থছাড় করে থাকে। পরিকল্পনা অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন যুগ্ম-প্রধানের নেতৃত্বে ০২ জন উপ-প্রধান ও ০৫ জন সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান কাজ করছেন।

বাজেট ও অডিট অধিশাখা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ও সংস্থাসমূহের বাজেট বরাদ্দ ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম করে থাকে। বাজেট ও অডিট অধিশাখার দায়িত্বে নিয়োজিত ০১ জন যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে ০১ জন উপ-সচিব কাজ করছেন।

জনবল

অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল হলো ১২৬ জন। তন্মধ্যে ১ম থেকে ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তা মোট ১৪ জন, ১০ম গ্রেডের কর্মকর্তা মোট ২৬ জন, ১১তম থেকে ১৬তম গ্রেডের কর্মচারী স্থায়ী-অস্থায়ী মোট ৩০ জন, এবং ১৭তম থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারী স্থায়ী-অস্থায়ী মোট ৩২জন রয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণ

			অনুমোদিত পদ		
গ্রেড	ক্রমিক নং	পদের নাম	স্থায়ী	অস্থায়ী	মোট
১ম-৯ম	১	সিনিয়র সচিব/ সচিব	১	০	১
	২	অতিরিক্ত সচিব	১	০	১
	৩	যুগ্ম-সচিব	২	০	২
	৪	যুগ্ম-প্রধান	১	০	১
	৫	উপ-সচিব	৫	০	৫
	৬	উপ- প্রধান	২	০	২
	৭	সিস্টেম এনালিস্ট	১	০	১
	৮	প্রোগ্রামার	১	০	১
	৯	সিঃ সহঃ সচিব/ সহঃ সচিব	১৩	১	১৪
	১০	সিনিয়র সহকারী প্রধান	২	১	৩
	১১	সহকারী প্রধান	৪	০	৪
	১২	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	০	১
	১৩	সহকারী প্রোগ্রামার	০	১	১
	১৪	সহঃ মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিঃ	০	১	১
মোট (১ম-৯ম গ্রেড)			৩৪	৪	৩৮
১০ম	১	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১১	৩	১৪
	২	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৭	৩	১০
	৩	লাইব্রেরিয়ান	১	০	১
	৪	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	০	১
মোট (১০ গ্রেড)			২০	৬	২৬
১১-১৬তম	১	হিসাবরক্ষক	১	০	১
	২	ক্যাশিয়ার	১	০	১
	৩	সাঁট মুদ্রাঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ	১১	১	১২
	৪	কম্পিউটার অপারেটর	০	৪	৪
	৫	অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাঃ	৬	৪	১০
	৬	ডুপ্লেকেটিং মেশিন অপারেটর	১	০	১
মোট (১১তম-১৬ তম গ্রেড)			২১	৯	২৯
১৭-২০তম	১	ক্যাশ সরকার	১	০	১
	২	অফিস সহায়ক	২৪	৮	৩২
মোট			২৫	৮	৩৩
সর্বমোট			৯৯	২৭	১২৬

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম (২০১৭-২০১৮)

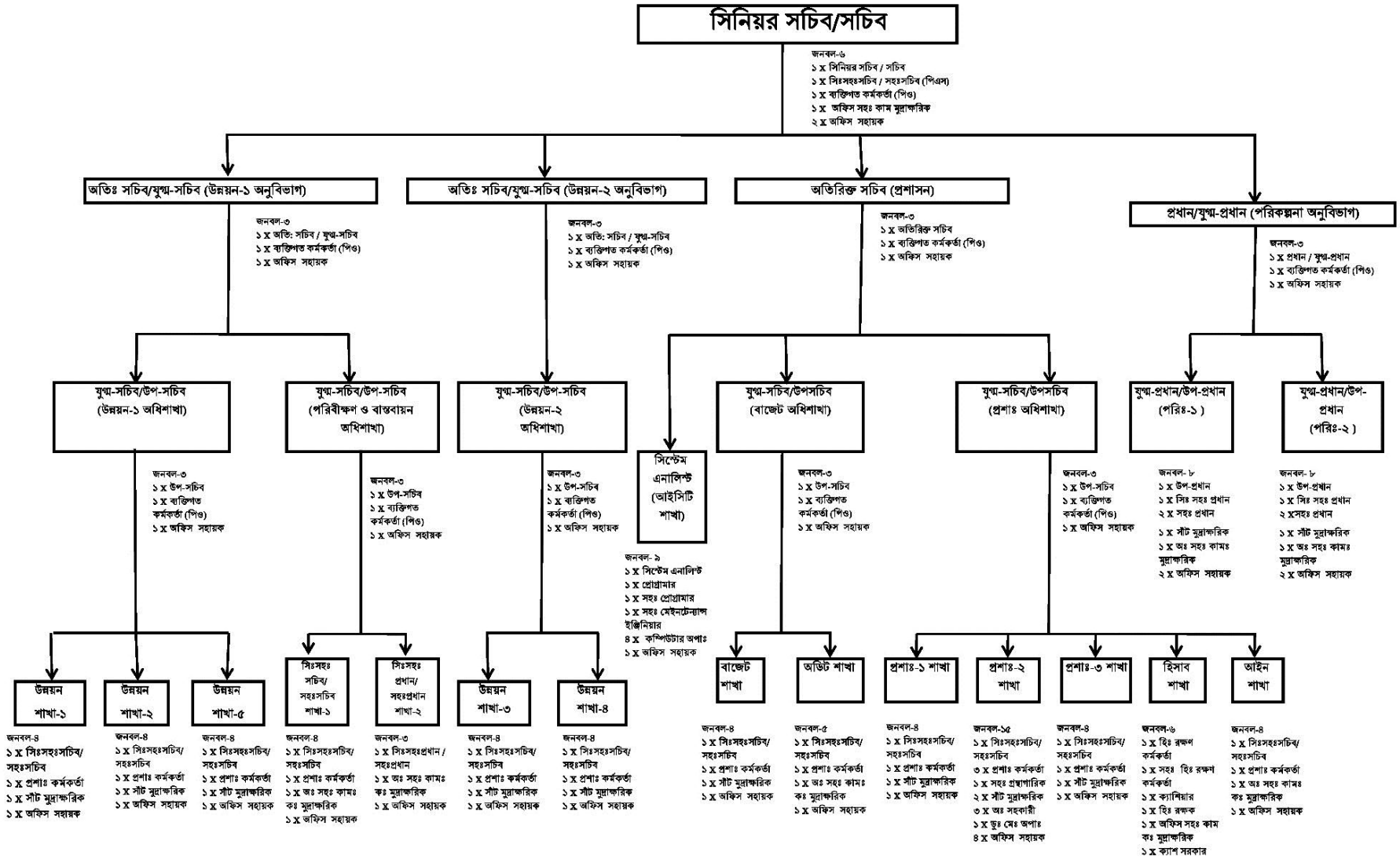

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয়

ক্রমিক সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/সংস্থা	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)		২০১৭-১৮ অর্থবছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)		মন্তব্য
		অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	
১	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১৩৭০৯২.৭০	৪৭৫০৯৮.০০	১৩০৪৩৯.৮৮	৪৩৬০৩০.০০	
	সর্বমোট	১৩৭০৯২.৭০	৪৭৫০৯৮.০০	১৩০৪৩৯.৮৮	৪৩৬০৩০.০০	

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক অগ্রগতি ৯১.৯০%

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন সন্তোষজনক বিবেচিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

দেশে ঃ ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে স্থানীয় প্রশিক্ষণঃ ৮১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি স্থানীয় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

বিদেশেঃ ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে বিদেশে প্রশিক্ষণঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ৩৯জন কর্মকর্তা/কর্মচারি বিদেশে সেমিনার/কর্মশালা/সিম্পোজিয়াম/শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্ব পানি দিবস - ২০১৮ উদযাপন

১৯৯২ এর সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত 'বিশ্ব পানি দিবস' প্রতিবছর ২২ মার্চ বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে উদযাপিত হয়। এ উপলক্ষে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় জাতীয় ভাবে রাজধানী ঢাকায় এবং মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড জেলা-উপজেলায় সচেতনতামূলক শোভাযাত্রা, প্রচারণা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিশ্ব পানি দিবসের এবছরের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "Nature for Water" – "পানির জন্য প্রকৃতি"।



বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব পানি দিবস ২০১৮ উদযাপন, ২৭ মার্চ ২০১৮

২৭ মার্চ ২০১৮ সকালে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নের্তৃত্বে ঢাকার রাজপথে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শেষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে বিশ্ব পানি দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক সহ পানিসম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি দপ্তর, অধিদপ্তর ও বিভাগের প্রধান ও কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় ডেলটা মিনিস্টিরিয়াল কনফারেন্স

ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বিশ্বের ডেল্টা দেশসমূহে সৃষ্টপ্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা এবং দুর্যোগের সাথে সহাবস্থানের কৌশল নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে জাতিসংঘ আয়োজিত Disaster Risk Reduction সম্মেলনে নেদারল্যান্ডস্, কলাম্বিয়া এবং জাপান যৌথভাবে 'Building an International Coalition for Integrated Delta Management and Resilience Event' আয়োজন করে। এ সম্মেলনে ডেল্টা কোয়ালিশন প্রতিষ্ঠার ধারণা পাওয়া যায়। তৎপ্রেক্ষিতে ২০১৫ সালের মার্চে জাপানের সেনডাই এ সর্বপ্রথম ডেল্টা কোয়ালিশনের ঘোষণা হয়।

এ কোয়ালিশন সরকারি পর্যায়ে বিশ্বের প্রথম আন্তর্জাতিক কোয়ালিশন। জন্মলগ্নে বাংলাদেশসহ নেদারল্যান্ড্স, মিশর, মোজাম্বিক, জাপান, কলাম্বিয়া, ফ্রান্স, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপিন্স্ ও মিয়ানমারসহ মোট ১২টি দেশ কোয়ালিশনের সদস্য ছিল। নেদারল্যান্ডস এ কোয়ালিশনের প্রথম চেয়ার নির্বাচিত হয় এবং ২০১৬ এ নেদারল্যান্ডস-এর রোটারড্যাম এ কোয়ালিশনের প্রথম মিনিস্টিরিয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ কোয়ালিশনের দ্বিতীয় চেয়ার নির্বাচিত হয়। কোয়ালিশনের প্রথম মিনিস্টিরিয়াল সভার আলোচনা অনুযায়ী দু'টি ওয়ার্কিং সেশন এবং একটি মিনিস্টিরিয়াল কনফারেন্স আয়োজন করা হয়। মরক্কোর মারাকাসে Cop-22 সম্মেলনের Side Event হিসেবে একটি ওয়ার্কিং সেশন এবং ২৮-২৯ জুলাই, ২০১৭ এ ঢাকায় একটি ওয়ার্কিং সেশনসহ মিনিস্টিরিয়াল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা ওয়াটার কনফারেন্স-২০১৭ এর পাশাপাশি ডেলটা মিনিস্টিরিয়াল কনফারেন্স ও শেরপা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকায় আয়োজিত দ্বিতীয় ডেল্টা মিনিস্টিরিয়াল কনফারেন্স পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যৌথভাবে আয়োজন করে। কনফারেন্সে মিশর, মোজাম্বিক, নেদারল্যান্ডস, ভিয়েতনাম, ফিলিপিনস, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান এর ২৪ (চব্বিশ) জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। তম্মধ্যে মিশর, মোজাম্বিক এবং ফিলিপিনস্ এর মাননীয় মন্ত্রীবৃন্দ সভায় অংশগ্রহণ করে। ওয়ার্কিং সেশনে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ/বিশেষজ্ঞগণ কোয়ালিশনের কার্যপরিধি (পরবর্তী চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যানের মেয়াদকাল, সচিবালয় স্থাপন, অর্থায়নের উৎস, নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তি), ঢাকা ডিক্লারেশন, পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের কর্মপরিকল্পনা, ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে। ওয়ার্কিং সেশনের ভিত্তিতে মিনিস্টিরিয়াল কনফারেন্সে এসব বিষয় চুড়ান্তকরণ এবং ঢাকা ডিক্লারেশন Adopt করা হয়। দ্বিতীয় মিনিস্টিরিয়াল কনফারেন্সে মিশরকে তৃতীয় চেয়ার নির্বাচন করা হয়। ১৫-১৬ অক্টোবর, ২০১৮ এ মিশরের কায়রোতে তৃতীয় মিনিস্টিরিয়াল কনফারেন্সের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারন করা হয়েছে।

কোয়ালিশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বব্যাপী Urbanizing Delta কে আলোচনায় নিয়ে আসা। এক্ষেত্রে জ্ঞান উন্নয়ন ও বিনিময়, Inclusive Sustainable Development ও Resilience, বাস্তব প্রয়োগ ও সহযোগিতা Promote করা এবং Urban Delta কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিশ্বের অধিকাংশ ডেল্টাভুক্ত দেশকে Address করতে হলে Rural Delta কে গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বাংলাদেশের মাননীয় পানিসম্পদ মন্ত্রী ডেল্টা কোয়ালিশনের প্রথম সভায় উপস্থাপন করেন। সেমতে দ্বিতীয় কনফারেন্সে Deltas for Life প্রতিপাদ্য বিষয়টি রাখা হয়। ডেল্টাভুক্ত দেশসমূহের নিজ নিজ সমস্যা এবং সমাধানের অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে একটি দেশের অভিজ্ঞতা অন্য দেশ কর্তৃক প্রয়োগকে দ্বিতীয় কনফারেন্সে গুরুত্ব দেয়া হয়।

SDGs বাস্তবায়ন অগ্রগতি

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ভুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ২০২০ সাল নাগাদ এবং ৮ম (২০২১-২০২৫) ও ৯ম (২০২৬-২০৩০) বার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে সম্ভাব্য প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। এরই আলোকে ২০৩০ সাল নাগাদ SDG বাস্তবায়নের লক্ষে Action Plan চূড়ান্তকরণ করে তা গত ২৫-০৯-২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ তা চূড়ান্ত করে উল্লিখিত Action Plan বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের নিমিত্তে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক M/E Frameworke তৈরীর কাজ সম্পন্ন করেছে। উল্লেখ্য উক্ত M/E Frameworke এর জন্য প্রয়োজনীয়

Baseline Data সরবরাহ করা হয়েছে। SDG Mapping অনুসারে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত SDG-6.5 ও SDG 6.6 এর প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহ জুন ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর SDG বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়কের দপ্তরে দাখিল করা হয়েছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের আইনসমূহ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা এবং নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর আইন সমূহঃ

জাতীয় পানি নীতি-১৯৯৯

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	অধ্যায়-৩	সকল উৎসের পানির উন্নয়ন, ব্যবহার, সুষম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সকলের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ, জনসাধারনের অংশগ্রহণ, টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয় বর্ণিত হয়েছে।
২	অধ্যায়-৪	নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা, পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, পানির অধিকার এবং বন্টন, সরকারী ও বেসরকারী সম্পত্তি, পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পানি ও কৃষি, পানি ও শিল্প, পানি, মৎস সম্পদ ও বন্য প্রানী, পানি ও নৌ-চলাচল, পানি বিদ্যুৎ ও বিনোদনের জন্য পানি পরিবেশের জন্য পানি, হাওড়-ভাওড়, বিল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, গবেষণা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা, স্বার্থসংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।
৩	অধ্যায়-৫	প্রাতিষ্ঠানিক নীতি আলোকপাত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন- ২০০০

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	৩(২)	বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন, অধিকার রাখা ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং বোর্ডের নামে উহার পক্ষে বা বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।
২	৫(১)	বোর্ডের ক্ষমতা ও দায়িত্বঃ- এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, পানি সম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং ধারা ৬-এ বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে বোর্ড সমগ্র বাংলাদেশ অথবা উহার যে কোন অংশে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।
৩	৬(১)	বোর্ডের কার্যাবলীঃ- সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় পানি নীতি ও জাতীয় পানি মহাপরিকল্পনার আলোকে এবং এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন এবং তদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।
৪	৭	বোর্ডের সাধারণ পরিচালনাঃ- বোর্ডের বিষয়াদি ও কার্যাবলীর সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং বোর্ড যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিষদও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।
৫	৮	পরিষদের গঠনঃ- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, সচিব,পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়, অর্থ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ইত্যাদি সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।
৬	১২(১)	মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালকঃ- সংস্থার একজন মহাপরিচালক ও অনধিক পাঁচজন অতিরিক্ত মহাপরিচালক থাকিবে।
৭	১২(২)	মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।
৮	১৪(১)	কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগঃ- বোর্ড উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
৯	১৫(১)	ভবিষ্যত প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনাঃ- জাতীয় পানি নীতির বিধান অনুসারে এবং উপ-আঞ্চলিক ও স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় বোর্ড কেবল ১০০০ হেক্টরের অধিক আয়তন বিশিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন করিবে।
১০	১৬(১)	বিদ্যমান প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও মালিকানা হস্তান্তরঃ- অনূর্ধ্ব ১০০০ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট এফসিডি ও এফসিডিআই প্রকল্পের মালিকানা পর্যায়ক্রমে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত হইবে এবং যে সমস্ত প্রকল্প উহাদের সুবিধাভোগীদের স্বার্থে গঠিত সংগঠনসমূহের দ্বারা ইতোমধ্যে সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হইতেছে সেইগুলি সর্বপ্রথম হস্তান্তরিত হইবে।
১১	১৯(১)	বার্ষিক প্রতিবেদনঃ- বোর্ড প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্ত হওয়ার পরবর্তী ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে তৎকর্তৃক উক্ত অর্থ বৎসর সংক্রান্ত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে যাহাতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরে গৃহীত উন্নয়ন কৌশল, পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত কর্মসূচী, প্রাক্কলিত ও প্রকৃত আয় ও ব্যয়, সাফল্য নিরূপণের জন্য নির্ধারিত প্রধান নির্ণায়কসমূহের আলোকে অর্জন এবং সাংগঠনিক দক্ষতা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের হাল অবস্থা এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পরিচালনা ব্যবস্থার উপর বিশ্লেষণ থাকিবে।
১২	২০	বোর্ডের কার্য পরিচালনার জন্য উহার একটি নিজস্ব তহবিল থাকিবে এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণ ইত্যাদি উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ উক্ত তহবিলে জমা হইবে।
১৩	২১	বাজেটঃ- বোর্ড প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট এবং রাজস্ব বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে বোর্ডের কি পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা আইন- ১৯৯২

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	৫	সাধারণ পরিচালনা- সংস্থার সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সংস্থা যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা বোর্ড সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিবে।
২	৬	সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী (সভাপতি হইবেন), পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য (সহ-সভাপতি হইবেন), সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় সচিব ইত্যাদি সদস্য সমন্বয়ে পরিচালনা বোর্ড গঠিত হইবে।
৩	৭	সংস্থার কার্যাবলী- পানি সম্পদ উন্নয়নকল্পে পরিবেশগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার, জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ, পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান, সমীক্ষা পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান, মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা এবং পরামর্শ প্রদান, পানি সম্পদ ব্যবহার সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নীত করা, তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচান করা, আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন করা, এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পানি সম্পদ বিষয়ক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।
৪	৮(১)	মহা-পরিচালক ও পরিচালক- সংস্থার একজন মহা-পরিচালক ও অনুন্য দুইজন পরিচালক থাকিবে।
৫	৯(১)	কার্যনির্বাহী পরিষদ- সংস্থার একটি কার্য নির্বাহী পরিষদ থাকিবে, যাহা একজন চেয়ারম্যান ও অনূন্য দুইজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।
৬	১২(১)	সংস্থা-তহবিল- সংস্থার একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে সরকারের অনুদান, অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত দান ও অনুদান এবং সংস্থা কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য যে কোন অর্থ জমা হইবে।
৭	১৪(১)	হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা- সংস্থা যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।
৮	১৫	সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারী- সংস্থার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সংস্থা প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
৯	১৭(১)	প্রতিবেদন- প্রতি বৎসর ৩০ জুনের মধ্যে সংস্থা তৎকর্তৃক উহার পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সম্বলিত একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর আইন- ১৯৯০

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	৬(১)	পরিচালনা বোর্ড- পরিচালনা বোর্ড সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী (সভাপতি হইবেন), চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ফরিদপুর; সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন জাতীয় সংসদ সদস্য; সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ইত্যাদি সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।
২	৭	ইনষ্টিটিউটের কার্যাবলী- ইনষ্টিটিউটের কার্যাবলী হইবে নদী প্রশিক্ষণ, নদীর ভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ও পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনে নকশা প্রণয়ন, নদীর পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা গানিতিক মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা, নদী প্রশিক্ষণ, ও ভাঙ্গন রোধে উপকরণ পরীক্ষা ইত্যাদি।
৩	১০(১)	ইনষ্টিটিউটের তহবিল- ইনষ্টিটিউটের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে সরকার কর্তৃক, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ইত্যাদি জমা হইবে।
৪	১৪(১)	মহাপরিচালক- ইনষ্টিটিউটের একজন মহা-পরিচালক থাকিবেন।

বাংলাদেশ পানি বিধিমালা- ২০১৮

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	৩(১)	সুপেয় পানি এবং পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ব্যবহার্য পানি অধিকার-পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা সুপেয় পানি এবং পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশনের লক্ষ্যে ধারা ৩ এবং এই বিধিমালার অধীন পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির নির্দেশসমূহ বাস্তবায়ন করিবে।
২	৪(১)	জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার- ধারা ৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উহার কার্যপরিধির আওতাধীন আন্তঃদেশীয় নদী ও অন্যান্য পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ করিবে এবং উহা পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার (NWRD) এ সংরক্ষণ করিবোর জন্য সরবরাহ করিবে।
৩	৫(১)	জাতীয় পানি নীতি প্রণয়ন- ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত বিষয়াদিসহ জাতীয় পানি নীতি প্রণয়ন এবং উহা, সময় সময়, হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে, সরকারের পক্ষে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে ১ (এক) টি খসড়া প্রণয়ন করিবে।
৪	৮(১)	প্রতিপালন আদেশ জারির পদ্ধতি- ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) এবং ধারা ৪২ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে নির্বাহী কমিটি এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানাবলি অনুসরণপূর্বক ফরম- ১.১ এ প্রতিপালন আদেশ ইস্যু করিতে পারিবে ।
৫	৯(১)	অপসারণ আদেশ জারির পদ্ধতি- যদি কোনো ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পানি সম্পদের উপর এমন কোনো স্থাপনা নির্মাণ বা ভরাট কার্যক্রম গ্রহণ করে যাহা জলস্রোতের স্বভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে বা উহার গতিপথ পরিবর্তন করে, তাহা হইলে নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ধারা ১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই বিধিমালা অনুযায়ী, উক্ত ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে উক্ত জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ফরম-২.১ এ অপসারণ আদেশ জারি করিতে পারিবেন।
৬	১০(১)	স্থাপনা বা ভরাট কার্যক্রম অপসারণের বা আদায়ের পদ্ধতি- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত এবং বিধি ৯ এর অধীন জারীকৃত নোটিশে উল্লেখকৃত অপসারণ ব্যয় পরিশোধের জন্য দায়ী হইবে।
৭	৮ম অধ্যায়	প্রকল্প ছাড়পত্র: প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ- (ক) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার ক্ষেত্রে, মহাপরিচালক; (খ) জেলা কমিটির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক; (গ) উপজেলা কমিটির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা; এবং (ঘ) ইউনিয়ন কমিটির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।
	১৪(১)	সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
		(ক) জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি (খ) উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি (গ) ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৮	২১(১)	কারিগরি কমিটিসমূহ গঠন প্রত্যেক জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়নে কারিগরি কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে।
১২	৯ম অধ্যায়	পানি সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা এবং উহার ব্যবস্থাপনা;
১৩	১০ অধ্যায়	ভূগর্ভস্থ পানি সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
১৪	১১ অধ্যায়	জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিতকরণ;
১৫	১২ অধ্যায়	সুরক্ষা আদেশ;
১৬	১৩ অধ্যায়	প্রতিপালন বা সুরক্ষা আদেশ লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা আরোপের পদ্ধতি;

ফটো অ্যালবাম

সিরাজগঞ্জ ক্রসবার



ক্রসবার, সিরাজগঞ্জ



ক্রসবার, সিরাজগঞ্জ



ক্রসবার, সিরাজগঞ্জ



ক্রসবার, সিরাজগঞ্জ



ক্রসবার, সিরাজগঞ্জ



ক্রসবার, সিরাজগঞ্জ



ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীতে ক্রসবার নির্মাণের ফলে পুন:দ্ধারকৃত ভূমি



ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীতে ক্রসবার নির্মাণের ফলে পুন:দ্ধারকৃত ভূমি



ক্রসবার, সিরাজগঞ্জ



ক্রসবার, সিরাজগঞ্জ

তিস্তা ব্যারেজ ও ইরিগেশন এলাকা



সেচ ক্যানেল



পাবনা সেচ প্রকল্পের আওতায় খননকৃত সেচ খাল



তিস্তা ব্যারেজ



তিস্তা ব্যারেজ

জিকে প্রজেক্ট



জিকে পাম্প হাউজ এর প্রধান খাল, কুষ্টিয়া



জিকে পাম্প হাউজ, কুষ্টিয়া



জিকে পাম্প হাউজ, কুষ্টিয়া

উপকুলীয় বাঁধ ও পোল্ডার এলাকা গাছ সহ



উপকূলীয় বাঁধ



উপকূলীয় বাঁধ

ড্রেজিং এর ক্যাপসন সহ কতগুলি কাজ চলছে



ধনু নদী ড্রেজিং



কালনি নদী ড্রেজিং



গড়াই নদী ড্রেজিং



যমুনা নদী ড্রেজিং



কালনি নদী ড্রেজিং

পদ্মা সেতুর প্রতিরক্ষা কাজ



পদ্মা সেতুর বাঁধ প্রতিরক্ষা কাজ



পদ্মা সেতুর বাঁধ প্রতিরক্ষা কাজ



পদ্মা সেতুর মাওয়া এলাকা ব্লক দ্বারা বাঁধ নির্মাণ



পদ্মা সেতুর প্রতিরক্ষা কাজ



পদ্মা সেতুর মাওয়া এলাকায় ব্লক দ্বারা বাঁধ নির্মাণ



পদ্মা সেতুর মাওয়া এলাকায় ব্লক নির্মাণ

আবহাওয়া বন্যা পূর্বাভাস ম্যাপ ও ছবি



অটোমেটিক (রাডার) পানি সমতল ষ্টেশন

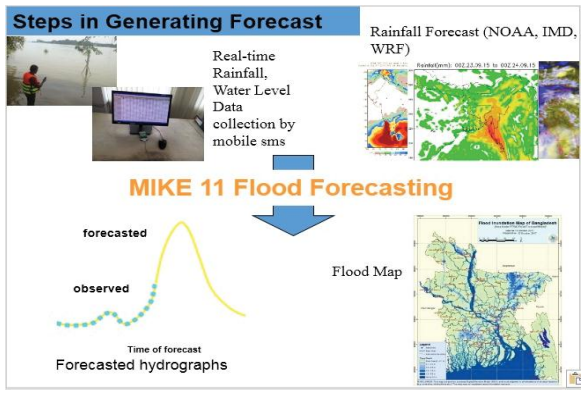

বন্যা পূর্বাভাস প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ



অটোমেটিক (রাডার) পানি সমতল ষ্টেশন

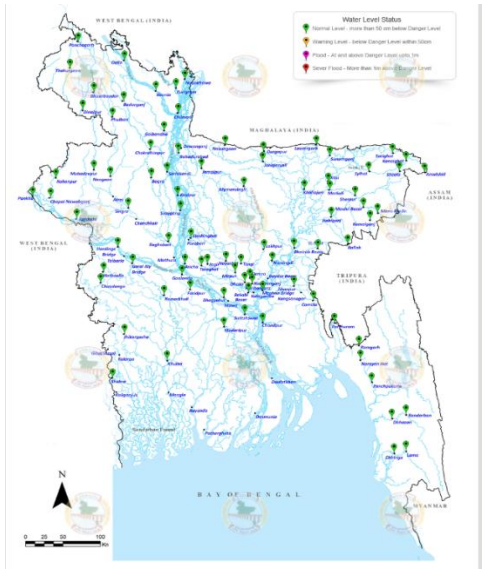

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ওয়েবসাইট

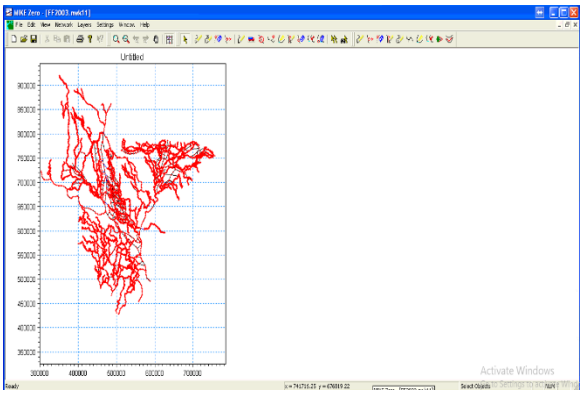

Mike 11 Software

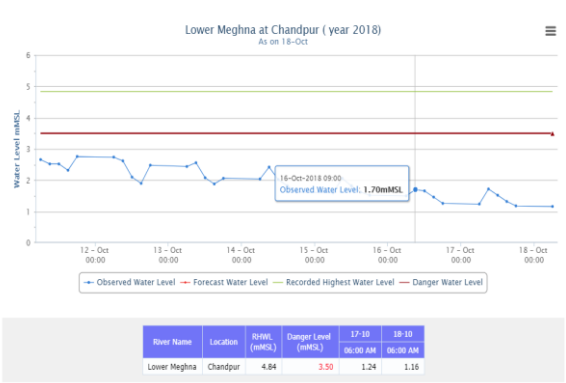

পানি সমতল হাইড্রোগ্রাফ

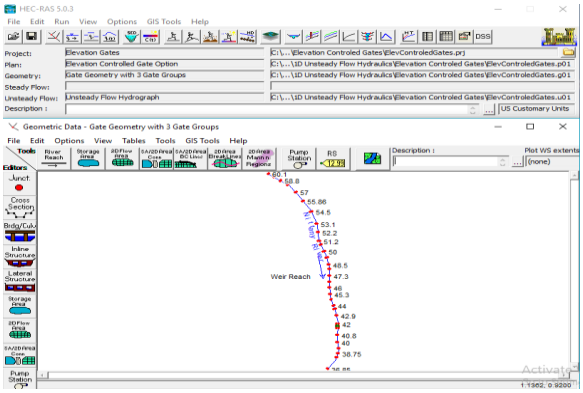

HEC-RAS

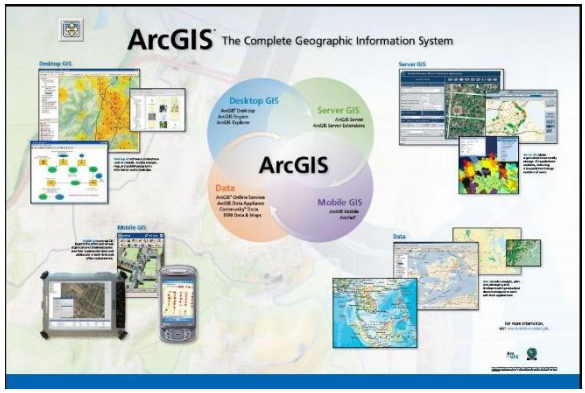

Arc GIS

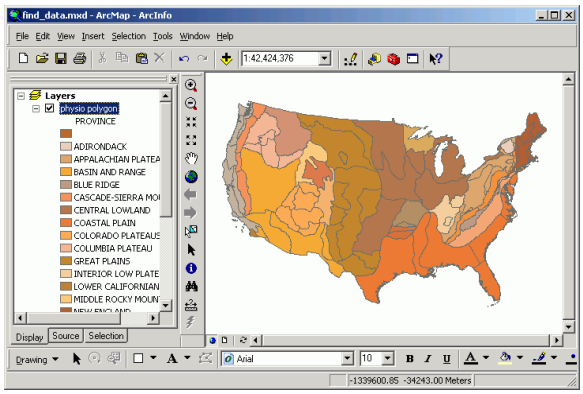

Arcinfo

হাওড়ের বাঁধ সংক্রান্ত ছবি



সুনামগঞ্জ জেলার হাওর অঞ্চলে পুনঃনির্মিত ডুবন্ত বাঁধ



সুনামগঞ্জ জেলার হাওর অঞ্চলে নির্মিত ক্লোজার



সুনামগঞ্জ জেলার হাওর অঞ্চলে বাঁধ নির্মাণ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের
অধীন দপ্তর/সংস্থা কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

www.bwdb.gov.bd

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এ কারণে কৃষিজ সম্পদ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন্যা, অতিবৃষ্টিজনিত আগাম বন্যা, জলাবদ্ধতা, ফসলি জমিতে লোনা পানি প্রবেশ, খরা, সেচ সুবিধার অভাব, ইত্যাদি কৃষি উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। কৃষি উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন্যা প্রতিরোধ, সেচ ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশন, আবাদযোগ্য জমি লবণাক্ততা থেকে রক্ষা, সমুদ্র হতে নতুন নতুন জমি উদ্ধার কাজে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া দেশের শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র, শহর বন্দর, কৃষিযোগ্য জমি সীমান্ত বরাবর প্রবাহমান নদীসমূহ ভাঙ্গনের কবল থেকে বাংলাদেশের ভূখন্ড নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা কাজেও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বদা নিয়োজিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি

১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালের উপর্যুপরি ভয়াবহ বন্যায় দেশের জানমাল এবং অবকাঠামো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন সরকারের আমন্ত্রণে জনাব জে, এ, ক্রুগের নেতৃত্বে ক্রুগ মিশন নামে জাতিসংঘের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের জটিল পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর সমীক্ষা পরিচালনা করেন। ক্রুগ মিশনের সমীক্ষার সুপারিশক্রমে বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ পানি সম্পদের উন্নয়ন, আহরণ, ব্যবহার এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সনের অর্ডিন্যান্স নং-১ এর মাধ্যমে পূর্ব-পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ইপিওয়াপদা) সৃষ্টি করা হয়। তৎকালীন সেচ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা কর্মচারিকে ইপিওয়াপদার পানি উইং এ আত্মীকরণসহ প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, কারিগরি ও অ-কারিগরি বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ বিপুল সংখ্যক কর্মচারি নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং- ৫৯ এ তদানীন্তন ইপিওয়াপদার "পানি উইং" নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা সৃষ্টি করা হয়।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এর অনুসরণে সমন্বিত ও জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১১ জুলাই, ২০০০ এ "বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০" জারী করা হয়। অনুমোদিত জাতীয় পানি নীতি অনুসরণপূর্বক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পানি সম্পদ সেক্টরের অন্যতম প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী মহাপরিচালক। মহাপরিচালক এবং তাঁর অধীনস্ত ৫ জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক সমন্বয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনা করে আসছে। পানি সেক্টরের মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প/প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য সারাদেশকে ৯টি জোনে (উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল) বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জোনের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রয়েছেন।

পরিচালনা পরিষদ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ অনুসারে বোর্ডের সার্বিক নীতি নির্ধারণের জন্য একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ৪ (চার) জন সচিবসহ সরকারি/বেসরকারি সেক্টরের বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধি এবং মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিসহ ১২ (বারো) জন সদস্য সমন্বয়ে এ পরিচালনা পরিষদ গঠিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী

(ক) কাঠামোগত কার্যাবলী

১. নদী ও অববাহিকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, সেচ ও খরা প্রতিরোধের লক্ষ্যে জলাধার, ব্যারেজ, বাঁধ, রেগুলেটর বা অন্য যে কোন অবকাঠামো নির্মাণ;

২. সেচ, মৎস্য চাষ, নৌপরিবহন, বনায়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পরিবেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানি প্রবাহের উন্নয়ন কিংবা পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের জন্য জলপথ, খালবিল ইত্যাদি পুনঃখনন;

৩. ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি পরিবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধার এবং নদীর মোহনা নিয়ন্ত্রণ;

৪. নদীতীর সংরক্ষণ এবং নদীভাঙ্গন হতে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে শহর, বাজার, হাট এবং ঐতিহাসিক ও জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ সংরক্ষণ;

৫. উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও সংরক্ষণ;

৬. লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ রোধ এবং মরুকরণ প্রশমণ;

৭. সেচ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পানীয় জল আহরণের লক্ষ্যে বৃষ্টির পানি ধারণ।

(খ) অকাঠামোগত ও সহায়ক কার্যাবলী

১. বন্যা ও খরা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ;

২. পানিবিজ্ঞান সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা এবং এতদ্‌সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত গ্রহণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ;

৩. পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহযোগিতায় এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক সৃষ্ট অবকাঠামোভুক্ত নিজস্ব জমিতে বনায়ন, মৎস্য চাষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং বাঁধের উপর রাস্তা নির্মাণ;

৪. বোর্ডের কার্যাবলীর উপর মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা;

৫. বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুফল সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের মধ্যে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সুবিধাভোগীদের সংগঠিতকরণ, প্রকল্পে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন এবং প্রকল্প ব্যয় পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত বিভিন্ন কলাকৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উদ্ভাবন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন।

সাংগঠনিক কাঠামো

প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত-প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ পানি সেক্টরের সকল কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে মাঠ পর্যায়ে ৯টি জোন, ২২টি সার্কেল, ৭৮টি বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী দপ্তর রয়েছে যা বিস্তারিত সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রদর্শিত হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো

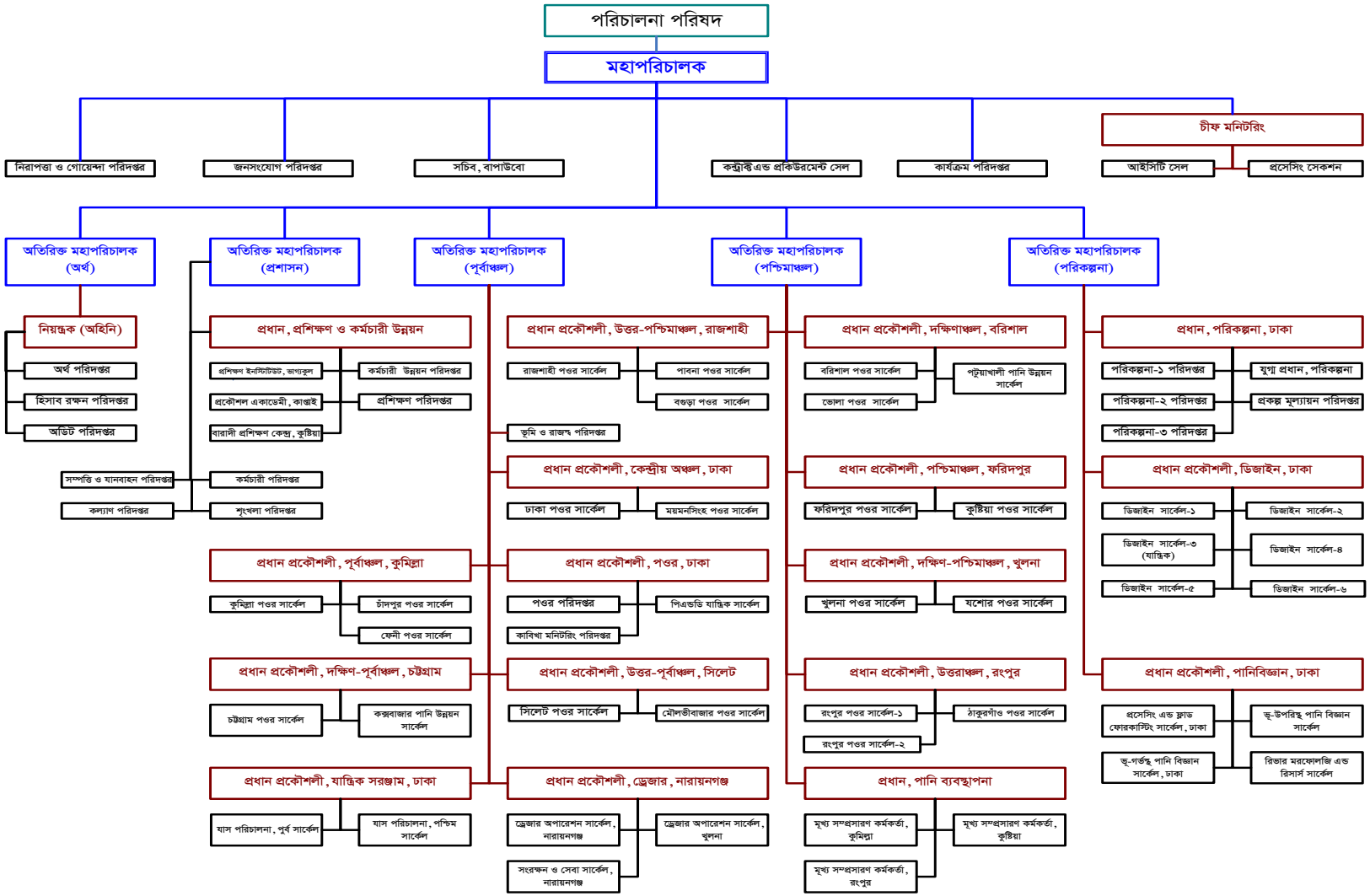

জনবল

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। ১৯৭২ সালের প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং ৫৯ মোতাবেক তদানীন্তন ইপিওয়াপদার "পানি উইং" নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) একটি স্বতন্ত্র সংস্থা হিসেবে সৃষ্টি হয়। শুরুতে এর অনুমোদিত জনবল ছিল ২৪,৩৬৮ জন। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় সংস্থাটির জনবল হ্রাস করা হয়। ১৯৮৫ সালে সংস্থার জনবল এনাম কমিটির মাধ্যমে হ্রাস করে ১৮০৩২ এ আনা হয়। পুনরায় ১৯৯৮ সালে এর জনবল ১৮০৩২ থেকে কমিয়ে ৮৯৩৫ জন করা হয়। পানি সম্পদ সেক্টরে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড তরান্বিত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৬৪ ক্যাটাগরীর ১২৬৩৪ জন জনবল সম্বলিত Need Based Set-Up এর মধ্যে চূড়ান্ত ভেটিংকৃত ১১৬ ক্যাটাগরীর ১০১৮২ টি পদ সৃজনে সরকারী আদেশ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৮ ক্যাটাগরীর ২৪৫৬ টি পদের গেজেট প্রকাশের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পদ সৃজন

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বৃহৎ নদীসমূহে ড্রেজিং, নদী ব্যবস্থাপনা এবং গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের ন্যায় মেগা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। আগামী মধ্য-মেয়াদী বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের পরিধিও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে জনবল হ্রাস ও বর্তমানে বাপাউবোর কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় জনবল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে মোতাবেক ২০১০ সালে সর্বমোট ১৫০৬৭ পদের জন্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে Need Based জনবল কাঠামোর প্রস্তাবনা দেয়া হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পর্যালোচনা পূর্বক ৬৪৫৯টি নতুন পদ (যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর ও ড্রেজার পরিদপ্তর নতুনভাবে অন্তর্ভূক্তকরণ পূর্বক) অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজন এবং বাপাউবো'র অনুমোদিত ৮৯৩৫টি পদ হতে ১৮০০টি পদ বিলুপ্তিসহ সর্বমোট ১৩৫৯৪ পদ এর সম্মতি জ্ঞাপন করে। এরই ধারাবাহিকতায় অর্থ মন্ত্রণালয় ৫৪৯৯টি পদ সৃজন এবং ১৮০০টি পদ বিলুপ্ত করে মোট ১২৬৩৪টি পদের সুপারিশ করে। এছাড়াও ৫৯৫টি আর্মড গার্ড (আনসার) এর পদ অঙ্গীভূতকরণের (Embodiment) মাধ্যমে পূরণ করার সুপারিশ থাকায় মোট পদ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩২২৯টি। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	সংস্থা/পরিদপ্তরের নাম	এনাম সেট-আপ ১৯৮৪ অনুসারে জনবল	গেজেট '৯৮ অনুসারে জনবল	প্রক্রিয়াধীন Need Based সেট-আপ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	
				জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	অর্থ মন্ত্রণালয়
১।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (যান্ত্রিক সরঞ্জাম ও ড্রেজার পরিদপ্তর বাদে)	১৪১২৫	৮৯৩৫	১২০২৮	১১৮৭০
২।	যান্ত্রিক সরঞ্জাম (এমই) পরিদপ্তর	২১৪৫	-	৪২৫	৩৬০
৩।	ড্রেজার পরিদপ্তর	১৪০৫	-	১১৪১	৯৯৯
৪।	নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট	১৯০	-	-	-
৫।	যৌথ নদী কমিশন	১৬৭	-	-	-
	মোট	১৮০৩২	৮৯৩৫	১৩৫৯৪	১৩২২৯

জনবল নিয়োগ

পানি সম্পদ সেক্টরে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড গতিশীল রাখার স্বার্থে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে শূন্য পদের বিপরীতে নিয়মিতভাবে জনবল নিয়োগের কাজ চলমান আছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে নিয়োগের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	গ্রেড	সেট-আপভূক্ত পদের সংখ্য	বর্তমানে কর্মরত সংখ্যা	২০১৭-২০১৮ সালে সরাসরি নিয়োগকৃত পদসংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	ডিসেম্বর, ১৮ এর মধ্যে সরাসরি নিয়োগের প্রক্রিয়াধীন পদসংখ্যা (আউটসোসিং সহ)
১	১ হতে ৯	১৪০৫	৮৮৮	২৯৩	৫১৭	৮০
২	১০	৯৫৬	৭৪১	৩৩	২১৫	২১০
৩	১১ হতে ১৬	২২৭৩	২১০৯	০	১৬৪	১১৪
৪	১৭ হতে ২০	৫৫৪৮	৩৪১১	০	২১৩৭	২১০০
	মোট	১০১৮২	৭১৪৯	৩২৬	৩০৩৩	২৫০৪

মানব সম্পদ উন্নয়ন

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত মানের উৎকর্ষ সাধনে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। পানি সম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত জনবলের দক্ষতা ও পেশাগত জ্ঞান সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডের বিস্তারিত নিম্নরূপ ঃ

অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনদিবসের সংখ্যা
১।	২০১৭-১৮	৪২	৮৫৮	১১৯০৯

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	দেশের নাম	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনদিবসের সংখ্যা
১।	ভারত	৮	১১	১৯৯
২।	জাপান	২	২	৫৯
৩।	তুরষ্ক	২	৭	৪৪
৪।	নেদারল্যান্ড	৩	১৬	১৪৭
৫।	চীন	৬	১১	৮০
৬।	থাইল্যান্ড	৩	২১	১৩৩
৭।	কানাডা	১	৪	২৮
৮।	ভিয়েতনাম	২	১৩	৯৪
৯।	নেপাল	১	১	২
১০।	আমেরিকা	৭	২৫	২৫১
১১।	মালেশিয়া	১	৮	৪৮
১২।	জার্মানী	৩	১৩	৮০
১৩।	যুক্তরাজ্য	৪	১৮	১৭১
১৪।	সুইজারল্যান্ড	১	১	৩
১৫।	ইন্দোনেশিয়া	১	৩	১৮
১৬।	কোরিয়া	১	১	৬
১৭।	অষ্ট্রেলিয়া	২	৬	৪৫
১৮।	সিঙ্গাপুর	১	১	৪
১৯।	শ্রীলংকা	১	১	১৪
২০।	ইটালী	৩	১০	৬৫
২১।	মঙ্গোলিয়া	১	১	৩
২২।	নরওয়ে	১	১	৯
২৩।	উগান্ডা	১	১	৩
	মোট =	৫৬	১৭৬	১৫০৬

বাপাউবো'র প্রকল্পে অর্থায়ন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) সরকারের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে ঋণ ও অনুদান সহায়তা পেয়ে থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে চীনা সরকার, বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইফাদ, নেদারল্যান্ড সরকার, জাইকা ইত্যাদি উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে পানি সম্পদ খাতে সহায়তা পাওয়া গিয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে দাতা সংস্থাসমূহ কর্তৃক আরোপিত শর্ত সংক্রান্ত কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে বিগত বছরসমূহে বৈদেশিক ঋণ সহায়তায় প্রকল্প গ্রহণের হার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে বাপাউবো'র উন্নয়ন বাজেটের সিংহভাগই সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকে নির্বাহ করা হচ্ছে। সংস্থাপন ব্যয় ও সমাপ্ত প্রকল্পের বিদ্যমান অবকাঠামোগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সরকারের অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট থেকে আসে। বিগত কয়েক বছরে অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সমাপ্তকৃত প্রকল্পগুলো হতে ঈপ্সিত সুফল অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে বাস্তবায়নাধীন মোট প্রকল্প ছিল ৬৬টি। এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ৪৫২৭.৪৮ কোটি টাকা। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) তে ২৯টি নতুন অনুমোদিত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়ে মোট প্রকল্প সংখ্যা দাড়ায় ৯৫টি। তন্মধ্যে ৮৯টিই বিনিয়োগ প্রকল্প (৮০টি জিওবি ও ৯টি বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট), ৪টি জিওবি অর্থায়নে সমীক্ষা প্রকল্প এবং ২টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। আরএডিপিতে বরাদ্দ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দাড়ায় ৪৬৭৩.১৮ কোটি টাকা। সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৯৫.২৬% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯১.৯০%(বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১)। ১৭টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বরাদ্দ	ব্যয় (কোটি টাকা)	অগ্রগতি
স্থানীয়	৩৭২৪.২৪	৩৪৯৪.৬৪	৯৩.৮৩%
প্রকল্প সাহায্য	৯৪৮.৯৪	৭৯৯.৮৪	৮৪.২৯%
মোট	৪৬৭৩.১৮	৪২৯৪.৪৮	৯১.৯০%

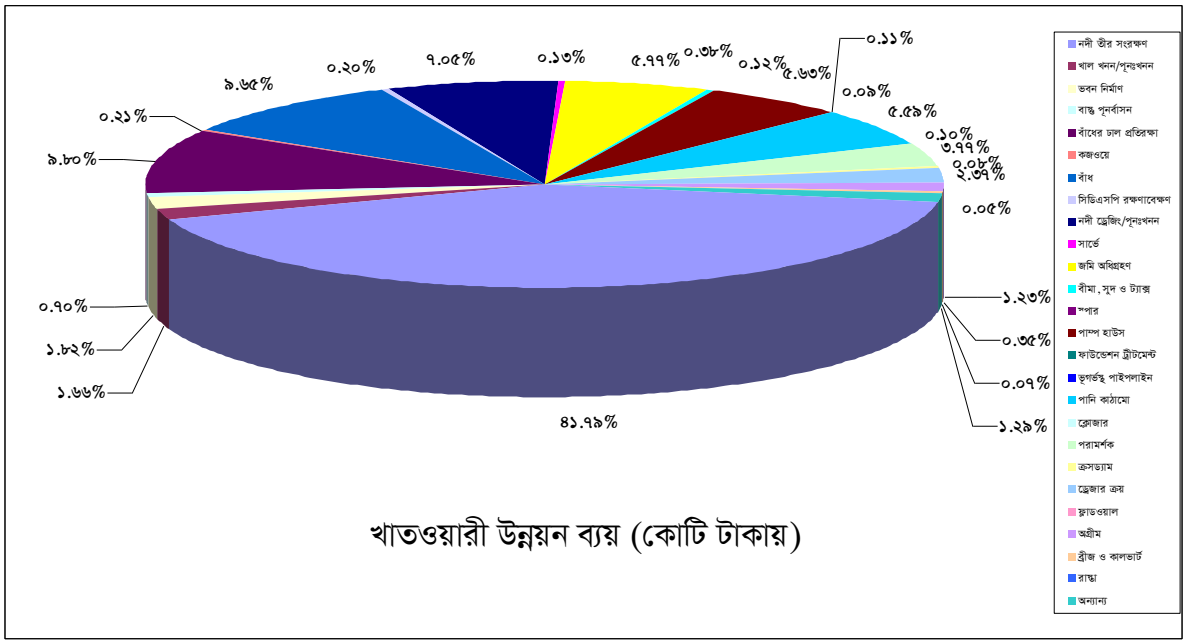

খাতওয়ারী উন্নয়ন ব্যয় (কোটি টাকায়)

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ ১৩৬৫.৬১ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৩৫২.২৯ কোটি টাকা। অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	অর্থনৈতিক কোড	গৌণ খাত	বরাদ্দ	ব্যয়
১	৫৯০১	সংস্থাপন	৭৭০.৮৫	৭৫৮.০৭
২	৪৮১০	পৌরকর	৩.০০	৩.০০
৩	৪৮১১	ভূমিকর	৬.০০	৫.৯৯
৪	৪৮৮৬	জরিপ	৯.১১	৮.৮০
৫	৫৯৬১	বিদ্যুৎ মঞ্জুরী	৩২.০০	৩১.৯০
৬	৫৯৭৪	মেরামত মঞ্জুরী	৫২২.৬৫	৫২২.৫৫
৭	৫৯৭৭	অন্যান্য মঞ্জুরী	২২.০০	২১.৯৮
মোট			১৩৬৫.৬১	১৩৫২.২৯

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের আরএডিপি বরাদ্দ হতে ৪৭২.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা হয়। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	(বাস্তবায়নকাল)	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা				
১	জামালপুর জেলার সদর উপজেলাধীন জামালপুর শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত তীর সংরক্ষণ কাজের ডাম্পিং জোন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮	২২১৬.৯৬	২১৭৯.৯৯
২	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলাধীন মোহনগঞ্জ পৌর এলাকায় শিয়ালজানি খালের উভয় তীরে ২০০০ মিটার দৈর্ঘ্যে সিসি ব্লক দ্বারা আর্মার্ডকরণ কাজ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮	১৭১২.৯৩	১৬১০.০১
৩	ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন পশ্চিম নারিশা বাজার এবং মেঘুলা বাজার সংলগ্ন পদ্মা নদীর বাম তীরে অস্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক কাজ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	মে, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮	১৯৩৫.০০	১৭২৯.২২
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা				
৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার মানিকনগরে তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে মেঘনা নদীর বামতীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮	৩৬৪৯.৩৮	৩৩৩২.৮৯
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট				
৫	মনু নদী সেচ প্রকল্পের আওতাধীন কাশিমপুর পাম্প হাউস পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮	৮৪১৬.০০	৮২৯৫.৫৯
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম				
৬	বান্দরবান আলীকদম সেনানিবাস এলাকায় মাতামুহুরী নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮	১৮৯০.০০	১৭৮৫.৭৭
উত্তরাঞ্চল, রংপুর				

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	(বাস্তবায়নকাল)	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
৭	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১) (৩য় সংশোধিত)	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৮	৪১৩৩২.৫৭	৩৬০১৮.৪৬
৮	পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলাধীন সাবেক নাজিরগঞ্জ ও দইখাতা ছিটমহল এলাকায় করতোয়া নদীর বাম তীর বরাবর নদী তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প।	জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯	২৪৩৫.৭৪	২৩২১.৯৫
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী				
৯	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	সেপ্টেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৮	২৮০১১.৮০	২৬৬৩১.৬৫
১০	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ ও সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প।	জুলাই, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭	৮৬৭৮.৬৬	৮০১৪.১৩
১১	আত্রাই নদীর ভাঙ্গন হতে নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার ৩টি এলাকায় তীর সংরক্ষণ এবং মান্দা উপজেলার পলাশবাড়ী খাল পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	মে, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮	২১৪৩.৩০	২০৭১.৭৭
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর				
১২	ফরিদপুর জেলাধীন আলফাডাঙ্গা উপজেলায় দিগনগর/পবনবেগ এলাকায় মধুমতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প।	জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৮	২১৬৭.৮৪	১৪১০.৪৭
১৩	কুষ্টিয়া জেলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প।	মে, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮	১৮০৬৮.২০	১৪৬৯৬.৫৯
১৪	কুষ্টিয়া জেলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা সংরক্ষণের লক্ষ্যে পদ্মা নদী ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৮	২৪৭৭.০০	১৯৩০.১১
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা				
১৫	বাংলাদেশ নৌবাহিনী, খুলনা (বানৌজা) তিতুমীর সংলগ্ন ভৈরব নদীর ডান তীরে কিঃমিঃ ০.৪৩০ হতে কিঃমিঃ ০.৮৯৫ পর্যন্ত ৪৬৫ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮	১৭১৬.০০	১৫৭৭.২৪
বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহ				
১৬	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP) (৩য় সংশোধিত)।	২০০৮-০৯ থেকে জুন, ২০১৮	৭৫০৫০.০০	৬৮০৮৭.০০
১৭	Climate Smart Agricultural Water Management Project (CSAWMP) (১ম সংশোধিত)।	জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৮	৫৫৮.১৫	২৯৫.০৫

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সমাপ্তকৃত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য

- **তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১) (৩য় সংশোধিত)**

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকা ঃ রংপুর, দিনাজপুর, নীলফামারী

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৪১৩.৩৩ কোটি টাকা

প্রকৃত ব্যয়	ঃ	৩৬০.১৮ কোটি টাকা	
অবকাঠামো	ঃ	**জমি অধিগ্রহণ**	- **২১৩.৩৮ হেঃ**
		বগুড়া সেচ খাল খনন	- ২৭.৪৩ কিঃমিঃ (পূর্ণ)
		সেকেন্ডারী সেচ খাল খনন	- ১০.৩৮ কিঃমিঃ (পূর্ণ)
		টারশিয়ারী সেচ খাল খনন	- ৩.৬০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) ও ৩.৬৩ কিঃমিঃ (আং-৪০%)
		মেজর হাইড্রলিক স্ট্রাকচার	- ৩৫টি
		মাইনর হাইড্রলিক স্ট্রাকচার	- ২৪টি
		রেলওয়ে ব্রীজ	- ১টি
		ব্রীজ	- ১৯টি
		নতুন ইনস্পেকশন রোড নির্মাণ	- ১৫.৫০ কিঃমিঃ
		ইনস্পেকশন রোড মেরামত	- ৩৪.০০ কিঃমিঃ
		ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণ	- ৩৮.০০ কিঃমিঃ
		কালভার্ট নির্মাণ	- ২৯টি
		তিস্তা ব্যারেজের মাইক্রোপ্রসেসর বেজড অটোমেশন করা হয়েছে।	

প্রকল্পের বাস্তবায়ন জটিলতা ঃ

তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়), ১ম ইউনিটের মোট সেচযোগ্য এলাকা ৯৬,৫৭৫ হেক্টর। প্রকল্পটির আওতায় ভৌত কাজের বাস্তবায়ন পুরোপুরি অধিগ্রহণকৃত জমির উপর নির্ভরশীল। তবে প্রকল্পের ৩য় সংশোধনীতে ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব হেতু ভূমির মূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যমান বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি প্রভৃতি সময়ক্ষেপণের কারণে এবং দ্রুত সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ইউনিট-১ এর এলাকা সংকুচিত করে সেচযোগ্য এলাকা ৯৬,৫৭৫ হেক্টর থেকে ২০,০০০ হেক্টরে অবনমন করা হয়। প্রকল্পের ৩য় সংশোধনী অনুমোদনের পর জমি অধিগ্রহণ নীতিমালায় জমির ক্ষতিপূরণ মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জমির মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায় এবং ৩য় সংশোধনীতে জমি অধিগ্রহণ বাবদ সংস্থানকৃত অর্থ দ্বারা ২৬৬.৬৩ হেক্টরের মধ্য হতে ২১৩.৩৮ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা সম্ভব হয়। জমির মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় সংস্থানকৃত ৫৩.২৫ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি বিধায় এ জমির উপর নির্মিতব্য ৫৫টি প্যাকেজের কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। উক্ত ৫৫টি প্যাকেজের আওতায় ১৭.৫০ কিঃমিঃ সেকেন্ডারী সেচ খাল, ২৭.৪৩ কিঃমিঃ টারশিয়ারী সেচ খাল, ৮৬টি মাইনর হাইড্রলিক স্ট্রাকচার, ৫৯টি কালভার্ট ও ৬০টি টার্নআউট নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল। প্রকল্পের অসম্পাদিত কাজসমূহ "তিস্তা ব্যারেজ কমান্ড এরিয়া উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রকল্পের সুফল ঃ

- তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়), ১ম ইউনিট প্রকল্পের মাধ্যমে ৮,০০০ হেক্টর আবাদী জমিতে গ্রাভিটি পদ্ধতিতে সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রতিবছর ধান উৎপাদন প্রায় ৩১,০০০ মেঃ টন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রকল্প এলাকার বিদ্যমান সেচ ব্যবস্হাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখা সম্ভব হয়েছে।
- গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নয়ন প্রকল্পটির বাস্তবায়নের ফরে সম্ভব হয়েছে।





জামালপুর শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত তীর সংরক্ষণ কাজের ডাম্পিং জোন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প প্রতিরক্ষা কাজ

➢ **পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (২য় সংশোধিত)** [মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প]

বাস্তবায়নকাল ঃ সেপ্টেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ **চাপাইনবাবগঞ্জ**
প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ২৮০.১২ কোটি টাকা
প্রকৃত ব্যয় ঃ ২৬৬.৩২ কোটি টাকা
অবকাঠামো ঃ নদী তীর সংরক্ষণ - ৭.১২ কিঃমিঃ

প্রকল্পের সুফল ঃ

- নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন আলাতুলি এলাকা রক্ষা করা হয়েছে।
- প্রকল্পটি বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্ত হতে পদ্মা নদীর ২ কিঃমিঃ ভাটিতে অবস্থিত এবং সম্পাদিত নদী তীর সংরক্ষণ কাজের বিপরীত নদী তীর অনেক ক্ষেত্রেই ভারতে অবস্থিত। এমতাবস্থায়, বাস্তবায়িত প্রকল্প বাংলাদেশের ভূ-খন্ডকে নদী ভাঙ্গনে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা করেছে।
- প্রকল্পটির আওতায় প্রায় ৪,০০০ হেক্টর এলাকা নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা হয়েছে।
- সরকারী এবং বেসরকারী স্থাপনা রক্ষা করে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা হয়েছে।
- নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে।
- চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার শাহজাহানপুর, আলাতুলী, দেবীনগর ও তদসংলগ্ন এলাকার মূল্যবান স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ (সরকারী/বেসরকারী) রক্ষা পেয়েছে যার আনুমানিক বর্তমান বাজার মূল্য ৭৩০০০.০০ লক্ষ টাকা।

➢ **ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP) (৩য় সংশোধিত)**

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ বরগুনা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর
প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৭৫০.৫০ কোটি টাকা
প্রকৃত ব্যয় ঃ ৬৮০.৮৭ কোটি টাকা
অর্থায়ন ঃ বিশ্বব্যাংক
অবকাঠামো ঃ জমি অধিগ্রহণ - ৮৯.৩৭ হেঃ

বাঁধ নির্মাণ	-	৩৪.২৩ কিঃমিঃ
বাঁধ মেরামত	-	৪৭৮.৮১ কিঃমিঃ
নদী তীর সংরক্ষণ	-	১৮.৪০৫ কিঃমিঃ
হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	-	১৬৭ টি (পূর্ণ), ৪টি (আং)
হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেরামত	-	১৯১ টি

নদী ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্পের কারিগরী সমীক্ষা সম্পাদন।

গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের সমীক্ষা সম্পাদন।

প্রকল্পের সুফল ঃ

- উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় সিড্র (২০০৭) এবং আইলাতে (২০০৯) ক্ষতিগ্রস্থ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২৯টি ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডার এর পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- উপকূলীয় ৩টি জেলার ১২টি উপজেলায় (বরগুনা- সদর, আমতলি, তালতলি, বামনা, পাথরঘাটা, বেতাগী; পটুয়াখালী- গলাচিপা, দশমিনা, কলাপাড়া, রাঙ্গাবালি; পিরোজপুর- ভান্ডারিয়া, মঠবাড়িয়া) বাপাউবো'র ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো পুনর্বাসন পূর্বক জনজীবন পূর্বাবস্থায় পুনরুদ্ধার এবং উপ-প্রকল্পের কাঙ্খিত সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন, সমুদ্র উচ্চতা এবং বৈষ্যিক উষ্ণতা বিবেচনা করে অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ উপ-প্রকল্প/ পোল্ডারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণসহ অবকাঠামোর বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন, টেন্ডার ডকুমেন্ট ও ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তায় "উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প ০১/১০/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পটির আওতায় বর্তমানে সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলায় ১৭টি পোল্ডারকে (১০০,৮১৭ হেঃ এলাকা) জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সৃষ্ট ঘুর্ণিঝড় মোকাবেলা উপযোগী করে সার্বিকভাবে বাঁধসমূহের উন্নয়ন ও পুনর্বাসন করা হচ্ছে।

➢ কুষ্টিয়া জেলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা সংরক্ষণের লক্ষ্যে পদ্মা নদী ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল ঃ মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকা ঃ কুষ্টিয়া

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ২৪.৭৭ কোটি টাকা

প্রকৃত ব্যয় ঃ ১৯.৩০ কোটি টাকা

অবকাঠামো ঃ	নদী ড্রেজিং	-	৩.২০ কিঃমিঃ
	অস্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ	-	০.৭৫ কিঃমিঃ

প্রকল্পের সুফল ঃ

- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত শিলাইদহ কুঠিবাড়ি সংলগ্ন পদ্মা নদীর ডানতীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণের গৃহীত প্রকল্প একনেক সভায় অনুমোদনকালে প্রকল্প এলাইনমেন্টে বিদ্যমান চর অপসারণের শর্ত আরোপের প্রেক্ষিতে পদ্মা নদী ড্রেজিং প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় এবং সম্পাদিত নদী ড্রেজিং কাজ নদীর প্রবাহকে খননকৃত চ্যানেলে প্রবাহিত করায় তা বাস্তবায়িত নদী তীর সংরক্ষণ কাজকে সুরক্ষা প্রদান করে। এভাবে শিলাইদহ কুঠিবাড়ি পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা পেয়েছে।
- পদ্মা নদীর ডানতীর ভাঙ্গন থেকে শিলাইদহ কুঠিবাড়ি সংলগ্ন কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলাধীন শিলাইদহ এবং কয়া ইউনিয়নের বিস্তীর্ন এলাকার কৃষি জমি রক্ষা করে কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়েছে।
- বিপুল পরিমান সরকারী-বেসরকারী স্থাপনা ও সম্পদ রক্ষা করা (আনুমনিক মূল্য ৬৭৫১৭.০০ লক্ষ টাকা) হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প

➢ **Irrigation Management Improvement Project (IMIP)- for Muhuri Irrigation Project (MIP) (১ম সংশোধিত)**

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ ফেনী, চট্টগ্রাম
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৪৬৭.১০ কোটি টাকা
অর্থায়ন ঃ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ২৮.০০%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- মুহুরী সেচ প্রকল্পের পুনঃসংস্কার পূর্বক সেচ ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন ও পুনর্বাসন করা।
- প্রকল্প এলাকার সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে সর্বোত্তম সেচ সুবিধা নিশ্চিত করতঃ প্রকল্পের টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন সাধন করা।
- ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইনের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক পাম্পের সাহায্যে প্রি-পেইড মিটারিং সিষ্টেমে (ডিজিটাল)পানির লস কমিয়ে ইকোনমিক সেচ ব্যবস্থা চালু করা।
- সুষ্ঠ পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষনের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা ও বর্ষা মৌসুমে নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা।
- উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ও ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি এবং মৎস্য চাষের উৎপাদন বৃদ্ধি করতঃ দেশের খাদ্য ঘাটতি দূর করা।
- প্রকল্প এলাকায় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করতঃ এলাকার জনগনের আর্থসামাজিক ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।
- কৃষি ও সেচ ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

সেচ খাল পুনঃখনন	- ১১০.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ২৫.০০ কিঃমিঃ (আং)
সেচের পানি সরবরাহের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন স্থাপন	- ৩৬.০০ কিঃমিঃ
স্লুইস নির্মাণ/ মেরামত ও পানিধারক/সেচ কাঠামো নির্মাণ	- ৫টি (আং-৫১%)
বাপাউবো ভবন মেরামত	- ১টি

➢ **মেঘনা নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)**

বাস্তবায়নকাল ঃ ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ ভোলা
প্রকল্প ব্যয় ঃ ২৭৯.৪২ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৬৫.১৪%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষা।
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নদীগর্ভে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা।
- ইলিশা ফেরীঘাট নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

নদী তীর সংরক্ষণ - ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৩৮.১৪%)

➢ **খুলনা জেলার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে ভদ্রা ও সালতা নদী পুনঃখনন প্রকল্প**

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ খুলনা
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৭৬.০০ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৪৩.০০%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- জনসাধারণকে জলাবদ্ধতার হাত হতে রক্ষা করা।
- আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন এবং পরিবেশের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা।
- নৌ চলাচলের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে কৃষি পন্য পরিবহনে খরচের পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস করা।
- ফসল ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা।



সালতা নদী পুনখঃনন এর পূর্বে



সালতা নদী পুনখঃনন এর পরে



ভদ্রা নদী পুনখঃনন এর পূর্বে



ভদ্রা নদী পুনখঃনন এর পরে

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

ভদ্রা নদী পুনঃখনন (ডুমুরিয়া হতে তেলিগাতী) - **৯.৮০০ কিঃমিঃ (আং-৮৫%)**
ভদ্রা নদী পুনঃখনন (ডুমুরিয়া হতে দিঘলিয়া) - **১১.৭০০ কিঃমিঃ (আং-৯২%)**

সালতা নদী পুনঃখনন (ডুমুরিয়া হতে টিয়াবুনিয়া) - ৯.০০০ কিঃমিঃ (আং-৯৩%)

➢ **বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্নিবাড়ী হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)**

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকা ঃ বগুড়া

প্রকল্প ব্যয় ঃ ৩৩৩.৩৮ কোটি টাকা

বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৯৪.৯২%

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্নিবাড়ী, তালুকদারপাড়া, চন্দনবাইশা, রহদহ এবং পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ এলাকার ফসলী জমি, ঘড়বাড়ি, স্কুল- কলেজ , মসজিদ- মাদ্রাসা, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারী স্থাপনা রক্ষাসহ বিআরই বাঁধ রক্ষা করা।
- বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন ভাঙ্গনপ্রবণ প্রায় ৮০০০ হেক্টর এলাকা যমুনা নদীর ভয়াবহ বন্যার হাত হতে রক্ষা করা।
- এলাকার সামগ্রিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

নদী তীর সংরক্ষণ - ২.৯০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১.০০ কিঃমিঃ (আং-৬৫%)

➢ **সুরেশ্বর খাল খনন ও নিষ্কাশন প্রকল্প**

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকা ঃ শরীয়তপুর, মাদারীপুর

প্রকল্প ব্যয় ঃ ৫৯.০৬ কোটি টাকা

বাস্তব অগ্রগতি ঃ ২২.৫৯%

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- শরীয়তপুরে ৬টি উপজেলা এবং মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার সর্বমোট ৫৩টি খাল খনন পুনঃখননের মাধ্যমে ৪৫৭১৪ হেক্টর এলাকায় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা এবং ২৮৬৭৪ হেক্টর জমির পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করা।
- জলাবদ্ধতা সমস্যা দূর করা।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

খাল পুনঃখনন - ৯২.০০ কিঃমিঃ (১৬টি খাল পূর্ণ ও ২৫টি খাল আংশিক)

➢ **কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত) [মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প]**

বাস্তবায়নকাল ঃ এপ্রিল, ২০১১ হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকা ঃ কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভিবাজার, হবিগঞ্জ

প্রকল্প ব্যয় ঃ ৪২৪.৭৩ কোটি টাকা

বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৫৩.০০%

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- শুষ্ক মৌসুমে কালনী-কুশিয়ারা নদীতে নৌ-চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- ভুমিহীন ১,২৫০ পরিবারের জন্য বন্যামুক্ত নতুন নিরাপদ গ্রাম গড়ে তোলা।
- নদীর দীর্ঘমেয়াদী সুস্থিত অবস্থার (Stability) উন্নতিসাধন।

- প্রাক মৌসুমী বন্যা নিয়ন্ত্রন এবং বর্ষা উত্তর নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষির ক্ষতি কমানো।
- আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নসহ জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন।
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিরূপ প্রভাব রোধকরণ।
- দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

ইছাপুর লুপকাট	-	২.৭৯ কিঃমিঃ (আং)
কালনী ড্রেজিং	-	১৪.৭০ কিঃমিঃ (আং)
ধলেশ্বরী নদী ড্রেজিং	-	৬.৫০ কিঃমিঃ (আং)
নদী তীর সংরক্ষণ	-	২.৭৫ কিঃমিঃ (আং)

➢ **Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part) (১ম সংশোধিত)**

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকা ঃ **কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া**

প্রকল্প ব্যয় ঃ ৯৭৮.৬৫ কোটি টাকা

অর্থায়ন ঃ জাইকা

বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৩৫.০০%

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- বন্যা ব্যবস্থাপনা (Flood Management) এর মাধ্যমে বোরো ধানকে আগাম বন্যা হতে রক্ষা করা এবং প্রকল্প এলাকার জনগনের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।
- ২৯টি উপ-প্রকল্পের আওতায় ১,৮৩,৩৩১.৭১ হেক্টর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা।
- কৃষি প্রবর্ধন কার্যক্রম, আয় বৃদ্ধি (Income Generation) কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে এলাকার জনগনের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

জমি অধিগ্রহণ	-	কিশোরগঞ্জ (৫৩.৫৭ হেঃ- ৬ ধারা জারী প্রক্রিয়াধীন, ৯১.৮০ হেঃ- ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন, ১৩৪.৮০ হেঃ- জেলা প্রশাসনে প্রক্রিয়াধীন) নেত্রকোনা (৪.৯৪ হেঃ- জেলা প্রশাসনে প্রক্রিয়াধীন) হবিগঞ্জ (৪৪.০২ হেঃ- ৬ ধারা জারী, প্রাক্কলন প্রণয়নাধীন) সুনামগঞ্জ (১০৫.৯২ হেঃ- জেলা প্রশাসনে প্রক্রিয়াধীন)
রেগুলেটরের গেট মেরামত/পরিবর্তন	-	১৩টি (আং-৭১%)
নতুন রেগুলেটর/কজওয়ে/ব্রীজ/পাইপ স্লুইচ অথবা কালর্ভাট স্থাপন (নতুন হাওর)	-	৫টি (পূর্ণ), ১০টি (আং-৭০%)
খাল পুনঃখনন (নতুন হাওর)	-	১০০.৯৩৪ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৫০ কিঃমিঃ (আং-৫০%)
ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ (নতুন হাওর)	-	৮০.২০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৫০ কিঃমিঃ (আং-৫০%)

➢ **ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প** **[মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প]**

বাস্তবায়নকাল ঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকা ঃ **ব্রাহ্মনবাড়িয়া**

প্রকল্প ব্যয় ঃ ১৫৫.৮৮ কোটি টাকা

বাস্তব অগ্রগতি ঃ ১৮.১৮%

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- প্রকল্পটির আওতায় ৯০.৫৭ কিঃমিঃ তিতাস নদী পুনঃখনন, ৯.১৫ কিঃমিঃ পাগলা নদী পুনঃখনন ও ৩.৬০ কিঃমিঃ এন্ডারসন খাল পুনঃখনন করা।
- তিতাস নদী পুনঃখনন করে শুষ্ক মৌসুমে ৫৭,৯৮৪ হেক্টর জমিতে সম্পুরক সেচ সুবিধা প্রদান করে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি।
- জলাবদ্ধতা নিরসন করে নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- নৌ চলাচল সুবিধা ও মৎস উৎপাদন বৃদ্ধি।
- পরিবেশ উন্নয়ন এবং প্রকল্প এলাকার জনগনের দারিদ্র হ্রাস করা প্রকল্পটির মুল উদ্দেশ্য।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

এক্সকাভেটরের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন	-	৮.০০ কিঃমিঃ
নদী ড্রেজিং	-	২৮.০০ কিঃমিঃ

➢ চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোল্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পূনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত (প্রস্তাবিত সমাপ্তিকালঃ জুন, ২০১৯)

প্রকল্প এলাকা ঃ চট্টগ্রাম

প্রকল্প ব্যয় ঃ ২৫১.২৯ কোটি টাকা

বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৬৭.০০%

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- ভূমিক্ষয়, বন্যা ও জ্বলোচ্ছাস থেকে এলাকা স্থায়ীভাবে রক্ষা করা।
- প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নতির মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে গতি অর্জন।
- পরিবেশ বিপর্যয় থেকে এলাকা স্থায়ীভাবে রক্ষা করা।
- কর্ম সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন।
- কৃষি উৎপাদন ও অন্যান্য আয়বর্ধক কার্যক্রমে গতিসঞ্চালন।
- জানমাল ও ফসলহানি হ্রাসে বন্যার মাত্রা কমানো।
- নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

বাঁধের ব্রীচ ক্লোজিং ও পুনরাকৃতিকরণসহ সী-সাইড স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ	-	৯.৯০০ কিঃমিঃ (আং)
নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ	-	৩.৮৪৮ কিঃমিঃ (আং)

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে অনুমোদিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

➢ সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প, ফেজ-২

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকা ঃ সিলেট, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, ফেনী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, পঞ্চগড়

প্রকল্প ব্যয় ঃ ৪৬৬.৫৯ কোটি টাকা

বাস্তব অগ্রগতি ঃ ০.২৫%

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ১২টি জেলার ২২টি উপজেলার ১৫টি সীমান্ত নদী এলাকায় ৭৮টি স্থানে প্রকল্পটির আওতায় নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।
- প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের ভৌগলিক আয়তন সংরক্ষণ করে বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সম্পদকে সীমান্তবর্তী ১৫টি নদীর ভাঙন হতে সুরক্ষা প্রদান সম্ভব হবে।
- সীমান্তবর্তী এলাকায় নদী ভাঙনজনিত সৃষ্ট দারিদ্রতা হ্রাস করা।
- প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ভৌত কার্যক্রমসমূহ ঃ

নদী তীর সংরক্ষণ - ৩৪.৬০৯ কিঃমিঃ

➢ **নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়াল খাঁ নদী, হাড়িদোয়া নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়িয়া নদী, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুনঃখনন প্রকল্প**

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১

প্রকল্প এলাকা ঃ নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ

প্রকল্প ব্যয় ঃ ৫০০.২৮ কোটি টাকা

বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৫.২০%

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- প্রকল্প এলাকায় পানি নিস্কাশনের পাশাপাশি নৌ-চলাচলের সুযোগ-সুবিধা সংস্থান করা।
- সেচ সুবিধা প্রদান করা ও সেচ কাজে পানি সংরক্ষণে সহায়তা করা।
- দারিদ্র বিমোচন ও কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।
- নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা।
- সামগ্রিকভাবে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।
- পানি প্রবাহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- কৃষি পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- মৎস্য চাষে সহায়তা করা।

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ভৌত কার্যক্রমসমূহ ঃ

নদী পুনঃখনন	- ২৩১.৮০ কিঃমিঃ
(মেঘনা নদীর মুখ (করিমপুর ইউনিয়নে পঞ্চবটি নামক স্থানে) পুনঃখনন	- ১.৫০০ কিঃমিঃ
মেঘনা নদীর পশ্চিম চ্যানেল (পুরাতন থানাঘাট হতে স্লুইচ গেট বাজার পর্যন্ত পুনঃখনন	- ৪.০০০ কিঃমিঃ
আড়িয়াল খাঁ নদী (লোয়ার পার্ট) পুনঃখনন	- ৩১.২০০ কিঃমিঃ
আড়িয়াল খাঁ নদী (আপার পার্ট) পুনঃখনন	- ৩০.৫০০ কিঃমিঃ
ব্রহ্মপুত্র নদ (নরসিংদীর অংশ) পুনঃখনন	- ২৫.০০০ কিঃমিঃ
পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুনঃখনন	- ৩২.৫০০ কিঃমিঃ
হাড়িদোয়া নদী পুনঃখনন	- ৪০.৬০০ কিঃমিঃ
পাহাড়িয়া নদী পুনঃখনন	- ২৫.৫০০ কিঃমিঃ

ব্রহ্মপুত্র নদ (নারায়ণগঞ্জের অংশ) পুনঃখনন	- ৩৯.০০০ কিঃমিঃ
মেন্দা খাল পুনঃখনন	- ২.০০০ কিঃমিঃ]
ঢেউয়ের আঘাত হতে নদী তীর রক্ষা কাজ	- ২২.২০৪ কিঃমিঃ
নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ	- ১.১৫০ কিঃমিঃ
বিদ্যমান ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রীটমেন্ট	- ৮৫টি





মনু নদী প্রকল্পের আওতাধীন কাশিমপুর পাম্প হাউস

হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকায় একমাত্র ফসল বোরো ধানকে অতি বৃষ্টিপাতজনিত পাহাড়ী ঢল সৃষ্ট আগাম বন্যা হতে রক্ষাকল্পে বাপাউবো ষাটের দশক হতেই হাওর এলাকায় ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ করে আসছে। দেশের ৩৭৩টি হাওরের মধ্যে বাপাউবো'র ব্যবস্থাপনাধীন হাওর ৫৫টি। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৬টি জেলায় (সুনামগঞ্জ, সিলেট, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার) নির্মিত এ সকল ডুবন্ত বাঁধের ফলে প্রতিবছর হাওরের প্রায় ১৪.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন বোরো ফসল আগাম বন্যা হতে রক্ষা পাচ্ছে। তবে, স্মরণকালের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের দরুণ ২০১৭ সালের ২৮ মার্চ হতে শুরু হওয়া আগাম বন্যার ব্যাপকতা এবং ভয়াবহতা হাওরবাসী সহ বাপাউবোকেই স্তব্ধ করে। ২০১৭ এর আগাম আকস্মিক বন্যায় কৃষকের ফসলজমি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক দূর্যোগঘটিত হলেও গণমাধ্যমে বাপাউবো কাঠগড়ায় দাড় করানো হয়।

বাপাউবো'তে হাওর এলাকায় ডুবন্ত বাঁধের সংস্কার অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় "কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) এর মাধ্যমে বহু আগে থেকেই বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। তবে, ২০১৭ সালের আগাম আকস্মিক বন্যার অভিজ্ঞতার আলোকে হাওর অঞ্চলে বাপাউবো কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত, নদী/খাল পুনঃখননের জন্য স্কীম প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত কাবিটা নীতিমালা- ২০১৭ পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন করা হয়েছে। এর আওতায় হাওর এলাকায় ডুবন্ত বাঁধের কাজসমূহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে হাওর এলাকায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ-

- অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় কাবিটা প্রকল্পের মাধ্যমে সুনামগঞ্জ জেলায় ৫১৭টি, সিলেট জেলায় ২২টি হবিগঞ্জ জেলায় ৫৫টি, মৌলভীবাজার জেলায় ২২টি, হবিগঞ্জ জেলায় ৭৩টি এবং কিশোরগঞ্জ জেলায় ৪০টি অর্থাৎ, মোট ৭২৭টি স্কীমের পিইসি দ্বারা প্রায় ৩৭৫ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধ মেরামত/পুনরাকৃতিকরণ করা হয়।
- ৫৮৭.২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন "হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কাবিটা প্রকল্পের আদলে সুনামগঞ্জ জেলায় ৪৪৭টি পিআইসি গঠন করে ১০৩০ কিঃমিঃ (কার্যকরী দৈর্ঘ্য ৪৩৪.৮৮৭ কিঃমিঃ) বাঁধ মেরামত করা হয়। সুনামগঞ্জ জেলায় ৩২.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে রক্তি, যাদুকাটা ও পুরাতন সুরমা নদী (২২.০৯ লক্ষ ঘনমিটার মাটি) ড্রেজিং করা হয়। সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলায় ৪৩.৯০৮ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন (৬.৮৬ লক্ষ ঘনমিটার মাটি) করা হয়।
- ৪২৪.৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন "কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২.৭৯ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ইছাপুর লুপকাট, ১৪.৭০ কিঃমিঃ আংশিক দৈর্ঘ্যে কালনী নদী এবং ৬.৫০ কিঃমিঃ

আংশিক দৈর্ঘ্যে ধলেশ্বরী নদী (সর্বসাকুল্যে ১৫.০০ লক্ষ ঘনমিটার মাটি) ড্রেজিং করা হয়। নদী ভাঙ্গনে রক্ষার্থে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।

- জাইকার ঋণ সহায়তায় ৯৭৮.৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন "হাওর বন্যা ব্যবস্থাপনা এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন (বাপাউবো অংশ) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নতুন ৮০.২০ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ এবং ১০০.৯৩৪ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন (১৯.৬১ লক্ষ ঘনমিটার মাটি) সম্পন্ন করা হয়।
- ৮২.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত "মনু নদী সেচ প্রকল্পের আওতাধীন কাশিমপুর পাম্প হাউস পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মৌলভীবাজার জেলায় কাশিমপুর পাম্পহাউজের পুরাতন ৮টি পাম্প নতুন পাম্প দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে কাওয়াদীঘি হাওরের প্রায় ২২৬৭২ হেক্টর এলাকায় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করা হয়েছে।

বাস্তবায়িত এসকল কার্যক্রমের দরুণ এবং আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবার হাওর অঞ্চলে ফসলের বাম্পার ফলন হয়েছে। হাওরবাসীর ঘরে ঘরে নতুন ধান তুলতে পারার এই পরিশ্রমে এবং আনন্দে আজ বাপাউবোও অংশীদার।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত প্রকল্প

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বে অনন্য নজির স্থাপন করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগর কারণে সমুদ্র ও নদী অববাহিকার পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোসমূহ বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বিধায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প গ্রহণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষা এবং টেকসই করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ হতে ১৭-১৮ অর্থ-বছর পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাপাউবোর ১৩১ টি প্রকল্পের জন্য অনুমোদন আদেশ জারি করা হয় যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৭৫.৩৭ কোটি টাকা। তন্মধ্যে, জুন,২০১৮ পর্যন্ত ৭০১.০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৯ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং ৩৭৪.২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫২ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলমান আছে। এ প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চরাঞ্চলে পোল্ডার/বাঁধ নির্মাণ/মেরামত, ভূমি পুনরুদ্ধারে ক্রসড্যাম নির্মাণ, নদী তীর সংরক্ষণ এবং নদী/খাল পুনঃখনন ইত্যাদি (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৩)।

বাপাউবো'র ২৫ বছর মেয়াদী খস্ড়া পরিকল্পনা

পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) দেশের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, নদ-নদী ড্রেজিং, ইত্যাদি বিষয়ে প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন করে সেচ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা প্রতিরোধ, নদী তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, নদ-নদীর নাব্যতা ও বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের Vision (Sustainable water security for better livelihood acknowledging the effects of climate change) এবং mission (ensure fulfilling the requirements of water for the people and sustainable development through balanced and integrated management of water resources) বাস্তবায়নে আগামী ২৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাপাউবোতে গৃহীতব্য কার্যক্রম বিষয়ে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। এ প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়ের বর্তমান রূপকল্প, উদ্দেশ্য, দেশের বর্তমান পানি নীতি ও কৌশল, প্ল্যান National Water Policy, 1999; BWDB Act, 2000; National Water Management Plan, 2004; Coastal Zone Policy, 2005, Coastal Zone Strategy, 2006, Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009, Perspective Plan of Bangladesh 2010-2021; National Sustainable Development Strategy 2010-21, Seventh Five-Year Plan 2016-20; Bangladesh Delta Plan, 2100; Vision 2041 ইত্যাদি পর্যালোচনা করে আগামী ২৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাপাউবোতে গৃহীতব্য কার্যক্রম সমূহ সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা, মোহনা, সমুদ্র ও নদী হতে ভূমি উদ্ধার, নদী তীর সংরক্ষণ ও নদী ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় এলাকায় অবকাঠামোসমূহ উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্যাটাগরীতে শ্রেণীবিভক্ত করে অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। তালিকায় অন্তর্ভূক্ত প্রকল্পগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিভিন্ন স্বল্প, মধ্য ও

দীর্ঘ মেয়াদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। তালিকার স্বল্প মেয়াদভূক্তকার্যক্রমসমূহ আগামী আট বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। অনুরূপ ভাবে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদের আওতাধীন কার্যক্রমসমূহ পর্যায়ক্রমে ১৫ বছর ও ২৫ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তালিকায় অন্তর্ভূক্ত কার্যক্রমসমূহ পর্যাবৃত্তে পর্যালোচনা করে হালনাগাদ করা হবে। যে সমস্ত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়নি অথবা দীর্ঘ দিন আগে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদিত হয়েছে সেগুলো নতুন করে সমীক্ষা করা সমীচীন।

উল্লেখ্য, প্রণীত তালিকায় অন্তর্ভূক্ত প্রকল্পসমূহ বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও অভীষ্ঠ এর সাথে সামঞ্জস্যতা নিরুপণ করা হয়েছে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর ছয়টি অভীষ্ঠসমূহ হলো (১) বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পির্কিত বিপর্যয় হতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, (২) পানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও পানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি, (৩) সমন্বিত ও টেকসই নদী ও মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, (৪) জলাভূমি ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং তাঁদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, (৫) অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকরী প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সঙ্গত সুশাসন গড়ে তোলা, (৬) ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
A	**River Management Project (Dredging, Bank Protection, Connectivity with Floodplain)**					
1	Preparation of Master Plan for River Dredging	√				1, 2, 3, 4, 6
2	Small River/Channel/Khal/ Char Dredging Projects in Bangladesh (64 districts)		√		√	1, 2, 3, 4
3	Dredging of MadaripurBeel Route System			√		1, 2, 3, 4
4	Dredgingof Kumar River System		√			1, 2, 3, 4
5	Dredgingof Kangsha River System			√		1, 2, 3, 4
6	Dredgingof Bhogai River System			√		1, 2, 3, 4
7	Dredgingof Modhumati River System			√		1, 2, 3, 4
8	Dredgingof Teesta River System		√			1, 2, 3, 4
9	Dredgingof Korotaya River System		√			1, 2, 3, 4
10	Dredgingof Bangali River System		√			1, 2, 3, 4
11	Dredgingof Arail Khan River System		√			1, 2, 3, 4
12	Dredgingof Gorai Khan River System		√			1, 2, 3, 4
13	Dredgingof Mukteswari-Teka River System		√			1, 2, 3, 4
14	Dredgingof Betna River System		√			1, 2, 3, 4
15	Dredgingof Kirtonkhola River System		√			1, 2, 3, 4
16	Dredgingof Sondhya Khan River System		√			1, 2, 3, 4
17	Dredgingof Khairabad River System		√			1, 2, 3, 4
18	Dredgingof Old Brahmaputra River System		√			1, 2, 3, 4
19	Dredgingof Old Dhaleswari River System		√			1, 2, 3, 4
20	Dredgingof Surma River System		√			1, 2, 3, 4
21	Dredgingof Kushiyara River System		√			1, 2, 3, 4
22	Dredgingof Muhuri River System		√			1, 2, 3, 4

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
23	Dredgingof Kakri River System		√			1, 2, 3, 4
24	Dredgingof Dakatia River System		√			1, 2, 3, 4
25	Dredgingof Dhonagoda River System		√			1, 2, 3, 4
26	Dredging of Dharla River System		√			1, 2, 3, 4
27	Dredging of Jamuneswari, Ghagot River System		√			1, 2, 3, 4
28	Dredgingof Major River System		√			1, 2, 3, 4, 6
29	Stabilization of both bank of Jamuna River by dredging and allied infrastructures	√	√			1, 2, 3, 4, 6
30	Stabilization of both Bank of Padma River by dredging and allied infrastructures		√			1, 2, 3, 4, 6
31	Development of Chandona-Barasia River Basin System	√	√		√	1, 2, 3, 4, 6
32	Stabilization of both Bank of Lower Meghna River by dredging and allied infrastructures		√			1, 2, 3, 4, 6
33	Study on Tidal River Management				√	1, 2, 3, 4, 6
34	Implementation of Tidal River Management (Jessore, Khulna, Satkhira, Bagerhat)	√	√	√		1, 2, 3, 4, 6
35	Study on Integrated River System Management (4 major rivers) and Protection of Accreted Land	√	√		√	1, 2, 3, 4, 6
36	Rehabilitation of Water Management Infrastructure in Bhola District.	√			√	1, 2, 3, 4, 6
37	Bank Protective work of Sangu River, Dalu, Tankabati, Hungar, Katakhali, Haad and SukchariKhal in Satkania and Lohagaraupazila in Chittagong District	√				1, 2, 3
38	Protection and development of trans-boundary river (phase-III).		√			1, 2, 3
39	Protection of Kobutorkhola and Josodiya area from left bank erosion of Padma River in Shreenagar and Louhojongupazila under Munsigonj district.	√				1, 2, 3
40	Revetment and development Project of embankment connected Fisherighat to Reserve Bazar (old bus stand) from erosion of Karnafuli river in Sadarupazila under Rangamati district.	√				1, 2, 3

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
41	River bank revetment work to protect important structures of Bangladesh Army from erosion of Meghna river by Geobags at Srornodip area (Jahaijya char) in Hatiya and Subornocharupazila in Noakhali district.	√				1, 2, 3
42	Protection of important infrastructures in Khagrachori town and adajcent area from river bank erosion and Feni river dredging Project.	√				1, 2, 3
43	Left Bank Revetment work from erosion of Ganges River in Charghat and Baghaupazila of Rajshahi district.	√				1, 2, 3
44	Dredging and revetment work of the rivers for protection of the affected areas on both sides of Karnaphuli and Ichhamati River and connected canals in Rangunia and Boalkhaliupazilas of Chittagong district and Rangamati Hill districts.	√				1, 2, 3
45	Left bank protection of Rajapur from erosion of Meghna River in Sarailupazila of Brahmanbaria district.	√				1, 2, 3
46	Left bank protection of the shore's area from Dashani to Shatla in MatlabUpazila from wave action of Meghna River of Chadpur district.	√				1, 2, 3
47	Restoration and Bank protection of TungiparaKhal Project.	√				1, 2, 3
48	Bank revetment work of Jamuneshwari river, Ghaghot river &Korkota river in Mithapukur, Pirgacha, Pirgonj&RangpurSadar under Rangpur district.	√				1, 2, 3
49	Right bank revetment work of Jamuna river at Munshiganj to khanpur&Kazirhat to Rajdhordia in Beraupazila under Pabna district.	√				1, 2, 3
50	Protection of Rustompur and Noluya adjacent to proposed cantonment area from erosion of Surma River in Sadar&Gopalgonjupazila under Sylhet district.	√				1, 2, 3
51	Protection and development of Kuakata sea beach.	√				1, 2, 3

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
52	River bank protection of different area from continuous erosion of Atrai River in Khansamaupazila under Dinajpur district.	√				1, 2, 3
53	Protection of important government offices from the erosion of Bhoirov and Rupsha River.	√				1, 2, 3
54	Flood control Project in Kazirhat&Satbaria area including Padma left river bank protection of different area in Sujanagarupazila under Pabna district.	√				1, 2, 3
55	Jamuna left bank protection of upstream & downstream of PaturiaGhat as well adjacent areas.	√				1, 2, 3
56	Revetment work for protection of BirShresthaMunshiAbdurRouf Memorial Museum's connecting road from erosion of Madhumoti River and dredging Project.	√				1, 2, 3
57	Renovation and rehabilitation of damaged river bank protective work along left bank of Meghna River in Sadar and Haimcharupazila under Chadpur district.	√				1, 2, 3
58	Jamuna right bank protection with rehabilitation of Crossbar, Spur & Revetment work located at Jamuna right bank in Sonatola, Sariakandi&Dhanutupazila under Bogra district.	√				1, 2, 3
59	Right bank protection of NanggolmoraandJogotjibonpur area from erosion of Feni River in Sadar andChagolnaiyaupazila under Feni district.	√				1, 2, 3
60	Protection of Rajshahi City from erosion of Padma River with improvement of flood control & drainage system.	√				1, 2, 3
61	Revetment work of Kalirchar & Mollarhat adjacent area from erosion of RohmotkhaliKhal&Dakatiya River in Sadar& Raipur upazilas under Lakshmipur district.	√				1, 2, 3
B	**Land Reclamation and Development Projects**					
62	Urirchar - Noakhali Cross Dam Project	√			√	2, 3, 4, 6
63	Hatiya–Dhamarchar-Nijhumdwip Integrated Development Project		√		√	2, 3, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
64	Bhola - Kukrimukri - Char Montaz Integrated Development Project		√			2, 3, 4, 6
65	Sandwip-Jahaizar char cross dam Project			√		2, 3, 4, 6
66	Estuary Development Study and Pilot Program for land reclamation	√				2, 3, 4, 6
67	Sandwip-Urirchar Cross Dam Project			√		2, 3, 4, 6
68	Char Development and Settlement Project-V (CDSP-V)	√			√	2, 3, 4, 6
69	Land beyond Land, Efforts to Reclaim lands at near Coast; Preparatory Surveys and Studies	√	√		√	2, 3, 4, 6
70	Development of Climate Smart Integrated Coastal Resources Database (CSICRD)		√		√	2, 3, 4, 6
71	Development Catchment and Sub-catchment Management Plans			√	√	2, 3, 4, 6
72	Kaptai Lake Rehabilitation Study and Pilot Project		√		√	2, 3, 4, 6
73	Flow control and water storage structures for water availability in the dry season			√	√	2, 3, 4, 6
74	Integrated Jamuna-Padma Rivers Stabilization, Land Reclamation and development Project.		√	√	√	1, 2, 3, 4, 6
75	Integrated Coastal Zone Landuse Planning in Bangladesh using GIS and RS Technology.	√	√		√	2, 3, 4, 6
76	Structural interventions for managing sea level rise: preparatory surveys & studies.		√	√	√	2, 3, 4, 6
77	Construction of experimental cross dam to protect from Jamuna right bank in Islampurupzila under Jamalpur district.	√				2, 3, 4, 6
78	Construction of cross dam on Maskata river to protect erosion and establish a direct connection with MehendigonjSadarupazila road under Barisal district.	√				2, 3, 4, 6
79	Excavation of Loop cut of Ghorauttra river located at Gopalpur and NagiyarDhair in Mithamainupazila under Kishoregonj district.	√				2, 3, 4, 6
C	**Integrated Development Project**					

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
80	Integrated Water Resources Management in Chalan Bill area including BeelHalti Development Project	√				1, 2, 3, 4, 6
81	Utilization of Ganges water for Ganges depended area.			√		1, 2, 3, 4, 6
82	Integrated Water Resources Development & Management in Boral Basin	√				1, 2, 3, 4, 6
83	Utilization of Water of Brahmaputra River			√		1, 2, 3, 4, 6
84	Utilization of Water of Meghna River			√		1, 2, 3, 4, 6
85	Utilization of Water of Dharla River		√			1, 2, 3, 4, 6
86	Utilization of Water of Dudhkumar River			√		1, 2, 3, 4, 6
87	Utilization of Water of Mahananda River			√		1, 2, 3, 4, 6
88	Utilization of Water of Kangsa River			√		1, 2, 3, 4, 6
89	Utilization of Water of Kushiyara River			√		1, 2, 3, 4, 6
90	Utilization of Water of Khowai River			√		1, 2, 3, 4, 6
91	Dhaka Integrated Flood Control Embankment cum Eastern Bypass Road Multipurpose Project		√		√	1, 2, 3, 4, 6
92	Old Brahmaputra Integrated River Management Project		√			1, 2, 3, 4, 6
93	Basin wise Integrated Water Resource Assessment including environmental flow in Major Rivers.		√			1, 2, 3, 4, 6
94	Conservation of Sweet Water in the Canals for Irrigation in Coastal Polders in Barguna District by Re- excavation of Canals & Maintenance of Regulators	√				1, 2, 3, 4, 6
95	Development Study on formulating Master Plan for Promoting Integrated Water and Natural Resource Management and improving Disaster Resilience in Greater Chittagong area	√				1, 2, 3, 4, 6
96	West Gopalganj Integrated Water Management Project (phase-II)	√			√	1, 2, 3, 4, 6
97	Improved Drainage in the Bhabadha Area	√			√	1, 2, 3, 4, 6
98	Rehabilitation of Water Management Infrastructure in Bhola District	√			√	1, 2, 3, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
99	Managed Aquifer Recharge for Artificial Storage (MARAS) of Water to Improve Groundwater Table	√	√		√	1, 2, 3, 4, 6
100	Rehabilitation of Marashi River sub-Project in Jhinaigatiupazila under Sherpur District.	√				1, 2, 3, 4, 6
101	GonggaijuriHaor Integrated Water Management Project.	√				1, 2, 3, 4, 6
102	Improvement of Drainage System and Water Logging Mitigation of Chittagong Cantonment & Adjacent Area	√				1, 2, 3, 4, 6
103	Meghna-Titas FCD in sadarupazila, Bijoynagar and Sorailupazila under Brahmmanbaria district.	√				1, 2, 3, 4, 6
104	Improvement of integrated water management of Arial Beel and drainage system of Ishamati river.	√				1, 2, 3, 4, 6
105	Integrated Development of Korotoa River.	√				1, 2, 3, 4, 6
106	Improvement of flood control and drainage system from Hazimara to Char Mohon polder 59/2 in Sadar& Raipur upazila under Lakshmipur district.	√				1, 2, 3, 4, 6
107	Flood Control, Drainage Imporovement and Water Logging Removal of Chittagong City Corporation	√			√	1, 2, 3, 4, 6
108	Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Gumti - Muhuri Basin		√		√	1, 2, 3, 4, 6
109	Implementation of Rationalized WaterRelated Interventions in Gorai-Passur Basin		√		√	1, 2, 3, 4, 6
110	Improvement of Dhaka-NarayanganjDemra Project (Phase 2)		√		√	1, 2, 3, 4, 6
111	Improvement of Drainage Congestion, Canal Dredging and Flood Control for Barisal CC area		√		√	1, 2, 3, 4, 6
112	Improvement of drainage network, flood control and solid waste management for Khulna City		√		√	1, 2, 3, 4, 6
113	Rationalized Water Related Interventions in Hurasagar basin.	√			√	1, 2, 3, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
114	Program for Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Chittagong Coastal Plain Basin		√		√	1, 2, 3, 4, 6
D	**Irrigation Project (New & Rehabilitation)**					
115	Kurigram Irrigation Project (North Unit).	√			√	1, 2, 4, 6
116	Kurigram Irrigation Project (South Unit).	√			√	1, 2, 4, 6
117	North Rajshahi Irrigation Project.	√			√	1, 2, 4, 6
118	Irrigation Projects in Eastern hill.		√			1, 2, 4, 6
119	Karnafuli Irrigation Project (Halda&Ishamati Unit).	√				1, 2, 4, 6
120	Fatikchari FCDI Project.	√				1, 2, 4, 6
121	Dhurang Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
122	Rehabilitation and modernization of Irrigation Project	√	√	√		1, 2, 4, 6
123	Integrated Development of Mahananda Irrigation Project.	√			√	1, 2, 4, 6
124	WMOs and Participatory Management Model, for O&M for Irrigation Schemes				√	1, 2, 4, 6
125	Nishchintapur Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
126	Halda Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
127	Boalkhali Irrigation Project.		√			1, 2, 4, 6
128	Rehabilitation of Barisal Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
129	Renovation and Rehabilitation of mechanical & electrical infrastructure of Chadpur Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
130	Rehabilitation of Tangon Barrage, Buri Dam &Bhulli Dam Irrigation Project, river bank protective work and construction of Rubber Dam inThakurgaon District.	√				1, 2, 4, 6
131	Flood Control Drainage and Irrigation Project of Madargonj and IslampurUpazila under Jamalpur District.	√				1, 2, 4, 6
132	Irrigation and drainage Project of old Dakatia-new Dakatia river under Comilla District.	√				1, 2, 4, 6
133	Rehabilition of Karnafuli Irrigation Project (Halda unit, part-1) in Fatikchari&HathazariUpazila under Chittagong District.	√				1, 2, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
134	Integrated irrigation Project through Rubber Dam across to Tangon River in PirgonjUpazila under Thakurgaon district.	√				1, 2, 4, 6
135	Rehabilitation of Manu Irrigation and Flood Control Embankment Project.	√				1, 2, 4, 6
136	South Comilla - North Noakhali Irrigation Project (including south Chadpur).	√				1, 2, 4, 6
137	BuriTitas Irrigation and drainage Project in Nabinogorupazila under Brahmonbaria District and Muradnogorupazila under Comilla District.	√				1, 2, 4, 6
138	Chadpur-Comilla Integrated Flood Control, Drainage and Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
139	Irrigation through construction of Hydraulic Elevated Dam in Maynee River (80m) of DighinalaUpazila under Khagrachori district and SreemaiKhal in Patiyaupazila under Chittagoan district.	√				1, 2, 4, 6
140	Rehabilitation of Char-Bagadi Pump House and Hazimara Regulator under Chandpur Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
E	**Climate Change Adaptation and Ecosystem Restoration Project**					
141	Ghaghot River Restoration Project.		√			1, 2, 3, 4, 6
142	Restoration of four rivers around Dhaka city.	√				1, 2, 3, 4, 6
143	Arial Khan River Restoration Project.			√		1, 2, 3, 4, 6
144	Lower Boral River Restoration Project.		√			1, 2, 3, 4, 6
145	Impact of Climate Change on Groundwater Resources of Bangladesh.		√			1, 2, 3, 4, 6
146	Revitalization and Restoration of Hurasagar and Atrai rivers.	√			√	1, 2, 3, 4, 6
147	Re-excavation of Arial Khan river, Haridoya river, Bromhaputra river, Meghna Branch river and old Bromhaputra branch river under Narshindi district.	√				1, 2, 3, 4, 6
148	Re-excavation of Tulshi Ganga, Small Jamuna, Chiri river and Haraboti river under Joydebpur district.	√				1, 2, 3, 4, 6
149	Restoration and protection of environmental balance by rehabilitation of Madhumati-	√				1, 2, 3, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
	Nobogonga sub-Project and re-excavation/dredging of Nobogonga river.					
150	Re-excavation of Gojaria River		√			1, 2, 3, 4, 6
151	Restoration of Gorai river (phase-III).	√				1, 2, 3, 4, 6
152	Dredging of Bhola river and re-excavation of Bishkhalikhal under Bagerhat district.	√				1, 2, 3, 4, 6
153	Re-excavation of Titas river under Brahmanbaria district.	√				1, 2, 3, 4, 6
154	Re-excavation of Titas river and construction of embankment from Gouripur-Homna road to Lalpur in Titas and Homnaupazila under Comilla district.	√				1, 2, 3, 4, 6
155	Re-excavation of Khapravanga-Chaplirdon River (Mahipur Channel) by dredger in Kolaparaupazila under Patuakhali district.	√				1, 2, 3, 4, 6
156	Rationalization of Polders in Baleswar - Tentulia Basin.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
157	Rationalization of Polders in Gorai-Passur Basin.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
158	Rationalization of Polders in Gumti - Muhuri Basin.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
159	Program for Implementation of Rationalized WaterRelated Interventions in Baleswar-Tentulia Basin.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
F	**Rehabilitation of Coastal Polders**					
160	Rehabilitation of Polder 59/3C in Noakhali district.	√				
161	Rehabilitation of Polder 64 in Bashkhaliupazila.	√				1, 2, 4, 6
162	Imprvement of Polder 65 in Cox's Bazar district.		√			1, 2, 4, 6
163	Rehabilitation and climate proofing Polders in coastal area.	√	√	√		1, 2, 4, 6
164	Rehabilitation of Polder 66 Cox's Bazar district.		√			1, 2, 4, 6
165	Rehabilitation of Polder 67/A, 67, 67/B & 68 along Naf river of Ukhiya and Teknafupazila under Coxbazar district for security		√			1, 2, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
	improvement of Bangladesh-Myanmer Border.					
166	Disaster Risk reduction enhencement Project.	√				1, 2, 4, 6
167	Improvement of Water Management Infrastructure of Damaged Polders under Chittagong-Cox's Bazar District Project.	√				1, 2, 4, 6
168	Conservation of Sweet Water in the Canals for Irrigation in Coastal Polders in Barguna District by Re- excavation of Canals & Maintenance of Reguletors.	√				1, 2, 4, 6
169	Construction of polder around Char Algi Union of Goforgaoupazila under Mymensingh district.	√				1, 2, 4, 6
170	Construction of flood control embankment and infrastructure under polder 55/2G in Baufolupazila of Patuakhali district.	√				1, 2, 4, 6
171	Rehabilitation of Polder-3 of Satkhira district.	√				1, 2, 4, 6
172	Rehabilitation of polder 73/1 & 73/2 in Haityaupazila under Noakhali district damaged by occurred cyclone/high tide due to climate change in different times.	√				1, 2, 4, 6
173	Sea Dyke protection of polder 46 near Kuyakata in Kolaparaupazila under Patuakhali district.	√				1, 2, 4, 6
174	Drainage system improvement Project of polder 1, 2, 6-8 & 6-8(ext.) in Satkhira district.	√				1, 2, 4, 6
175	Construction of Regulators over Moheshkhal and Kumar khal in Chittagong to prevent tidal flood and to eliminate drainage congestion in Polder-62.	√				1, 2, 4, 6
176	Super dyke Construction Project at Gohira of Anowara under Chittagong District in connection with Bangladesh Economic zone (EZ).	√				1, 2, 4, 6
G	**Haor Rehabilitation Projects**					
177	Flood Management in Haor Areas.			√		1, 2, 3, 4, 6
178	Village Protection against Wave Action in Haor Area and Improved Water Management in Haor Basins.	√	√			1, 2, 3, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
179	River Dredging and Development of Settlement in Haor Areas.		√	√		1, 2, 3, 4, 6
180	Development of Early Warning System for Flash Flood Prone Areas in Haor and Dissemination to Community Level.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
181	Monitoring of Rivers in Haor Area.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
182	Expansion of irrigation through utilization of surface water by double lifting in haor area.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
183	Minor Irrigation by low lift pumps Project.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
184	Investigation and expansion of ground water irrigation.	√				1, 2, 3, 4, 6
185	Development and Construction of Innovative Fishpass/Fish Friendly Structures.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
186	Elevated Village Platforms for the Haor Areas.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
187	Sustainable Haor Wetland/Rivers and Fish Habitat Management.		√	√		1, 2, 3, 4, 6
188	BorniBaor Development Project (phase-II).	√				1, 2, 3, 4, 6
189	Program for Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Upper Meghna Basin.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
190	Elevated Village Platforms for the Haor Areas.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
191	Ecosystem habitat preservation program for plants, wildlife, fisheries, and migratory birds.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
192	Sustainable Haor Wetland/Rivers and Fish Habitat Management.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
193	Management of Commercially Important Wetland Ecosystem.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
H	**Others Projects**					
194	ICT Based Institutional Development and Capacity Building of Agencies under MoWR	√				5
195	Connecting all working field divisions including training Institute with central data network of BWDB for online monitoring and management	√				1, 2, 3, 4, 6
196	Development of consolidated MIS reporting and online monitoring of BWDB's programmes	√				

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
197	Impact study of the interventions of trans-boundary river system	√				1, 2, 3, 4, 6
198	Morphological Dynamics of Meghna Estuary for Sustainable Char Development	√	√	√		1, 2, 3, 4, 6
199	Development of WMOs and Participatory Scheme Management Model, with Cost Recovery for Operation and Maintenance.	√				5
200	Dynamic Climate Smart Knowledge Portal and Hydro-geological Database for MoWR and BWDB	√			√	5
201	Expansion and Modernization of Network & Tools for Groundwater Monitoring Including National Coordination Mechanism	√			√	5
202	Procurement of land based and Barge Directorate of Mechanical Equipment Project.	√				5
203	Construction of residential buildings with other structures of BWDB's own compound in Dhaka.	√				5
204	Preparation of Master Plan for Integrated Development of 4 River Basins	√				1, 2, 3, 4, 6
205	Integrated Study for the Long-term Solution of Coastal areas	√			√	1, 2, 3, 4, 6
206	Construction of Bengal Delta Hydraulic Institute	√				5
207	Southern Agricultural Improvement Project (SAIP).				√	1, 2, 3, 4, 6
208	Study for harnessing the waters of the Brahmaputra River.				√	1, 2, 3, 4, 6

আগামী ২৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাপাউবো কর্তৃকগৃহীতব্য কার্যক্রম সমূহের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হলো। উল্লেখ্য কিছু প্রকল্প স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নের পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

Type of Project	Total No Projects	Priority (Term-wise)			Included in BDP IP
		Short (8yrs)	Medium (15yrs)	Long (25yrs)	
River Management Project (Dredging, Bank Protection, Connectivity with Floodplain)	61	30	30	5	5
Land Reclamation and Development Projects	18	8	8	6	11
Integrated Development Project	35	17	11	8	13
Irrigation Project (New & Rehabilitation)	26	23	3	1	5

Type of Project	Total No Projects	Priority (Term-wise)			Included in BDP IP
		Short (8yrs)	Medium (15yrs)	Long (25yrs)	
Climate Change Adaptation and Ecosystem Restoration Project	19	10	8	1	5
Rehabilitation of Coastal Polders	17	14	4	1	-
Haor Rehabilitation Projects	17	9	14	3	5
Others Projects	15	13	1	1	5
Total	**208**	**124**	**79**	**26**	**49**

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অন্তর্গত দপ্তর সমূহের কার্যক্রম

সেচ, সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম এবং জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম

২০১৭-১৮ সালের সেচ কার্যক্রম ও অগ্রগতি

২০১৭-১৮ সালে পাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি মৌসুমে ২৪.৪৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফসল ও ১০.৩১ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জুন ২০১৮, পর্যন্ত ২৩.৪৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফসল আবাদ ও ৯.৩৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

২০১৭-২০১৮ সালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপ

(হেক্টর)

ক্রঃনং	জোন	প্রকল্পের সংখ্যা	আওতাভুক্ত এলাকা	সেচযোগ্য এলাকা	ফসল		সেচ		নীট সেচকৃত জমি	
					লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
১।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	১৯	১৭৬৯৫১	১১৯৩৩২	৩৬৮০৯২	৩৬৮২২৬	১৯৩৪১০	১৩৭৬৭৫	৯৯৩০৬	৯৮৩৩৮
২।	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	৯	১৫৮২৫২	১০১৩৪১	২৭৬৫৭৫	২৫৬৭৬৪	১৭৬৬৯৮	১৬৮২১৯	৮৪৮৮২	৭৯০৭৭
৩।	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৬	১৩৩০১৮	১০২৬২৭	২৭২৭২৩	২৪৭৪৮৪	৯৫১২৯	৭৬৭১৪	৬২০৬৪	৫৭৩৫৯
৪।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৪	১৫৩৪৩৫	১০৪৪৩৭	২৮৮৯৩৪	২৭৮১২০	১৭৬৩৫৯	১৬৮৩৭৪	১০৩৯২৫	১০৩৮৭৯
৫।	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	৬	৪৯৩০১১	১৫৪৬৬৪	৪৬৮৭১০	৪৬৮৭১০	৯৯৭৫৫	১০০১৩০	৮১০০৫	৮১৩৮০
৬।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	৫০	২৪২৪৯৮	১৭১৪২৭	৩৫২১১১	৩৪৬৬৪১	১৬৯১৮৬	১৭০৯১৬	১৬৮৭২১	১৭০৯১৬
৭।	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	৭	১৫৪৫০৮	৬৯০৯৪	১৭৩৭১০	১৫৭৪০১	৫৩৪৮১	৪৯৩০০	৫৩৪৮১	৪৯৩০০
৮।	উত্তর-পুর্বাঞ্চল, সিলেট	৩	১১৬৪৯২	৪৭২৪৬	১২৬৪১৮	১০৫৫৮৩	৩২৩৩৫	২৯১৩৮	৩২৩৩৫	২৯১৩৮
৯।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	১৭	৬৯৯৪৪	৪৩৭০৮	১১৬৬২৫	১১৫০৬৫	৩৫৩৫০	৩৩৬৮৫	৩৫৩৫০	৩৩৬৮৫
	সর্বমোট	**১২১**	**১৬৯৮১০৯**	**৯১৩৮৭৬**	**২৪৪৩৮৯৮**	**২৩৪৩৯৯৪**	**১০৩১৭০৩**	**৯৩৪১৫১**	**৭২১০৬৯**	**৭০৩০৭২**

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় অগ্রগতি

বাপাউবোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প সমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। সেচ প্রকল্প সমূহে আধুনিক কৃষি ও শস্য উৎপাদনে গতিশীলতা আনায়নের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (পানি ব্যবস্থাপনা দল, পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন, পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন) এর মাধ্যমে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও

যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতঃ কৃষকের জমিতে সেচ প্রদান করা হয়। সেচের পানি সরবরাহ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সাপেক্ষ্যে সরকার সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কৃষি জমির উপর সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্যকরণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এতদুদ্দেশ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০৩ সালে 'সেচ সার্ভিস চার্জ আরোপ ও আদায় প্রবিধানমালা, ২০০৩ (৩১ মে ২০০৫ পর্যন্ত সংশোধিত) [(এস, আর, ও নং-২৮৪ আইন/২০০৩) (এস, আর, ও নং-১২৮/আইন/২০০৫)]' নামে একটি প্রবিধানমালা জারী করা হয়। উক্ত প্রবিধানমালা অনুযায়ী বাপাউবো'র সেচ প্রকল্পের ভৌগলিক অবস্থান, বৈশিষ্ট্য এবং ফসল ভিত্তিক সেচের পানির চাহিদা ইত্যাদি বিবেচনা করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ফসলের বিভিন্ন মৌসুমে (খরিফ-২, রবি ও খরিফ-১) সেচ সার্ভিস চার্জ এর হার অনুমোদন করা হয়। তদানুযায়ী সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় করা হচ্ছে। এ প্রবিধানে সেচ প্রকল্পের উপকৃত কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের দায়িত্বসহ আদায়কৃত অর্থ সুবিধাভোগী সংগঠনের সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় নির্বাহ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর ফলে সরকার কর্তৃক বিপুল অর্থে সমাপ্ত প্রকল্পের নিজস্ব মালিকানাবোধ সৃষ্টি, সেচের পানির অপচয়রোধ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুষম বন্টনের মাধ্যমে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য সমুন্নত এবং সুষ্ঠু পরিচালনা ও টেকসই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় সুবিধাভোগীদের সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বাপাউবো'র সেচ প্রকল্পসমূহে ২০০১-২০০২ হতে সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্যের পরিমাণ ৩৯.৪২২ লক্ষ টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ৩৯.৭৯৯ লক্ষ টাকা। নিম্নের সারণীতে বর্তমানে ১৩ টি সেচ প্রকল্পে ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য এবং আদায়ের তথ্যাদি সন্নিবেশিত করা হলো।

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (জুন, ২০১৮ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা		সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিত)	
			২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ক্রমপুঞ্জিত আদায়	মন্তব্য
১।	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা।	মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প	৮.০০০	৮.০০০	১২.৫৯০	১২.১৯০	২৪.৭৮০	
		চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	৪.৫০০	৪.৫০০	৪.২০০	৪.২০৬	৮.৪০৬	
		সুন্দলপুর সেচ প্রকল্প	০.২০০	০.২৫০	০.১৭১	০.২৭২	০.৪৪৩	
২।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম।	মহুরী সেচ প্রকল্প	০.০০০	১.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
		কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প	২.৩০০	২.০০০	১.৬৪৫	১.৯৩৩	৩.৫৭৮	
		হারবাংছড়া সেচ প্রকল্প	০.১২০	০.১২০	০.১০০	০.০০০	০.১০০	
৩।	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী।	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	২.০০০	১.৫০০	১.০১০	২.০৩০	৩.০৪০	
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর।	তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১২.০০০	১৩.০০০	১২.৫৬৫	১৫.৪৮৫	২৮.০৫০	বুড়ি তিস্তা প্রকল্পে মামলা থাকায় সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় কার্যক্রম বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।
		টাঙ্গন বাঁধ প্রকল্প	০.১০০	০.১০০	০.১৫৮	০.১৩০	০.২৮৮	
		বুড়ি তিস্তা প্রকল্প	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২.০৬৮	
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন. এন. আই. পি. (ব্লক এ-১)	০.৮৩৭	০.৭৫২	০.৬৬১	০.০০০	০.৬৬১	
৬।	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর।	জি-কে সেচ প্রকল্প	৭.০০০	৮.০০০	৭.০২০	৩.৩৮০	১০.৪০০	
৭।	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট।	মনু নদী সেচ প্রকল্প	০.০০০	০.২০০	০.০০০	০.১৭৩	০.১৭৩	
	মোট	১৩ টি প্রকল্প	৩৭.০৫৭	৩৯.৪২২	৪০.১২০	৩৯.৭৯৯	৮১.৯৮৬	

২০১৬-২০১৭ সাল		২০১৭-২০১৮ সাল	
মোট লক্ষ্যমাত্রা	মোট প্রাপ্তি	মোট লক্ষ্যমাত্রা	মোট প্রাপ্তি
৩৭.০৫৭	৪০.১২০	৩৯.৪২২	৩৯.৭৯৯

জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম

নদীমাতৃক বাংলাদেশের জীবনধারা পানির ভিত্তিতেই গঠিত। পরিবেশগত ও গুনগত মানে পানির সহজপ্রাপ্যতা একটি মৌলিক নাগরিক অধিকার এবং তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা। এ উপলব্ধি থেকেই ১৯৯৯ সালের জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক "জাতীয় পানি নীতি" ঘোষনা করা হয়। পানি ব্যবস্থাপনায় স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ. উন্নয়ন, পরিবেশ সর্ম্পকে সচেতনতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি, পানি ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে স্থানীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের কার্যকর সিদ্ধান্ত প্রদানের সুযোগ সৃষ্টিসহ অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের পর্যায়ক্রমে মালিকানা প্রদান করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা (GPWM) ২০০১ সালে প্রকাশ করা হয়। পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহের গঠন, উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবীক্ষণ ও নিবন্ধন এর কাজগুলো যৌক্তিকভাবে ও ফলপ্রসূ করণের লক্ষ্যে "অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৪" সরকার কর্তৃক জারী করা হয়।

বোর্ডের প্রকল্পসমূহে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য সকল প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন করা হচ্ছে এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন বিভিন্ন বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG), পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (WMA) ও পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন (WMF) নামে তিন স্তরভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (WMO) গঠন করা হচ্ছে।

উল্লিখিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহ বাপাউবো এর বিভিন্ন প্রকল্পে সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করাসহ সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ-এ অংশগ্রহনের মাধ্যমে অবদান রাখছে। বাপাউবো কর্তৃক গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহকে সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে সংগঠনের সদস্যদেরকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। সংগঠন সমূহকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে তাদেরকে টেকসই অবস্থায় নেয়ার জন্য বাপাউবো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। "অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৪" এর আলোকে বাপাউবোর্ডের অধীন বাস্তবায়িত প্রকল্প/উপ-প্রকল্প/স্কীম ও পোল্ডার সমূহে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহ এর উন্নয়ন ও নিবন্ধনের প্রক্রিয়া চলমান।

পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন-নিবন্ধনের তথ্যাদি (জুন-২০১৮ পর্যন্ত)

প্রকল্পের সংখ্যা	আওতাভুক্ত এলাকা (হেক্টর)	পানি ব্যবস্থাপনা দল		পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন		পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন	
		গঠন	নিবন্ধন	গঠন	নিবন্ধন	গঠন	নিবন্ধন
১৫০	২০৮০৪৫৯	২৫৯৯	২১৫৬	১৮৮	১৫৩	২	১

পানি বিজ্ঞান (Hydrology) এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম

পানি সম্পদ সেক্টরের সমন্বিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য নির্ভরযোগ্য পানি বিজ্ঞান উপাত্তের প্রাপ্যতা অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী. পানি বিজ্ঞান এর আওতায় ৪টি সার্কেল- ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল, গ্রাউন্ড ওয়াটার হাইড্রোলজি সার্কেল, রিভার মরফোলজি ও গবেষণা সার্কেল এবং প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল সমূহের মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী পানি বিজ্ঞান নেটওয়ার্কের সাহায্যে ৪১ বৎসরের অধিককাল পানি বিজ্ঞান উপাত্ত সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর সমুহ সারাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত নিম্নবর্ণিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পানি বিজ্ঞান উপাত্ত সমুহ সংগ্রহ করছে।

ক্রমিক	উপাত্তের নাম	স্টেশন সংখ্যা	মন্তব্য
১.	টাইডাল/ননটাইডাল পানি সমতল	৩৫১	দিনে ৫ বার
২.	টাইডাল/ননটাইডাল প্রবাহ	১১৯	দৈনিক/সাপ্তহিক/পাক্ষিক
৩.	ভূ-পরিস্থ পানির গুণাগুণ	১৮	মাসিক

ক্রমিক	উপাত্তের নাম	স্টেশন সংখ্যা	মন্তব্য
৪.	লবণাক্ততা	১০০	দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
৫.	ঘন প্রবাহ	২	সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
৬.	পলি প্রবাহ	২০	সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
৭.	বারিপাত	২৭৪	দৈনিক
৮.	আবহাওয়া	৩	দৈনিক (১টি বন্ধ)
৯.	বাষ্পায়ন	৩৯	দৈনিক
১০.	মরফোলজিক্যাল ক্রস সেকশন	১৯৬৯	বাৎসরিক/দ্বি-বাঃসরিক/ত্রি-বাৎসরিক/চতুর্থ-বাৎসরিক/পঞ্চম-বাৎসরিক
১১.	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (সাপ্তাহিক)	১২৭২	সাপ্তাহিক
১২.	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (দৈনিক)	২০	দৈনিক
১৩.	ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুণ বিশ্লেষন	১১৫	বাৎসরিক
১৪.	এক্যুইফার বৈশিষ্ট্য	১	
১৫.	বোরহোল লিথলজি (খননকৃত পরীক্ষণীয় কূপ হতে)	৯	
১৬.	এক্যুইফার অনুসন্ধান	৪	
১৭.	পর্যবেক্ষণ কূপ পূনঃখনন ও উন্নয়ন	৩৪	

ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের মাধ্যমে সুদীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশী সময় ধরে ভূ-গর্ভস্থ পানির অনুসন্ধান, সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কার্য্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের রয়েছে দেশব্যপী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক। দেশব্যাপী ১২৯২ টি পর্যবেক্ষণ কূপের সমন্বয়ে গড়ে উঠা নেটওয়ার্ক থেকে ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রায় পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে উক্ত পর্যবেক্ষণ কূপসমূহ হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। এয়াড়াও প্রকল্পের আওতায় নতুন পর্যবেক্ণ কূপ স্থাপন করে নিয়মিত ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক এর অন্তর্ভূক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তদুপরি ১১৫ টি পর্যবেক্ষণ কূপের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির নমুনা সংগ্রহ ও রাসায়নিক মান (আর্সেনিকের পরিমাণ, লবণাক্ততা ইত্যাদি) নির্ণয় করা হয়। ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তরসমূহের পানি ধারণ ও পরিবাহী গুণাগুণ নির্ণয়ের জন্য Aquifer Pump Test ও Slug Test সহ বিভিন্ন সমীক্ষা কার্যক্রমও পরিচালনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ পানির ক্রমবর্ধমান উত্তোলন ও চাহিদার প্রেক্ষিতে পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক ও বিজ্ঞান সম্মত ব্যবহারের বিষয়সমূহ বিবেচনা করতঃ পানিসম্পদের সম্পূরক (Conjunctive) উন্নয়নে সমীক্ষা, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ জরুরী। ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের আওতায় দেশব্যাপী স্থাপিত পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক হতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত পানীয়, গৃহস্থালী, শিল্প-কারখানা ও কৃষিজ সেচকাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির যথাযথ, সম্পূরক ও টেকসই ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনায় অধিকতর গুরুত্বের সাথে কাজে লাগানো যেতে পারে। তবে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যমান নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত কাঠামোর উন্নয়নও জরুরী।

ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের অনুসন্ধান, উন্নয়ন, সমীক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রমের পাশাপাশি পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিবিধ দপ্তরের আওতাধীনে গৃহীত হাইড্রোলিক/ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রাকচার নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ভূ-গর্ভস্থ মৃত্তিকা অনুসন্ধান কার্যক্রম এ পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বহির্ভূত বিবিধ প্রতিষ্ঠানকেও ডিপোজিট কার্যক্রমের আওতায় এ পরিদপ্তর প্রয়োজনীয় সেবা ও সহায়তা প্রদান করে থাকে।

ছক ১: ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে পানিতত্ত্ব বিষয়ক জরীপ ও অনুসন্ধানের আওতায় সম্পাদিত কর্মকান্ডের তালিকা:

ক্রমিক নং	উপাত্তের নাম ও স্টেশন	ষ্টেশন সংখ্যা
১	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (সাপ্তাহিক)	১২৭২
২	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (দৈনিক)	২০
৩	ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুণ	১১৫
৪	একুইফার পাম্প টেস্ট	১
৫	বোরহোল লিথলজি (খননকৃত পরীক্ষণীয় কূপ হতে)	৯
৬	একুইফার অনুসন্ধান	৪
৭	পর্যবেক্ষণ কূপ পূনঃখনন ও উন্নয়ন	৩৪

ছক ২: ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বানিজ্যিক খনন কাজ ও বানিজ্যিক খনন কাজ (ডিপোজিট) আওতায় সম্পাদিত কর্মকান্ডের তালিকা:

ক্রমিক নং	কাজের নাম	প্রাপ্ত চাহিদাপত্র	সম্পাদিত কাজের পরিমান
১	বানিজ্যিক খনন কাজ	৩৬ টি (বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের দপ্তর হতে)	১৯৪৪০ ফুট
২	বানিজ্যিক খনন কাজ (ডিপোজিট)	৩ টি (চট্রগ্রাম পওর বিভাগ-২ হতে)	৬৬৯৬ ফুট)

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রমের মধ্যে ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের আওতায় উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের অধীনে মাঠ পর্যায়ে ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর ও পাবনায় অবস্থিত ৪টি পরিমাপ বিভাগের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞানের সকল তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিভাগ সমূহের আওতায় ১৩টি উপ-বিভাগ এবং ৩৯টি শাখা অফিসের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন নদ-নদীর পানি সমতল, প্রবাহ পরিমাপ, পলল/পলি নমুনা, পানিতে লবণাক্ততার পরিমান, বারিপাত, বাষ্পায়ন এবং আবহাওয়া-তত্ত্ব বিষয়ক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরে বর্ণিত পরিমাপ বিভাগগুলোর মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত প্রায় ১৬০টি নদীতে ৩৫১টি (হাওড় অঞ্চলসহ) পানি সমতল গেজ ষ্টেশন, ১১২টি নদীর ১১৯টি প্রবাহ পরিমাপ ষ্টেশনের মাধ্যমে ২৭১৯টি প্রবাহ পরিমাপ কাজ, ২টি ঘন-প্রবাহ পরিমাপ ষ্টেশন, ২০টি পলল/পলি নমুনা সংগ্রহ ষ্টেশন, ১৮টি পানির গুনাগুন পরিমাপ ষ্টেশন, ১০০টি স্থির এবং ৬৬টি গতিশীল ষ্টেশনের মাধ্যমে পানির লবণাক্ততা পরিমাপ, ২৭৪টি (হাওড় অঞ্চলসহ) বারিপাত পরিমাপ ষ্টেশন, ৩৯টি বাষ্পায়ন পরিমাপ ষ্টেশন এবং ৩টি (১টি বন্ধ) আবহাওয়া তত্ত্ব ষ্টেশনের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

ইহা ছাড়া গঙ্গা সমীক্ষা জরীপ কাজের আওতায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মধুমতি, নবগঙ্গা ও রূপসা-পশুর নদীতে ৩টি ষ্টেশনে নভেম্বর হইতে জুন পর্যন্ত ৮ মাস প্রতি মাসে ০২ (দুই) দিন প্রতি ঘন্টা অন্তর (সকাল ৬ঃ০০ ঘটিকা হইতে রাত ৮ঃ০০ ঘটিকা পর্যন্ত) টাইডাল প্রবাহ পরিমাপ করা হয়। কুমিল্লা ও ফরিদপুর পরিমাপ বিভাগের আওতায় দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীসমূহের ১০০টি স্থির ষ্টেশনের মাধ্যমে নভেম্বর হইতে জুন পর্যন্ত ৮ মাস, প্রতিমাসে ০৪ (চার) দিন, দিনে ০২ বার এবং ফরিদপুর পরিমাপ বিভাগের আওতায় ৬৬টি গতিশীল ষ্টেশনে (বড়দিয়া থেকে খুলনার হিরন পয়েন্ট পর্যন্ত) জানুযারী মাসে লবণাক্ততা পরিমাপ করা হয। শুষ্ক মৌসুমে যৌথ নদী কমিশনের চাহিদানুযায়ী গংগা নদীতে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে ৬ মাস ও তিস্তা নদীর ডালিয়াতে ৮ মাস দৈনিক প্রবাহ পরিমাপ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। গংগা নদীর হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ পর্যবেক্ষণ কমিটি কর্তৃক জানুয়ারী হইতে মে পর্যন্ত ৫ মাস যৌথভাবে প্রবাহ পরিমাপ করা হয়। ৫৭টি সীমান্ত নদীর মধ্যে ৪৮টি নদীতে ৭৩টি ষ্টেশনে প্রবাহ পরিমাপ করা হয়।

অত্র দপ্তরের আওতাধীন মোট ৩৫১টি (হাওড় অঞ্চলসহ) পানি সমতল ষ্টেশনের মধ্যে ৯৪টি পানি সমতল ষ্টেশনে সকাল ৬ঃ০০ ঘটিকা হইতে বিকাল ৬ঃ০০ ঘটিকা পর্যন্ত মোট ৫ (পাঁচ) বারের সংগৃহীত উপাত্ত দৈনিক ০২ (দুই) বার (সকাল ৯ঃ০০ ঘটিকা ও

বিকাল ৩ঃ০০ ঘটিকা) এবং ৭০টি (হাওড় অঞ্চলসহ) বারিপাত ষ্টেশনের ২৪ ঘন্টায় বারিপাতের পরিমান সকাল ৯ঃ০০ ঘটিকার সময় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে প্রেরন করতে হয়। উক্ত কার্যক্রম রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব বহন করে বিধায় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে সঠিকভাবে বন্যা তথ্য ও উপাত্ত প্রেরনের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মনিটরিং করতে হয়।

এক নজরে ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের আওতায় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের নেটওয়ার্ক

ক্রমিক নং	উপাত্তের নাম	ষ্টেশন সংখ্যা	মন্তব্য
১।	পানি সমতল (Water Level)	৩৫১	দিনে ৫ বার
২।	প্রবাহ (Discharge)	১১৯	দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
৩।	ভূ-পরিস্থ পানির গুণাগুণ (Quality)	১৮	মাসিক
৪।	লবণাক্ততা (Salinity)	১০০	দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
৫।	ঘন প্রবাহ (Sediment)	২	সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
৬।	বারিপাত (Rainfall)	২৭৪	দৈনিক
৭।	আবহাওয়া (Metrological)	৩	দৈনিক (১টি বন্ধ)
৮।	বাষ্পায়ন (Evaporation)	৩৯	দৈনিক
৯।	পলল/পলি নমুনা সংগ্রহ (Float Sediment)	২০	সাপ্তাহিক / পাক্ষিক

রিভার মর্ফলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেল

রিভার মর্ফলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেলের অধিনে কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহ মর্ফলজি বিভাগ এবং ঢাকা ম্যাপিং সেল (বিভাগ) কর্তৃক দেশব্যাপী বর্তমানে বিদ্যমান মোট ৪০৫ টি নদীর মধ্যে প্রধান প্রধান এবং ঢাকার চতুর্দিকের সকল নদীসহ গুরুত্বপূর্ণ ১৫৮ টি নদীর ১৯৬৯ টি ক্রস সেকশনে পর্যায়ক্রমে ব্যাথিমেট্রিক সার্ভে (প্রস্থচ্ছেদ জরীপ) সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। প্রতি বছর ১০ টি নদী, দুই বছর পরপর ১৪ টি নদী, তিন বছর পরপর ৪২ টি নদী, চার বছর পরপর ৩৯ টি নদী এবং পাঁচ বছর পরপর ৫৩ টি নদীর প্রস্থচ্ছেদ জরীপ করা হয়। নদীর প্রস্থচ্ছেদ জরীপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীর ইরোশন/ডিপোজিশন, নদীর ব্যাঙ্ক লাইন শিফটিং ও নদীর থলওয়েগ ও গতিপথ নির্ণয়ক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এ সকল জরীপ উপাত্তসমূহ জিওরেফারেন্সিং, ভেলিডেশন, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, সংরক্ষণ এবং ডিজাইন,প্ল্যানিং ও রিসার্চ এর চাহিদা মোতাবেক সরবরাহের জন্য প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, বাপাউবো, ৭২, গ্রীনরোড, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। রিভার মর্ফলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেলের অধিন্যস্থ তিনটি বিভাগ কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মোট ৩৯ টি নদীর ৬৪২ টি প্রস্থচ্ছেদ জরীপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিম্নে এর বিবরণ সংক্ষিপ্ত ছকে উপাস্থাপন করা হলোঃ

ক্রঃ নং	দপ্তরের নাম	মোট নদ-নদীর সংখ্যা	বছর অনুযায়ী নদ-নদীর সংখ্যা					মোট ক্রস সেকশন	২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সম্পাদিক নদ-নদী জরীপ কাজে ক্রস সেকশনের সংখ্যা
			প্রতি বৎসর	দুই বছর পর পর	তিন বছর পর পর	চার বছর পর পর	পাঁচ বছর পর পর		
০১	ম্যাপিং সেল (বিভাগ), বাপাউবো, ঢাকা।	৪২	০৬	০২	১১	১০	১৩	৫২৬	১৭২
০২	মরফলজি বিভাগ, বাপাউবো, কুষ্টিয়া	৬১	০২	০৪	২২	১২	২১	৬৯৩	১৯২
০৩	মরফলজি বিভাগ, বাপাইবো, ময়মনসিংহ	৫৫	০২	০৮	০৯	১৭	১৯	৭৫০	২৭৮
সর্বমোট		১৫৮	১০	১৪	৪২	৩৯	৫৩	১৯৬৯	৬৪২

প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল

HKH-Hycos Project: নেপালের কাঠমুন্ডুতে অবস্থিত International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD), একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যা দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্পের আওতায় হিন্দুকুশ-হিমালয়ান অঞ্চলের সদস্য দেশ সমূহের সাথে বন্যা পূর্বাভাস এবং তৎসংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে জড়িত সংস্থাটিতার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সাথে কারিগরী সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। Hindukush-Himalayan (HKH) অঞ্চলে বন্যাজনিত দুর্যোগ নিরসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ, ভুটান, চীন, ভারত, নেপাল পাকিস্থান ৬টি দেশের অংশগ্রহনে, USDS/REDSA এবং USAID/OFDA এর অর্থায়নে ১ম পর্যয়ে বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সেতু, হার্ডিঞ্জব্রীজ/লালনশাহ সেতু ও ভৈরব সেতুতে পানির সমতল পরিমাপ করার জন্য তিনটি Auto Water Level Recorder System (AWLR) এবং ১টি করে Auto Rain Gauge এবং ২য় পর্যয়ে চাঠলাঘা, সুনামগঞ্জ, বাল্লা এবং জকিগঞ্জ এ আরও চারটি Auto Water Level Recorder System (AWLR) এবং ১টি করে Auto Rain Gauge অনুদান হিসেবে দেয়া হয়। ১ম এবং ২য় পর্যায়ে মোট (৩+৪) ৭টি Auto Water Level Recorder System (AWLR) এবং ৭টি Auto Rain Gauge সংযুক্তি-০১ অনুযায়ী বাংলাদেশে স্থাপন করা হয়। উক্ত প্রকল্পের Real Time Data সংরক্ষনের জন্য অনুদানে প্রাপ্ত সার্ভারটি ২০১২ সালে ওয়াপদা ভবন, ৩য় তলায় সেন্ট্রাল আইসিটি সেল এর সার্ভার রুমে স্থাপন করা হয়। ডাটাসমুহ www.hkhhycos.bwd.gov.bd URL এর মাধ্যমে নিয়মিত Real Time Monitoring করা হয়।

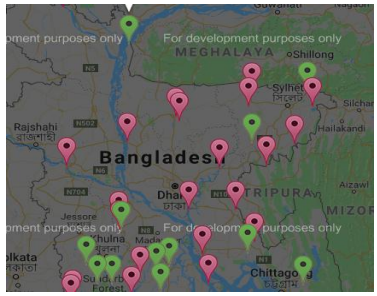

ডাটা কালেকশন Platform বক্স (ডিসিপি)

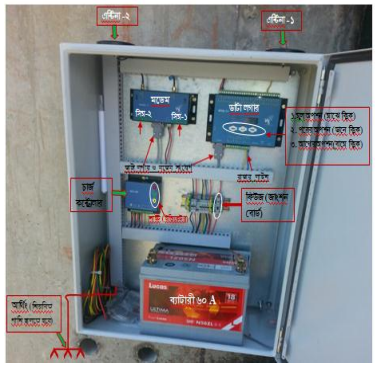

WMIP Project: WMIP প্রকল্পের আওতায় বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে দেশের ১৯ টি উপকূলীয় জেলার বিভিন্ন স্থানে ২৯ টি Auto Real Time Data Acquisition System (ARTDAS) Station এবং ১ টি Automatic Weather Station স্থাপন করা হয়েছে। যাহার মাধ্যমে Hydrological Data (Water Level/Rainfall/Temperature/Wind speed/Wind direction etc.) সমূহ একই সাথে দুটি আলাদা সার্ভারে (WMIP server, বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড এবং HYCOS server, ওয়াপদা ভবন, বাপাউবো, মতিঝিল) store হইতেছে এবং বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ এর জন্য Hydrological Data গুলি ব্যবহার করা যাবে। প্রকল্পের ডাটা সমুহ daq.sepffc.gov.bd URL এর মাধ্যমে নিয়মিত Real Time Monitoring করা হয়। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি কাজ ২০১৪ সালে সমাপ্ত হয়।

Data Center: ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, দ্বিতীয় তলা, বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকায় একটি অত্যাধুনিক ডেটা সেন্টার/ হাইড্রোলোজিক্যাল নেটওর্য়াক স্থাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে সম্পুর্ণ স্বয়ংক্রিয় ভাবে GSM পদ্ধতিতে (Mobile Network) real time data এবং মেনুয়াল data সমুহ raw data হিসেবে Acquisition server এ সংরক্ষণ করা হয় এবং পরবর্তীতে সফটওয়ার এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় ভাবে error checking করে প্রসেসকৃত ডেটা সমুহ Application server এ সংরক্ষণ করা হয়। ওয়েব সার্ভারের মাধ্যমে data availability, graphical view, user কর্তৃক data request এবং data download এর facility সমুহ সম্পূর্ণ করা হয়েছে।



Web Portal (www.hydrology.bwd.gov.bd):

ওয়ের পোর্টালটি জনসাধারনের জন্য উম্মুক্ত এবং ব্যবহারকারি ওয়ের পোর্টাল থেকে নিম্ন বর্ণিত সুবিধা সমুহ পাবে :



- ব্যবহারকারি তার নিজের নামে Online Registration করে হাইড্রোলোজিক্যাল যে কোন তথ্য-উপাত্তের পর্যাপ্ততা এবং উপাত্ত সমুহের Rate (Tk.) দেখতে পাবে।
- ব্যবহারকারি তার User name and Password এবং ব্যবহার করে তথ্য-উপাত্ত চাহিদা মোতাবেক Online Requisition দিতে পারবে।
- চাহিদাকৃত তথ্য উপাত্তের জন্য অন-লাইনের আবেদন এর সাথে সংযুক্তি হিসাবে র‍্যাক, বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড ঢাকা এর বরাবর পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট করে উহার মুলকপি সংযুক্ত করতে হবে (উপাত্তের ধরন ও Time duration এর ভিত্তি করে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত চার্জ ওয়েবসাইট এ পাওয়া যাবে)।
- ব্যবহারকারি তার চাহিদাকৃত তথ্য-উপাত্তসমুহ User name and Password এবং ব্যবহার করে www.hydrology.bwd.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে Download করতে পারবে।



Hydrological Software:

Aquatic Informatics Database Software: Software to produce rating curves for Discharge against WL, Hydrograph, Hyetograph, Mass Curve with an organized method to maintain rating curves as well as historical rating curves. Hydrological Data acquisition, Processing and Analyzing Software. যাহার মাধ্যমে Historical এবং Real Time ডাটা সমুহ প্রসেস করে এবং প্রসেসকৃত ডাটা ওরাকল ডাটাবেস এ স্টোর করা হয় এবং graph generate করে তথ্য-উপাত্ত সমুহের ভুল নির্নয় করা হয়।

Vi Sea (AQUA VISION): Sediment Transport estimation from ADCP backscatter data.

RIVER Morph: Software for analysis of hange of river bank level, bank line, erosion and deposition volume calculation.

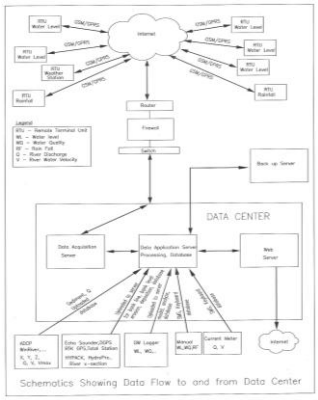

হাইড্রোলোজিক্যাল নেটওর্য়াক

Visual MODFLOW :

- Software for ground water flow and contaminant transport modeling.
- Software for prediction of ground water flow and contaminant migration within unsaturated zone.

- Software for ground water data management and visualization.

অত্র সার্কেলের অধীনস্থ নিম্নোক্ত তিনটি প্রসেসিং ব্রাঞ্চের মাধ্যমে ডাটা বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদিত হয়।

ক) সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল কর্তৃক সংগৃহীত পানি সমতল, প্রবাহ, ভূ-পরিস্থ পানির গুণাগুণ, লবণাক্ততা, পলি প্রবাহ, বারিপাত, আবহাওয়া এবং বাষ্পায়ন উপাত্ত সমূহের ডাটা সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চে প্রেরণ করা হয়। এ দপ্তরের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সংগৃহীত সকল হাইড্রোলজিকাল তথ্য/উপাত্তগুলোর যথাযথভাবে গুণগতমান পরীক্ষা/নিরীক্ষা, মিসিং ডাটা নির্ণয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এ সকল উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে secondary information প্রস্তুত করাসহ সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়।

খ) গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ

ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল কর্তৃক সংগৃহীত ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (সাপ্তাহিক), ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (দৈনিক), ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুণ (শুষ্ক ও বর্ষা মৌসুমে), এক্যুইফার বৈশিষ্ট্য, বোরহোল লিথলজিউপাত্ত সমূহের ডাটা গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চে প্রেরণ করা হয়। পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সংগৃহীত সকল ভূ-গর্ভস্থ পানির তথ্য/উপাত্ত-এর যথাযথভাবে গুণগতমান পরীক্ষা/নিরীক্ষা, মিসিং ডাটা নির্ণয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এ সকল উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে secondary information প্রস্তুত করাসহ সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়।

তথ্য-উপাত্তের ধরন	প্যারামিটার	স্টেশন সংখ্যা
সারফেস ওয়াটার	ওয়াটার লেভেল	৩৪৩
	বৃষ্টিপাত	২৬৯
	সেলাইনিটি	১০০
	সেডিমেন্ট	২৬
	ইভাপোরেশন	৩৯

সারফেস ওয়াটার লেভেল

তথ্য-উপাত্তের ধরন	প্যারামিটার	স্টেশন সংখ্যা
গ্রাউন্ড ওয়াটার	ওয়াটার লেভেল (সাপ্তাহিক)	১২৫০
	ওয়াটার লেভেল (ডেইলি)	১৮
	ওয়াটার কোয়ালিটি	১১৮
	লিথোলোজী	১০০
	পাম্প টেষ্ট	১৯১

গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেল

গ) রিভার মরফোলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চ

রিভার মর্‌ফলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেল কর্তৃক সংগৃহীত মরফোলজিক্যাল ক্রস সেকশন (Bathymetric Survey) উপাত্ত এর ডাটা রিভার মর্‌ফলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চে প্রেরণ করা হয়। এ দপ্তরের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সংগ্রহকৃত উক্ত হাইড্রোলজিকাল তথ্য/উপাত্ত এর যথাযথভাবে গুণগতমান পরীক্ষা/নিরীক্ষা, মিসিং ডাটা নির্ণয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এ সকল উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে secondary information প্রস্তুত করাসহ সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়।

বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়নের জন্য এ সকল তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে বৈশ্বিক জলবায়ু ও আবহাওয়া পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট উপাত্ত যথাযথভাবে প্রক্রিয়াকরণ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এ সকল তথ্য বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাদের প্রকল্পের কাজে/দেশের উন্নয়নমূলক কাজে অথবা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করে থাকে এবং দেশী বিদেশী অনেক সংস্থা, গবেষণামূলক কাজে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের শিক্ষামূলক কাজে উক্ত তথ্য/উপাত্ত ব্যবহার করে থাকে। তদুপরি সংগ্রহকৃত সকল তথ্য/উপাত্ত সমূহ দেশের পানি সম্পদ সংক্রান্ত সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও বিভিন্ন প্রকল্পের পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের কার্যক্রম

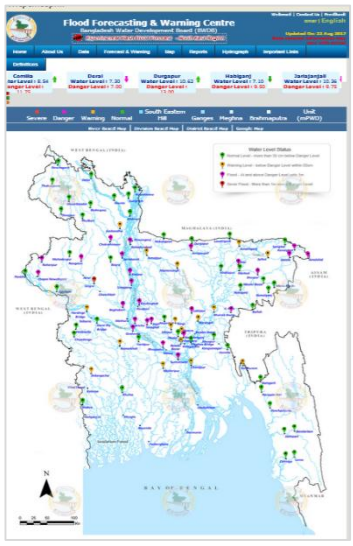

বন্যাপূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC) বন্যা বিষয়ক জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে নিয়োজিত। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে (মে–অক্টোবর) "বন্যা তথ্য কেন্দ্র" সাপ্তাহিক এবং সকল ছুটির দিনসহ প্রতিদিন খোলা থাকে এবং দেশের অভ্যন্তরের এবং উজানের বৃষ্টিপাত, নদ-নদী সমূহের পানি সমতল এবং গাণিতি কমডেল ভিত্তিক বন্যাপূর্বাভাস প্রণয়ন ও প্রচার করে থাকে।

গাণিতিক মডেল ভিত্তিক নির্ভরযোগ্য বন্যা পূর্বাভাস প্রতিবেদন প্রণয়ন পূর্বক টেলিফোন, ফ্যাক্স, লবিডিসপ্লে, ই-মেইল, SMS, ভয়েস মেসেজ, বাংলা ও ইংরেজীতে ওয়েবসাইট (www.ffwc.gov.bd), Interactive Voice Response (IVR) পদ্ধতি ব্যবহার করে মোবাইল ফোন (১০৯০ নাম্বারে কল করে ৫ চেপে বাংলায় বন্যা বার্তা শোনা যায়) ইত্যাদিও মাধ্যমে সংশিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রচার মাধ্যম, NGO, উন্নয়ন সহযোগী, স্থানীয় প্রশাসন, জেলা-উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইত্যাদি সকল পর্যায়ে নিয়মিত বিতরণ/প্রেরণ করা হয়।

প্রযুক্তি ব্যবহার করে জুন/২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৯টি নদ-নদীর ৫৪টি স্থানে সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক ৫ (পাঁচ) দিনের আগাম পূর্বাভাস ও সতর্ক বার্তা প্রচলন করা হয়েছে।

২০০৫-০৭ খ্রিঃ মেয়াদে USAID-র সহায়তায় ১৮টি স্থানে গাণিতি কমডেল ভিত্তিক ১০ দিনের আগাম সম্ভাব্য বন্যা পূর্বাভাস পরীক্ষা মূলক ভাবে চালু করা হয় এবং ২০১৪ খ্রিঃ হতে RIMES-এর কারিগরী সহায়তায় এ পদ্ধতি ৩৮টি স্থানে সম্প্রসারণ করা হয়। আগস্ট/২০১৩ হতে (ক) ঢাকা মাওয়া রাস্তা (খ) Brahmaputra Right Embankment (BRE) (গ) পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের বাঁধ এবং (ঘ) মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের বাঁধ বরাবর দৈনিক পানি সমতল এবং গাণিতি কমডেলের মাধ্যমে পরবর্তী ৫(পাঁচ) দিন পর্যন্ত দৈনিক পানি সমতল পূর্বাভাস প্রোফাইল নির্ণয় করে তা প্রচার করা হয়। জুন/২০১৫ হতে ভয়েস কলের পরিবর্তে মোবাইল ফোনে ঝগঝ ভিত্তিক ডিজিটাল তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে গেজ পয়েন্ট হতে গেজ পাঠকগণ নির্দিষ্ট ফরমেটে SMS করে FFWC-তে নিয়মিত তথ্য প্রেরণ করেন এবং বন্যা তথ্য আদান-প্রদানে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হওয়ায় ভুল কম হচ্ছে, সময় কম লাগছে, খরচ হ্রাস পেয়েছে এবং সর্বোপরি তথ্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষতাও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

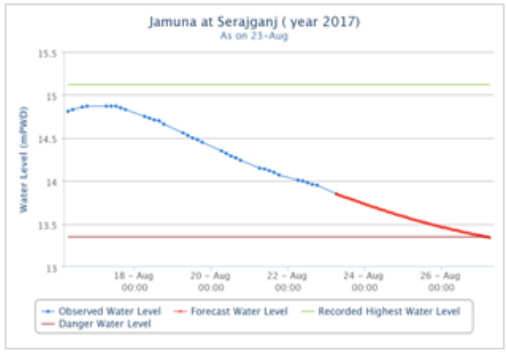

৫ দিনের বন্যা পূর্বাভাসের পানি সমতল লেখচিত্র
ষ্টেশন: যমুনা নদী সিরাজগঞ্জ পয়েন্ট

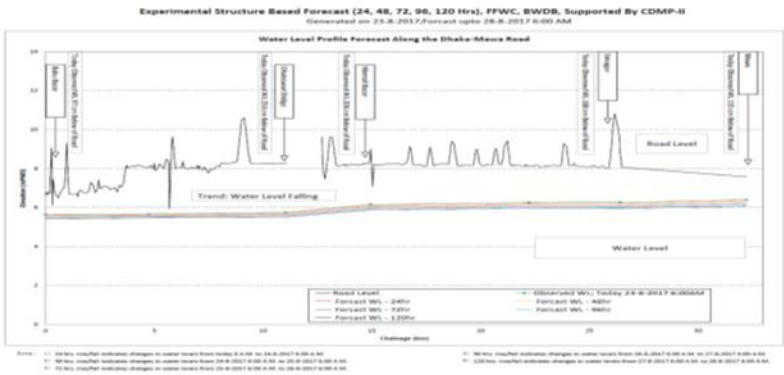

ঢাকা মাওয়া হাই ওয়েবরাবর পানি সমতলের প্রোফাইল





মাঠ পর্যায় হতে গেজ পাঠক কর্তৃক SMS-এর মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং কম্পিউটারে সংক্রিয়ভাবে উপাত্ত সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়া করণ সফটওয়্যার

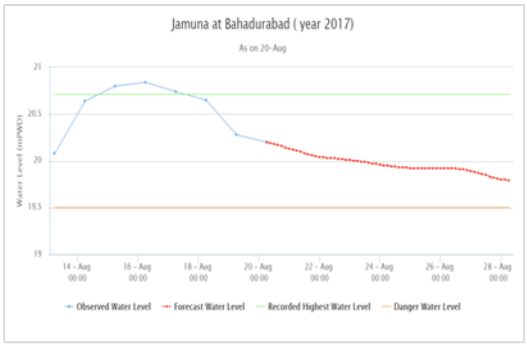

স্যাটেলাইট ভিত্তিক ৮ দিনের পূর্বাভাসের পানি সমতল স্টেশন: যমুনা নদী জামালপুরের বাহাদুরাবাদ পয়েন্ট

যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক মহাকাশ গবেষণা সংস্থা NASA হতে Jason স্যাটেলাইটের Altimeter Data বিনামূল্যে ডাউনলোড পূর্বকতা ব্যবহার করে জুলাই ২০১৪ খ্রিঃ হতে যমুনা ও পদ্মা নদীর ৯টি স্থানে ৮ দিনের আগাম বন্যা পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় Jason-৩ স্যাটেলাইটের Altimeter Data ব্যবহার পূর্বের ন্যায় আগাম বন্যাপূর্বাভাস দেয়ার প্রচলন অব্যাহত আছে। এই গবেষণা কার্যক্রমে SERVIR programme NASA, University of Washington, Seattle, USA এবং IWM-ঢাকা কারিগরী সহায়তা প্রদান করেছে, এতে বাংলাদেশ সরকারের কোন আর্থিক বিজরন নেই। FFWC-র বিদ্যমান কারিগরী জনবল এই পদ্ধতিতে ৮-দিনের বন্যা পূর্বাভাস দেয়ার সক্ষমতা অর্জন করেছে। জুলাই ২০১৬ ও ২০১৭ এ USAID এর আর্থিক সহায়তায় University of Washington ও IWM-ঢাকা কারিগরী সহায়তায় দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় দেশের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার সহিত জড়িত Professional-দের নিয়ে "Regional Training Program for Scaling up of Satellite-assisted Flood Forecasting Systems in South and Southeast Asian Nations" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, কম্বোডিয়ার বন্যা ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত Professional-দের বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থাসহ সার্বিক বন্যা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়।

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এপ্রিল-মে মাসের আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী/দাতাসংস্থা IFAD এর অনুদান সহায়তা পুষ্ট স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) অধীনে বাস্তবায়নাধীন Haor Infrastructure Livelihood Improvement Project (HILIP) প্রকল্পের Climate Adaptation and Livelihood Protection (CALIP) component এর আওতায় Development of Early Warning System of Flash Flood in the North Eastern Region of Bangladesh শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় আপার মেঘনা অববাহিকার পানি সমতল পর্যবেক্ষণ স্টেশন সংখ্যা মার্চ, ২০১৮ সনে ১৮ হতে ২৮ এ এবং বারিপাত পর্যবেক্ষণ স্টেশন সংখ্যা ১৩ হতে ২৩ এ উন্নীত করা হয়েছে, যার মধ্যে সারি গোয়াইন নদীতে স্থাপিত গোয়াইনঘাট পানি সমতল স্টেশনটি স্বয়ংক্রিয়। এছাড়া ২০১৮ সনের প্রাক-বর্ষা (মার্চ-মে) মৌসুমে পূর্বে বিদ্যমান ১৭ টি স্থানের সাথে আরো ৬টি স্থানের অর্থাৎ মোট ২৩টি স্থানে ৩ দিনের আকস্মিক বন্যার পূর্বাভাস প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। প্রাক-বর্ষা মৌসুমে বোরো ধানের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর জন্য প্রাক-বর্ষাকালীন সময়ের ঐতিহাসিক পানি সমতল এবং ডুবন্ত বাঁধের লেভেল বিবেচনায় এনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন সমূহের জন্য প্রচলিত মৌসুমী বিপদ সীমার পরিবর্তে সতর্কতামূলক প্রাক-বর্ষাকালীন (১৫ মার্চ - ১৫ মে) বিপদসীমা প্রবর্তন করা হয়েছে যা মার্চ, ২০১৮ হতে কার্যকরী হয়েছে। পানি সমতল উপাত্ত Standardization এর জন্য প্রাথমিকভাবে মেঘনা অববাহিকার পর্যবেক্ষণাধীন সকল প্রধান পানি সমতল স্টেশনের পরিমাপের বেঞ্চমার্ক প্রচলিত PWD হতে Survey of Bangladesh (SoB) কর্তৃক প্রণীত Mean Sea Level (MSL) এর সাপেক্ষে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং তদানুযায়ী স্টেশন সমূহের বিপদসীমা এবং সর্বোচ্চ পানি সমতল মান পরিবর্তন করা হয়েছে যা মে, ২০১৮ হতে কার্যকরী হয়েছে। একই সাথে MSL বেঞ্চমার্কের সাপেক্ষে সুনামগঞ্জে ৭টি নতুন

পানি সমতল স্টেশন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এছাড়া HILIP প্রকল্পের আওতায় ২৯ এপ্রিল, ২০১৮ এ সুনামগঞ্জে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের দপ্তরে প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান, বাপাউবো এর উপস্থিতিতে জেলা প্রশাসক সুনামগঞ্জ, বাপাউবো-র কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় প্রতিনিধি এবং বেসরকারী সংস্থা সমূহের উপস্থিতিতে আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস ও এর উপর সচেতনতামূলক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।



আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করার জন্য ওয়েব বেইজড ব্যবস্থা



সুনামগঞ্জে অনুষ্ঠিত আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাসও সচেতনতামূলক কর্মশালা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা (NASA) এর SERVIR প্রোগ্রামের আওতায় বাপাউবো ও নেপাল ভিত্তিক হিন্দুকুশ-হিমালয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা ICIMOD এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং বাপাউবো কর্মকর্তাবৃন্দের অংশগ্রহণে ২৩-২৬ এপ্রিল, ২০১৮ চার দিনব্যাপী কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়; যার মূল বিষয় কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, পানিসম্পদ, জল এবং জলবায়ু সংক্রান্ত দুর্যোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহের তথ্য এবং ভূস্থানিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্পর্কে আলোক পাতকরণ। বাপাউবো এই Satellite Project এর সাহায্যে বন্যা পূর্বাভাস কার্যাদিও উন্নতি বিধানের লক্ষ্যে ICIMOD এর সহিত একটি দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে যা এই কর্মশালার মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয়।

২৩ এপ্রিল, ২০১৮ উপরোক্ত কর্মশালার প্রথম দিনে "BWDB F lood App" শীর্ষক Mobile App এর উদ্বোধন করা হয়। এ্যাপটি মূলত বাপাউবোর বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের ওয়েব সাইটের মোবাইল বান্ধব সংস্করণ যা ব্যবহার করে একজন Android Smartphone ব্যবহারকারী অতি সহজে বন্যার সকল পূর্বাভাস ও তথ্য লাভ করতে সক্ষম হবেন।

ড্রেজার পরিদপ্তরের কার্যক্রম

নদ-নদীর নাব্যতা রক্ষাকল্পে বৃটিশ আমল হতেই এ উপমহাদেশে (বাংলাদেশ) ড্রেজার ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ইতোপূর্বে ড্রেজার পরিদপ্তর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অন্তর্গত স্ব-আয়ে পরিচালিত এশটি পরিদপ্তর ছিল তবে বর্তমানে নীড বেসড সেটআপ অনুমোদিত হওয়ার প্রেক্ষিতে ড্রেজার পরিদপ্তরের জনবলের বেতন-ভাতাদি বোর্ডের সংস্থাপন বাজেট থেকে নির্বাহ করা হচ্ছে। ড্রেজার পরিদপ্তর কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রায় ৪৫.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ৬৫.০০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পাদন করা হয়।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অন্তর্গত ড্রেজার পরিদপ্তরের অধীনে বর্তমানে মোট ৪০টি (৮টি ২৬", ২টি ২০", ১৬টি ১৮", ১৩টি ১২" এবং ১টি ৬" ডিসচার্জ পাইপ ডায়ার) বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন কাটার সাকশান ড্রেজার রয়েছে এবং ৪৩টি অন্যান্য সহযোগী জলযান/যন্ত্রপাতি (ওয়ার্কবোট, টাগবোটসহ) রয়েছে। এছাড়া বাপাউবো'র প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পে ২টি (১২") কাটার সাকশান ড্রেজার রয়েছে। অধিকাংশ ১২" ডায়ার কাটার সাকশান ড্রেজারগুলো ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৬ সালে সংগ্রহ করা হয়। এগুলোর অধিকাংশই বর্তমানে অকেজো হয়ে পড়েছে। নিয়মিত দক্ষ জনবলের অভাবে ড্রেজার পরিচালনা এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। নারায়ণগঞ্জ ড্রেজার বেইসে একটি বৃহদাকার ওয়ার্কশপ রয়েছে; কিন্তু দক্ষ লোকবলের অভাবে কারখানাটি অচল হয়ে পড়েছে।

বর্তমানে সচল ও কার্যক্ষম ড্রেজারগুলোর বাৎসরিক ড্রেজিং ক্ষমতা প্রায় ২২০.০০ লক্ষ ঘনমিটার। ড্রেজার পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ড্রেজিং কাজ ছাড়াও বোর্ডের অনুমতিক্রমে অন্যান্য সরকারী, আধাসরকরারী, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ড্রেজিং কাজ সম্পাদন করে থাকে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গৃহীত ড্রেজিং প্রকল্প গুলোর মধ্যে ড্রেজার পরিদপ্তর কর্তৃক কুষ্টিয়া জেলাধীন জি-কে ইনটেক ক্যানেল খনন, কুষ্টিয়া জেলাধীন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ী ও পাশ্ববর্তী এলাকা সংরক্ষণের নিমিত্ত পদ্মা নদী ড্রেজিং, কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের অধীনে ধলেশ্বরী নদী ড্রেজিং (১টি

প্যাকেজ), ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলাধীন গুজিয়াকাই খাল খনন, ভৈরব ব্রীজ হতে কুলিয়ারচর পর্যন্ত মেঘনা নদী ড্রেজিং এবং কুষ্টিয়া জেলাধীন গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের ড্রেজিং কাজ সাফল্যজনকভাবে সম্পাদন করা হয়। এছাড়া কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের অধীনে ধলেশ্বরী নদী ড্রেজিং (২টি প্যাকেজে), বুড়িগঙ্গা নদী পুনঃরুদ্ধার (নিউ ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) প্রকল্পের অধীন তুরাগ নদী ড্রেজিং, কিশোরগঞ্জ জেলাধীন হাটুরিয়া খাল ড্রেজিং, হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন রক্তি নদী ড্রেজিং এবং পিরোজপুর জেলাধীন ভান্ডারিয়া উপজেলার পোনা নদী খননকাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহ খননের মাধ্যমে নদ-নদীর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মেয়াদে সুষ্ঠু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদ-নদী ড্রেজিংকল্পে 'Procurement of Dredger & Ancillary Equipment for River Dredging of Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পের অধীন বিভিন্ন সাইজের/ক্ষমতার ২১টি ড্রেজার ও অন্যান্য সহযোগী জলযান/যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের অধীনে ৬টি ২৬", ২টি ২০" ডিসচার্জ ডায়ার ড্রেজার ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রকল্প হতে আরও ১টি ২৬" ড্রেজার গ্রহনের অপেক্ষায় এবং ২টি ২০" ও ১০টি ১০" ড্রেজার ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখিত নতুন ৮টি ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং শেষ হওয়ার পর নিয়মিত মেইন্টেনেন্স ড্রেজিং (অর্থাৎ নদীর নাব্যতা বর্জায় রাখার লক্ষ্যে) বাস্তবায়ন করার জন্য উপরোক্ত ড্রেজার ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হচ্ছে, যা দ্বারা সকল মেইন্টেনেন্স ড্রেজিং সম্পাদিত হবে।

চলমান ড্রেজিং প্রকল্পগুলোর ড্রেজিং কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বোর্ডের দিক নির্দেশনা মোতাবেক ড্রেজার পরিদপ্তর এর কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ নিয়মিত বিশেষ তদারকিসহ নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের কার্যক্রম

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর বিভিন্ন পওর বিভাগের চাহিদামত পানি কাঠামো (Regulator) এর গেট তৈরী, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। এছাড়া বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সহ দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে খনন যন্ত্র এবং জলযান ভাড়ায় নিয়োজিত আছে। নিম্নে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব দেয়া হলো ঃ

ক্রমিক নং	খাত	আয় (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১।	যন্ত্রপাতি ভাড়া হতে আয়	৪৪২.৯৭	
২।	জলযান ভাড়া হতে আয়	২৩৫.৭৩	
৩।	ফেব্রিকেশন কাজ হতে আয়	১২০০.৬১	
৪।	বিবিধ আয়	৪১.৩৩	
৫।	প্রশাসনিক ব্যয় (বেতন-ভাতাদিসহ)		৩০৩.৫৬
৬।	পরিচালন ব্যয়		১৪৯৭.৩৮
	মোট	১,৯২০.৬৪	১,৮০০.৯৪

অডিট পরিদপ্তরের কার্যক্রম

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই' ২০১৭ থেকে ৩০ জুন' ২০১৮ পর্যন্ত) ঃ

(টাকার অংক কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/ সংস্থার নাম	অডিট আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	ব্রডশিট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি		মন্তব্য
				সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	২৭১	৭৪১.৩১	২০৮	১৮৪	৫৪৫.৬৪	৮৭	১৯৫.৬৭	

অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সে সব কেসসমূহের তালিকা ঃ

অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে নাই।

এখানে উল্লেখ্য যে, ২০১৬-২০১৭ খ্রিঃ অর্থ বছর সমাপ্তির পর ২০১৭-২০১৮ খ্রিঃ অর্থ বছরে অডিট কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সূত্রোক্ত স্মারকের চাহিদানুযায়ী ২০১৭-২০১৮ খ্রিঃ অর্থ বছরের প্রতিবেদন প্রেরণ করা সম্ভব হলো না।

শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বৎসরে (২০১৭-১৮) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরীচ্যুত/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
৫২	০৩	১২	২০	৩৫	১৭

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মামলা-সংক্রান্ত কার্যক্রম (জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত) ঃ

সারণী- ১: দায়েরকৃত এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলা সম্পর্কিত তথ্যাদি (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত):

সরকারী সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয় বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ- এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
৪৫	১০৯	৪২	১৯৬	১২৯

সারণী- ২: বাপাউবো তথা সরকারের পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত মামলা থেকে আর্থিক ও প্রশাসনিক অর্জন সম্পর্কিত তথ্যাদি (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত):

ক্র.নং	মাসের নাম	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	পক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	বিপক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	প্রশাসনিক অর্জন	আর্থিক অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৭	৮
১।	জুলাই ২০১৭	১০	০৬	০৪	-	৬,৮৮,২০,০০০.০০
২।	আগস্ট ২০১৭	১২	০৮	০৪	১.৪৩২ একর ভূমিতে মালিকানা সম্পর্কিত আদেশ।	১৪,৪৩,০০,০০০.০০
৩।	সেপ্টেম্বর ২০১৭	০৫	০৫	০০	-	১৫,৫৪,০০,০০০.০০
৪।	অক্টোবর ২০১৭	০৩	০২	০১	-	৩০,৮৫,৯৫,০০০.০০
৫।	নভেম্বর ২০১৭	০৬	০৫	০১	১৫০ শতাংশ ভূমির সত্ব বোর্ডের অনুকূলে প্রতিষ্ঠিত হয়।	২০,১০,৮৬,৬০২.০০ এবং ৫৮,০০,০০০.০০ টাকা আদায়।
৬।	ডিসেম্বর ২০১৭	১০	১০	০০	-	৬,১২,১৩,৩৩১.০০
৭।	জানুয়ারি ২০১৮	০৯	০৮	০১	১৪ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে সহকারী প্রকৌশলী পদে আত্মীকরণ করতে হয়নি এবং সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে।	৬,৭২,৩২,৩৩০.০০

ক্র.নং	মাসের নাম	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	পক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	বিপক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	প্রশাসনিক অর্জন	আর্থিক অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৭	৮
৮।	ফেব্রুয়ারি ২০১৮	০৮	০৪	০৪	উপদর্শক-বি-দের বেতনগ্রেড উন্নীত করতে হয়নি এবং নোয়াখালীতে সম্পন্নকৃত উচ্ছেদের আইনি বৈধতা লাভ।	৭৪,২৪,০০০.০০
৯।	মার্চ ২০১৮	১১	০৬	০৫	-	৩,৯০,৪৯,০০০.০০ টাকা আদায়ের আইনি বৈধতা লাভ।
১০।	এপ্রিল ২০১৮	০৭	০৫	০২	-	১১,০০,০৫,৮৬৮.০০
১১।	মে ২০১৮	১৫	০৫	১০	-	২,১২,৭৮,৮১১.০০
১২।	জুন ২০১৮	৩৩	৩২	০১	-	৩৪,২৩,৯৫,৮৩৬.০০
মোট:		১২৯	৯৬	৩৩	-	১৪৮,৭৭,৫১,৭৭৮.০০

উপরিউক্ত সারণী- ১ থেকে দেখা যায় যে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বোর্ডের বিরুদ্ধে মোট ১৯৬টি মামলা দায়ের করা হয় এবং মোট ১২৯টি মামলা নিষ্পত্তি হয়। এ অর্থবছরে মামলা নিষ্পত্তির হার ৬৫.৮২%। অন্যদিকে সারণী- ২ থেকে পরিলক্ষিত হয় যে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে নিষ্পত্তিকৃত ১২৯টি মামলার মধ্যে ৯৬টি মামলার রায় বোর্ড তথা সরকারের পক্ষে এবং ৩৩টি মামলার রায় বিপক্ষে হয়েছে। সুতরাং ৭৪.৪২% মামলায় বোর্ড তথা সরকারের পক্ষে রায় হয়েছে। এ মামলাগুলোর রায় পক্ষে হওয়ায় ১৪৮,৭৭,৫১,৭৭৮.০০ (একশত আটচল্লিশ কোটি সাতাত্তর লক্ষ একান্ন হাজার সাতশত আটাত্তর মাত্র) টাকা বাদীদের অনুকূলে পরিশোধের হাত থেকে বোর্ড তথা সরকার পরিত্রাণ পেয়েছে। পাশাপাশি ৫৮,০০,০০০.০০ (আটান্ন লক্ষ) টাকা আদায় হয়েছে এবং ৩,৯০,৪৯,০০০.০০ (তিন কোটি নব্বই লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার মাত্র) টাকা আদায়ের আইনগত বৈধতা পাওয়া গিয়েছে।

জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম

২০১৭-১৮ সালের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/ উপ-প্রকল্পের ১,৫৪০.৩৩ হেঃ জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

২০১৬-১৭ সালের জের (Carried over) = ৯১১.২১ হেঃ
২০১৭-১৮ সালের কার্যক্রম = ৬২৯.১২ হেঃ
মোট = ১৫৪০.৩৩ হেঃ

(ক) জুন' ২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতির (%)
১।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ	১,৩৬৬.৫২	৮৮.৭২%
২।	ডিএলএসি/সিএলএসি কর্তৃক অনুমোদিত	৬৯৮.৯৭	৪৫.৩৮%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	৪৫৯.২৩	২৯.৮১%
৪।	প্রাক্কলন প্রাপ্ত	২৩২.৪৫	১৫.১০%
৫।	তহবিল প্রদান	৩৬৮.৮৫	২৩.৯৫%
৬।	দখল প্রাপ্ত	১৯৮.৭২	১২.৯০%

(খ) জুন' ২০১৮ পর্যন্ত পেন্ডিং কাজের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতির (%)
১।	জেলা প্রশাসক	১১৭৬.৩৪	৭৬.৩৭%
২।	পানি উন্নয়ন বোর্ড	১৭৩.৮১	১১.২৮%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয়	১৯০.১৮	১২.৩৫%
	মোট	১৫৪০.৩৩	

e-GP কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) এ ২০১৬-১৭ অর্থ বছর হতে সকল পওর এবং পানি উন্নয়ন বিভাগে সকল উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) এবং সীমিত দরপত্র (LTM) e-GP পদ্ধতিতে আহ্বান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাপাউবোতে মোট ১৬৮৯টি OTM এবং ৫৫৫টি LTM দরপত্র e-GP পদ্ধতিতে আহ্বান করা হয়। নিচের লেখচিত্রে এর আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ বছর হতে বাপাউবো এর e-GP ব্যবহার প্রবণতা বর্ণিত হলো

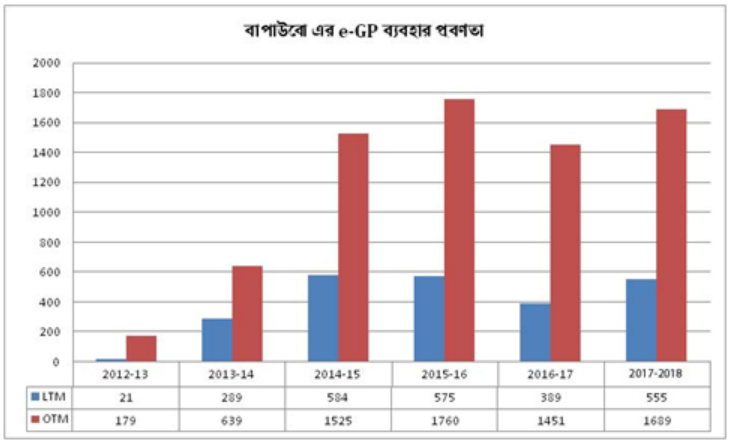

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এবং Central Procurement Technical Unit (CPTU) কর্তৃক বাস্তবায়িত এর Additional Financing of Public procurement Reform Project II (PPRPIIAF) প্রকল্পের আওতায় এবং Dohatec পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কারিগরী সহায়তায় কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল, বাপাউবোতে e-GP Cell ও e-GP Helpdesk স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত e-GP Cell ও e-GP Helpdesk বাপাউবোর Procuring Entity এবং ঠিকাদারগনকে e-Tendering সংক্রান্ত বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

এছাড়াও Central Procurement Technical Unit (CPTU) কর্তৃক বাস্তবায়িত Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project এর আওতায় বাপাউবো একটি PSPSOs হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং e-GP এর মাধ্যমে e-contract management বাস্তবায়নে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম

বর্তমান সরকার "ডিজিটাল বাংলাদেশ" বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহন করেছেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মকান্ড চলমান রয়েছে। এর ফলে বোর্ডের কর্মকান্ড অধিকতর গতিশীল হয়েছে। বর্তমানে Electronic Government Procurement (eGP), Auto Real Time Data Acquisition System (ARTDAS), MODFLOW-Hydro Geo Analyst System, RIVER Morphology System, GIS based MIS of Completed Project, Finger Print Based Online Attendance System ,Online Hydrological Data Sale System, On-line Recuitment Management System (ORMS), Online Payment Gateway and SMS Gateway Service System, Geographic Information System(GIS) Based Digital Land Information System, Development of Smart Project Monitoring and Management Information System (SPMMIS), APR Monitoring System, Online Training Management System, Online GAD System বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং Personnel Management Information System(PMIS) Gi Upgradation, Discipline Management

System, Law Management system, Online Disaster Damage Reporting System, Development and Piloting of WMO-Registration & Irrigation Management system এর কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি খাতকে আরো গতিশীল ও সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে বোর্ডের অনেক কর্মকান্ডে ভবিষ্যতে সুফল পাওয়া যাবে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা হয়েছেঃ

- ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ ও কুমিল্লা শহরের বাপাউবোর সকল অফিসে কেন্দ্রীয়ভাবে ইন্টারনেট সেবা চালু করা হয়েছে। ইহা ছাড়াও পূর্বের সংযোগ চালু রাখা হয়েছে।
- ডিজিটাল মেলায় ২০১৭ সফলভাবে অংশগ্রহন করা হয়েছে এবং উন্নয়ন মেলায় ২০১৮ অংশগ্রহনের জন্য কন্টেন্ট তৈরি করা হয়েছে।
- কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ ও কক্সবাজার শহরের বাপাউবোর সকল অফিসে Online Attendance System স্থাপন ও চালু করা হয়েছে।
- রংপুর, রাজশাহী, সিলেট, চট্রগ্রাম, খুলনা শহরে বাপাউবোর কর্মকর্তা / কর্মচারীদের কে Online Attendance System এর উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- বাপাউবোর ডিজাইন সার্কেল সমূহের প্রায় ২২০০০ পুরানো নক্সা ডিজিটাল ফরমেটে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- On-line Recruitment Management, On-line Payment Gateway ও SMS Gateway Service System কার্যক্রম সফলভাবে চালু করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে জনগন এর সুফল ভোগ করছে।
- Development and Piloting of WMO-Registration & Irrigation Management system বাপাউবো এর উপর সফটওয়ার তৈরীর দরপত্র প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
- A2i এর সহযোগিতায় ২০ জনকে ইনোভেশন কার্যক্রমের উপর ৫দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, ৪০ জনকে ২ ব্যাচে ২ দিনের ইনোভেশন কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- ই-নথি কার্যক্রমের উপর ৭২ জনকে ৪টি ব্যাচে ২দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (ফেজ-২) এবং হাওর এলাকার বন্যা ব্যবস্থাপনা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প দুইটির নতুন ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে।
- বাপাউবোর ওয়েবসাইট www.bwdb.gov.bd প্রথম বারের মত Alexa Traffic Ranking এ বাংলাদেশের মধ্যে ২৬৩ নং স্থানে উন্নিত হয়েছে।

এছাড়াও সংস্থার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কার্যক্রমে যেমন প্রশাসনিক, মানব সম্পদের তথ্য ব্যবস্থাপনা, তথ্য আদান-প্রদান, গবেষণা, পরিকল্পনা, জমি সংক্রান্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ও টেন্ডার প্রকাশ ইত্যাদি কাজে বহুদিন যাবৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে দেশের কৃষকসহ সর্বস্তরের জনগণ এ থেকে উপকার পেয়ে আসছে। বন্যা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ এর মাধ্যমে দেশ তথা জাতি বন্যার পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে। আগামীতে ডিজাইন, প্রকিউরমেন্ট, পরিকল্পনা, প্রসেসিং, জমি সংক্রান্ত তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বোর্ড তথা দেশকে গুরুত্বপূর্ণ সেবা সুলভে ও দ্রুততার সাথে দেয়া সম্ভব হবে।

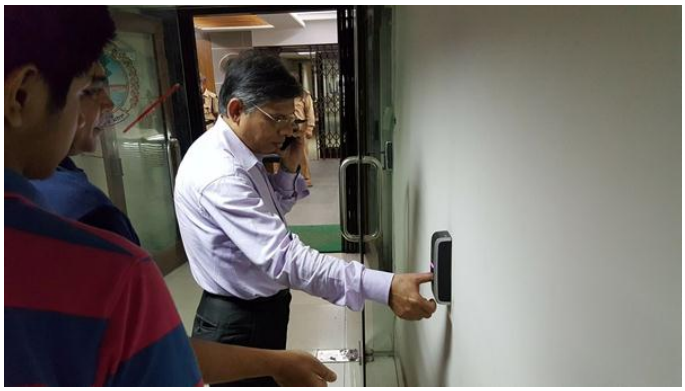

মহাপরিচালক, বাপাউবো, মহোদয় বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে ফিঙ্গার প্রিন্ট দিচ্ছেন



৫ দিন ব্যাপী ইনোভেশন ট্রেনিং এর সমাপনী অনুষ্ঠান



ডিজিটাল মেলা ২০১৭

ইনোভেশন কর্মকান্ড

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৭-২০১৮ সালের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন ও জুন ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত বাস্তবায়িত উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রনয়ন করা হয়েছে। বাপাউবোর অভ্যন্তরিন সেবাসমূহকে অধিকগর সহজ, সময়উপযোগী জনবান্ধব ও ডিজিটালাইজ করার জন্য সেবা গ্রহীতা ও সেবা দাতাদের সাথে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করণ এবং তা থেকে গুরত্বের বিবেচনায় সেবা সহজীকরণ উদ্যোগ বাছাই করা হচ্ছে। জনগণের দোর গোড়ায় ই-সেবা নিশ্চিত করার লক্ষে বাপাউবোর ই-সেবা ক্রার্যক্রম বাস্তবায়ন, উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও Small Improvment Project (SIP) এর ডাটাবেইজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাপাউবোর সার্ভিস সমূহকে ই-সার্ভিসে রূপান্তরের জন্যে ২০২১ সাল পর্যন্ত একটি ই-সার্ভিস রোড ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত রোড ম্যাপ হতে দুইটি সার্ভিস Development and Piloting of WMO-Registration & Irrigation Management system বাপাউবো এর উপর সফটওয়ার তৈরীর দরপত্র প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সরকারের ইনোভেশন কর্মকান্ডের ধারাবাহিকতায় বাপাউবোর সকল জনবল নিয়োগ এর কার্যক্রম অন-লাইনে চলমান আছে ইহা ছাড়াও বাপাউবোতে ই-ফাইলিং সিস্টেম ব্যবহার শুরু করা হয়েছে এবং ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

বাপাউবোর ইনোভেশন কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে ওয়াকিবহাল এবং উৎসাহিত করার জন্যে বাপাউবোর বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন সময়ে সভা, ২ ও ৫ দিনের ইনোভেশন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রতিবেদন

সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফলাফলভিত্তিক (results-oriented) কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Performance Management System) চালু রয়েছে। সরকারের বিঘোষিত নীতি ও কর্মসূচী যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করণের নিমিত্তে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছর হতে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (Government Performance Management System- GPMS) আওতায় প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব স্ব স্ব কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সঙ্গে একটি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement- APA) স্বাক্ষর করবেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি এবং কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভাপতি হিসেবে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন।

প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার (development priorities), বিশেষত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১ ও সংশ্লিষ্ট পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং Allocation of Business ও মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামোর আলোকে স্ব স্ব বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করবে। কর্মসম্পাদন চুক্তিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ভিশন, মিশন, কৌশলগত উদ্দেশ্য, এগুলি অর্জনের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে করণীয় বিষয়সমূহ (Activities) এবং কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (Performance Indicators) ও লক্ষ্যমাত্রা (Targets) বিধৃত হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুমোদন করবেন।

সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে মন্ত্রীপরিষদ সচিবের সঙ্গে ৫২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবগণের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় বিগত ১৫/০৬/২০১৭ তারিখে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে ভারপ্রাপ্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের Vision "ক্রমাগত জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে পানি সম্পদের টেকসই নিরাপত্তা" কে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে ২০১৭-২০১৮ সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ জোরদারকরণ; সেচ ব্যবস্থার সুষম, সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন; হাওর, জলাভূমি ও উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়নই প্রধান উদ্দেশ্য।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের মন্ত্রণালয়ের সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তির আলোকে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৪র্থ কোয়ার্টার মূল্যায়ন ১৬/০৭/২০১৮ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। দাখিলকৃত মূল্যায়নে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জনে খসড়া গড় স্কোর ৯৭.৬০।

এক নজরে বাপাউবো'র সাফল্যের খতিয়ান

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সূচনালগ্ন থেকেই দেশের পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা এবং প্রণীত নীতিমালার আলোকে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গন রোধ করে সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ, নদী খনন/ড্রেজিং প্রভৃতি কর্মসূচী সম্বলিত এ যাবৎ ৮৪২টি ছোট বড় প্রকল্প (সেচধর্মী- ১২৪টি, এফসিডি/এফসিডিআই- ৫০৯টি, নদী তীর সংরক্ষণধর্মী- ১০৭টি, ভূমি পুনরুদ্ধারধর্মী- ৬টি ও সমীক্ষাধর্মী- ৯৬টি) বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা হয়েছে। তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, জিকে সেচ প্রকল্প, মুহুরী সেচ প্রকল্প, বরিশাল সেচ প্রকল্প প্রভৃতি প্রকল্পের সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ করে দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

অপরদিকে, দেশের নদী তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ জেলা শহরগুলোতে নদী তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর, ভোলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নরসিংদী, নওগাঁসহ মোট ২৩টি জেলা শহরকে নদী ভাংগন হতে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে এবং আরও কয়েকটি শহরে এরূপ কার্যক্রম চলমান আছে। সাম্প্রতিককালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ড্রেজিং করে সারা বছর নদীতে পানির প্রবাহ ধরে রাখার লক্ষ্যে ব্যাপক পরিসরে নদী ড্রেজিংয়ের কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর আলোকে নদী ড্রেজিং প্রকল্প গৃহীত হচ্ছে। ইতোমধ্যে কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নাধীনও রয়েছে। ড্রেজিং কাজের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ড্রেজার ক্রয় করা হচ্ছে। বিভিন্ন দাতা সংস্থা/ উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে অংশীদারীত্বমূলক সমন্বিত পানি

ব্যবস্থাপনা ধারণার আলোকে বর্তমানে প্রকল্প গৃহীত হচ্ছে এবং এরূপ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকাসমূহে সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়নের ফলে কৃষি ও মৎস্য সম্পদের বাম্পার ফলন অর্জনের মাধ্যমে সবুজ বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাপাউবো কর্তৃক বিগত ৫৯ বছরে দেশের প্রায় ১১০ লক্ষ হেক্টর বন্যা মুক্ত ও নিষ্কাশনযোগ্য এলাকার মধ্যে প্রায় ৬৪.৬১ লক্ষ হেক্টর এলাকা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন অথবা সেচ সুবিধার আওতাভূক্ত করা হয়েছে। এ সব প্রকল্পের আওতায় ৪৭৬৫ কিলোমিটার উপকূলীয় বাঁধসহ মোট ১৫,৭৬০ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত এ সকল সুবিধাদি দ্বারা বাপাউবো'র প্রকল্প এলাকায় বিগত অর্থ-বছরে প্রায় ১০৬.১০ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য (প্রকল্পপূর্ব অবস্থার তুলনায়) উৎপাদিত হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছর একাধারে বাপাউবো'র জন্য সাফল্য মন্ডিত এবং ঘটনাবহুল বছর। মার্চ, ২০১৮ হতে দেশের অধিকাংশ জায়গায় প্রাক-মৌসুম বৃষ্টিপাতের দরুণ কাজের বাস্তবায়ন গতিতে ব্যাঘাত ঘটলেও বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এবং বোর্ডের কেন্দ্রীয়ভাবে নিবিড় মনিটরিং এর কারণে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বাপাউবো'র ১৭টি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভূক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়, যার মধ্যে ১টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প। দেশের পানি সম্পদ খাতে সরকারের ক্রমবর্ধিত বিনিয়োগের প্রেক্ষিতে জনগুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বাপাউবো'র নতুন ৩৮টি প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে। বাস্তবায়নাধীন এবং নতুন গৃহীত প্রকল্পসমূহে চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় গড়ের প্রায় কাছাকাছি এডিপি'র বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে কিশোরগঞ্জ জেলায় কালনী ও ধলেশ্বরী নদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় তিতাস ও পাগলা নদী, সুনামগঞ্জ জেলায় রক্তি, যাদুকাটা, আপার বাউলাই ও পুরাতন সুরমা নদী, কক্সবাজার জেলায় বাঁকখালী নদী, লালমনিরহাট জেলায় ধরলা নদী, পঞ্চগড় জেলায় করতোয়া নদী, পাবনা জেলায় বাদাই নদী, ফরিদপুর জেলায় কুমার, মরাকুমার ও মধুমতি নদী, কুষ্টিয়া জেলায় পদ্মা ও গড়াই নদী, যশোর জেলার ভৈরব নদী এবং খুলনা জেলায় আঠারোবাকি, সালতা ও ভদ্রা নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন করা হয়। নরসিংদী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নীলফামারী, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, পাবনা, নওগাঁ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, ফরিদপুর, খুলনা, বাগেরহাট জেলায় খাল পুনঃখনন করা হয়। এর ফলে উক্ত এলাকার নদী ও খালগুলো নাব্যতা ফিরে পাওয়ার পাশাপাশি তা সেচ কাজে সহায়ক হয়েছে। নদী/খাল পুনঃখননের ফলে তাদের নাব্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তৎসংলগ্ন এলাকাসমূহে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার ফলে বন্যঅর ঝুঁকি ও প্রকোপ হ্রাস পেয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বাস্তবায়নাধীন ৪১টি নদী তীর ও শহর রক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১২১ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে নদীর তীর সংরক্ষন কাজ গ্রহণ করে ৫৬ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের কাজ সমাপ্ত করা হয়। প্রকল্পসমূহের আওতায় ঢাকা জেলার দোহার, নরসিংদী জেলার শিবপুর, জামালপুর জেলা সদর, টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর, লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর, নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর, চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ, সাতকানিয়া, আনোয়ারা, পটিয়া, হাটহাজারী ও রাউজান, কক্সবাজার, বান্দরবান জেলার আলীকদম, রংপুর জেলা সদর ও গংগাচড়া, লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলাধীন সাবেক ১১৯নং বাঁশকাটা ছিটমহল, পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলাধীন সাবেক নাজিরগঞ্জ ও দইখাতা ছিটমহল, বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি, সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর ও চৌহালী, চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি, রাজশাহী সদর, নওগাঁ জেলার পত্নীতলা, মাদারীপুর, ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা, কুষ্টিয়া জেলায় শিলাইদহ, ভোলা জেলার সদর, দৌলতখান, বোরহানউদ্দিন, তজুমুদ্দিন, চরফ্যাশন ও মনপুরা এবং খুলনা জেলায় নদী তীর সংরক্ষণ কাজের বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের ফলে বান্দরবান জেলায় আলীকদম সেনানিবাস, খুলনা জেলায় বিএনএস তিতুমীর, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, কুষ্টিয়া জেলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রণাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজাড়িত কুঠিবাড়ি সহ শত শত কোটি টাকার আর্থিক মূল্যমানের স্থাবর-অস্থাবর সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি নদী ভাঙ্গন থেকে রক্ষা পেয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে ২০০৬ সাল হতে বাস্তবায়নাধীন তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের (ফেজ-২, ইউনিট-১) বাস্তবায়ন অবশেষে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় প্রায় ৮০০০ হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ ঘটেছে। তিস্তা ব্যারেজের সামগ্রিক ফাংশনকে অটোমেশন করা হয়েছে। প্রকল্পটির কমান্ড এরিয়ার উন্নয়ন পরিবর্ধন এবং সেচ সুবিধার আধুনিকায়নের জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বাপাউবো হাওর এলাকায় নজিরবিহীন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। হাওর অঞ্চলের বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত, নদী/খাল পুনঃখননের জন্য স্কীম প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত কাবিটা নীতিমালা-২০১৭ পরিবর্ধণ এবং পরিমার্জণ করা হয়েছে। এ নীতিমালার আলোকে জেলা প্রশাসনকে হাওর এলাকায় বাঁধের কাজ বাস্তবায়নে নিবিড় তত্ত্বাবধায়ন করে। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে "হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প

বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) মাধ্যমে সুনামগঞ্জ জেলাতে ১০৩০ কিমি ডুবন্ত বাঁধের (কার্যকরী দের্ঘ্য ৪৩৪.৮৮৭ কিমি) মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে কাবিটা প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলায় মোট ৭২৭টি স্কীমের আওতায় পিআইসি দ্বারা প্রায় ৩৭৫.০০ কিমি ডুবন্ত বাঁধের মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়। হাওর এলাকায় এ বিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নের জন্য অন্য দপ্তর হতে সাময়িক বদলী আদেশের মাধ্যমে মাঠ কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয় এবং প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস সাপোর্ট প্রদান করা হয়। বাপাউবো'র ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং অনুকূল আবহাওয়ার দরুন চলতি বছরে হাওর এলাকার ফসল আগাম বন্যা হতে রক্ষা পেয়েছে।

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সারাদেশব্যাপী বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো উন্নয়ন করেছে যার তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	২০১৭-১৮ অর্থবছরে নির্মিত	
		পূর্ণ	আংশিক
১	স্লুইস ও রেগুলেটর নির্মাণ (সংখ্যা)	৬৮	৬১
২	অন্যান্য পানি কাঠামো (বোটপাস/সাইফুন/একুইডাক্ট/ ইনলেট/ পাইপ স্লুইস ইত্যাদি) নির্মাণ (সংখ্যা)	৪৩	৮
৩	স্লুইস ও রেগুলেটর মেরামত (সংখ্যা)	১২৯	১৭৭
৪	স্লুইস ও রেগুলেটর রক্ষণাবেক্ষণ মেরামত (সংখ্যা)	১২৬	-
৫	অন্যান্য পানি কাঠামো (বোটপাস/সাইফুন/একুইডাক্ট/ ইনলেট/ পাইপ স্লুইস ইত্যাদি) মেরামত (সংখ্যা)	১৯৭	২
৬	বাঁধ নির্মাণ (কিলোমিটার)		
	উপকূলীয় বাঁধ	১৫.১৪	২২.৫৪
	ডুবন্ত বাঁধ	১২৪.২৪	৫৬.৫২
	অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	৫.৬৭	৬১.২২
৭	বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/মেরামত/উন্নীতকরণ (কিলোমিটার)		
	উপকূলীয় বাঁধ	১২৭.৮৭	১৮৮.৪৯
	ডুবন্ত বাঁধ	৮১২.৭৮	-
	অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	১২৬.১৬	১১৫.৮৪
	সেচ খালের ডাইক	৫২.৮৭	০.৮০
৮	বাঁধের ব্রীজ ক্লোজিং দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)	৩.৫৩৪	-
৯	বাঁধের রেইনকাট, ঘোগস ইত্যাদি মেরামত (কিলোমিটার)	২৮.৬৭৮	-
৯	বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা	৬.০১৩	৩৯.৯৯২
১০	খাল খনন/পুনঃখনন	৬৬.৪৮ লক্ষ ঘনমিটার মাটি	
	নিষ্কাশন খাল খনন (কিলোমিটার)	১৯.০৮	৩.১৫
	নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন (কিলোমিটার)	৪৩১.৭২	১২৭.৮৪
	সেচ খাল খনন (কিলোমিটার)	৬.৬৭	৬.৬৩
	সেচ খাল পুনঃখনন (কিলোমিটার)	১৬৪.৮৩১	-
১১	খাল হতে কচুরীপানা/আবর্জনা অপসারণ (কিলোমিটার)	১০০.৮০	-
১২	খালের ঢাল প্রতিরক্ষা	১০.৫১	০.১৩
১৩	জমি অধিগ্রহণ (হেক্টর)	২৪৯.৮২১ (দখলপ্রাপ্ত)	৭২৭.২৬ (প্রক্রিয়াধীন)

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	২০১৭-১৮ অর্থবছরে নির্মিত	
		পূর্ণ	আংশিক
১৪	নদী তীর স্থায়ী সংরক্ষণ (কিলোমিটার)	৫৬.৫৪	৬৫.২০
১৫	নদী তীর সংরক্ষণ কাজ মেরামত (কিলোমিটার)	৪.৯৮	১.৬২
১৬	নদী তীর অস্থায়ী প্রতিরক্ষা (কিলোমিটার) (জরুরী আপদকালীন প্রতিরক্ষাসহ)	৫৪.৭৭	৬.২৩
১৭	নদ-নদী ড্রেজিং ও পুনঃখনন	১৯৬.৪৩ লক্ষ ঘনমিটার মাটি	
	ড্রেজার দ্বারা নদী ড্রেজিং (কিলোমিটার)	৮৫.৯৫	১১.৮০
	রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং (কিলোমিটার)	২৩.৫৩	-
	এক্সকাভেটর দ্বারা নদী পুনঃখনন (কিলোমিটার)	৮১.৪৫	৮১.০৫
	লুপকাট খনন (কিলোমিটার)	১.০৫	২.৭৯
১৮	ড্রেজার সরবরাহ গ্রহণ (সংখ্যা)	৩	-
১৯	পাম্প হাউস নির্মাণ (সংখ্যা)	১ গোড়ানচাটবাড়ী ৩য় পাম্প হাউস)	২ (আদমজীনগর, শিমরাইল)
২০	পাম্প সরবরাহ প্রাপ্তি (সংখ্যা)	১১ (কাশিমপুর, গোড়ানচাটবাড়ী)	-
২১	ক্লোজার নির্মাণ (সংখ্যা)	২	২
২২	ক্রসড্যাম (সংখ্যা)	১ (নতুন)	২ (মেরামত)
২৩	স্পার নির্মাণ (সংখ্যা)	-	২
২৪	স্পার মেরামত (সংখ্যা)	১	১
২৫	রাবার ড্যাম মেরামত (সংখ্যা)	১	-
২৬	কজওয়ে (সংখ্যা)	-	৮
২৭	ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ (সংখ্যা)	২৪	১
২৮	রাস্তা নির্মাণ (কিলোমিটার)	১.২৭	২.০০
২৯	ফ্লাডওয়াল নির্মাণ (কিলোমিটার)	-	০.৩৫
৩০	অফিস ভবন নির্মাণ (সংখ্যা)	-	৩
৩১	সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ (হেক্টর)	৮,০০০ (তিস্তা ব্যারেজ, ফেজ-২, ইউনিট-১)	-
৩২	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ (হেক্টর)	৫,৫০০ (হাওর অঞ্চল)	-

এক নজরে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত অবকাঠামো/কর্মকান্ডের বিবরণ

বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা	৮৪২	টি
সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা	৬৪.৬১	লক্ষ হেক্টর
সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা (১২৪টি সেচ প্রকল্প)	১৬.০৭	লক্ষ হেক্টর
ব্যারেজ (তিস্তা, মনু, বুড়ি তিস্তা ও ট্যাংগন)	৪	টি
ভূমি সৃজন/পুনরুদ্ধার	১০২০	বর্গ কিলোমিটার

শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের সংখ্যা	২৩	টি
নদী ভাঙ্গন রোধে তীর প্রতিরক্ষা কাজ	১১৪৮	কিলোমিটার
স্পার নির্মাণ	২২১	টি
ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ	৯	কিলোমিটার
সমাপ্ত বাঁধের দৈর্ঘ্য	১৫৭৬০	কিলোমিটার
ক) উপকূলীয় বাঁধ (১৩৯টি পোল্ডার)	৪৭৬৫	কিলোমিটার
খ) ডুবন্ত বাঁধ (৫২টি হাওর)	২৫৬১	কিলোমিটার
গ) অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	৮৪৩৪	কিলোমিটার
ঘ) সেচ খালের ডাইক	৩৬১২	কিলোমিটার
বাপাউবো'র বাঁধের উপর সওজ কর্তৃক নির্মিত রাস্তা	৪১৮৩	কিলোমিটার
বাপাউবো'র বাঁধের উপর এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত রাস্তা	১৩২৩	কিলোমিটার
সড়ক (পাকা ও কাঁচা)	১০৮২	কিলোমিটার
সেচ খালের দৈর্ঘ্য	৫৩৫৫	কিলোমিটার
নিষ্কাশন খালের দৈর্ঘ্য	৪৫০০	কিলোমিটার
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার	১৫১৪৮	টি
পাম্প হাউজের সংখ্যা	২২	টি
ক্লোজার	১৩৯৩	টি
ব্রীজ/কালভার্ট	৫৬৭৭	টি
রাবার ড্যাম (পেকুয়া, মহামায়া, পালাকাটা, কহুয়া, বাগগুজারা)	৫	টি
ড্রেজার সংখ্যা	৪২	সেট
নদী পুনঃখনন	৬৬১	কিলোমিটার
নদী ড্রেজিং	৩৮৮	কিলোমিটার

উপসংহার

ষাটের দশকের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেশের দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। পদ্মা, মেঘনা ও যমুনাসহ ছোট-বড় ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদ-নদী এ দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। সুতরাং এসব নদীর পানি প্রবাহের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা অতি গুরুত্বপূর্ণ। বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টিজনিত কারণে নদীর দু'কূল উপচিয়ে দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কৃষি জমি বন্যা কবলিত হয়ে পড়ে এবং কোন কোন বছর খরাজনিত কারণে স্বল্প পানি প্রবাহের কারণে সেচ কার্যে পানির অভাব কৃষিকার্যে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে দেশ দুর্ভিক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে।

এছাড়াও নদী ভাঙ্গন হতে শহর রক্ষা, গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ও বেসরকারী স্থাপনা রক্ষাসহ সার্বিকভাবে পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকান্ড, জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি নিরসন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত অবকাঠামোসমূহ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টির পূর্বে দেশে বন্যার কারণে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে দেশ দুর্ভিক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশ যেখানে ৯৭.০০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল উৎপাদিত হয়েছে, সেখানে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে চালের উৎপাদন বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩৪৭.১০ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে বাপাউবো'র প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পপূর্ব অবস্থার তুলানায় অতিরিক্ত প্রায় ১০৬.১০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য-শস্য উৎপাদিত হয়েছে। সুতরাং একটি সুষম টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পানি

সম্পদ খাতে সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদনসহ কাঙ্খিত মাত্রায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি হচ্ছে সে দেশের জিডিপি (মোট দেশজ উৎপাদন) এবং তার বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যারেজ, রেগুলেটর, স্লুইস, ক্রস-ড্যাম, রাবার ড্যাম, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, উপকূলীয় বাঁধ, ডুবন্ত বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ তীর সংরক্ষণমূলক কাজ, নদ-নদী ড্রেজিং ও খাল খনন/পুনঃখনন, ব-দ্বীপ উন্নয়ন এবং ভূমি পুনরুদ্ধার প্রভৃতি অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের জিডিপিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রাখছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পসমূহ যেমন কৃষি ও মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনীতিতে সরাসরি অবদান রাখে, ঠিক তেমনি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নির্মিত বাঁধের উপর এলজিইডি ও সওজ কর্তৃক নির্মিত রাস্তাও দেশের অর্থনীতিতে পরোক্ষভাবে অবদান রাখে। ভিন্ন আঙ্গিক থেকে দেখলে, ডিএনডি এলাকায় উন্নত পানি নিষ্কাশন সুবিধা নিশ্চিতকল্পে বাপাউবো'র বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/ কার্যক্রমসমূহ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি ডিএনডি এলাকাকে পরিবেশ ও প্রতিবেশগত মানবিক দূর্যোগ হতেও রক্ষা করে, যার সুফল কোন অর্থনৈতিক সূচকে নির্ণয়যোগ্য বলে প্রতীয়মান হয় না। নদ-নদীর পানি সমতল সম্পর্কিত তথ্য এবং বন্যা সতর্কীকরণ পূর্বাভাস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ইতোমধ্যে জাতীয় নীতি-নির্ধারণী মহলে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে ও দূর্যোগের পূর্বাভাস সম্পর্কিত এ ধরণের সেবাকেও কোন নির্ণয় সূচকে সরাসরি পরিমাপ করা যায় না।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষন এর সকল পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ ও মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল প্রকল্পই দেশের মানুষের জন্য, দেশের জন্য। এমতাস্থায়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প বিষয়ে প্রকল্প সুবিধাভোগী, প্রশাসন এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণকেও সচেতন ও যত্নশীল হতে হবে। সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ম্যান্ডেটভুক্ত কার্যক্রম হলেও স্থানীয় জনগণ, বোর্ডের প্রশাসন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের একার পক্ষে সম্ভব নয়। ইতোমধ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে মাননীয় স্থানীয় সংসদ সদস্যকে উপদেষ্টা এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে আহবায়ক করে জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। বাপাউবো'র কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিতকল্পে সদর দপ্তর হতে জেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহ নিয়মিত গণশুনানী আয়োজন, প্রকল্প সুবিধা ভোগীদের সাথে আলোচনা, প্রকল্প এলাকায় দৃশ্যমান জায়গায় বাস্তবায়নাধীন কাজের তথ্য ও দায়িত্বশীলদের তথ্য সম্বলিত সাইনবোর্ড স্থাপন প্রভৃতি উদ্যোগের মাধ্যমে কমিউনিটি মনিটরিং নিশ্চিত করা হয়েছে। এভাবেই বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম আরো বেগবান এবং সফল বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে সকল স্তরের জনগণ, সুধী সমাজ, নীতি-নির্ধারকগণের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

WARPO
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

www.warpo.gov.bd

তৃতীয় অধ্যায়: পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)

ভূমিকা

আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশের প্রকৃতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি নদ-নদীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বর্ষা মৌসুমে পর্যায়ক্রমিক বন্যা, জলোচ্ছাস, সাইক্লোন, নদী ভাঙ্গন ও শুকনো মৌসুমে পানির দুষ্প্রাপ্যতা, নদ-নদী ভরাট, খরা, লবণাক্ততা, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া ও ভূ-পরিস্থ পানির মানের ক্রমাবনতির কারণে বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনা আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানির বহুমাত্রিক চাহিদাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর্সেনিক দূষণ এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। বাংলাদেশের ভূ-খন্ডের বাইরে থেকে আগত নদ-নদীর প্রবাহের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় পানি ব্যবহারকারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে পানি ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো সামগ্রিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতেই সরকার পানি সম্পদের উন্নয়ন ও এর সুষম ব্যবহার নিশ্চিতের লক্ষ্যে পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৯২ সনে ওয়ারপো সৃষ্টি করে। দেশে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো পানি সম্পদের সামষ্টিক পরিকল্পনা প্রণয়নে একমাত্র সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৩ হতে ১৯৯১ সালে জাতীয় পানি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত মাস্টার প্ল্যান অরগানাইজেশন বা এমপিও এর উত্তরসূরী। ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ সালে ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান (ফ্যাপ) কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য স্থাপিত ফ্ল্যাড প্ল্যান কো-অর্ডিনেশন অরগানাইজেশন বা এফপিসিও কে ১৯৯৬ সালে ওয়ারপোর সাথে একিভূত করা হয়। ২০০৫ সালে উপকূলীয় অঞ্চল নীতি এবং ২০০৬ সালে উপকূলীয় কৌশলের দ্বারা ওয়ারপোকে উপকূলীয় এলাকার সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর মাধ্যমে ওয়ারপোকে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ অনুযায়ী ওয়ারপোর কার্যপরিধি

১. পানি সম্পদের উন্নয়নকল্পে পরিবেশগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
২. পানি সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ করা;
৩. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান করা;
৪. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত যে কোন প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা করা;
৫. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা হতে উদ্ভূত বিষয়ের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা এবং উক্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা;
৬. পানি সম্পদের ব্যবহার সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নত করা;
৭. পানি সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা এবং প্রচারের ব্যবস্থা করা;
৮. পানি সম্পদ বিষয়ক জাতীয় এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন ও পরিচালনা করা;
৯. সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পানি সম্পদ বিষয়ক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯ অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি)-এর নির্বাহী সচিবালয় হিসাবে ওয়ারপোর প্রধান দায়িত্বসমূহ

১. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি)-কে প্রশাসনিক, কারিগরি ও আইনগত সহায়তা প্রদান;
২. পানি সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট ভূমি ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নীতি, পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয়ে ইসিএনডব্লিউআরসি -কে পরামর্শ প্রদান;
৩. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডব্লিউআরসি)-এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) প্রস্তুত এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তে তা হালনাগাদকরণ;

৪. জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য ভান্ডার (এনডব্লিউআরডি) ব্যবস্থাপনা ও হালনাগাদকরণ;

৫. বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অন্তর্ভূক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্লিয়ারিং হাউজ হিসাবে দায়িত্ব পালন এবং বিবেচ্য প্রকল্প এনডব্লিউএমপি এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা এ বিষয়ে ইসিএনডব্লিউআরসি এর নিকট প্রতিবেদন পেশ করা;

৬. জাতীয় পানি নীতি এবং বাংলাদেশ পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা কৌশলে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি পূরণের জন্য ইসিএনডব্লিউআরসি-র চাহিদা অনুসারে কোন বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা;

৭. সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫ অনুযায়ী ওয়ারপোর দায়িত্বসমূহ

১. বাস্তবায়নের পর্যায়ে সমন্বয় সাধনের জন্য মূল সংস্থায় (WARPO) একটি কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (Program Co-ordination Unit-PCU) প্রতিষ্ঠা করা। সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা এর নির্ধারিত সূচকের আলোকে প্রকল্পের অগ্রগতি দেখাশোনা করা এর প্রধান দায়িত্ব।

২. আইসিজেডএম প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (পিসিইউ) বিভিন্ন সার্ভিস মন্ত্রণালয়, যেমন অর্থ, পরিকল্পনা ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

৩. সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থায় ফোকাল পয়েন্ট স্থাপন করা, যারা দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে নিজ নিজ সংস্থার পক্ষে আইসিজেডএম কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবেন এবং পিসিইউ এর সাথে কার্যকরী যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

৪. স্থানীয় পর্যায়ে (জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত স্থানীয় সরকার কাঠামোকে কাজে লাগানো। স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করা এবং জাতীয় পর্যায়ে পিসিইউ ও খাতভিত্তিক সংস্থাগুলোর সাথে সংযোগ সৃষ্টি করা।

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ওয়ারপোর দায়িত্বসমূহ

১. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সকল প্রকার প্রশাসনিক ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

২. পরিষদ ও নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত নীতি ও কর্মপন্থা বাস্তবায়নে ও প্রয়োগে সহায়তা প্রদান;

৩. পরিষদ ও নির্বাহী কমিটির নির্দেশনার আলোকে সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত সকল প্রকার প্রস্তাব প্রস্তুত;

৪. সময় সময় আইন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট স্থান বা প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা;

৫. এ আইন সম্পর্কিত বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৬. পরিষদ ও নির্বাহী কমিটি কর্তৃক, সময় সময়, অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন;

৭. জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন;

৮. পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র ইস্যুকরণ

জনবল

অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী ৪৪ জন কর্মকর্তা ও ৪৩ জন কর্মচারিসহ ওয়ারপোর মোট জনবল হলো ৮৭। যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

কর্মকর্তা ও কর্মচারি	অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারি সংখ্যা	শূন্য পদ
কর্মকর্তাঃ			
গ্রেড ১-৯	৪২	২৯	১৩
গ্রেড ১০	২	২	-
গ্রেড ১১-২০	৪৩	৩৯	৪
সর্বমোট:	৮৭	৭০	১৭

শূন্য পদগুলির মধ্যে ৪ টি ৯ম গ্রেড ও ৪ টি ১৬-২০ গ্রেড ভুক্ত কর্মচারী। যার নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান।

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

সরকারের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের সহায়তায় ওয়ারপোর কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

২০১৭-১৮ সালের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট (লক্ষ্য টাকায়)

প্রকল্পের নাম	২০১৭-১৮ অর্থবছর	জুন ২০১৮ পর্যন্ত পুঞ্জিভূত ব্যয়	উৎস
ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন অব ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজ	৫৫.৬৩	১১.২০	জিওবি
সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ কার্যকর করা	১১৫.০০	১১৫.০০	সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেশন (এসডিসি)
অনুন্নয়ন			
বেতন ভাতাদি	৬৪১.৮৪	৫০২.৬৬	জিওবি
অন্যান্য	৩৮৩.৪৫	২৬৬.০৩	
উপমোট	১০২৫.২৯	৭৬৮.৬৯	
সর্বমোট	১১৯৫.৯২	৮৯৪.৮৯	

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর ২০১৭-২০১৮ বছরের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সমূহের সারসংক্ষেপ

ক্রমিক নং	কাজের নাম এবং বিগত বছরের অর্জন	মন্তব্য
১।	"সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি আইন,২০১৩ কার্যকর করা" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন। প্রকল্পটি শুরু হয়েছে নভেম্বর ২০১৩ এবং শেষ হয়েছে জুন ২০১৮ তে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় নিম্নে বর্ণিত রিপোর্ট সমূহের চুড়ান্ত (খসড়া) প্রণীত হয়েছে। ক. বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ প্রণয়ন (চুড়ান্ত) খ. ওয়ারপোকে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত (চুড়ান্ত) প্রতিবেদন প্রণয়ন গ. বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ প্রতিষ্ঠানিকীকরনে তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার এর (চুড়ান্ত) ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন ঘ. বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর আলোকে উপকূলীয় অঞ্চলে সমন্বিত পানি সম্পদ বাবস্থাপনা সংক্রান্ত (খসড়া) গাইড লাইন প্রণয়ন	কার্যক্রম সমাপ্ত

ক্রমিক নং	কাজের নাম এবং বিগত বছরের অর্জন	মন্তব্য
	ঙ. উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০১৭ (খসড়া) প্রণয়ন চ. ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০১৭ (খসড়া) প্রণয়ন	
২।	পানি সম্পদ খাতে ২৬ (তেইশটি) উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান	সম্পাদিত
৩।	জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত ভান্ডার (এনডব্লিউআরডি) এর আওতায় বিগত অর্থ বছরে (জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০১৮) পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থা সহ মোট ২৩ টি প্রতিষ্ঠানে ডাটা ডেসিমিনেট করা হয়েছে।	সম্পাদিত
৪।	"ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন অব ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজ" শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি জানুয়ারী ২০১৭ থেকে শুরু হয়েছে এবং জুন ২০২০ এ শেষ হবে।	কার্যক্রম চলমান
৫।	বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টকে ডিজিটাল ফর্মেটে সংরক্ষণ এবং নতুন ভবনে লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্রের বিভিন্ন শাখাকে কার্যকর ভাবে সাজানোর মাধ্যমে ওয়ারপো লাইব্রেরীকে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পানি সম্পদ লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্রে উন্নীত করণের কাজ চলমান রয়েছে।	কার্যক্রম চলমান
৬।	"জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা (এনডব্লিউআরপি)" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।	'বাংলাদেশ ডেলটা প্লান ২১০০' এর খসড়া অনুমোদন হওয়ার পর NWRP প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া করনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সেচ অনুবিভাগ মতামত প্রদান করেছেন।

২০১৭-২০১৮ বছরের বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের বিবরণ

ক) বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর অধীনে প্রণীত চুড়ান্ত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা-২০১৮ প্রণয়নের সার-সংক্ষেপ

পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, আহরণ, বিতরণ, ব্যবহার, সুরক্ষা ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ প্রণীত হয়। আইনটি ০২ মে ২০১৩ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে এবং গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় এবং ৩০ জুন ২০১৩ খ্রিঃ থেকে সমগ্র দেশে বলবৎ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নে/ প্রয়োগে সরকার আইনে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটিকে এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) কে নির্বাহী কমিটির প্রশাসনিক ও সাচিবিক দায়িত্ব প্রদান করে। বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ মূলত ৪৭টি ধারা সম্বলিত পানি খাতের একটি কাঠামোগত আইন। আইনটি বাস্তবায়নে/প্রয়োগে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) এর আর্থিক সহায়তায় "Institutionalization of Integrated Water Resources Management (IWRM) Process in Compliance with Bangladesh Water Act, 2013" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর অধীন চুড়ান্ত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা-২০১৭ (খসড়া) প্রণয়ন করা হয়েছে।

চুড়ান্ত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা-২০১৮ (খসড়া) প্রণয়নের ক্রমবিবর্তন:

১. বাংলাদেশ পানি বিধিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় আইন বিশেষজ্ঞ ও পানি বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়। উপরোক্ত বিশেষজ্ঞদ্বয় এবং ওয়ারপো'র কর্মকর্তাগণ আইনটি পর্যালোচনাপূর্বক বিধি প্রণয়নযোগ্য ১৭টি ধারা চিহ্নিত করেন। পরামর্শকদ্বয় প্রাথমিকভাবে আইনের ধারা ১৬ এর বিপরীতে একটি এবং অবশিষ্ট ১৬টি ধারার বিপরীতে আরেকটি সাধারণ বিধিমালা প্রণয়ন করেন, যাহা প্রকল্পের আওতায় গঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) এর ২য় সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ ২টি বিধিমালার পরিবর্তে একটি সমন্বিত

বিধিমালা প্রণয়নের উপর মত দেন। সে মোতাবেক সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তে Bangladesh Water Rules, 2015 নামে একটি সমন্বিত বিধিমালার খসড়া প্রণীত হয়। খসড়াটি ০৪ অক্টোবর, ২০১৫ তে প্রকল্পের আওতায় গঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) এর সভায় উপস্থাপন করা হয়। পিএসসি সভায় খসড়াটি পানি খাতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ সংস্থার মতামত সংগ্রহের জন্য খসড়াটি বাংলায় প্রণয়নপূর্বক আঞ্চলিক পর্যায়ে বিশেষ করে বরেন্দ্র অঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল এবং হাওর অঞ্চলের স্থানীয় প্রশাসন, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের মতামত সংগ্রহের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

২. পিএসসি সভার নির্দেশনা মোতাবেক খসড়াটি প্রথম পর্যায়ে ১৬টি মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ সংস্থাসহ সর্বমোট ১২৫টি প্রতিষ্ঠানে মতামত সংগ্রহের নিমিত্তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে পত্রযোগে প্রেরণ করা হয়। একই সাথে ওয়ারপোর ওয়েবসাইটে আপলোডপূর্বক মতামত আহ্বান করা হয়। বাংলায় প্রণীত খসড়ার ওপর জেলা পর্যায়ে বরেন্দ্র এলাকায় রাজশাহী, উপকূলীয় এলাকা হিসাবে খুলনা, সাতক্ষীরা, যশোর এবং হাওর এলাকা হিসেবে সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার স্থানীয় প্রশাসন, মাঠ পর্যায়ের পানি খাত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, সুশীল সমাজ ও এনজিও প্রতিনিধির উপস্থিতিতে কর্মশালায় উপস্থাপনপূর্বক গ্রুপভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে মতামত/ সুপারিশ সংগ্রহ করা হয়। এ পর্যায়ে ৬টি মন্ত্রণালয়, ৪৮টি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান এবং জেলা পর্যায়ে কর্মশালার মাধ্যমে ৬টি জেলার মতামত/ সুপারিশসহ সর্বমোট ৬০টি সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান হতে মতামত/ সুপারিশ পাওয়া যায়।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর সভাপতিত্বে গঠিত প্যানেল অব এক্সপার্ট কমিটির ১ম সভায় প্রাপ্ত সকল মতামত/সুপারিশ যৌক্তিতার আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাপ্ত মতামত/ সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করে 'বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৬' নামে খসড়া বিধিমালাটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩. দ্বিতীয় পর্যায়ে পুনর্গঠিত 'বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৬' পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ১৬টি মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ সংস্থাসহ সর্বমোট ১২৫টি প্রতিষ্ঠানে মতামত সংগ্রহের নিমিত্তে পুনরায় প্রেরণ করা হয়। একই সাথে ওয়ারপোর ওয়েবসাইটে আপলোডপূর্বক একটি বাংলা জাতীয় দৈনিক এবং একটি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে মতামত আহ্বান করা হয়। আঞ্চলিক পর্যায়ে দ্বিতীয় দফায় জেলা পর্যায়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, কক্সবাজার ও মানিকগঞ্জ জেলার স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, মাঠ পর্যায়ের পানি খাত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, সাংবাদিক, সুশীল সমাজ ও এনজিও প্রতিনিধির উপস্থিতিতে কর্মশালায় উপস্থাপনপূর্বক গ্রুপভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে মতামত/ সুপারিশ সংগ্রহ করা হয়। এ পর্যায়ে ১১টি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান হতে ২৮টি এবং জেলা পর্যায়ে কর্মশালার মাধ্যমে ৬টি জেলার মতামত/ সুপারিশসহ সর্বমোট ৩৪টি সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান হতে মতামত/ সুপারিশ পাওয়া যায়।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর সভাপতিত্বে প্যানেল অব এক্সপার্ট কমিটির ৩য় সভায় প্রাপ্ত সকল মতামত/ সুপারিশ যৌক্তিকতার আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয়। গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাপ্ত মতামত/ সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করে 'বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৭' নামে বিধিমালাটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪. পুনর্গঠিত 'বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৭' জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রিঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে Bangladesh Water Multi-Stakeholder Partnership এর আওতায় গঠিত Water Governance and Sustainability শীর্ষক Work stream-এর ৩য় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে খসড়া বিধিমালাটির উপর মতামত/ পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে ড. আইনুন নিশাত এর নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষজ্ঞ সাব-কমিটি গঠন করা হয়। বিশেষজ্ঞ সাব-কমিটি পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২, জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০০১ এবং বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ এর আলোকে ২০টি সভার মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর অধীনে প্রণীত বিধিমালাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনান্তে মতামত/পরামর্শ বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন। যা প্যানেল অব এক্সপার্ট কমিটির ৪র্থ সভায় আলোচনান্তে সিদ্ধান্তক্রমে বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৭ (১২ জুন ২০১৭ সংস্করণ) নামে পূনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত বিধিমালার উপর আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা বিগত ১৩ জুলাই ২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত এবং জনপ্রশাসন, অর্থ এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের লিখিত মতামত।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ও মতামত প্যানেল অব এক্সপার্ট এর পঞ্চম সভায় বিগত ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ আলোচনাপূর্বক বাংলাদেশ পানি বিধিমালা-২০১৭ পুনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত বিধিমালা ০৪ অক্টোবর ২০১৭ জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১৬তম সভায় আলোচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়। নির্বাহী কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে চুড়ান্ত বাংলাদেশ বিধিমালা-২০১৭ (খসড়া) ভেটিং এর জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটি ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে নভেম্বর ২০১৭ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রেরণ করা হয়। যা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটি ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ভেটিং সম্পন্ন পূর্বক ০৮-০৮-২০১৮ খ্রিঃ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি বিধিমালা প্রণয়নের ক্রমবিবর্তন

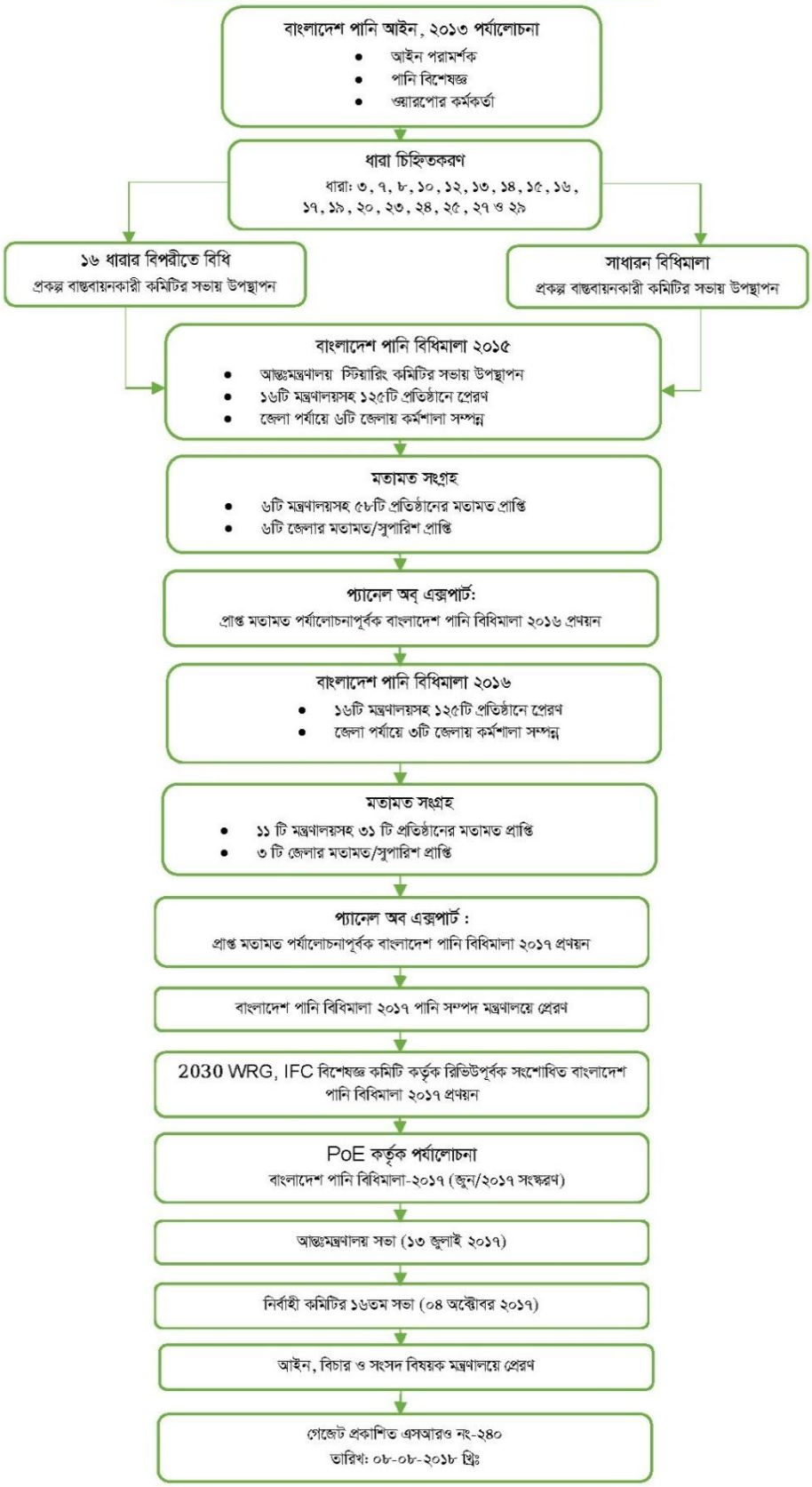

(খ) 'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার' (এনডব্লিউআরডি)

উপাত্ত সরবরাহ (Data Dissemination)

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ অনুসারে পানি সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রচার, জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুসারে জাতীয় 'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি)' তৈরী, রক্ষণাবেক্ষণ ও হালনাগাদ করার দায়িত্ব ওয়ারপোর উপর ন্যস্ত। এ লক্ষ্যে ২০০১ সালে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) প্রণয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য ওয়ারপোতে 'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি)' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এর অধীনে ২০০৫ সালে 'সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল সম্পদ উপাত্তভান্ডার (আইসিআরডি)' সংযুক্ত হয়েছে।

পানি সম্পদ ও পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট (ভূ-পরিস্থ পানি, ভূ-গর্ভস্থ পানি, পরিবেশ, জলবায়ূ, মৃত্তিকা ও কৃষি, বন, মৎস্য এবং আর্থ-সামাজিক সংক্রান্ত) বিষয়ে অদ্যাবদি এনডব্লিউআরডিতে ৫৫৭ টি এবং আইসিআরডি -তে ৫৬৩ টি উপাত্ত সংযোজন করা হয়েছে। সারাদেশের প্রায় ৫০ টি সংস্থার এবং ওয়াপোর নিজস্ব তথ্য-উপাত্ত এই উপাত্তভান্ডারে সংরক্ষিত আছে। এই উপাত্তভান্ডার এনডব্লিউএমপি হালনাগাদকরণ এবং পানি সম্পদ সম্পর্কিত ডিজিটাল উপাত্ত ও তথ্যের একটি কেন্দ্রীয় গুরত্বপূর্ণ উৎস। বিভিন্ন দেশী বিদেশী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প কর্তৃক পানি সম্পদ পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, প্রকল্প বাস্তবায়ন, অধ্যয়ন ইত্যাদি কাজে এনডব্লিউআরডি ও আইসিআরডি- এর উপাত্ত ব্যবহৃত হয়।

২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরে ২০১৭-১৮ অর্থবৎসরে ওয়ারপো কর্তৃক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা কমিশন, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট ফরিদপুর, মিলিটারী ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী প্রভৃতি সংস্থাকে এনডব্লিউআরডি ও আইসিআরডি হতে মোট ২৮ (আটাইশ) বার উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে এবং এতে ১১৭৪৮৪ (এক লক্ষ সতের হাজার চারশত চুরাশি) টাকা আয় হয়েছে ।

উপাত্ত সংগ্রহ

এনডব্লিউআরডি ও আইসিআরডি এর বিদ্যমান উপাত্তসমূহ হালনাগাদকরণ এবং নতুন নতুন উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে ডিজিটাল/ হার্ডকপি উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে ।

বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে উপাত্ত বিনিময় সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক

উপাত্তভান্ডার নিয়মিত হালনাগাদকরণ ওয়ারপোর একটি গুরত্বপূর্ণ কাজ যা বিভিন্ন সংস্থা থেকে সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে সম্পন করা হয়। বিভিন্ন সংস্থার সাথে সম্পাদিত উপাত্ত বিনিময় সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এনডব্লিউআরডি হালনাগাদকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এ প্রেক্ষিতে ওয়ারপো উপাত্ত বিনিময় সহজতর করার লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ ফর্মুলেশন প্রকল্প এর কাজে "জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি)" এর উপাত্ত ব্যবহার বিষয়ে সমঝোতা স্মারক চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব প্রেরণ করে। এ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে উভয় সংস্থার তথ্য-উপাত্ত আদান প্রদানে সময় ও অর্থের সাশ্রয়ে অনেক অবদান রাখবে। এখানে উল্লেখ্য যে, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) ইতোমধ্যে আটটি সংস্থা যথাঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পরিকল্পনা কমিশন, পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট, চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন - এর সাথে উপাত্ত বিনিময় সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

(গ) ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রা

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) ২০১৭-১৮ সালে 'ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রা' বিষয়ক নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী সম্পন্ন করেছে । যথা:-

ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা স্থাপন

ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ও সংস্থার অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদনে সহায়ক স্থানীয় পর্যায় হতে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা ও দাপ্তরিক কাজ করার লক্ষ্যে ওয়ারপোতে ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে ।

ই-নথি কার্যক্রম

ই-নথি বিষয়ে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন শেষে ওয়ারপোতে মার্চ ২০১৮ হতে ই-নথি কার্যক্রম শুরু হয়েছে ।

জাতীয় ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) ক্রয় কার্যক্রম

২০১৭-২০১৮ অর্থবৎসরে ওয়ারপো ই-জিপি এর আওতায় কম্পিউটার ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করেছে।

(ঘ) ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭ -তে ওয়ারপোর অংশগ্রহণ

ওয়ারপো, ৬-৯ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭' এ অংশগ্রহণ করে। উক্ত ডিজিটাল মেলায় ওয়ারপো ই-গভর্নেন্স এক্সপো সংক্রান্ত ষ্টলে WARPO's steps towards Digital Bangladesh, Plan for Tomorrow's Digital WARPO, NWRD-the largest multidisciplinary database, ICRD, Knowledgebase, Coastal Island and Char Information Tool, Water Balance Model of WARPO প্রভৃতি সংক্রান্ত সফট্ওয়্যার ও পোস্টার প্রদর্শন করেছে ।



চিত্র: ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭ তে ওয়ারপোর ষ্টল

ঙ) ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে ওয়ারপোর দায়িত্ব পালন

জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) ২০০১ অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প ও কর্মসূচির শুধুমাত্র কারিগরী বিষয় পর্যালোচনা করে পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডিকে সহায়তা করে। এছাড়া জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ (১৬ নং ধারা) অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান করবে। তাছাড়া ওয়ারপো জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডব্লিউআরসি) এর নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসেবে পানি সেক্টরের সকল কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় আনয়নে সচেষ্ট থাকে। ক্লিয়ারিং হাউজ কার্যক্রমের মাধ্যমে ওয়ারপো পানি সম্পদ সেক্টরে চিহ্নিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণ, পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক প্রভাব, প্রকল্পের পুনরাবৃত্তি পরিহার, বিভিন্ন টুলস, টেকনিক ও মডেলিং এর ব্যবহার নিশ্চিত করে থাকে। সর্বোপরি বিবেচ্য প্রকল্প এনডব্লিউএমপি এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা যাচাই করে এনডব্লিউআরসি এর নির্বাহী কমিটির নিকট প্রতিবেদন পেশ করে। ২০০৭ সালে এ কার্যক্রম শুরুর পর হতে এ যাবৎ (জুন ২০১৮ পর্যন্ত) এই কর্মসূচীর আওতায় ওয়ারপো বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) এর মোট ২১০ টি প্রকল্প প্রস্তাবের ছাড়পত্র প্রদান করেছে। এছাড়া ওয়ারপো স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৩ (তিন) টি, বরেন্দ্র বহুমুখি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২ (দুই) টি এবং

বাংলাদেশ নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ২ (দুই) টি প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনান্তে ছাড়পত্র প্রদান করেছে। বিগত অর্থবছর (২০১৭-২০১৮, জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত) সময়ে ওয়ারপো বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২৫ (পঁচিশ) টির ও অধিক প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনান্তে ছাড়পত্র প্রদান করেছে। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের কারিগরী দিক পর্যালোচনা এবং পুনরাবৃত্তি পরিহারের জন্য মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অতীব প্রয়োজন। ওয়ারপো তার ক্ষুদ্র জনবল নিয়ে স্বল্প পরিসরে এ কার্যক্রম শুরু করেছে। উল্লেখ্য যে, ওয়ারপোতে বিদ্যমান "ক্লিয়ারিং হাউজ" প্রক্রিয়া একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা যা আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। তাছাড়া বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুমোদনের ফলে সাম্প্রতিক যে কোন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ছাড়পত্র প্রদানের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত হয়েছে। সুতরাং আইন অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসেবে ওয়ারপো ক্লিয়ারিং হাউজ কার্যক্রম আরও বলিষ্ঠ ও শক্তিশালীভাবে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে লোকবল বৃদ্ধিসহ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী নেওয়া বর্তমান সময়ের দাবি।

চ) জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা (এনডব্লিউআরপি) প্রণয়ন

ওয়ারপো পানি সম্পদ পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় পর্যায়ে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সামস্টিক কাঠামোগত নির্দেশনা সম্বলিত প্রতিপালন প্রনয়ন করা সংস্থার অন্যতম প্রধান কাজ। গত ২০০১ সালে সর্বশেষ পানি সম্পদ পরিকল্পনা ব্যবস্থা প্রনিত হয় এবং প্রতি ৫ বৎসর অন্তর এই পরিকল্পনা হালনাগাদ হওয়া প্রয়োজন। জাতীয় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) অনুমোদনের পর নতুন নতুন বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ, গৃহীতব্য বিভিন্ন কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও অগ্রাধিকার নতুন করে নির্ধারনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এছাড়া এনডব্লিউএমপি প্রস্তুতিতে জলবায়ু পরিবর্তন, ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণসহ পার্শবর্তী দেশসমুহের সাথে সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক নীতি ও কৌশল, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ণ, প্রাকৃতিক সম্পদ, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও কৌশলগত পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়গুলো নতুন আঙ্গিকে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। তাই (এনডব্লিউএমপি) কে ভিত্তি ধরে জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা (এনডব্লিউআরপি) প্রনয়ণের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর অনুচ্ছেদ ১৫ এ বর্ণিত দিক নির্দেশনা অনুযায়ী এনডব্লিউআরপি প্রস্তুত করা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হলো নতুন দৃষ্টিকোণের আলোকে জাতীয় পানি সম্পদের পরিমান নির্ধারণ, বন্টন, ব্যবহার, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জসমুহ অন্তর্ভুক্ত করে এনডব্লিউআরপি প্রস্তুত করা। এনডব্লিউআরপি প্রস্তুতিতে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রোগ্রামগুলোকে পরিমার্জিত করে পরিকল্পনার চাহিদা, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা কৌশলকে বিবেচনা করা হবে। জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা (এনডব্লিউআরপি) প্রকল্পটির পিইসি সভা গত ২৭ জুন ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত। পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সেচ অনুবিভাগের মতামতের প্রেক্ষিতে 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' এর খসড়া অনুমোদন হওয়ার পর NWRP প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া গ্রহন করা হবে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল তিন বছর এবং প্রাথমিক প্রস্তাব অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৮.৬৩ কোটি টাকা।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক চলমান প্রকল্প

ক) সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ কার্যকর করা

প্রকল্পটি শুরু হয়েছে নভেম্বর ২০১৩ এবং শেষ হয়েছে জুন ২০১৮। প্রকল্পের ব্যয় ৩৭১ লক্ষ টাকা যার মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ৩৩৬ লক্ষ টাকা। উক্ত প্রকল্পের অধীন নিম্নবর্ণিত রিপোর্ট সমূহের চুড়ান্ত (খসড়া) প্রণয়ন হয়েছে।

১. বাংলাদেশ পানি বিধিমালা ২০১৮, চুড়ান্ত প্রনয়ন।
২. ওয়ারপোকে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন।
৩. বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ প্রতিষ্ঠানিকীকরনে তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার ফ্রেমওয়ার্ক এর প্রণয়ন।
৪. বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর আলোকে উপকূলীয় অঞ্চলে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যাবস্থাপনা সংক্রান্ত (খসড়া) গাইড লাইন প্রণয়ন।
৫. উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০১৭ (খসড়া) প্রনয়ন।
৬. ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০১৭ (খসড়া) প্রণয়ন ।

খ) ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিস্তারিত কারিগরী নকশা

ব্রহ্মপুত্র একটি প্রধান আন্তঃসীমান্ত নদী এবং বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থ সামাজিক উন্নয়নে এ নদী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুষ্ক মৌসুমে মোট প্রবাহের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ এ নদী দিয়ে প্রবাহিত হয় যা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করে। এ প্রেক্ষাপটে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পাশাপাশি উত্তর-মধ্যম অঞ্চলের পানি প্রবাহের বিষয়টি ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজের মাধ্যমে নিশ্চিত করা যাবে। এ ব্যারাজ নির্মান করা হলে সামগ্রিকভাবে শুষ্ক মৌসুমে ব্রহ্মপুত্র নদীর পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসার , ভূ-গর্ভস্থ পানি পুনর্ভবণ এবং পানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে। এ অঞ্চলের নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির ফলে নৌ-চলাচলের উপযোগিতা আনয়ন, পানি দূষণ হ্রাস করা, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও বহুবিদ উপকারসহ গ্রামীণ জনগণের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় (এনডব্লিউএমপি) ওয়ারপোকে ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজ নির্মাণের লক্ষ্যে সমীক্ষা পরিচালনা করার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া আছে। প্রকল্পের বিশদ সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় সামাজিক, পরিবেশ, অর্থনৈতিক, হাইড্রোলজিক্যাল এবং মরফোলজিক্যাল বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত আছে। অপরদিকে বিশদ কারিগরী নকশা প্রণয়নে অন্তর্ভুক্ত আছে সড়ক ও রেলপথ সম্বলিত ব্যারাজের নকশা, হেড রেগুলেটরের নকশা, সিল্ক ট্রাপের নকশা, নেভিগেশন লকের নকশা, প্রধান সেচ ও নিষ্কাশন খাল সমূহের নকশা এবং পানি, বিদ্যুৎ অবকাঠামো প্রয়োজনীয় নকশা প্রণয়নসহ ব্যারাজ পরিচালনা নির্দেশিকা তৈরী অন্তর্ভুক্ত আছে। প্রকল্প এলাকাটি ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, বগুড়া, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর ও গাইবান্ধা জেলার ব্রহ্মপুত্র নির্ভর এলাকায় বিস্তৃত। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী ২০১৭ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত। কিন্তু ২৪/০৫/২০১৮ ইং তারিখের আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় অববাহিকাভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রকল্পের চলমান সকল কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছে।

গ) জলবায়ু পরিবর্তন, সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং মনুষ্যজনিত হস্তক্ষেপের প্রভাবে উপকূলীয় অঞ্চলের মরফোলজীর উপর গবেষণা

জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, বন্যা ও নদী ভরাট উপকূলীয় অঞ্চলের একটি প্রধান সমস্যা। প্রায়োগিক গবেষণা এবং তার ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ এর সমাধানের উপায়। এ লক্ষ্যে ওয়ারপো "জলবায়ু পরিবর্তন, সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং মনুষ্যজনিত হস্তক্ষেপের প্রভাবে উপকূলীয় অঞ্চলের মরফোলজীর উপর গবেষণা" শীর্ষক গবেষণা প্রকল্প প্রস্তুত করেছে। এ গবেষণা জলাবদ্ধতা বিষয়ে জ্ঞানের স্বল্পতা হ্রাস করবে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো উপকূলীয় অঞ্চল তথা গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ডেল্টা সিস্টেমের জলবায়ু জনিত পরিবর্তন, সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং মনুষ্যজনিত হস্তক্ষেপের ফলে কি ধরণের পরিবর্তন সাধিত হয় তা বোঝা এবং তার প্রেক্ষিতে প্রভাব ও ফলাফল নির্ধারণ করা। উক্ত গবেষণা প্রকল্পটির বিষয়ে ওয়ারপো এবং পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইন্সটিটিউট (আইডব্লিউএফএম), বুয়েট এর মধ্যে জুন ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ আলোকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধতার অতীত ইতিহাস ও তার কারণ পর্যালোচনাসহ ভূমি চিত্রের মাধ্যমে যশোর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও খুলনা জেলার বর্তমান এবং পূর্বের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে । এই সকল তথ্যের মাধ্যমে জলাবদ্ধতার ভবিষৎদ্বানী করা এবং তা দূরীকরণের যথার্থ উপায় নিয়ে গবেষণা চলমান আছে। তদুপরি বিভিন্ন মাত্রায় সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে পলি মাটির অবক্ষেপন হার নির্ণয় নিয়েও গবেষণা হচ্ছে। উক্ত প্রল্পের মেয়াদকাল জুন ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত। উক্ত প্রকল্পের আওতায় মাঠজরিপসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং উপকূলীয় অঞ্চলে জলাবদ্ধতা, পোল্ডারের প্রভাব ও সেডিমেন্টেশন এর হার নির্ধারণের জন্য গানিতিক মডেল সেটআপ, ক্যালিব্রেশন ও ভেলিডেশন এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে মডেল হতে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ ও প্রকল্প হতে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে জার্নাল পেপার লেখার কাজ চলমান রয়েছে। তাছাড়া মডেল ডাটাবেজ ওয়ারপোতে স্থানান্তরের কাজও চলমান রয়েছে। উক্ত ডাটাবেজ জাতীয় পানিসম্পদ ডাটাবেজ (এনডব্লিউআরডি) তে স্থানান্তর করা হবে যা ভবিষ্যতে পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন, হালনাগাদকরন এবং অধিকতর গবেষণার কাজে সহায়ক হবে। প্রকল্প প্রতিবেদনে এসংক্রান্ত ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে দিক নির্দেশনা ও সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

বিগত বছরের ওয়ারপোর বিবিধ কার্যক্রম সমূহ

ক) সাসটেইনেবল ডেভেলমেন্ট গোল (SD) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ওয়ারপোর কার্যক্রম

জাতিসংঘের সদস্য দেশ সমূহের অংশ গ্রহণে জাতিসংঘ গৃহীত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হলো টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা যা সংক্ষেপে এসডিজি নামে। বিগত ২০১৫ সালের ২৫-৩০ সেপ্টেম্বর নিউইয়ার্কে অনুষ্ঠিত "সাসটেইনেবল সামিট"এ"সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা ২০৩০" বাস্তবায়নের সিদ্ধান্তগৃহীত হয়। উক্ত এজেন্ডা অনুযায়ী আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে সদস্য দেশসমূহ ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ১৬৯টি অর্জনের লক্ষ্যে একসাথে কাজ করার অঙ্গীকার করেছে।

উল্লেখিত ১৭টি লক্ষ্যের (Goal) মধ্যে SDG-6:"Ensure Availability and Sustainable Management of Water and Sanitation for all" পানি সেক্টর এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে অধিকতর সম্পর্কিত। এসডিজি-৬ এর গুরুত্ব বিবেচনা নিয়ে এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করতে কার্যকরী পদক্ষেপ হিসাবে জাতিসংঘের এবং বিশ্বব্যাংকের ১১টি সদস্য রাষ্ট্রের

রাষ্ট্র এবং সরকার প্রদান এর সমন্বয়ে ১টি High Level Panel on Water (HLPW) গঠন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত HLPW এর অন্যতম সদস্য এবং প্রধানমন্ত্রী মূখ্য সচিব HLPW বাস্তবায়নে শেরপা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের নেতৃত্বে ওয়ারপো এসডিজি-৬ এর লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বিগত ২০শে নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এর আওতায় "সবার জন্য নিরাপদ পানি ও পয়:নিঃষ্কাশন ব্যবস্থা (লক্ষ্যমাত্রা-৬) বাংলাদেশ প্রেক্ষিত বিষয়ে" প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিতিতে জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিগত ২০শে নভেম্বর ২০১৬ তারিখে উক্ত জাতীয় কর্মশালায় ওয়ারপো এসডিজি-৬ এর থীম-৪ "By 2030, substantially increase water efficiency across all sectors and ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity and substantially reduce the number of people suffering from water scarcity" উপর থিমেটিক পেপার এবং সম্ভাব্য কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করে। এ ছাড়াও ওয়ারপো এসডিজি-৬ ভুক্ত অন্যান্য থিম সমূহের কার্যপত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কে সহযোগীতা সংস্থা হিসাবে সহায়তা প্রদান করছে।

এরই ধারাবাহিকতায় ২৯-৩০শে জুলাই, ২০১৭ ইং তারিখে "ঢাকা পানি সম্মেলন ২০১৭" অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সংলাপের সুযোগ সৃষ্টি এবং এসডিজি-৬ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যা মোকাবেলায় ভবিষ্যৎ করনীয় নির্ধারণ। উক্ত সম্মেলনে ওয়ারপোর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এসডিজি ফোকাল পয়েন্ট জনাব মোহাম্মদ আলমগীর এসডিজি-৬ "Combat Water Scarcity by Improved Water Efficiency" শীর্ষক টার্গেটের উপর Thematic Paper উপস্থাপন করেন। সম্প্রতি এসডিজি কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন পর্যালোচনার লক্ষ্যে ৪-৬ জুলাই, ২০১৮ ইং তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে "SDG Implementation Review Conference, 2018" শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের মাননীয় সচিবের নেতৃত্বে পানি সম্পদ সম্পর্কিত এসডিজি টার্গেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত Powerpoint presentation উপস্থাপিত হয়। উক্ত সম্মেলনে সচিব মহোদয়ের উপস্থাপনের জন্য ওয়ারপো এসডিজি বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রস্তুতকরণে সক্রিয় ভূমিকা পালনের পাশাপাশি মহাপরিচালকের নেতৃত্বে এসডিজি ফোকাল পয়েন্টগণ উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

খ) ওয়ারপোর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের মধ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৮ সালের জুন মাসের ২৪ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে স্বাক্ষরিত কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ (১. প্রস্তাবিত প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান। ২. জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য উপাত্ত হালনাগাদ ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম) ওয়ারপো শতভাগ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

গ) বিগত বছরে মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষন, কর্মশালা ও সেমিনার কার্যক্রম

স্থানীয় প্রশিক্ষন, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২০১৭-২০১৮	১০	১২৫

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশাল ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২০১৭-২০১৮	৯	১৩

ঘ) নিজস্ব স্থায়ী ভবনে কার্যকর ও সহায়ক তথ্য সেবা নিয়ে ওয়ারপো'র "ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র"

পানি সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট খাতের এ যাবৎ কালে প্রকাশিত সবচেয়ে বেশি এবং গুরুত্বপূর্ন তথ্য ভান্ডার নিয়ে গঠিত "ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র" সম্প্রতি নিজস্ব স্থায়ী ভবনে স্থানান্তরিত হয়ে দ্রুততম সময়ে বিভিন্ন ব্যাক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল বই, রিপোর্ট, জার্নাল ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য ও প্রযুক্তির কার্যকর সেবা প্রদান করছে ওয়ারপো'র "ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল

লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র" ১। হার্ড কপি ২। ডিজিটাল কপি ৩। তথ্য ব্যবহারকারীর জন্য কার্যকর সহযোগী পরিবেশ ৪। সহায়ক রিডিং স্পেস ৫। জার্নাল ৬। ফটোকপি ৭। হেল্প ডেস্ক/ইনফরমেশান সেবা ইত্যাদি এর মাধ্যমে নিত্য নতুন বই, রিপোর্ট, জার্নাল এর তথ্য সম্ভারে সমৃদ্ধ হচ্ছে ওয়ারপো"র " ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র"। পানি সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দীর্ঘদিনের পুরনো, দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য, মূল্যবান বিভিন্ন স্টাডি/পরিকল্পনা/মহাপরিকল্পনার প্রতিবেদন, জার্নাল এবং বই এর সমৃদ্ধ সমন্বয়ে গঠিত এবং প্রতিনিয়ত হালনাগাদকৃত ওয়ারপো লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র প্রতিনিয়ত ডিজিটাল সমৃদ্ধির পথে অগ্রসরমান। ইতোমধ্যে সব চেয়ে দুর্লভ এবং মূল্যবান ডকুমেন্ট সমূহ ডিজিটাল ফর্মেটে রুপান্তর এর মাধ্যমে লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্রের ডিজিটাল শাখা ক্রমাগত সমৃদ্ধ হচ্ছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে পানি এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৫৬টি নতুন বই ওয়ারপোতে সংযোজিত হয়েছে এবং BUET, IWM, BWDB, Delta Plan, DAP, KUET, UAP, DPHE এর প্রতিনিধি সহ ২৭টি বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার প্রতিনিধি ওয়ারপোর লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র ব্যবহার করেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারীগন প্রাত্যাহিক দাপ্তরিক কাজ ও বিশেষ পরিকল্পনা কাজে প্রতিনিয়ত লাইব্রেরী ব্যবহার করে থাকেন।

ঙ) উত্তম চর্চা

ওয়ারপোতে অনুশীলনকৃত উত্তম চর্চা সমূহের শিরোনাম:

- বয়োজেষ্ঠ/ প্রতিবন্ধি বান্ধব সিঁড়ি
- বায়োমেট্রিক Fingerprint পদ্ধতির মাধ্যমে যথাসময়ে উপস্থিতি ও প্রস্থান পর্যবেক্ষণ
- Close Circuit Camera পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ
- সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানির (Renewable energ) ব্যবহার উৎসাহিতকরণ
- পরিবেশবান্ধব অফিস কক্ষ
- ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরি ও তথ্যকেন্দ্র
- মহিলা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত আলাদা ওয়ামরুম
- হালনাগাদ ওয়েবসাইট এবং পানি সম্পদ খাতে তথ্য ও উপাত্ত সমৃদ্ধ জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেইস (এনডব্লিউআরডি)
- আধুনিক ও সমৃদ্ধ আইসিটি প্রশিক্ষণ ল্যাব

শিরোনাম: বয়োজ্যেষ্ঠ/ প্রতিবন্ধী বান্ধব শিরোনাম

বিবরণ:

বয়োজ্যেষ্ঠ বা সিনিয়র সিটিজেন ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি রাষ্ট্রের প্রদত্ত সাংবিধানিক ও আইনগত প্রতিশ্রুতি পূরণ সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নৈতিক দায়িত্ব। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) বয়োজ্যেষ্ঠ/প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবাধ প্রবেশের অধিকার ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সহজে ওয়ারপো ভবনে প্রবেশের জন্য ওয়ারপোর দাপ্তরিক ভবনের প্রধান প্রবেশ দ্বারে সাধারণ সিঁড়ির পাশাপাশি বয়স্ক/প্রতিবন্ধী সহায়ক বিশেষ র‍্যাম্পের ব্যবস্থা রয়েছে। এতে করে ওয়ারপো ভবনে প্রতিবন্ধী ও বয়োজ্যেষ্ঠদের অন্যের সহযোগীতা ছাড়া সহজ প্রবেশের সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র):



শিরোনাম: বায়োমেট্রিক Fingerprint পদ্ধতির মাধ্যমে যথাসময়ে উপস্থিতি ও প্রস্থান পর্যবেক্ষণ

বিবরণ:

প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলার অন্যতম অনুসঙ্গ যথাসময়ে অফিসে আসা এবং নির্দিষ্ট সময়ে অফিস ত্যাগ। ওয়ারপোর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা আনায়নপূর্বক সুস্থ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো ভবনের নিচ তলায় প্রধান প্রবেশদ্বারে Biometric Fingerprint Machine স্থাপন এর মাধ্যমে যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অফিসের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ প্রতিদিন অফিসে প্রবেশ ও দাপ্তরিক কাজ শেষে ভবন ত্যাগ করার পূর্বে Fingerprint machine এ এ্যান্ট্রি করেন। এতে করে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে যথাসময়ে উপস্থিতি ও প্রস্থান পর্যবেক্ষণ করা সহজতর হয়েছে এবং সুন্দর ও সুশৃঙ্খল কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র):



শিরোনাম: Close Circuit Camera পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ

বিবরণ:

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) পানি সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিবেশগত ভারসাম্যপূর্ণ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ণের জন্য দেশের একমাত্র Apex Planning Organization হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানে

রয়েছে দেশের পানি সেক্টরের সবচেয়ে সমৃদ্ধ জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেস (এনডব্লিউআরডি)। এছাড়াও রয়েছে পরিকল্পনার কাজে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি ও ইন্সট্রুমেন্ট এবং অফিসে ব্যবহৃত মুল্যবান উপকরণাদি। অফিসভবন এবং এর আনুসঙ্গিক নিরাপত্তা জোরদারকরণের অংশ হিসাবে সার্বক্ষণিক নজরদারির জন্য ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বা সিসি ক্যামেরার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ওয়ারপো ভবনের প্রবেশ পথে এবং প্রত্যেক লেবেলের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক Close Circuit Camera স্থাপন করা আছে। এতে করে ভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ডিজিটাল মনিটরিং পদ্ধতি প্রবর্তন হয়েছে যাতে করে যদি কোন অবৈধ কার্যক্রম, চুরি ডাকাতি হলে অপরাধী শনাক্তকরনের কাজ সহজতর হবে, সর্বোপরি সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র):



শিরোনাম: সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানির (Renewable Energy) ব্যবহার উৎসাহিতকরণ

বিবরণ:

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব নিরসণের লক্ষ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানীর সর্বোচ্চ ব্যবহার উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য নবায়নযোগ্য সবুজ জ্বালানী যেমন "সোলার প্যানেল" স্থাপনের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিদ্যুৎ চাহিদার যোগান দেওয়া। ওয়ারপোর দাপ্তরিক কার্যক্রম (ই-নথি ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়ন, ই-মেইল, ইত্যাদি) বিদ্যুতের ওপর দারুনভাবে নির্ভরশীল। এছাড়াও, অফিস কক্ষে বিদ্যুৎ সংযোগ দ্বারা ফ্যান, লাইট, কম্পিউটার ইত্যাদি চলে। ওয়ারপোর দাপ্তরিক কাজের জন্য যে বিদ্যুৎ প্রয়োজন তার একটি অংশের চাহিদা পূরণের নিমিত্তে ওয়ারপো ভবনে উপযুক্ত স্থানে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। Solar Panel এর মাধ্যমে ওয়ারপো থেকে সৌরবিদ্যুৎ দ্বারা যে পরিমান বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় তা ওয়ারপো ভবনে ব্যবহার এর পাশাপাশি সরাসরি National Grid এ সরবরাহ করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ এর বিকল্প হিসাবে গ্রীণ এনার্জি তথা সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয় এর পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর ভুমিকা পালন করতে পারে।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র):



শিরোনাম: পরিবেশবান্ধব (Environmental Friendly) অফিস কক্ষ

বিবরণ:

ওয়ারপো ভবন স্থাপত্যগতভাবে একটি পরিবেশ বান্ধব ভবন। ভবনের বিভিন্ন কক্ষের দরজা জানালাসমূহ যথেষ্ট সুপরিসর এবং কাঁচ দ্বারা নির্মিত। অফিস কক্ষসমূহে বড় বড় জানালা থাকায় সহজে আলো ও বাতাস প্রবেশ করতে পারে। ফলে অহেতুক লাইট ও এসির ব্যবহার ন্যূনতম পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখা যায়। পরিবেশের উপাদান সমুহ যেমন আলো, বাতাস, Aesthetics ইত্যাদির সর্বোচ্চ ব্যবহারের ফলে বিদ্যুতের অপচয় যথেষ্ট হ্রাস করার পাশাপাশি আর্থিক সাশ্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সর্বপোরি ওয়ারপোতে একটি দূষণমুক্ত প্রকৃতিবান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র):





শিরোনাম: ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরি ও তথ্যকেন্দ্র

বিবরণ:

ওয়ারপোর একটি সমৃদ্ধ ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরি ও তথ্যকেন্দ্র আছে। এতে পানি সম্পদ সম্পর্কিত পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত সম্বলিত বই, রিপোর্ট, জার্নাল সহ পানি খাতের মূল্যবান ডকুমেন্ট হার্ডকপি/ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষিত রয়েছে। লাইব্রেরীর তথ্যাদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কোন স্থানে থেকে ব্যবহারযোগ্য। বিভিন্ন ব্যক্তি, সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই লাইব্রেরী থেকে সেবা গ্রহণ করে থাকে। পানি সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত এই লাইব্রেরি দীর্ঘদিনের পুরনো, দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য মুল্যবান বিভিন্ন স্টাডি/পরিকল্পনা/মহাপরিকল্পনার প্রতিবেদন, জার্নাল ও বইয়ে সমৃদ্ধ এবং প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হয়।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র):





শিরোনাম: মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত আলাদা ওয়াশরুম

বিবরণ:

ওয়ারপোতে মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত আলাদা ওয়াশরুমের ব্যবস্থা আছে। যার ফলে মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রাইভেসি ও হাইজিন ব্যবস্থাপনা সহজ হয় এবং কর্মস্থলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। যার ফলে মহিলা কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সুন্দরভাবে দাপ্তরিক কর্মসম্পাদন করতে পারে।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র):



শিরোনাম: হালনাগাদ ওয়েবসাইট এবং পানি সম্পদ খাতে তথ্য ও উপাত্ত সমৃদ্ধ জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেইস (এনডব্লিউআরডি)

বিবরণ:

হালনাগাদ ওয়েবসাইট ও জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করা ওয়ারপোর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" প্রকল্পের আওতায় ওয়ান স্টপ উপাত্ত সরবরাহের কেন্দ্র হিসাবে ওয়ারপোতে "জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি)" এবং "সমন্বিত উপকুলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' প্রকল্পের আওতায় 'সমন্বিত উপকুলীয় সম্পদ উপাত্তভান্ডার (আইসিআরডি)' স্থাপিত হয়েছে । মাল্টিডিসিপ্লিনারি এই উপাত্তভান্ডার ভূ-পরিস্থ পানি, ভূগর্ভস্থ পানি, মৃত্তিকা ও কৃষি, মৎস্য, বন, আর্থসামাজিক, আবহাওয়া ও পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি হিসাবে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। এ যাবৎ এনডব্লিউআরডিতে এবং আইসিআরডিতে পৃথকভাবে ৫৫০ এর অধিক জিআইএস, টাইমসিরিজ ও টেবুলার উপাত্ত (data layer) ডিজিটাল ফর্মে সংরক্ষন করা হয়েছে। গবেষণা, উচ্চশিক্ষা ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই উপাত্ত-ভান্ডার হতে সেবা গ্রহণ করে উপকৃত হচ্ছেন।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র):

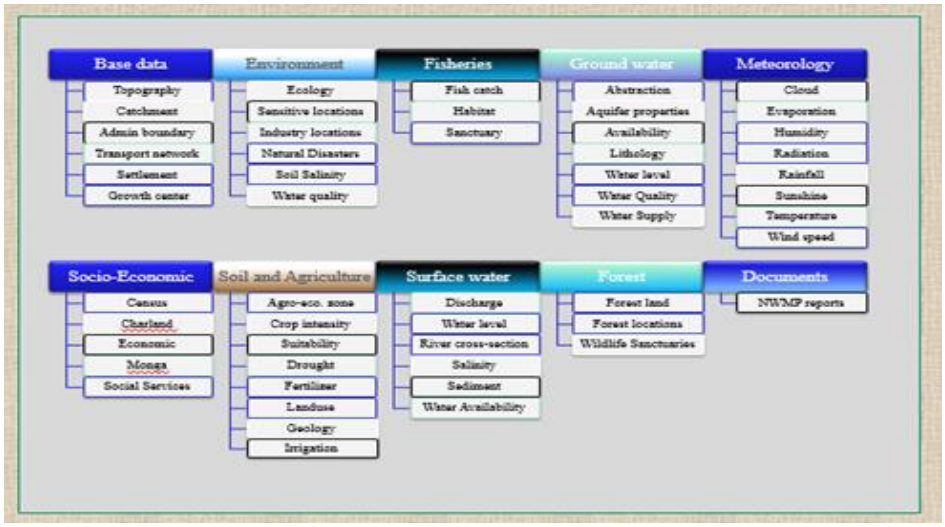

শিরোনাম: আধুনিক ও সমৃদ্ধ আইসিটি প্রশিক্ষণ ল্যাব

বিবরণ:

বর্তমানে আইসিটি দৈনন্দিন জীবনে অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে এবং আশা করা হয় যে এই প্রবণতা অব্যাহত থাকবে। আইসিটি সাক্ষরতা মানুষের কর্ম, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে একটি অপরিহায্য কার্যকরী প্রয়োজন হিসাবে স্থান করে নিয়েছে। আইসিটি প্রশিক্ষণ আইসিটি সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য কর্মীদের দক্ষতা, ক্ষমতা এবং জ্ঞান বাড়ানোর একটি অন্যতম প্রক্রিয়া। আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মচারীদের মধ্যে নিত্যনতুন চিন্তাধারা তৈরি করে এবং কর্মদক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে কর্মচারীদের গুণগত মানের কর্ম সমপাদনে সহায়তা করে। ওয়ারপো তথা পানি সেক্টরে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্যে আইসিটি জ্ঞান বাড়ানোর লক্ষ্যে ওয়ারপো আইসিটি প্রশিক্ষণ ল্যাব এর মাধ্যমে পানি সম্পদ সেক্টরে জিআইএস, রিমোর্টসেন্সিং, ই-নথি ব্যবস্থাপনা, ই-প্রকিউরমেন্টসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ওয়ারপোসহ পানি সম্পদের স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত আছে।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র):



চ) উন্নয়ন মেলা ২০১৮

ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গঠনে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম জনগণের সম্মুখে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে বিগত ১১-১৩ জানুয়ারি, ২০১৮ সালে দেশব্যাপী উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়াধীন সকল সংস্থা উক্ত মেলায় অংশগ্রহণ করে। ওয়ারপোর কর্মকান্ড সম্প্রসারণের জন্য ওয়ারপোর পরিচিতি, আইসিআরডি, এনডব্লিউআরডি এবং বাংলাদেশ পানি আইন সংক্রান্ত লিফলেট জেলা উপজেলা পর্যায়ে বাপাউবো কর্তৃক অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মেলায় প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, সেগুনবাগিচা, ঢাকাতে ৩ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত মেলায় ওয়ারপো সরাসরি অংগ্রহণ করে। উক্ত মেলাতে ওয়ারপোর পরিচিতি এবং কর্মকান্ড লিফলেট এবং ভিডিও প্রদর্শনীর মাধ্যমে সম্প্রচার করা হয়।

ঢাকাতে ৩দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এই মেলায় ওয়ারপোর কর্মকর্তাগণ পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব পালন করেন এবং মৌখিকভাবে, লিফলেট বিতরণ এবং ভিডিও প্রদর্শনীর মাধ্যমে ওয়ারপোর পরিচিতি কর্মকান্ড এবং সেবাসমূহ মেলায় আগত জনগণের মধ্যে উপস্থাপন করেন।

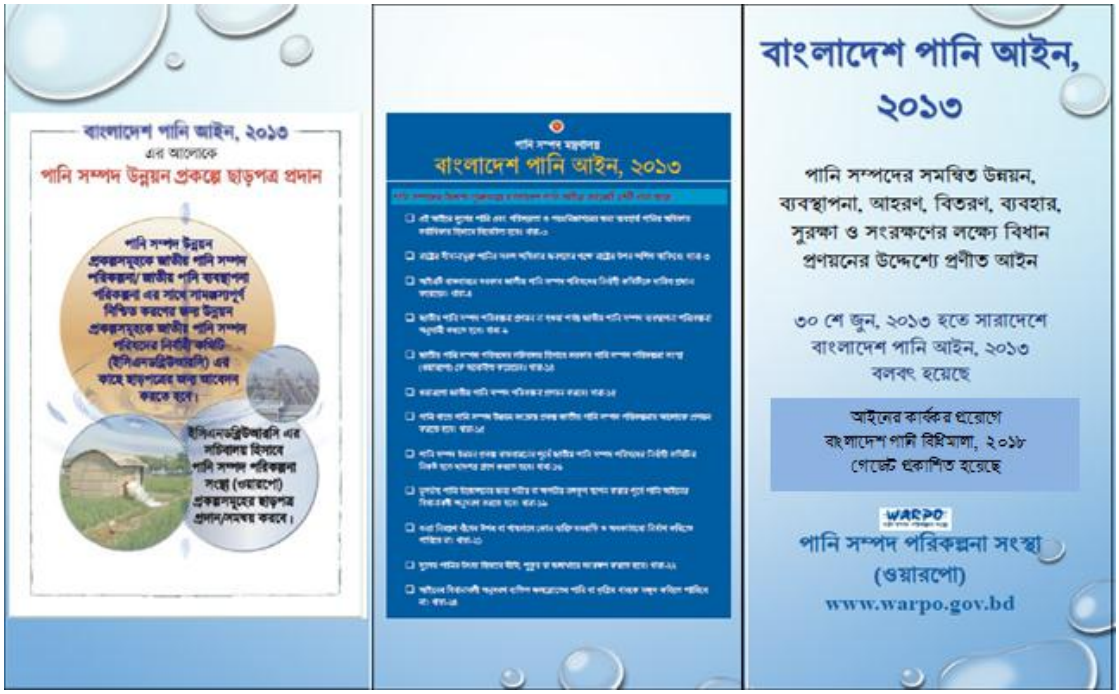

'বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩' সংক্রান্ত লিফলেট

ছ) বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর সাথে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার সম্পৃক্ততা

প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবকে হ্রাস করে জলবায়ু পরিবর্তন বিবেচনায় রেখে কৃষি, পানি সম্পদ, ভূমি, শিল্প, বনায়ন, মৎস্য সম্পদ প্রভৃতিকে গুরত্ব প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুষ্ঠু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ধাপে ধাপে বাস্তবায়নযোগ্য একটি সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদী (৫০ থেকে ১০০ বছর) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের কর্মকৌশল নির্ধারণের উদ্দেশ্যে নেদারল্যান্ডস সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ প্রণয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

পানিকেন্দ্রিক উক্ত মহাপরিকল্পনায় দীর্ঘমেয়াদী অর্থাৎ ৫০ ও ১০০ বছরের বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব অর্থনীতির দৃশ্যকল্পের ভিত্তিতে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদের কৌশল প্রণয়নের যে নতুন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় স্থাপিত হয়েছে, ওয়ারপো প্রস্তাবিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রনয়নে তা অনুসরণ করা হবে। জিইডি এবং ওয়ারপো ভবিষ্যৎ দৃশ্যকল্প পরিকল্পনায় উভয়েই একে অপরের সাথে সহযোগিতা করবে।

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ও বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর আলোকে ওয়ারপোর ভবিষ্যত পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	কর্মসূচী	অগ্রাধিকারভিত্তিক কার্যক্রম	বাস্তবায়নের অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালিকরণ	ওয়ারপোর বিদ্যমান ও বর্ধিত কার্যপরিধির আলোকে জনবলের চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে । ওয়ারপোর সদর দপ্তর ও জেলা পর্যায়ে জনবলের প্রস্তাব পূনর্গঠনপূর্বক সদর দপ্তরে জনবল ২৩৯ ও ৬৩ জেলায় জনবল ৬৯৩	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুপারিশকৃত স্বল্পমেয়াদী অগ্রাধিকারভিত্তিক জনবলের প্রস্তাব ১ জুলাই, ২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এতে সদর দপ্তরে ২৩৯ ও অগ্রাধিকারভিত্তিক ৮ টি বিভাগীয় শহরের ৮ টি জেলায় ৮৮ জন সহ	বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগের জন্য জনবল অনুমোদনের প্রয়োজন।

ক্রমিক নং	কর্মসূচী	অগ্রাধিকারভিত্তিক কার্যক্রম	বাস্তবায়নের অগ্রগতি	মন্তব্য
		সহ সর্বমোট ৯৩২ জন নির্ধারন করা হয়েছে।	সর্বমোট ৩২৭ জনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ওয়ারপোর বিদ্যমান জনবল ৮৭। এতে অতিরিক্ত ২৪০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রস্তাব প্রেরন করা হয়েছে।	
২.	সমগ্র দেশের মৌজা পর্যায় পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা নিরূপণ	পানির উৎস চিহ্নিতকরণ খাতওয়ারী পানি ব্যবহারের চাহিদা নিরূপণ পানির সংকটাপন্ন এলাকা নিরূপণ ভূগর্ভস্থ পানির নিরাপদ আহরণ সীমা নিরূপণ জলাধার সংরক্ষণ	ভৌগোলিক অবস্থান, ভূপ্রকৃতি ও পানির সমস্যা প্রবন এলাকা হিসাবে ওয়ারপোর বিদ্যমান সক্ষমতা অনুযায়ী ১২টি জেলার কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্তে ১ টি সংশোধিত পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নপূর্বক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট ৫২টি জেলায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
৩.	পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের অনাপত্তি (ছাড়পত্র) ইস্যুকরণ	জাতীয় পানি নীতির অনুসরণে এবং জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার পরিসীমার আলোকে প্রকল্প পর্যালোচনা বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধানামলী পরীক্ষা জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা এর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে	বিদ্যমান সক্ষমতা অনুসারে পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের উপর ৩নং কলামে বর্ণিত বিষয়ে পর্যালোচনান্তে ছাড়পত্র ইস্যু করা অব্যাহত আছে	বিদ্যমান সক্ষমতা অনুযায়ী বছরে ২০ থেকে ২৫টি প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান করা হবে।
৪.	জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য ভান্ডার সমৃদ্ধশালীকরণ	পানি সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ বিশ্লেষণ তথ্য-ভান্ডারে সংরক্ষণ তথ্য-উপাত্ত বিতরণ তথ্য-ভান্ডার হালনাগাদ	জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য-ভান্ডার সর্বশেষ ২০১৪ অর্থবছরে হালনাগাদ করা হয়েছে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ অব্যাহত আছে তথ্য-উপাত্ত বিতরণ অব্যাহত আছে	বাংলাদেশ পানি বিধিমালা বাস্তবায়ন কার্যক্রমের আওতায় জাতীয় তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার সমৃদ্ধিশালী করা হবে।
৫.	পানি সম্পদ খাতে সমন্বয় সাধন	পানি খাতে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রতি ৩ মাস অন্তর সভা অনুষ্ঠিতকরণ বছরে ২টি নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিতকরণ বছরে ১টি জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিতকরণ জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিতকরণ	নির্বাহী পরিষদের ১৬তম সভা বিগত ৪ অক্টোবর ২০১২ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ১৮ জুলাই ২০১৮ খ্রিঃ জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের ৯ম সভার খসড়া কার্যপত্র পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহী জেলায় সমন্বিত জেলা পানি ব্যবস্থাপনা কমিটির ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে	গত ১০ জুন ২০১৪ খ্রিঃ জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের ৯ম সভার তারিখ ধার্য করা হয়েছিল, তবে অনিবার্যকারণ বশতঃ তা স্থগিত করা হয়েছে বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর গেজেট প্রকাশিত হওয়ার পরে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি কার্যকর করা হবে

RRI

River Research Institute

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.rri.gov.bd

চতুর্থ অধ্যায়: নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (নগই)

পরিচিতি

নদী মাতৃক আমাদের এই বাংলাদেশ। এটি একটি জটিল পলিভরণকৃত বদ্বীপ। অসংখ্য বিনুনি শাখা - প্রশাখাসহ গঙ্গা, ব্রম্মপুত্র-যমুনা ও মেঘনা -এ ৩টি প্রধান ও সুবৃহৎ আন্তর্জাতিক নদী বাহিত পলিতে গঠিত এ দেশ । উত্তরের বন্যা, দক্ষিণের জলোচ্ছাস ও ঘূর্ণিঝড় এ অঞ্চলের জনজীবনকে করে বিপর্যস্ত। নদী ভাঙ্গন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এমতাবস্থায়, ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তৎকালীন সরকার ১৯৪৮ সালে ঢাকার তেজকুনী পাড়া মৌজায় (বর্তমান গ্রীন রোড) প্রায় ১২ একর জমির উপর হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরী নামে একটি গবেষণাগার সেচ পরিদপ্তরের অধীনে স্থাপন করে। ক্রমবর্ধমান পানি সম্পদ উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রন প্রকল্পের নানা রকম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও হাইড্রলিক সমস্যার ব্যাপক গবেষণার আধুনিক সুবিধাদি হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে সম্পাদন করা সম্ভব না হওয়ায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার উক্ত ল্যাবরেটরীকে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এ রূপান্তর করে এবং ১৯৭৮ সালে বাপাউবোর অধীনে ন্যস্ত করে। নদী গবেষণা ইনস্টিটউট এর স্বতন্ত্র অফিস স্থাপনের জন্য ফরিদপুর শহর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে ঢাকা - বরিশাল সড়কের পাশে হারুকান্দি নামক এলাকায় ৮৬ একর জমি অধিগ্রহণ করে ১৯৭৯ সালে ফরিদপুরে নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে ঢাকার গ্রীন রোডে অবস্থিত নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট ফরিদপুরে স্থানান্তর করা হয় এবং ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাপাউবোর অধীনে কাজ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নদী গবেষণা ইনস্টিটউট এর বহুমুখী গবেষণা কার্যক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে ৫৩ নং আইন বলে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটকে একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রন হতে আলাদা করে ১৯৯১ সালে পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের অধীনে ন্যস্ত করে।

নগই'র উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী (১৯৯০ সনের ৫৩ নং আইন অনুযায়ী)

- নদী প্রশিক্ষণ, নদীভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রন এবং সেচ ও পানি নিস্কাশনের প্রয়োজনে নক্শা প্রণয়নের জন্য মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা;
- পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা, পানি বিজ্ঞান, ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং পরিবেশগত বিষয়াদি বিশেষতঃ লবনাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং পানির গুণাগুণ সম্পর্কে গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা;
- নদী প্রশিক্ষণ, নদীভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রন এবং সেচ ও পানি নিস্কাশনের জন্য নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণ পরীক্ষা এবং নির্মাণ কাজের মানের তদন্ত এবং মূল্যায়ন করা;
- উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং তদ্সংশ্লিষ্ট কারিগরি বিষয়ে সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা;
- উপর্যুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করা;
- নগইর কার্যসমূহের মত একই প্রকার কার্যে নিয়োজিত অন্য কোন দেশী বা বিদেশী সংস্থার সাথে সহযোগিতা করা এবং যৌথ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং
- উপর্যুক্ত কার্যসমূহ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

নগই'র সাংগঠনিক কাঠামো

নদী গবেষণা ইনস্টিটউট একটি সংবিধিবদ্ধ বহুমুখী গবেষণামূলক সংস্থা যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের অধীনে কাজ করছে। ইনষ্টিটিউটের পরিচালনা ও প্রশাসন ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত। পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান, মহাপরিচালক নগই পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব এবং ইনষ্টিটিউটের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা।

নগই পরিচালনা বোর্ড

বর্তমান পরিচালনা বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিতঃ

(১)	**মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়**	**চেয়ারম্যান**
(২)	চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ফরিদপুর	সদস্য
(৩)	মাননীয় সংসদ সদস্য (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(৪)	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়	সদস্য
(৫)	সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রনালয়	সদস্য
(৬)	উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৭)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(৮)	পানি সম্পদ প্রকৌশলী/বিজ্ঞানী	সদস্য
(৯)	পানি সম্পদ প্রকৌশলী/বিজ্ঞানী	সদস্য
(১০)	মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটউট	সদস্য-সচিব

নগই'র কর্মকান্ড ও জনবল

নদী গবেষণা ইনস্টিটউট-এর সকল কর্মকান্ড যে ৩টি পরিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় সেগুলো হলোঃ

১. হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর
২. জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর
৩. প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর

ইনস্টিটিউট এর গবেষণাসহ বিভিন্ন কারিগরি কাজ যেমন ভৌত ও গাণিতিক মডেল স্ট্যাডি ও ল্যাবরেটরী টেস্ট যথাক্রমে হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর ও জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রশাসন ও অর্থ দপ্তরের মাধ্যমে নগই'র সার্বিক প্রশাসন পরিচালনাসহ অর্থনৈতিক বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রায় প্রতি বছরই ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে প্রেরণ করা হয়। এ অর্থ বছরে ২ (দুই) জন বিজ্ঞানী উচ্চ শিক্ষার্থে চায়না গমন করেছেন। প্রতি বছর নগই'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বিভিন্ন মেয়াদে দেশে-বিদেশে সেমিনার/কর্মশালা/কনফারেন্স/প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। ইনষ্টিটিউটের অনুমোদিত মোট জনবল ২৫৭ জন এবং বর্তমানে কর্মরত জনবল ১৯৮ জন।

নগই'র পরিদপ্তরভিত্তিক কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর

হাইডালিক রিসার্চ পরিদপ্তরের অধীনে ৩টি বিভাগ রয়েছে। সেগুলো হলোঃ

১) **রিভার এন্ড কোষ্টাল হাইড্রলিক বিভাগঃ** এই বিভাগের মাধ্যমে নদী প্রশিক্ষণ, নদী ভাঙ্গণরোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী কৌশল, নদীর পলল নিয়ন্ত্রণ, নদীর মোহনা ও জোয়ার ভাটা সম্পর্কিত গবেষণা কাজে ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। একমাত্র ভৌত মডেলের সমীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব হয় চ্যানেলের বাস্তব অবলোকনসহ পানির ঘুর্ণায়ন ও নদীর বাঁকের ক্রিয়াকর্মের ফলাফল নির্ণয় করা।

২) **হাইড্রলিক স্ট্রাকচার এন্ড ইরিগেশন বিভাগঃ** এই বিভাগের মাধ্যমে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কিত বিভিন্ন কাঠামো যেমন ব্রীজ, ব্যারেজ, স্লুইস, কালভার্ট, গ্রোয়েন, রিভেটমেন্ট ইত্যাদির প্রকৃত স্থান নির্ধারণসহ নকশা কাজে প্রয়োজনীয় প্যারামিটার যাচাইয়ের জন্য ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয় ।

৩) **ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং বিভাগঃ** এই বিভাগের উপর পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য নদীর পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা, পানি বিজ্ঞান, ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং পরিবেশগত বিষয়াদি বিশেষতঃ লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং পানির গুণাগুণ সম্পর্কে সমীক্ষা পরিচালনা করার দায়িত্ব প্রদান করা আছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে হাইডালিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলোঃ

- হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দিরাই-সাল- া-আজমিরিগঞ্জ রোডে (মোলণ্ডা-জলমুখা অংশ) কালনী নদীর উপর রোডওয়ে ব্রীজ নির্মানের লক্ষ্যে হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল ষ্ট্যাডি সম্পাদন করা হয়েছে। এ ষ্টাডির উদ্দেশ্য ছিল ব্রীজের সঠিক স্থান, দৈর্ঘ্য এবং ব্রীজ রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় স্টাকচার নির্ধারণ করা। এ ছাড়া এপ্রোচ রোড, একসেস রোডের সঠিক alignment ও প্রয়োজনীয় ব্রীজ, কালভার্ট এর অবস্থান ও দৈর্ঘ্য নির্ধারণও এ ষ্ট্যাডির লক্ষ্য ছিল।
- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এল.জি.ই.ডি), কিশোরগঞ্জ জেলার আওতায় "Hydrological and Morphological Study to Support Planning and for the Improvement of Nikli–Soharmul-Karimganj Road under Rural Infrastructures Development Project of Kishorgonj District under Local Government Engineering Department"- শীর্ষক কাজ।
- দিনাজপুর সড়ক বিভাগের আওতায় পুনর্ভবা নদীর উপর প্রস্তাবিত কাহারুল ব্রীজের হাইড্রলোজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল ষ্ট্যাডি সম্পাদনের নিমিত্তে "Hydrological & Morphological study for the proposed Kaharop Bridge over the Punarvaba river at 11th km of Birgonj Kaharol Road (z-5007) under Dinajpur Road Division"- শীর্ষক গবেষণা কাজ সম্পাদিত হয়েছে।
- ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর মাধ্যমে জামালপুর জেলার ঝিনাই নদী, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ, জিঞ্জিরাম নদী ও দশানী নদীর ভাঙ্গন হতে দেওয়ানগঞ্জ বকসীগঞ্জ উপজেলা এবং পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ এর ভাঙ্গন হতে শেরপুর জেলার শেরপুর সদর উপজেলায় নদী তীর সংরক্ষণ পাইলট প্রকল্পের কাজ বর্তমান অর্থ বছরে চলমান রয়েছে।
- ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর মাধ্যমে জামালপুর জেলার পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ ও দশানী নদীর ভাঙ্গন হতে ইসলামপুর উপজেলা এবং পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ এর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে মেলান্দহ ও জামালপুর সদর উপজেলায় নদী তীর সংরক্ষণ পাইলট প্রকল্পের কাজ বর্তমান অর্থ বছরে চলমান রয়েছে।
- "Physical Model study for Supporting Design of the Proposed Bangabandhu Railway Bridge upstream of Existing Bangabandhu Multipurpose Bridge over the River Jamuna" শীর্ষক মডেল স্ট্যাডির কাজ সম্পাদন করা হয়েছে এবং গত ২৭শে মার্চ ২০১৮খ্রিঃ Final Report ক্লায়েন্ট বরাবর দাখিল করা হয়েছে।
- সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন সাচনা-গোলকপুর সড়কের নতুন এলাইনমেন্ট এবং সেতুর অবস্থান ও ডিজাইন নির্ধারণের জন্য Topographical, Hydrological and Morphology শীর্ষক মডেল স্ট্যাডির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। Final Report ক্লায়েন্ট বরাবর দাখিল করা হয়েছে।
- "Investigation of Geotechnical Reasons for Bank failure on Daulatdia and Paturia site of Padma River of Bangladesh" শীর্ষক গবেষণা কাজ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে শুরু হয়েছে এবং চলমান রয়েছে।
- "Development of suitable technologies for removal of Manganese from ground water in household, Community and municipal levels" শীর্ষক গবেষণা কাজ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে শুরু হয়েছে এবং চলমান রয়েছে।
- সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন মদনপুর-দিরাই-শাল্লা সড়কের এলাইনমেন্ট ও রোড ওপেনিং নির্ধারণের জন্য Topographical, Hydrological and Morphological Study কাজ চলমান রয়েছে।
- Physical Model Investigation for sustainability of the Buriganga River Restoration Project শীর্ষক স্ট্যাডি কাজের খসড়া চুড়ান্ত রিপোর্ট তৈরীকরণ কাজ শেষ পর্যায়ে আছে।

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তরের অধীনে ৩টি বিভাগ রয়েছে। সেগুলো হলোঃ

১. **সয়েল মেকানিক্স এন্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভাগঃ** এই বিভাগের মাধ্যমে মাটির প্রকৌশলগত গুণাগুণ নির্ণয়কল্পে পরীক্ষার কাজ সম্পাদন করা হয়।

২. **ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগঃ** এই বিভাগের মাধ্যমে বালি, সিমেন্ট ও নির্মাণ সামগ্রীর গুণাগুণ নির্ণয়কল্পে পরীক্ষার কাজ সম্পাদন করা হয়।

৩. **সেডিমেন্ট, কেমিক্যাল এন্ড ওয়াটার পলুশান বিভাগঃ** এই বিভাগের মাধ্যমে নদীর পলির পরিমাণ এবং গুণাগুণ নির্ণয়সহ পানির রাসায়নিক বিশ্লেষণের কাজ সম্পাদন করা হয়।

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ অন্যান্য সংস্থার জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণকল্পে পরিকল্পনা ও ডিজাইনের নিমিত্তে সংগৃহীত মৃত্তিকা, কংক্রীট ও নির্মাণ উপকরণ সামগ্রী, পলি এবং পানির নমুনা পরীক্ষা করে থাকে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পরীক্ষা কাজের জন্য এ দপ্তর হতে প্রয়োজন অনুযায়ী অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান প্রেষণে স্থাপন করা হয়।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে নগই'র জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ

- সয়েল মেকানিক্স এন্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভাগে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও অন্যান্য সংস্থা হতে সংগৃহীত ১০৬৩টি মৃত্তিকা নমুনার প্রকৌশলগত গুণাগুণ পরীক্ষা করা হয় এবং যথারীতি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পরীক্ষিত নমুনার ফলাফলসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।
- ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগে বাপাউবোসহ অন্যান্য সংস্থা হতে সংগৃহীত ১১২টি নমুনা কংক্রীট ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।
- সেডিমেন্ট, কেমিক্যাল এন্ড ওয়াটার পলুউশন বিভাগে বাপাউবো হতে সংগৃহীত ৫৩৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। পলল রসায়ন ও পানি দূষণ বিভাগ পরীক্ষাগারে পরীক্ষা শেষে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চাহিদা মোতাবেক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।



Figure: A view of testing activities through Atomic Absorption Spectrometer to detect heavy metals in soil samples at Chemical Laboratory of RRI



Figure: Triaxial Shear Test Apparatus used for determining Shearing strength of soil



Figure: Universal Testing Machine (UTM) used for testing of MS rod, flat bar, concrete, block etc

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে নগই'র জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা কাজ

- নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক দুই বছর মেয়াদী (জুলাই/২০১৭ খ্রিঃ হতে জুন/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত) "Investigation of Geotechnical Reasons Bank Failure on Dauladia and Paturia site of Padma River of Bangladesh" শীর্ষক গবেষণার কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে। গত অর্থ বছরে চলমান শীর্ষক গবেষণার কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে দৌলতদিয়া ও পাটুরিয়া ঘাটে ফিল্ড ইনভেষ্টিগেশন করে পাঁচটি স্থান নির্ধারণ করা হয় এবং উক্ত স্থানসমূহের মোট পাঁচটি স্থানে বোরিং করে মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ করা হয়। উক্ত মৃত্তিকা নমুনার পরীক্ষা-নিরাক্ষার কাজ জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর এর মৃত্তিকা ল্যাবরেটরীতে চলমান রয়েছে। এই গবেষণার মাধ্যমে নদী ভাঙ্গনের জিওটেকনিক্যাল কারনসমূহ জানা যাবে এবং পরবর্তীতে নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেয়া যাবে।
- "ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার নদীর তীর ভাঙ্গন রোধ, ভূমিপূন:রুদ্ধার ও নাব্যতা বৃদ্ধি" শীর্ষক পাইলট প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে ফেব্রুয়ারী ২০১৮ হতে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর মাধ্যমে স্বল্প খরচে নদীর তীর ভাঙ্গন রোধ, নদীর তলদেশে পলি জমার পরিমাণ হ্রাস, নদীর পানির নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধি, নদী ভাঙন রোধের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক বিপর্যয় রোধ, নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, ভূমি পুনঃরুদ্ধার, ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং কোন ধরণের নদীর কোন গভীরতা পর্যন্ত কার্যকর সে সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ এবং ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর মাধ্যমে নদী শাসনের একটি ম্যানুয়াল তৈরী। প্রকল্পটির কাজ ফেব্রুয়ারী ২০১৮খ্রিঃ মাসে শুরু হয়েছে এবং ২৩৮৪.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫ টিসার্ভে এবং ২০টি ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর প্যাকেজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় গবেষণাসহ প্রকল্পটি জুন' ২০২১ এ সমাপ্তের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর

এই পরিদপ্তরের অধীনে ছয়টি শাখা রয়েছে। যথা- লাইব্রেরি, জনসংযোগ ও ফটোগ্রাফি, সম্পত্তি, ভান্ডার, সংস্থাপন এবং নিরীক্ষা ও হিসাব। এই দপ্তরের মাধ্যমে ইন্সটিটিউট এর প্রশাসন, হিসাব ও নিরীক্ষা, গণসংযোগ, সম্পত্তি, জনশক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়নের কাজ করা হয়।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আয়-ব্যয়ের হিসাবের বিবরণ (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	খাত	আয়	ব্যয়	
১	সরকারি অনুদান	১৩৭৬.৬০	সংস্থাপনঃ ○ কর্মকর্তাদের বেতন ○ কর্মচারীদের বেতন ○ ভাতাদি ○ সরবরাহ ও সেবা ○ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ○ মূলধন ব্যয় ○ অব্যয়িত অর্থ	 ২২৩.৮৬ ৩৪২.৪৯ ৫৩০.০৩ ১৯৩.৩২ ৫২.২২ ২৮.৩০ ৬.৩৮
২	মডেল স্ট্যাডি বাবদ	৩৯৫.৫১	মডেল স্ট্যাডি বাবদ	২৬০.৫১
৩	মৃত্তিকা নমুনা পরীক্ষার ফি	৩১.৪২	মৃত্তিকা নমুনা পরীক্ষা	১৫.৬০
৪	অন্যান্য	২৭.৫৭	উদ্বৃত্ত	১৭৮.৩৯
	মোট	১৮৩১.১০	মোট	১৮৩১.১০

নগই'র সুবিধাদি

- উন্মুক্ত মডেল এলাকাঃ নয়টি কম্পার্টমেন্টের সমন্বয়ে উন্মুক্ত মডেল এলাকা গঠিত। নয়টির মধ্যে তিনটির সাইজ ১২৫ মিটার x ৪০ মিটার এবং বাকী ছয়টির সাইজ ৬০ মিটার x ৪০ মিটার। প্রতিটি কম্পার্টমেন্ট ক্যানেল নেটওর্য়াকের সহিত সংযুক্ত এবং পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে ক্যানেল নেটওর্য়াকে পানি সরবরাহ করা হয়। পাম্পিং স্টেশনে স্থাপিত পাম্পের ও ক্যানেলের সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা ৬০০ লিটার/সেকেন্ড।
- ইনডোর মডেল এলাকাঃ দীর্ঘমেয়াদি গবেষণার জন্য দুটি মডেল শেড রয়েছে, যার প্রতিটির সাইজ ১০০ মিটার x ৩০ মিটার। শেড দুটির একটিতে ওয়েব বেসিন, টিলটিং ফ্লুম সহ ফ্লুম বেড রয়েছে।
- ল্যাবরেটরিঃ জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কনক্রিট, সেডিমেন্ট টেকনোলজি, হাইড্র এন্ড জিও - কেমিস্ট্রি ফিল্ডে গবেষণাসহ পরীক্ষা - নিরীক্ষা কাজের জন্য তিনটি ল্যাবরেটরি রয়েছে, যার ফ্লোর এরিয়া ২০০০ বর্গ মিটার এবং বিভিন্ন সাইজের ও মাপের প্রায় ৯১টি যন্ত্রপাতি রয়েছে। এ ছাড়া গাণিতিক মডেল সম্পাদনের জন্য একটি Sophisticated ল্যাবরেটরীও রয়েছে।
- রেস্ট হাউসঃ নগইতে উন্নত সুযোগ সুবিধা সম্বলিত দুটি VIP কক্ষ ও ৮টি AC কক্ষ বিশিষ্ট একটি আধুনিক রেষ্ট হাউস রয়েছে।
- অডিটোরিয়াম/কনফারেন্সঃ নগইতে ৩০০ জন লোক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অডিটোরিয়াম আছে। এ ছাড়া ৬০ জন ও ৩০ জন লোক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি কনফারেন্স রুমও আছে।
- জেনারেটরঃ নগই REB এর পাওয়ার সাপ্লাই এর সাথে সংযুক্ত। এর অতিরিক্ত নগইতে দুটি পাওয়ার জেনারেটর আছে। নগইতে REB এর পাওয়ার সাপ্লাই না থাকলে এগুলো নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে।

নগই'র প্রকাশনা

প্রতি বছর একটি করে টেকনিক্যাল জার্নাল প্রকাশিত হয়। ইহা একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিজ্ঞান গবেষণা পেপার, যার রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ISSN 1606-9277; এ ছাড়াও নগইর কার্যক্রমের উপর প্রতি বছর Annual Report প্রকাশিত হয়।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ

www.jrcb.gov.bd

পঞ্চম অধ্যায়: যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ

ভূমিকা

আবহমানকাল ধরে নদীমাতৃক বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা আবর্তিত হচ্ছে পানিকে ঘিরে। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রায় ৪০৫টি নদী প্রবাহিত হচ্ছে। এ নদীগুলোর মধ্যে ৫৭টি হচ্ছে আন্তঃসীমান্ত নদী। ৫৭টি আন্তঃসীমান্ত নদীর মধ্যে ৫৪টি নদী ভারত হতে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং ৩টি এসেছে মায়ানমার থেকে। ৫৪টির মধ্যে ৫১টি নদী বস্তুতঃপক্ষে তিনটি বৃহৎ নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনার অববাহিকাভুক্ত। এ তিনটি নদী অববাহিকার মোট আয়তন ১.৭২ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার, যার মাত্র ৭ শতাংশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত। বর্ষা মৌসুমে পানির অতি আধিক্য এবং শুকনো মৌসুমে পানির নিদারুণ দুষ্প্রাপ্যতা আমাদের দেশের পানি সম্পদ ক্ষেত্রে এক রূঢ় বাস্তবতা। পানি সম্পদ সংক্রান্ত সকল পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন বহুলাংশে নির্ভর করে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অভিন্ন ৫৪টি আন্তঃসীমান্ত নদীর পানির যথাযথ বণ্টন ও ব্যবস্থাপনার উপর।

গঠন ও জনবল

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে দু'দেশের বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে অভিন্ন নদীর ব্যাপক জরিপ কার্যক্রম পরিচালন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য স্থায়ী ভিত্তিতে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়। এছাড়া, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণের বিস্তারিত প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রধান প্রধান নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের উপর সমীক্ষা পরিচালন, উভয় দেশের জনগণের পারস্পরিক সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে এতদাঞ্চলের পানি সম্পদের ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার এবং বাংলাদেশের সাথে ভারত সংলগ্ন এলাকায় পাওয়ার গ্রীড সংযোজনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য দু'দেশের বিশেষজ্ঞদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের স্ট্যাটিউট (Statute) স্বাক্ষরিত হয়। মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ পক্ষের চেয়ারম্যান।

স্ট্যাটিউটে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন বিশেষভাবে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদন করবে বলে উল্লেখ রয়েছেঃ

ক. অংশগ্রহণকারী দু'দেশের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে সর্বাধিক যৌথ ফলপ্রসূ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অভিন্ন নদীসমূহ থেকে সর্বোচ্চ সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

খ. বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ উদ্ভাবন ও যৌথ প্রকল্প বাস্তবায়নের সুপারিশকরণ;

গ. আগাম বন্যা সতর্কীকরণ, বন্যা পূর্বাভাস ও ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রস্তাব প্রণয়ন;

ঘ. দু'দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের সমীক্ষা পরিচালন যাতে করে উভয় দেশের জনসাধারণের পারস্পারিক সুফল আনয়নে আঞ্চলিক পানি সম্পদ সমতার ভিত্তিতে ব্যবহার করা যায়;

ঙ. উভয় দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ সমস্যার উপর সমন্বিত গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন।

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের বাংলাদেশ পক্ষের কার্যাবলীসহ আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বণ্টন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সরকার যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর ৪৮ জনবল বিশিষ্ট একটি সেট আপ অনুমোদন করেছে। সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

আন্তঃসীমান্ত নদীসমূহের পানি সম্পদের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও বণ্টন বিষয়ে ভারত ছাড়াও একই অববাহিকাভুক্ত অন্যান্য দেশ যথাঃ চীন ও নেপালের সঙ্গে যৌথ নদী কমিশনের আনুষ্ঠানিক সমঝোতা রয়েছে এবং উপরোক্ত দেশসমূহের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিদ্যমান আছে।

যৌথ নদী কমিশন গঠনের পর থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বণ্টন, বন্যা পূর্বাভাস সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় তীর সংরক্ষণমূলক কাজ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার জন্য কমিশনের মোট ৩৭টি সভা পর্যায়ক্রমে ঢাকা ও দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিশনের সর্বশেষ (৩৭তম) সভা মার্চ, ২০১০ মাসে নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো

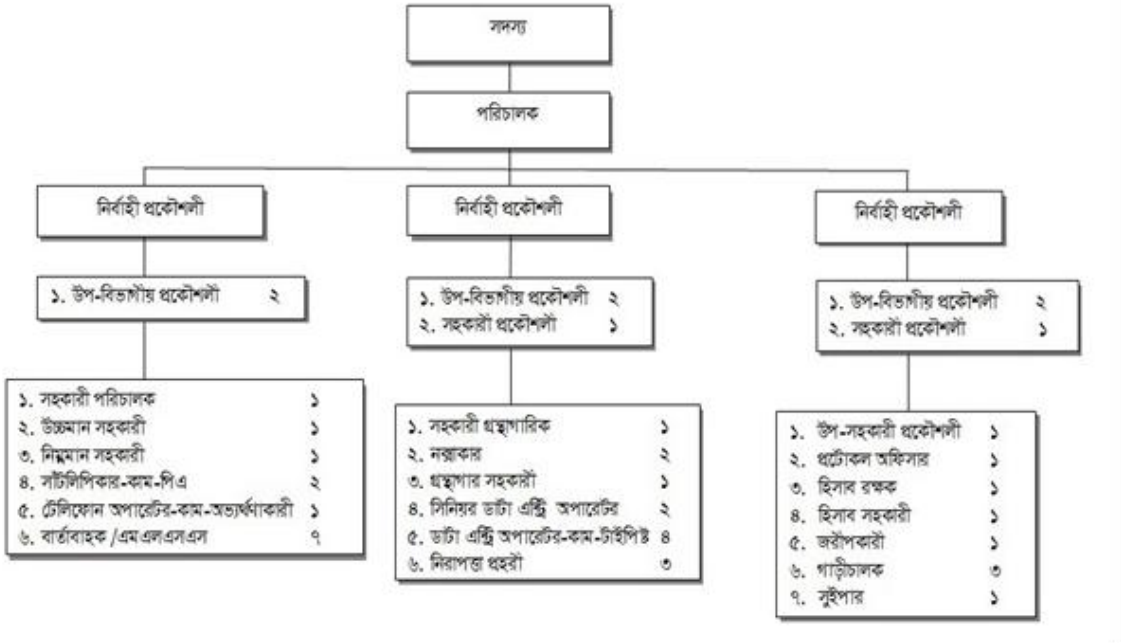

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর জনবলের বিবরণ (জুন, ২০১৮ অনুযায়ী)

গ্রেড	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
৪র্থ (নিজ বেতনক্রমে)	১	১	০
৪র্থ	১	১	০
৫ম	৩	১	২
৬ষ্ঠ	৬	৫	১
৯ম	৩	০	৩
১০ম	২	১	১
১১তম	৩	১	২
১৩তম	৩	১	২
১৫তম	৫	০	৫
১৬তম	১০	৫	৫
২০তম	৭	২	৫
চুক্তি ভিত্তিক	৪	৪	০
মোট	৪৮	২২	২৬

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর অনুমোদিত যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদির বিবরণ (টিওএন্ডই)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা
১।	কার	১টি
২।	মাইক্রোবাস	২টি
৩।	মটর সাইকেল	১টি
৪।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র	৮টি
৫।	পাবলিক এড্রেস সিস্টেম	১টি
৬।	কম্পিউটার	২৩টি
৭।	ল্যাপটপ	২টি
৮।	স্ক্যানার	১টি
৯।	প্রিন্টার	৮টি
১০।	ফ্যাক্স মেসিন	১টি
১১।	ফটোকপিয়ার	২টি
১২।	মাল্টিমিডিয়া	১টি
১৩।	শ্রেডার মেশিন	২টি
১৪।	প্ল্যানিমিটার	২টি
১৫।	রোটোমিটার	২টি
১৬।	আইপিএস	২টি
১৭।	রেফ্রিজারেটর	১টি
১৮।	হ্যান্ড হেল্ড জিপিএস	১টি
১৯।	মাইক্রোওভেন	১টি
২০।	ক্যামেরা	১টি

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যাবলী

১. আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বণ্টন, যৌথ ব্যবস্থাপনা, বন্যা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বিনিময়, ভারতীয় এলাকায় প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম এবং সীমান্তবর্তী এলাকার বাঁধ ও নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে ভারতের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

২. ১৯৯৬ সালের গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির আওতায় প্রতি বছর ১লা জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়কালে ভারতের ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর যৌথ প্রবাহ পর্যবেক্ষণ ও পানি বণ্টন এবং বাংলাদেশের হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট যৌথ প্রবাহ পর্যবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;

৩. আন্তঃসীমান্ত নদী অববাহিকায় যৌথভাবে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন, পানি সম্পদের আহরণ ও উন্নয়ন, নেপালে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম এবং গবেষণা ও কারিগরী সংক্রান্ত বিষয়ে নেপালের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৪. পানি সম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতা, আন্তঃসীমান্ত নদী অববাহিকায় চীন কর্তৃক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম, ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় বন্যা পূর্বাভাসের তথ্য-উপাত্ত বিনিময় ও সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে আলোচনার জন্য চীনের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং

৫. যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের বাংলাদেশের সচিবালয়/ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করেঃ

- আন্তর্জাতিক সেচ ও নিষ্কাশন কমিশন (ICID) এর বাংলাদেশ সচিবালয়;
- ইন্টার-ইসলামিক নেটওয়ার্ক ফর ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট (INWRDAM) এর জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট ও
- পানি সম্পদ সম্পর্কিত ওআইসি (OIC) এর জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি

ভারত সত্তর দশকের প্রথম দিকে কোলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষাকল্পে গঙ্গার পানি প্রত্যাহারের লক্ষ্যে ফারাক্কা নামক স্থানে একটি ব্যারেজ নির্মাণ করে। এ প্রেক্ষিতে ফিডার ক্যানেল চালুর জন্য ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে (৪১ দিন) সময়কালে বিভিন্ন ১০ দিনে ফারাক্কা পয়েন্ট থেকে ১১০০০ হতে ১৬০০০ কিউসেক পানি ভাগিরথী-হুগলী নদী দিয়ে প্রত্যাহারের নিমিত্ত ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীকালে দু'দেশের মধ্যে কোন সমঝোতা না হওয়ায় ১৯৭৬ সালের শুকনো মৌসুম থেকে ভারত একতরফাভাবে ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহার শুরু করে। ফলে ভারতের সাথে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

এরই প্রেক্ষিতে বিস্তারিত আলোচনার পর ৫ নভেম্বর, ১৯৭৭ সালে ভারতের সাথে শুকনো মৌসুমে (০১ জানুয়ারি-৩১ মে) ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন বিষয়ে পাঁচ বছরের স্বল্প মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির মেয়াদান্তে ১৯৮২ ও ১৯৮৫ সালে গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে দু'টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ সালে শুকনো মৌসুম পর্যন্ত গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে কোন চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক ছিল না।

১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ফলপ্রসূ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার মাত্র ৬ মাসের মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের মধ্যে ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর শুকনো মৌসুমের (০১ জানুয়ারি-৩১ মে) প্রবাহ বণ্টনের লক্ষ্যে ত্রিশ বছর মেয়াদি একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী ১৯৯৭ হতে প্রতিবছর শুকনো মৌসুমে ০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়কালে ফারাক্কায় লব্ধ গঙ্গার পানি দু'দেশ বণ্টন করছে।

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী ২০১৭ সালের শুকনো মৌসুমের পানি বণ্টন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমিটি কর্তৃক ২০১৭ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অক্টোবর, ২০১৭ মাসে অনুষ্ঠিত কমিটির ৬৭তম সভায় চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ বার্ষিক প্রতিবেদন ইতোমধ্যে সরকারের নিকট পেশ করা হয়েছে।

২০১৮ সালের শুকনো মৌসুমেও (০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে) চুক্তি অনুযায়ী ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমিটি কর্তৃক ২০১৮ সালের শুকনো মৌসুমে হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট যৌথ প্রবাহ পরিমাপের সাইট পরিদর্শন ও ৬৮তম সভা ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ মাসে ঢাকায় এবং ফারাক্কায় যৌথ প্রবাহ পরিমাপের সাইট পরিদর্শন ও ৬৯তম সভা মে, ২০১৮ মাসে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।



০৪ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিটির ৬৭তম বৈঠকে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন সংক্রান্ত ২০১৭ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন স্বাক্ষর



২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিটির ৬৮তম বৈঠক শেষে বৈঠকের সম্মত কার্যবিবরণী স্বাক্ষর



০৭ মে, ২০১৮ তারিখে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিটির প্রতিনিধিদল কর্তৃক ৬৯তম বৈঠকের পূর্বে ভারতের ফারাক্কা ব্যারেজের ফিডার ক্যানেলের প্রবাহ পরিমাপ সাইট পরিদর্শন



০৮ মে, ২০১৮ তারিখে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিটির ৬৯তম বৈঠক শেষে বৈঠকের সম্মত কার্যবিবরণী স্বাক্ষর

তিস্তা নদীর পানি বণ্টন

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির অনুচ্ছেদ ৯ এর আলোকে তিস্তা নদীর পানি বণ্টনকে অগ্রাধিকার প্রদান করে তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার, মনু, মুহুরী, খোয়াই ও গোমতী নদীর পানি দু'দেশের মধ্যে বণ্টনের জন্য স্থায়ী/দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩২তম সভায় দু'দেশের পানি সম্পদ সচিবদ্বয়ের নেতৃত্বে যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর তিস্তাকে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক অন্যান্য অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে, ইতোমধ্যেই তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির ফ্রেমওয়ার্ক চূড়ান্ত করা হয়েছে।

গত সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ন্যায়ানুগতা ও সমতার ভিত্তিতে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনে নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়নের অগ্রগতিকে স্বাগত জানিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় দু'দেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অতিশীঘ্র চুক্তিটি সম্পাদনে কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় উল্লেখ রয়েছে যে, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১১ সালে দু'দেশের মধ্যে সম্মত রূপরেখা অনুযায়ী অনতিবিলম্বে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের অনুরোধ জানান। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে অবহিত করেন যে, যথাশীঘ্র তিস্তা ও ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা চলছে।

গত ০৮ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে যে, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১১ সালে দু'দেশের মধ্যে সম্মত রূপরেখা অনুযায়ী তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের অনুরোধ জানান। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে পুনঃউল্লেখ করেন যে, তাঁর সরকার শীঘ্র চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে ভারতের সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে কাজ করছে।

বর্তমানে দু'দেশের মধ্যে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ফেণী, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টন

বাংলাদেশ ও ভারতের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ে ১৯৯৭ সালে গঠিত যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির বৈঠকসহ বিভিন্ন বৈঠকে উপরোক্ত নদীসমূহের পানি বণ্টন বিষয়ে আলোচনা হয়।

গত ১০ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দু'দেশের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে শুকনো মৌসুমে ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে চুক্তির একটি ঋৎধসবড়িৎশ চূড়ান্ত করা হয়েছে।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় উল্লেখ রয়েছে যে, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১১ সালে দু'দেশের মধ্যে সম্মত রূপরেখা অনুযায়ী অনতিবিলম্বে তিস্তার অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের অনুরোধ জানান। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে অবহিত করেন যে, যথাশীঘ্র তিস্তা ও ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা চলছে। বর্তমানে দু'দেশের মধ্যে ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জানুয়ারি, ২০১০ মাসে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের পর প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারে দু'দেশের পানি সম্পদ মন্ত্রীকে যৌথ নদী কমিশনের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টনের বিষয়ে আলোচনা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

গত সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে যে, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টনের বিভিন্ন বিষয়ে যৌথ নদী কমিশন, সচিব পর্যায় ও কারিগরী পর্যায়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে বলে দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অবহিত হয়েছেন।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় অন্যান্যের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টনের লক্ষে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বৈঠকে আলোচনা অব্যাহত আছে মর্মে দুই প্রধানমন্ত্রী অবগত হয়ে দ্রুত এ সকল নদীর পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দু'দেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন।

গত ০৮ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে যে, দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ফেণী, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা এবং দুধকুমার নদীর পানি বণ্টনের লক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠানের নির্দেশ প্রদান করেছেন।

উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহের প্রেক্ষিতে মে, ২০১১ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত সময়কালে যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বিভিন্ন বৈঠকে মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির ঋৎধসবড়িৎশ প্রস্তুতের জন্য কিছু তথ্য-উপাত্ত বিনিময় করা হয়েছে।

আন্তঃসীমান্ত নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ

২০০৩-০৪ অর্থ বছর হতে ২০০৮-০৯ অর্থবছর পর্যন্ত পারস্পরিক সমঝোতার অভাবে বাংলাদেশ ও ভারতের আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

জানুয়ারি, ২০১০ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে দীর্ঘদিন যাবত বন্ধ থাকা আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের বিষয়ে দু'পক্ষ একমত হয়।

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ১২ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে নতুন দিল্লীতে প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারের (Joint Communique) ২৮.বি. অনুচ্ছেদে উভয় দেশের মহানন্দা, করতোয়া, নাগর, কুলিক, আত্রাই, ধরলা এবং ফেণী নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রবাহিত বিভিন্ন আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় মূল্যবান ভূ-খন্ড, স্থাপনা ও বিওপি রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ দু'দেশ কর্তৃক যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বিভিন্ন বৈঠকে বিনিময়কৃত তালিকা অনুযায়ী ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে শুরু হয়ে অদ্যাবধি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন চলমান আছে।

গত সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে যে, মহানন্দা, করতোয়া, নাগর, কুলিক, আত্রাই, ধরলা, পুনর্ভবা, ফেণী, খোয়াই, সুরমা ইত্যাদি নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে তা অবহিত হয়ে দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

গত ১৮ মে, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বৈঠকে পূর্ববর্তী বৈঠকসমূহে বিনিময়কৃত আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জন্য দু'দেশের বাস্তবায়নাধীন/পরিকল্পনাধীন তীর সংরক্ষণমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। বৈঠকে বাংলাদেশ পক্ষ ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য পরিকল্পনাধীন আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় নদীতীর সংক্ষণমূলক কাজের তালিকা বিনিময় করে। বৈঠকে দু'দেশের স্থানীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীকে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে নিজ নিজ দেশের তীর সংরক্ষণমূলক কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের অনুরোধ জানানো হয়।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা

ভারত থেকে আন্তঃসীমান্ত নদীর বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত প্রেরণের বিষয়ে ১৯৭২ সাল থেকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। উক্ত ব্যবস্থার আওতায় বর্ষা মৌসুমে ভারত ১৫ মে হতে ১৫ অক্টোবর সময়কালে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার বিভিন্ন নদীর কিছু কিছু স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করে। এছাড়া ভারত কয়েকটি খরস্রোতা নদীর উপাত্ত ১ এপ্রিল থেকে সরবরাহ করে। ভারত থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সর্বোচ্চ ১২০ ঘণ্টার বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করছে। বাংলাদেশ বর্তমানে ভারত থেকে বিভিন্ন নদীর বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বিরতিহীনভাবে পাচ্ছে যা বাংলাদেশে ফলপ্রসূ বন্যা পূর্বাভাস প্রদানে সহায়তা করছে। এর ফলে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে। জানমালের ক্ষয়ক্ষতি আরো হ্রাসের নিমিত্ত বন্যা পূর্বাভাসের সময় বৃদ্ধিকল্পে ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন নদীর আরো উজানের স্টেশনের তথ্য-উপাত্তের জন্য আলোচনা অব্যাহত আছে।

ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্প

বাংলাদেশে প্রবাহিত সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর উজানের স্রোতধারা ভারতে বরাক নদী হিসেবে পরিচিত। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের অমলশীদ নামক স্থান হতে প্রায় ২০০ কিলোমিটার উজানে ভারত বরাক নদীতে টিপাইমুখ নামক স্থানে ড্যাম নির্মাণ করে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে মর্মে জানা যায়।

উল্লেখ্য, ভারত ২০০৯ সালের মে মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জানায় যে, টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্পে কোন সেচ কম্পোনেন্ট নেই এবং বরাক নদী হতে কোন পানি প্রত্যাহার করা হবে না। এছাড়া অদ্যাবধি উক্ত প্রকল্পের কাজ শুরু হয়নি বলেও ভারত সরকার জানিয়েছে।

জাতীয় সংসদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতির নেতৃত্বে একটি বাংলাদেশ সংসদীয় প্রতিনিধিদল গত ২৯ জুলাই হতে ০৪ আগস্ট, ২০০৯ সময় পর্যন্ত ভারতের প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রীর সাথে প্রতিনিধিদল পৃথকভাবে আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনাকালে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী পুনঃনিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় কোন সেচ কম্পোনেন্ট নেই এবং ড্যামের ভাটিতে ফুলেরতল বা অন্য কোন স্থানে ব্যারাজ বা অন্য কোন পানি প্রত্যাহারমূলক অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে না। পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধিদল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট এবং জাতীয় সংসদে এতদ্‌সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করে।

জানুয়ারি, ২০১০ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুনরায় আশ্বাস প্রদান করেছেন যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

মার্চ, ২০১০ মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ পুনরায় উল্লেখ করে যে, প্রস্তাবিত টিপাইমুখ ড্যাম জলবিদ্যুৎ তৈরি ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পানি প্রত্যাহারের জন্য নয়। বরং শুকনো মৌসুমে এর মাধ্যমে বরাক/মেঘনা নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া ভারত পুনরায় আশ্বাস প্রদান করে যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে পুনরায় আশ্বাস প্রদান করেছেন যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে।

সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে সফল আলোচনার ফলশ্রুতিতে, ভারতের পরিকল্পিত টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বিষয়ে গঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের অধীনস্থ সাবগ্রুপের আওতায় যৌথ সমীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে। ভারত কর্তৃক সরবরাহকৃত সীমিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে অদ্যাবধি Mathematical Modelling ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে Impact Assessment এর বিষয়ে ২য় Interim Report প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া Mathematical Modelling এর Draft Final Report প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ভারত হতে প্রয়োজনীয় আরো অতিরিক্ত তথ্য উপাত্ত প্রাপ্ত হলে তা ব্যবহার করে Mathematical Model এর নির্ভরযোগ্য ফলাফল পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য, ভারত সাব গ্রুপের ৩য় বৈঠকে (জানুয়ারি, ২০১৫) টিপাইমুখ প্রকল্পের আঙ্গিক পরিবর্তন হবে মর্মে অবহিত করেছে এবং পরিবর্তিত তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করবে মর্মেও জানিয়েছে।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে উল্লেখ করেন যে, সংবিধিবদ্ধ প্রয়োজনে টিপাইমুখ প্রকল্পের কাজ বর্তমান আঙ্গিকে এখন এগিয়ে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না এবং এ বিষয়ে ভারত এককভাবে এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না যাতে বাংলাদেশে বিরূপ প্রভাব পরে মর্মে অবহিত করেছেন।

যৌথ সমীক্ষা সম্পন্ন করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত তথ্য উপাত্ত বা পরিবর্তিত তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করতে ভারতীয় পক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প

ভারত ৩৭টি নদীর ৩০টি সংযোগের মাধ্যমে আন্তঃবেসিন পানি স্থানান্তরের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়। এ ৩০ টি সংযোগের মধ্যে ১৪ টি হিমালয়ান নদী ও ১৬ টি পেনিনসুলার নদীর সংযোগ অন্তর্ভূক্ত আছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের বৈঠক ও আলোচনায় ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় নির্ভর নদী হতে পানি স্থানান্তর করা হলে বাংলাদেশের বিরূপ প্রভাব পড়বে মর্মে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং ভারত যেন হিমালয় নির্ভর নদী হতে পানি স্থানান্তর না করে সেজন্য বাংলাদেশের পক্ষ হতে ভারতকে অনুরোধ জানানো হয়।

গত মার্চ, ২০১০ মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ পূর্বের ন্যায় অভিমত ব্যক্ত করে যে, ভারত একক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নদী আন্তঃসংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় নির্ভর নদীর পানি প্রত্যাহার করবে না যা বাংলাদেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে পুনঃব্যক্ত করেন যে, তারা আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় হতে উৎসরিত নদীর পানি স্থানান্তরের বিষয়ে কোন একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না যা বাংলাদেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে।

বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে সহযোগিতা

১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের দুটি প্রলয়ংকরী বন্যার পর দু'দেশের শীর্ষ পর্যায়ের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ-নেপাল যৌথ স্টাডি টিম বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রণয়নপূর্বক নিজ নিজ সরকারের নিকট পেশ করে যা দু'দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। উক্ত রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়। বিগত ডিসেম্বর, ২০০১ সনে অনুষ্ঠিত নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, নেপালী পক্ষ নেপালে অবস্থিত নদীসমূহের বন্যা সংক্রান্ত উপাত্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে প্রেরণ করবে। এখানে উল্লেখ্য যে, নেপাল ২০০২ সালের বর্ষা মৌসুম হতে তাদের কোসি ও নারায়ণি নদীর পানির লেভেল ও বৃষ্টিপাত সংক্রান্ত উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করে আসছে।

উল্লেখ্য, দু'দেশের মধ্যে পানি সম্পদের আহরণ এবং বন্যা ও বন্যার ক্ষয়ক্ষতির প্রকোপ প্রশমনে যৌথ অনুসন্ধান, গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে উভয় দেশ কর্তৃক বিভিন্ন বিভাগসমূহ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ কারিগরি সমীক্ষা দল (JTST) গঠিত হয়েছে। উপরোক্ত সমীক্ষা পরিচালনার নিমিত্ত নেপালের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের বিষয়ে সহযোগিতা

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা বিদ্যমান আছে। সমঝোতা অনুযায়ী উভয় পক্ষ পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত নীতিমালা এবং প্রবিধান, গবেষণা এবং উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা করতে সম্মত হয় যার উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপঃ

- আন্তর্জাতিক পানি ফোরামে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমন্বয় সাধন;
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি ঘটিত দুর্যোগ হ্রাস, নদী শাসন, পানি সম্পদের ব্যবহার এবং উন্নয়ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা;
- ইয়ালুং জাংবো/ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ের মাধ্যমে বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সমতা এবং ন্যায়ানুগতার ভিত্তিতে অত্র অঞ্চলের সীমান্ত নদীসমূহের পানি সম্পদের ব্যবহার এবং সংরক্ষণ করা।

উল্লিখিত সমঝোতার আলোকে বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে চীন তার ভূ-খন্ডে অবস্থিত ইয়ালুং জাংবো/ব্রহ্মপুত্র নদের তিনটি স্টেশন যথা Nuxia, Nugesha ও Yangcun এর বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত জুন, ২০০৬ মাস থেকে বাংলাদেশকে সরবরাহ করছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে বন্যার তথ্য-উপাত্ত প্রেরণের নিমিত্ত সেপ্টেম্বর, ২০০৮ মাসে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ৫ বছর মেয়াদী একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারকটি জুন, ২০১৪ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দু'দেশের পানি সম্পদ সচিব/ভাইস মিনিস্টার পর্যায়ের বৈঠকে ৫ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়। এ সমঝোতা স্মারকের আলোকে তথ্য উপাত্ত প্রেরণ সংক্রান্ত Implementation Plan গত মার্চ, ২০১৫ মাসে চীনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও চীনের সচিব/ভাইস-মিনিস্টার পর্যায়ের বৈঠকে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

চীনের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পারস্পারিক সহযোগিতার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। গত বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশে আগাম বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বন্যা সংক্রান্ত তথা উপাত্ত বাংলাদেশকে চীন সরবরাহ করেছে।

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতার লক্ষ্যে এপ্রিল, ২০১৭ মাসে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় দু'দেশের পানি সম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণের নিমিত্ত বন্যা প্রতিরোধ, খরা মোকাবিলা ও প্রতিরোধ এবং ভূমি ক্ষয় প্রতিরোধ বিষয়ে দু'পক্ষ সম্মত হয়।

অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ ও ভারত হিমালয় হতে উৎপন্ন তিনটি আন্তর্জাতিক বৃহৎ নদী যথা-গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও বরাক/মেঘনার একই অববাহিকাভূক্ত দেশ। নদী তিনটির অন্যান্য অববাহিকাভূক্ত দেশ হচ্ছে- নেপাল, ভূটান ও চীন। এ অঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা আবর্তিত হচ্ছে পানিকে ঘিরে। বর্ষা মৌসুমে পানির অতি আধিক্য ও শুকনো মৌসুমে পানির নিদারুণ দুষ্প্রাপ্যতা এতদাঞ্চলের পানি সম্পদ ক্ষেত্রের একটি রূঢ় বাস্তবতা। এতদাঞ্চলের পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর। বিষয়টি যথার্থতা উপলব্ধি করে গত সেপ্টেম্বর, ২০১১ সময়ে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশ ও ভারত সরকার একটি যুগান্তকারী Framework Agreement on Cooperation for Development স্বাক্ষর করেছে।

উক্ত Framework Agreement এর ২নং অনুচ্ছেদে বিধৃত আছে যে, অভিন্ন নদীর পানি বণ্টনের মাধ্যমে পারস্পরিক সুফল অর্জনের লক্ষ্যে উভয় দেশ অববাহিকাভিত্তিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সম্ভাবনা ক্ষতিয়ে দেখবে।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় উভয় প্রধানমন্ত্রী Framework Agreement এর ২নং অনুচ্ছেদের আলোকে যৌথ অববাহিকা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অভিন্ন নদীর পানি বণ্টনসহ সার্বিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ইস্যুসমূহ নিয়ে আলোচনা করার অঙ্গীকার পুনঃব্যক্ত করেন। এ প্রেক্ষিতে অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর মধ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যক্রমসমূহের লক্ষ্যমাত্রা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যে অন্তর্ভূক্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন এর অধীনস্থ বিভিন্ন কমিটির ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals)

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা Sustainable Development Goals (SDG) বাস্তবায়নে আন্তঃসীমান্ত নদীর অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

প্রশিক্ষণ

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কর্মকর্তাদের Watershed and River Basin Management,Water Resources Management, Water Resources Management & Food Security, Shared Water Governance and regional Cooperation in the GBM Basin ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক, IUCN ও চীন সরকার এর সহযোগিতায় বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, উচ্চতর শিক্ষা, কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচীর আওতায় যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কর্মকর্তাগণ বিদেশে নিম্নবর্ণিত উচ্চতর শিক্ষা, কর্মশালা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেছেন।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কর্মসূচীর সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২০১৭-২০১৮	০৪	০৪

এছাড়া, কমিশনের কর্মকর্তাগণ গত ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেছেন।

স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কর্মসূচীর সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২০১৭-২০১৮	০৬	১২

অন্যান্য কার্যক্রম

এতদাঞ্চলের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, কমিশন International Commission on Irrigation & Drainage (ICID) - এর বাংলাদেশ জাতীয় কমিটির সচিবালয় এবং Inter-Islamic Network on Water Resources Development and Management (INWRDAM) ও Organisation of Islamic Cooperation (OIC) পানি সম্পর্কিত এর জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

গত ০৫ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ICID এর বাংলাদেশ জাতীয় কমিটি কর্তৃক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ব পানি দিবস ২০১৮ এর প্রতিপাদ্য অনুযায়ী সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল 'পানির জন্য প্রকৃতি' ('Nature for Water') ।



পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিটি অব আইসিআইডি (BANCID) এর আয়োজনে এবং BWDB, IWM ও CEGIS এর সহযোগিতায় ০৫ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনার

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

বাজেটের প্রকৃতি	২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ (সংশোধিত)	জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	মন্তব্য
অনুন্নয়ন বাজেট	৪০৫.০০ লক্ষ টাকা	৩১০.২৫ লক্ষ টাকা	অবমুক্তকৃত অর্থের মধ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় এবং বেতন ও ভাতাদিসহ অন্যান্য খরচ কম হওয়ায় অব্যয়িত ৯৪.৭৫ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা করা হয়েছে।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ দপ্তরের উত্তম চর্চাসমূহের তথ্যাদি

- ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে প্রায় ৭০% নথি নিষ্পন্ন করা হচ্ছে।
- ১৯৯৬ সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি অনুযায়ী প্রতিবছর ভারতের ফারাক্কায় এবং বাংলাদেশের পাবনা জেলার হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট প্রাপ্ত ১০ দিনের গড় প্রবাহ (১ জানুয়ারি হতে ৩১ মে সময়কালের) সম্বলিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রতি ১০ দিন অন্তর যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।
- অত্র কমিশনের লাইব্রেরীকে Interactive Library Information System with Local Area Networking এর মাধ্যমে ডিজিটাল লাইব্রেরীতে রুপান্তর করা হয়েছে। এর ফলে মূল্যবান, অতিপুরনো ডকুমেন্ট/রিপোর্টসমূহ স্ক্যান কপি করার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের পাশাপাশি লাইব্রেরীতে রাখা বিভিন্ন বই, রিপোর্ট, জার্নাল ইত্যাদির দ্রুত অনুসন্ধান করাও সম্ভব হচ্ছে।
- Electronic Attendance System ব্যবহার করা হচ্ছে।
- দপ্তরের ওয়েবসাইট সবসময় হালনাগাদ রাখা হচ্ছে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

www.dbhwd.gov.bd

ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

প্রারম্ভিক কথা

ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত হাওর জেলাগুলো উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে পিছিয়ে আছে। উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে দেশের সকল অঞ্চলের সুষম উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। এ লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে "বাংলাদেশ হাওর উন্নয়ন বোর্ড" গঠনের নির্দেশ দেন। তৎকালীন সরকার ১৯৭৭ সালে এ বোর্ড গঠন করলেও ১৯৮২ সালে তা বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অভিপ্রায় অনুযায়ী ১১ সেপ্টম্বর ২০০০ সালে একটি রিজুলিউশনের মাধ্যমে "বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড" গঠন করা হয়। এ বোর্ডকে আরও গতিশীল এবং শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ১৭ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখ মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ বোর্ডকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ২৪ জুলাই, ২০১৬ তারিখে "বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর" প্রতিষ্ঠার প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। যা ২৫ আগষ্ট ২০১৬ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরে প্রধান কার্যালয়ের জন্য রাজস্বখাতে ৭৩ এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য ৪৫ মোট ১১৮টি পদ সৃজন ও অনুমোদন করা হয়েছে। বর্তমানে এ অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধিমালা (কর্মকর্তা/কর্মচারী) ২০১৮ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে একজন অতিরিক্ত সচিব কর্মরত আছেন। তাছাড়া দুইজন যুগ্ম সচিব পরিচালক হিসেবে এবং দুইজন উপ-পরিচালক প্রেষণে কর্মরত আছেন। তাছাড়া তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেনীর ২৯ জন কর্মচারী অস্থায়ী ভাবে অধিদপ্তরে কর্মরত রয়েছেন।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)		অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	
	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন
২০১৭-২০১৮	২৭১.০৩	৪৭৮২.০০	১৭৫.৮৭	৪৬২১.০৬

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের সদ্য সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প

২০১৬ এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরে নিম্নবর্ণিত ৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে ঃ-

১. Classification of Wetlands of Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলায় অবস্থিত সকল জলাভূমির শ্রেণীবিন্যাস, জলাভূমির মাটির প্রকৃতি সনাক্তকরন, জলজ Fauna ও Flora চিহ্নিত করে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে এবং চুড়ান্ত প্রতিবেদন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

২. Model Validation on Hydro-Morphological Process of the River System in the Subsiding Sylhet Haor Basin শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের নদীর গতি প্রকৃতির একটি Conceptual মডেল যাচাই করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৭। প্রকল্পটির চুড়ান্ত প্রতিবেদন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

৩. Impact Assessment of Structural Intervention in Haor Ecosystem and Innovation for Solution. এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের হাওর অঞ্চলে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক যে সব অবকাঠামো তৈরী করা হয়েছে, পরিবেশের ওপর তাদের প্রভাব নিরূপন করা হয়েছে এবং সম্ভাব্য সমাধানের সুপারিশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী, ২০১৬-ডিসেম্বর, ২০১৭। প্রকল্পটির চুড়ান্ত প্রতিবেদন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে দেশের হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলে নিম্নবর্ণিত দুইটি সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে ঃ-

১. Study for Investigation of Groundwater and Surface Water Irrigation in Habiganj, Maulvibazar, Sylhet, Sunamganj, Netrokona and Kishorganj District এ ০৬টি জেলার হাওর এলাকার ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির বর্তমান অবস্থা নিরূপন এবং গাণিতিক মডেল প্রস্তুত করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিকৃত এলাকায় প্রাকৃতিক পানির যুক্তিযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হবে। প্রস্তাবিত কর্মসূচীর বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর, ২০১৫-জুন, ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি ৭৩%।

২. Study of Interaction between Haor and River Ecosystem Including Development of Wetland Inventory and Wetland Management Framework এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সকল জলাভূমির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত এবং জলাভূমির ব্যবস্থাপনার রূপরেখা তৈরী করা হচ্ছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৫-জুন ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি ৭১%।

হাওর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা এ ৭টি জেলার ২.০ কোটি জনগণের উন্নয়ন চাহিদার ভিত্তিতে প্রণীত হাওর পরিকল্পনায় ১৭টি সেক্টরে ১৫৪টি উন্নয়ন প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকারের ১৬টি মন্ত্রণালয়ের ৩৮টি সরকারী এজেন্সী/বিভাগ উক্ত মহাপরিকল্পনায় বর্ণিত প্রকল্পগুলো স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। উক্ত মহাপরিকল্পনার আলোকে ইতোমধ্যে ১৮টি সংস্থা ৫০টির অধিক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করেছে।

হাওর মহাপরিকল্পনার আলোকে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো নিম্নরূপ

প্রকল্প গ্রহণকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন
১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড : **i) প্রকল্পের নাম:** হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যাবস্থাপনা ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প, (JICA অর্থায়নে, বাপাউবো অংশ), বাস্তবায়নকাল : ২০১৪-২০২২, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৯৯৩৩৭.৭২।	কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার ২৯ টি হাওরে (১৫ টি পুনর্বাসন হাওর ও ১৪ টি নুতন হাওর) বন্যা ব্যবস্থাপনা ও কৃষিসহ আয় বর্ধক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।	ভৌত ৩২%
ii) প্রকল্পের নাম: হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: ২০১১-২০১৬, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭০৪০৭.৩৬।	৫২ টি হাওরে আগাম বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত করার ফলে ২,৮৯,৯১১ হে. জমির বোরো ফসল আগাম বন্যার কবল হতে রক্ষা পাবে। ৫২ টি হাওরের ডুবন্ত বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মানের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।	ভৌত ১৭.৯০% প্রকল্পের মেয়াদ আরও ০২ বৎসর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর: **i) প্রকল্পের নাম :** Study for Investigation of Groundwater and Surface water Irrigation in Habiganj, Maulvibazar, Sylhet, Sunamganj, Netrokona and Kishorganj Distrcts. বাস্তবায়নকাল: ডিসেম্বর ২০১৫- জুন, ২০১৯ প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৪.৮১৯০	এ ০৬টি জেলার হাওর এলাকার ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির বর্তমান অবস্থা নিরূপণ এবং গাণিতিক মডেল প্রস্তুতকরণ। এ প্রকল্পের ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশকৃত এলাকায় প্রাকৃতিক পানির যুক্তিযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হবে।	৭৩%।

প্রকল্প গ্রহণকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন
ii) প্রকল্পের নাম : Study of Interaction between Haor and River Ecosystem including Development of Wetland Inventory and Sustainable Wetland Management Framework. বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৫- জুন ২০২০ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৪৪০.৭০	দেশের সকল জলাভূমির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত এবং জলাভূমির ব্যবস্থাপনার রূপরেখা তৈরী করা হবে।	ভৌত ও আর্থিক ৭১%।
<u>যৌথ নদী কমিশন</u> **i) প্রকল্পের নাম :** Joint Study on Indian Proposed Tipaimukh Hydro-electric (multipurpose) Project বাস্তবায়নকাল : ২০১২-২০১৮ প্রাক্কলিত ব্যয়: ১.৮৫	ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী সমীক্ষা কার্যক্রম।	ভারত-বাংলাদেশ যৌথ Study Group এর ৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
২। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়: <u>সড়ক ও জনপথ বিভাগ</u> : **i) প্রকল্পের নাম :** উজানচর-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম সড়ক উন্নয়ন (বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম অংশ) প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: ২০১১-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৮১৭৩.২৫।	এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে অষ্টগ্রাম উপজেলার সাথে কিশোরগঞ্জ জেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। সড়কের দৈর্ঘ্য: ২১ কি:মি: । ডিসেম্বর/১৮ এর মধ্যে সমাপ্ত হতে পারে।	ভৌত ৯২.২৫% আর্থিক ৯০.৫৬%
ii) প্রকল্পের নাম : কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামইন সড়ক (চামড়াঘাট - মিঠামইন অংশ) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, বাস্তবায়নকাল: ২০১১-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৩২৫২.৫৭। মোট ১৭ কি:মি: রাস্তা।	এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মিঠামইন উপজেলার সাথে কিশোরগঞ্জ জেলার সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। প্রকল্প সংশোধন করে ব্রীজ বাড়ানো হয়েছে। জুন/২০১৯ এ মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে।	ভৌত ৭০.৫৭% আর্থিক ৬৯.৩৩%
iii) প্রকল্পের নাম : ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক নির্মাণ প্রকল্প, বাস্তবায়নকাল: ২০১৫-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৩৮৩৪.৭৪।	ইটনা- মিঠামইন- অষ্টগ্রাম উপজেলায় আন্ত:সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। সড়কের দৈঘ্য: ২৯.১৫ কি:মি:, ১৮কি.মি. সম্পন্ন হয়েছে। ডিপিপি সংশোধন প্রয়োজন হবে।	ভৌত ৯০.১১% আর্থিক ৯০.১১%
iv) প্রকল্পের নাম : মদন-খালিয়াজুরি সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মান এবং নেত্রকোনা-মদন-খালিয়াজুড়ি সড়কের ৩৭তম কিলোমিটারে বালাই নদীর উপর পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ, বাস্তবায়নকাল: ২০১৪-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৯২৯৮.৬৪।	মদন ও খালিয়াজুরি উপজেলা দুইটি নেত্রকোনা জেলা সদরের সাথে সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। ৪.৮ কি:মি: রাস্তা ও অবশিষ্ট ব্রীজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ফেরী ঘাট তৈরি হবে। সময় বাড়ানো প্রয়োজন।	ভৌত ৮৮.০০% আর্থিক ৮৭.৭২%
v) প্রকল্পের নাম : দিরাই-শাল্লা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, বাস্তবায়নকাল : জুন ২০১০- জুলাই ২০১৭ খ্রি। প্রাক্কলিত ব্যয়: ১১৯৯০	এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দিরাই উপজেলার সাথে শাল্লা উপজেলার সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। হাওরের উন্নয়নের সাথে সাংঘর্ষিক বিধায় সমাপ্ত ষোষনা করা হয়েছে এবং ফিস পাস, বোট পাস ইত্যাদির ব্যবস্থা রেখে নতুনভাবে প্রকল্প প্রস্তুত করা হচ্ছে।	ভৌত: ৭৬% আর্থিক: ৭৪.১২% নতুনভাবে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।
৩। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়:	সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও নেত্রকোনা জেলার রাস্তা, ব্রীজ/কালভার্ট, বাজার উন্নয়ন, বিল উন্নয়ন, ঢেউয়ের কবল থেকে গ্রাম রক্ষা,	ভৌত ৬৫.৭৪%

প্রকল্প গ্রহণকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন
<u>স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর</u> **i) প্রকল্পের নাম :** Haor Infrastructure & Livelihood Improvement Project (HILIP), বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারী ২০১২- জুন ২০১৯, প্রাক্কলিতব্যয়: ১০৭৬৩২.০০।	খাল খনন ইত্যাদির উন্নয়ন করা। প্রকল্প মেয়াদ ২০২০ পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।	আর্থিক ৬০.৬৬%
ii) প্রকল্পের নাম : Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project, (JICA Funded. LGED Part), বাস্তবায়নকাল: ২০১৪- ২০২২ প্রাক্কলিতব্যয়: ৮৮০.০০৬৪	বন্যা হতে ফসলের ক্ষতি হ্রাস, যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি এবং ১২১ কি:মি. উপজেলা সড়ক, ১৫৮ কি:মি. ইউনিয়ন সড়ক, ১৩৭ কি:মি. গ্রামীণ সড়ক, ৭৮০ মি. ব্রীজ, ৮৬০ মি. কালভার্ট নির্মাণ, ২০০ কি:মি. অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন, ৩২০ কি:মি. নির্মাণকালীন গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন, ২২টি হাট নির্মাণ, ও ২৪টি ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন এর আওতায় ১৫০ টি বিলের উন্নয়ন কাজ (অভয়আশ্রম ও জলজ উদ্ভিদ রক্ষা) এবং ২১০ কি:মি. বিল সংযোগ খাল খনন করা হবে।	ভৌত ৩১.০০% আর্থিক ২৯.৩০%
৪। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়: <u>বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন:</u> **i) প্রকল্পের নাম :** হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন, বাস্তবায়নকাল: ২০১৪-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৬৪৪৩.০০।	নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব ও সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় মোট ৩টি মৎস্য অবতরনকেন্দ্র স্থাপন। মোহনগঞ্জে কাজের অগ্রগতি ৬০%। ভৈরব ও কিশোরগঞ্জের জমি এখনও পাওয়া যায় নি। রেলওয়ের জমি অধিগ্রহন সম্পন্ন হয়েছে।	ভৌত ৫০%
৫। বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়: <u>জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ:</u> **i) প্রকল্পের নাম :** 3D Sysmic Survey Project of BAPEX বাস্তবায়নকাল: ২০১৩-২০১৯ প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৪৭০০ ।	২৭০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ৩D সিসমিক সার্ভে	৭০%
৬। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়: <u>বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন</u> **i) প্রকল্পের নাম :** সুনামগঞ্জের টাংগুয়া হাওরে দায়িত্বশীল পর্যটন প্রবর্তন। বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৬- জুন, ২০১৭ প্রকল্পব্যয়: ১০০.০০ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করা হয়েছে।	স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন।	ভৌত: ১০% আর্থিক: ১৩% ২ একর জমি পাওয়া গিয়েছে। IUCN এর মাধ্যমে সি সি টি এফ এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
৭। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়: <u>ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ</u> **i) প্রকল্পের নাম :** উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল/নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১০- ডিসেম্বর ২০১৭ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৯০৬২	ফাইবার ক্যাবল/নেটওয়ার্ক স্থাপন	৭২%
৮। নৌ- পরিবহন মন্ত্রণালয়: **বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌপরিবহন কতৃপক্ষ:**	নদী খনন এবং নেভিগেশন উন্নয়ন।	৩৫%

প্রকল্প গ্রহণকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন
i) অভ্যন্তরীন নৌ-পথের ৫৩ টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (১ম পর্যায় : ২৪টি নৌপথ)		
৯। খাদ্য মন্ত্রণালয়: **খাদ্য অধিদপ্তর:** **i) প্রকল্পের নাম :** Construction of 1.05 lakh M.T Capacity New Food Godowns. (1st Revised) প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৩- জুন ২০১৯ প্রকল্প ব্যয়: ৪০০৯১.০০	দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, খাদ্যশস্য মজুদকরণ এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দ্রুত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। প্রকল্পের মোট কাজের মধ্যে ৪২ টি গোডাউন তৈরি করার কাজ শেষ পর্যায়ে।	ভৌত: ২৭.৯০% আর্থিক: ২৩%
১১। কৃষি মন্ত্রণালয়: **কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই):** **i) প্রকল্পের নাম:** খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৩ - জুন, ২০১৮ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৩৯৪৩.৯৬	ক) প্রাণিসম্পদ ও শ্রমিক সংকটের করণে কৃষক পর্যায়ে খামার যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই করা। খ) খামার পর্যায়ে লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ হ্রাস, শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি ও শস্য অপচয় কমিয়ে আনা। হাওর অঞ্চলের কৃষকের জন্য ভুর্তকি ৭০% এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলের কৃষকের জন্য ৫০% ভুর্তকিতে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে।	ভৌত: ১) পাওয়ার টিলার ৮৭৪টি, ২) পাওয়ার থ্রেসার ৫৫০টি, ৩) রিপার ৬০টি, ৪) সিডার ৫৫টি, ৫) কম্বাইন হরভেষ্টার ৬টি। আর্থিক: ২৪৫.০০ (লক্ষ টাকা)
ii) প্রকল্পের নাম: সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচী, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৫৭৯৯.১৩ বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৩- ডিসেম্বর ২০১৮। নতুন phase এর জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।	প্রধান উদ্দেশ্য: কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষি পরিবারের পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। বিশেষ উদ্দেশ্য: ১) কৃষক মাঠ স্কুলে কৃষকদের প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা কৌশল বিষয়ে হাতে-কলমে শেখানো। ২) কৃষক সংগঠন তৈরি এবং সেবা প্রদানকারী সংস্থা, ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী সংস্থা ও বাজার নিয়ন্ত্রকগনের সাথে সংযোগ স্থাপন। ৩। কৃষক নির্ভর সম্প্রারণ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের সংলাপকে জোরদার করা ।	ভৌত: ১) কৃষক মাঠ স্কুল স্থাপন -১৩০ টি (২) কৃষক সংগঠন তৈরী ১৯টি, (৩) কৃষক/কৃষক সংগঠনের নেতা প্রশিক্ষণ:১০৪জন (৪) কৃষক প্রশিক্ষণ/ বিএফপি প্রশিক্ষণ -৪৭ জন (৫) ওরিয়েন্টেশন -৯টি আর্থিক: ৮২৮২.২৩
iii) প্রকল্পের নাম: সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিরাপত্তা নিশ্চিতকরন প্রকল্প প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭৩০০.০০ বাস্তবায়নকাল: জুলাই,২০১৪- জুন ২০১৯।	উদ্দেশ্য: ১) কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা ও শস্যের নিবিড়তা ১৫-২০% বৃদ্ধি করা। ২) কৃষি যান্ত্রিককরণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নের, কৃষক গ্রুপ গঠন ও গ্রুপের কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং বিদ্যমান শস্য বিন্যাসের মধ্যে উচ্চমূল্যের ফসল ও স্বল্প পানি চাহিদার মাধ্যমে বহুমূখী শস্য আবাদ এলাকা বৃদ্ধি করা । ৩) বসতবাড়ী ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ফল, সবজি বাগান স্থাপন, মহিলা, ছাত্র ছাত্রী এবং জনসাধারণের মধ্যে পুষ্টি সচেতনা বৃদ্ধি করা । ৪) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে চর , হাওর ও দারিদ্র প্রবণ এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	ভৌত: ১.প্রদর্শনী-১৩৭২টি, ২. কৃষক-কৃষাণী, এসএএও প্রশিক্ষণ ১৮৩ ব্যাচ, ৩. কৃষক গ্রুফ গঠন ১১৮টি, ৪. কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ৪ ব্যাচ, ৫. কৃষি মেলা ৪টি, ৬. পাওয়া টিলার বিতরণ ১১৮টি, ৭. হ্যান্ড স্প্রেয়ার বিতরণ ৭০৮টি, ৮. ফুট পাম্প ১১৮টি, ৯. এলএলপি বিতরণ ১৪৪টি, ১০. পাওয়ার স্প্রেয়ার ২৬টি, ১১. পাওয়ার থ্রেসার ১১৮টি। আর্থিক: ২৯১.২২

প্রকল্প গ্রহণকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন
iv) প্রকল্পের নাম: হাওর এলাকায় পাট চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প , প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭০০.০০ বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৭- জুন ২০২০	১) হাওর এলাকায় পাটের আবাদ ৫% বৃদ্ধি। ২) উচ্চ ফলনশীল ও খাটো জাতের পাট চাষে উন্নত প্রযুক্তির বিস্তার। ৩) প্রকল্প এলাকায় পাট চাষে দক্ষ জনবল সৃষ্টি।	ডিপিপি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।
v) প্রকল্পের নাম: বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প । প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৯৫০০.৬২, বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৯।	১) দেশের তিনটি পাহাড়ী জেলাসহ উপকূলীয় ও অন্যান্য অঞ্চলের অব্যবহৃত জমি ও বসতবাড়ীর পাশের জমিকে আধুনিক চাষাবাদের আওতায় এনে উদ্যান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সমতল ভূমিতে অন্যান্য মাঠ ফসলের উৎপাদনের সুযোগ অক্ষুন্ন রাখা। ২) দেশীয় ও রপ্তানীযোগ্য ফসলে ক্লাস্টার/ক্লাবভিত্তিক উৎপাদন। বিদ্যমান হর্টিকালচার সেন্টারসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন এবং নতুন হর্টিকালচার স্থাপনের মাধ্যমে মানসম্পন্ন চারা কলম উৎপাদন বৃদ্ধি। ৩) উদ্যান ফসলের প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ৪) নারীর ক্ষমতায়ন, আয় বৃদ্ধি এবং উদ্যান বিষয়ে কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন।	১) প্রদর্শনী ১৭০টি, ২) প্রশিক্ষণ ১৬৫ ব্যাচ, ৩) শিক্ষা সফর ২ ব্যাচ, (৪) ভূমি ও অবকাঠামো উন্নয়ন, ইত্যাদি।
<u>কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি বিপনন অধিদপ্তর :</u> **vi) প্রকল্পের নাম :** সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: মার্চ-২০১৫-জুন ২০১৯ প্রকল্প ব্যয়: ৭৪৮৫.০০	১) টেকসই কৃষি প্রযুক্তি অভিযোজনের মাধ্যমে অনাবাদী কৃষি জমি কাজে লাগিয়ে শস্যের নিবিড়তা ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিপনন ব্যবস্থার উন্নয়ন। ২) দক্ষ ব্যবস্থাপনা কৌশল সম্প্রসারণের মাধ্যমে সবজি ও উদ্যান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি। ৩) উন্নত জাত, মান সম্পন্ন বীজ, বালাই ব্যবস্থাপনা ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি।	ভৌত: ১) কৃষক প্রশিক্ষণ ১১১০ ব্যাচ, ২) সুফলভোগী কৃষক প্রশিক্ষণ ৩০০ ব্যাচ, ৩) এসএএও প্রশিক্ষণ ১৯ ব্যাচ ৪) প্রদর্শনী স্থাপন ৭১৫০টি। ৫) মাঠ দিবস ২৮৯ টি। ৬) উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ৮১টি ৭) কৃষি মেলা ৬৮টি ৮) কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৩ ব্যাচ ৯) এক্সপোজার ভিজিট ৪ ব্যাচ ১০) কর্মশালা ৮টি। আর্থিক: ১২১৭.৬০
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন: **vii) প্রকল্পের নাম:** সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: ২০১৪-২০১৯, প্রাক্কলিতব্যয়: ১৩৮০৫.৯০।	ক. সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ/ভূপরিস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার করে অতিরিক্ত ১৪,৩৭৫ হে. জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণপূর্বক প্রতি বছর প্রায় ৮৬,২৫১ মে. টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদন এবং ক) সেচযন্ত্রের ২০০ জন মালিক/ম্যানেজার/চালক ফিল্ডম্যান ও ৪০০ জন কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষ জনশক্তি তৈরীর মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র দূরীকরণ।	ভৌত ৯২% আর্থিক ৭০%
viii) প্রকল্পের নাম: ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল:২০১৫- ২০২০ প্রকল্প ব্যয়: ১১৮৭২.৭৪।	৩১০০ মিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা (২৫ কিউসেক ১০টি, ১২.৩ কিউসেক ১০টি, ১০টি, ১০ কিউসেক ১০টি এবং ৫০ কিউসেক ৫টি ফ্লোটিং পাম্প) তৈরীকরণ: ৩০টি হাইড্রোলিক স্ট্রকচার নির্মাণ, ১৩৩টি বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ।	ভৌত ৯৪.০% আর্থিক: ৭৫%

প্রকল্প গ্রহণকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন
ix) প্রকল্পের নাম: নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা, মদন, মোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুরী উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচী। বাস্তবায়নকাল: ২০১৪-২০১৭ প্রকল্প ব্যয়: ৮০০.০০।	১০০০মি. ডুবন্ত বাধসহ রাস্তা নির্মাণ করে আগাম পাহাড়ী ঢল থেকে ৮০০ হেক্টর বোরো ফসল রক্ষা করা এবং ৬০০ মি: নদী তীর রক্ষার কাজ	১০০% (সমাপ্ত)
x) প্রকল্পের নাম: কিশোরগঞ্জ জেলা ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৯৯৯.০০	ক. খাল খনন/পুনঃখনন, ফসল রক্ষা বাধ নির্মাণ এবং সেচযন্ত্র ক্ষেত্রায়নের মাধমে ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে ১৬৬২৫ হে. জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান ও আগাম বন্যা হতে ফসল রক্ষা এবং ৪৯৮৭৫ মে.টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য ও শাকসবজি উৎপাদন করা। খ) আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ করে সেচের পানির সাশ্রয়ী ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি। গ) যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করে কমদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে বিদ্যমান আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও বৈষম্য দূরীকরণ এবং দারিদ্র বিমোচন করা।	ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল: **xii) প্রকল্পের নাম:** এ্যাপ্লিকেশন অব জিআইএস ফর ফার্ম প্রডাক্টিভিটি এনহ্যান্সমেন্ট থ্রো ল্যান্ড সুইটিবিলিটি এসেসমেন্ট অব মেজর ক্রপিং প্যার্টান অব বাংলাদেশ প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৩৬.৭৫	ক) কোন ফসলের জন্য কোন এলাকা উপযোগী তা নির্ধারন করে জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জিআইএস সফটওয়্যার ব্যবহার করে ডাটাবেজ তৈরি করা।	১০০%(সমাপ্ত)

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি জুন ২৪, ২০১৮ তারিখ এ সম্পাদিত হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী অধিদপ্তরের কার্যাবলীর সন্তোষজনক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

ই-সেবা কার্যক্রম

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের নতুন ওয়েব সাইটের (www.dbhwd.gov.bd) মাধ্যমে অধিদপ্তরের কার্যাবলী, হিউম্যান চার্টার, হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা ইত্যাদি জনগনের জন্য উম্মুক্ত করা হয়েছে। অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে হাওর অঞ্চলের কৃষি, মৎস্য, আবহাওয়া-জলবায়ুসহ বিভিন্ন রকমের তথ্য সম্বলিত একটি Database আগ্রহী ব্যক্তিগণের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত আছে।

জিআইএস ল্যাবরেটরি স্থাপন

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে একটি আধুনিক জিআইএস ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে।

জলাভূমি সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার উন্নয়ন ও হালনাগাদ করণ

হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা প্রস্তুত এবং হাওর অঞ্চলের জন্য ডাটাবেস প্রণয়ন সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের হাওর সমূহের তথ্যভান্ডার তৈরি করা হয়েছে। উহা নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে। দেশের সমগ্র জলাভূমির তথ্যভান্ডার প্রস্তুতকরণে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০১৮ উদযাপন

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর ২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ বিশ্ব জলাভূমি দিবস উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যানার, ফেষ্টুন, লিফলেট, পোষ্টার ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রচার করা হয়েছে।

জলাভূমি সংক্রান্ত সচেতনতামূলক তথ্যচিত্র প্রকাশ ও প্রচার

জলাভূমি সুরক্ষা ও সর্বোত্তম ব্যবহার বিষয়ে জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাওর ও জলাভূমি বিষয়ে নির্মিত ডকুমেন্টারী বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার ও সভা সমাবেশে প্রদর্শন করা হয়েছে।

ছবিতে বাংলাদেশ হাওর জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম, ২০১৭-২০১৮



চিত্র- ১: Impact Assessment of Structural Intervention in Haor Ecosystem and Innovation for Solution প্রকল্পের অধীনে ২০ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে CIRDAP অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালা।



চিত্র-২: Impact Assessment of Structural Intervention in Haor Ecosystem and Innovation for Solution প্রকল্পের অধীনে অনুষ্ঠিত স্থানীয় কর্মশালা।

স্থান : মোহনগঞ্জ উপজেলা মিলনায়তন, জেলা : নেত্রকোনা।



চিত্র-৩: বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস হতে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের ঐতিহাসিক সাফল্য উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত র‍্যালিতে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণ।



চিত্র-৪: Study of Interaction Between Haor and River Ecosystem Including Development of Wetland Inventory and Wetland Management Framework সমীক্ষা প্রকল্পের "প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির" সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ট্রাস্টসমূহ



ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং

www.iwmbd.org

সপ্তম অধ্যায়: ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং

ভূমিকা

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পানিতাত্ত্বিক মডেলিং, কম্পিউটেশনাল হাইড্রলিক্স এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্বমানের সেবা প্রদান করে আসছে আইডব্লিউএম। সামগ্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন পানি বিষয়ক সমস্যার সমাধান সম্ভব। ১৯৮৬ সালে একটি UNDP কারিগরি সহায়তা প্রকল্প হিসেবে IWM-এর যাত্রা শুরু হয়। তখন এর নাম ছিলো Surface Water Simulation Modelling Programme (SWSMP)। ১৯৯৬ সালের শেষের দিকে এটি Surface Water Modelling Centre (SWMC) নামে বাংলাদেশ সরকার একটি ট্রাস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। ২০০২ সালের ১ আগস্ট থেকে এই প্রতিষ্ঠানের নতুন নামকরণ হয় Institute of Water Modelling (IWM)। আইডব্লিউএম গাণিতিক মডেলিং প্রযুক্তিতে উৎকর্ষের প্রতীক হিসেবে কাজ করছে এবং পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়কে সামগ্রিক বিবেচনায় এনে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে গুণগতমান উন্নয়নে পরামর্শ সেবা প্রদান নিশ্চিত করছে।

ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা

সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার আলোকে গাণিতিক মডেলের সার্বজনীন ব্যবহার ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM) এর প্রতিষ্ঠা পানি সম্পদ খাতে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৮৮২ সালের ট্রাস্ট এ্যাক্ট এর আওতায় ট্রাস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও নিবন্ধিত হয়।

প্রতিষ্ঠানটি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব-এর সভাপতিত্বে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড অব ট্রাস্টিজ দ্বারা পরিচালিত। অন্যান্য ট্রাস্টিগণের মধ্যে রয়েছেন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা; প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর; যুগ্ম সচিব (ব্যাংকিং পলিসি) অর্থ মন্ত্রণালয়; যুগ্ম সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; বিভাগীয় প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ড্যানিশ হাইড্রলিক ইন্সটিটিউট, ডেনমার্ক; প্রেসিডেন্ট, ইন্সটিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ; বিভাগীয় প্রধান, পানি সম্পদ কৌশল বিভাগ, বুয়েট (ট্রেজারার), একটি খ্যাতনামা সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী; একটি খ্যাতনামা এনজিও প্রধান এবং সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আইডব্লিউএম এর নির্বাহী পরিচালক।

Deed of Trust অনুসারে IWM Trust এর মূল উদ্দেশ্যসমূহ

১) SWSMP এর তিনটি ফেজ এর সময়ে অর্জিত আইডব্লিউএম এর সমস্ত হস্তান্তর ও অহস্তান্তরযোগ্য সম্পদ, দায় এবং সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ওয়াটার মডেলিং, কম্পিউটেশনাল হাইড্রলিক্স ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানে একটি উৎকর্ষ গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইডব্লিউএম গঠন এবং রক্ষনাবেক্ষণ করা ও এর বর্তমান কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ট্রাস্টির সিদ্ধান্তক্রমে জাতীয় উন্নয়নের জন্য নতুন প্রকল্প হাতে নেয়া।

২) চলমান কর্মসূচী এবং প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা,

৩) আইডব্লিউএম এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ও কর্মসূচী সমূহের ত্বরায়ন, প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা, অক্ষুন্ন রাখা, অর্থায়নে সহযোগিতা, এবং ওয়াটার মডেলিং প্রোগ্রামসমূহের জন্য সহায়তা প্রদান ও উল্লিখিত বিষয়ে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।

৪) পানিবিজ্ঞান ও ওয়াটার মডেলিং কার্যক্রমের সংগে সংশিষ্টদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৫) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উচ্চতর সেবা প্রদানের জন্য ওয়াটার মডেলিং বিষয়ে গবেষনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও সহযোগিতা প্রদান

৬) উক্ত ট্রাস্টের লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে উচ্চতর গবেষণা কর্ম পরিচালনা করা

৭) সম্ভাব্য উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে উক্ত ট্রাস্টের কার্যক্রম ও সেবা দেশের বাইরে সম্প্রসারন করা

৮) আইডব্লিউএম এর মূল কার্যক্রমের সাথে সংগতিপূর্ণ যে কোনো বিষয়ে কার্যক্রম এবং প্রকল্প গ্রহণ করা।

অধিক্ষেত্র

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং বাংলাদেশের একমাত্র স্বীকৃত গাণিতিক মডেলিং সেবাদানকারী বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান। সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন মডেলিং, জলাভূমি ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাপনা, ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা, নগর পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা, পানির গুণগত মান ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, ফ্লুভিয়াল হাইড্রলিক্স এবং নদী, নদী প্রকৌশল, বন্যা ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় হাইড্রলিক্স এবং মরফোলোজি, বন্দর এবং অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা, এশচুয়ারি এবং মেরিন সিস্টেম ব্যবস্থাপনা, পানি সম্পদ পরিকল্পনা, সফটওয়ার ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য প্রযুক্তিগত সমাধান, জিআইএস এবং রিমোট সেন্সিং, হাইড্রজিওলজিক্যাল অনুসন্ধান, টপোগ্রাফিক এবং হাইড্রগ্রাফিক জরীপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইডব্লিউএম এর কর্মকান্ড বিস্তৃত। আইডব্লিউএম সমীক্ষা শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ নয়। মালয়েশিয়া, নেপাল, তাজিকিস্তান, ভারত ইত্যাদি দেশেও আইডব্লিউএম সাফল্যের সাথে সমীক্ষা পরিচালনা করেছে।

আইডব্লিউএম এর জনবল

আইডব্লিউএম-এর বর্তমান জনবল প্রায় ২৯৪ জন যার মধ্যে ৬৫% ই দেশ ও বিদেশ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উঁচুমানের বিশেষজ্ঞ।

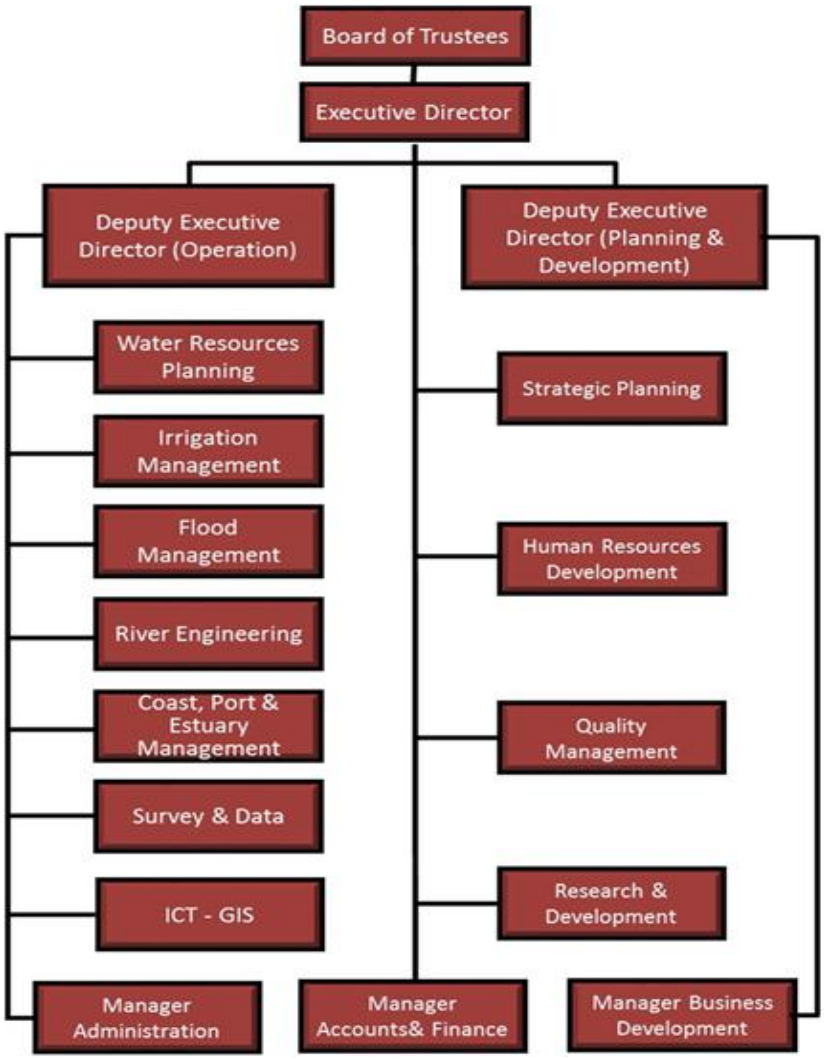

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর জনবল সংখ্যা

শ্রেণী	বর্তমানে কর্মরত
বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা	২০৪
সাধারণ কর্মকর্তা ও সাপোর্ট স্টাফ	৫৯
সার্ভেয়ার/ ডিইও	৩১
মোট	২৯৪

কাজের পরিসর

গাণিতিক মডেলিং	DSS / জরীপ
• সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ; • রিভার মরফোলোজি ; • লবণাক্ততা ও পলি প্রবাহ ; • জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব • কোস্টাল হাইড্রলিক্স ও মরফোলোজি; • উপকূল, বন্দর এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা ;	• GIS ভিত্তিক DSS ; • GIS ভিত্তিক IIS ; • ডাটাবেইজ প্রয়োগ ; • সার্ভে, RS ইমেজ ও মডেল ডাটা থেকে মানচিত্র প্রণয়ন; • টোপোগ্রাফিক সার্ভে ; • হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে ;

গাণিতিক মডেলিং	DSS / জরীপ
• পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপণ; • সেতু হাইড্রলিক্স ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন • নগর পানি ব্যবস্থাপনা। • সেচ ব্যবস্থাপনা • ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা • ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানির সমন্বিত ব্যবস্থাপনা • বন্যা ব্যবস্থাপনা • সমন্বিত কোস্টাল জোন ব্যবস্থাপনা • জলাভূমি ও লেক ব্যবস্থাপনা	• পানি প্রবাহ পরিমাপ ; • পলি ও পানির গুণগত মান ; • হাইড্রো-জিওলোজিক্যাল অনুসন্ধান।

আইডব্লিউএম কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পসমূহের তালিকা

ক্রম	সমীক্ষার নাম	সমীক্ষার বর্তমান অবস্থা
1.	BIWTA: Morphological Study, Design & Supervision and EIA/SIA of the Twelve Navigation Routes	Continuous
2.	Formulation of the Bangladesh Delta Plan 2100	End
3.	Consultancy Services for a) Construction Supervision & Detailed Design, b) Preparation of EIA and c) Preparation and Implementation of RAP for CEIP-1	Continuous
4.	Bangladesh Coastal Vulnerability and Sea Level Rise Hazards	End
5.	Detailed Technical Feasibility Study for Integrated Development of Jahizzer Char	End
6.	Monitoring of Sedimentation, Salinity, Tide & Flood in Kobadak River System& TRM Basin	End
7.	Feasibility Study for Drainage Improvement in Bhabodah Area	End
8.	Techno-Economical Feasibility Study for Development of The Land at Payra Port by Dredging Chars, Shoals For Oil Refinery	End
9.	Hydrology and Morphological Study for Extension of Cox's Bazar Airport	End
10.	Environmental and Social Impact Assessment Study For Extension Of Cox's Bazar Airport	End
11.	Feasibility Study for Improvement and Restoration of Navigability for Seven Navigation Routes	End
12.	Flash Flood Forecasting & Desimination (IFAD)	Continuous
13.	EU-Global Earth Observation for Integrated Water Resources Assessment (eartH2Observe)	End
14.	Mathematical Modelling and Topographic Survey for Haor Flood Management of JICA	End
15.	Management Support to the Mathematical Modelling Centre (MMC) for Water Resources Research & Development under Water Resources Department, Government of Bihar	Continuous
16.	Water Resources Vulnerability and Security Assessment of the Yarlung Tsangpo-Brahmaputra Transboundary River Basin	Continuous

ক্রম	সমীক্ষার নাম	সমীক্ষার বর্তমান অবস্থা
17.	Mathematical Modeling & Survey Support for HFM&LIP during 2018 & 2019	Continuous
18.	Development of Web-GIS Application Phase-II for BTRC	End
19.	Detailed Feasibility Study with ESIA for Restoration of Water Resources around Baral River Basin	Continuous
20.	Cropping system intensification in the salt-affected coastal zones of Bangladesh and West Bengal, India	Continuous
21.	Study for Investigation of Groundwater and Surface Water Irrigation in Habiganj, Maulavibazar, Sylhet, Sunamganj, Netrokona and Kishorganj Districts	Continuous
22.	Study for Upgrading and Rehabilitation of Karnafuli and other Irrigation Projects with ESIA in Hathazari, Rauzan Rangunia, Boalkhali and Fatikchari Upazillas in Chittagong District	Continuous
23.	Study of Interaction between Haor and River Ecosystem including Development of Wetland Inventory and Sustainable Wetland Management Framework	Continuous
24.	National Water Balance Management System (NAWABS) bagi Lembangan Sungai Muda	Continuous
25.	SDIP Phase II – Sustaining Groundwater Irrigation for Food Security in the Northwest Region of Bangladesh	Continuous
26.	Groundwater Modelling for Barapukuria Coal Mine Area	Continuous
27.	Monitoring of Hydraulic and Morphological Conditions of Jamuna River for the Safety of the RTW of Bangabandhu Bridge during the year 2013-2017	Continuous
28.	Gumti River Dredging - Hydro-morphological Study	End
29.	Hydraulic and Morphological Study of the Ghorautra River around Mithamain Area in connection with Establishing Cantonment	End
30.	Road bridge on the Gorabhanga River - Hydro-morphological Study	End
31.	Feasibility Study of Re-excavation of the Bhairab River flowing over Meherpur and Chuadanga Districts	End
32.	Four Large Road Bridges in the SW Region of Bangladesh - Hydro-morphological Study	Continuous
33.	Bhanga to Payra Port Rail Line Construction - Hydro-morphological Study	Continuous
34.	Premtala Bridge over Kirtinasha River and Kazirhat Bridge over branch of Arial Khan River - Hydro-morphological Study	End
35.	Monitoring Kalni-Kushiyara (Phase-II)	Continuous
36.	Bathymetric Survey and Bed material analysis for Matarbari Port Development Project	Continuous
37.	Services for Review of the Physical Condition and Functionality of Existing Hydraulic Structures of BWDB	End
38.	Hydromorphological Survey at Sonapahar, Mir Sarai, Chittagong	End
39.	Topographic Survey and volume calculation of rehabilitation area (40 acre) for Elevated Expressway PPP Project	End
40.	Survey of Meghna River adjacent to Bhola	End
41.	Prework Survey for Dredging at Ilisha Ghat to Rajapur	End
42.	Current and Wave Measurement in the Sea near Kutubdia	End

ক্রম	সমীক্ষার নাম	সমীক্ষার বর্তমান অবস্থা
43.	Hydrological Data collection at Matarbari for UREC	End
44.	Design Review and Supervision of wellfield in Tetulkhara-Bhakurta	End
45.	Groundwater investigation for water supply to Chittagong city	End
46.	Rural Water Supply Project.	End
47.	Consultancy services for Network Analysis in Chittagong City	End
48.	Padma WTP	End
49.	Rainwater harvesting for artificial recharge	End
50.	Extension and rehabilitation of GW monitoring system in Dhaka	Continuous
51.	Preparation of Action Plan for Control of Pollution of Peripheral Rivers of Dhaka City	End
52.	Improvement of drainage and road network in new areas of DNCC	End
53.	Feasibility Study of Development of Safe Water Supply System in the newly added 16 unions of DNCC and DSCC	Continuous
54.	Design of water distribution system in Zilmil project area	Continuous
55.	Water Availability & Demand Assessment of MICITY	Continuous
56.	Water Resource Potential Assessment of Ukhia and Teknaf Upazila Area, Cox's Bazar, Bangladesh	Continuous
57.	Environmental Assessment of DSIP	Continuous

গবেষণা ও উন্নয়ন

বিভিন্ন ইনস্টিটিউট ও এজেন্সির সঙ্গে একযোগে আইডব্লিউএম উচ্চতর গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। আইডব্লিউএম এর গবেষণা ইউনিট অল্প সময়ের মধ্যেই জাতীয় পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও ডিজাইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক টুলস উন্নয়নে উৎকর্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে। এই গবেষণা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে-

- জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহে সমস্যার সমাধানে বিশ্লেষনধর্মী সহায়তা প্রদান।
- নতুন প্রযুক্তি কিংবা টুলস্ প্রয়োগের পদ্ধতি উন্নয়ন।
- পেশাগত সভা, কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন/অংশগ্রহণ।
- এমএসসি ও পিএইচডি গবেষণায় কার্যকর সহায়তা প্রদান।
- পেশাগত জার্নাল ও প্রসিডিংস-এর প্রকাশনা।
- দেশ ও বিদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দক্ষ কর্মী বিনিময়।

কতিপয় উল্লেখযোগ্য চলমান ও সদ্য সমাপ্ত গবেষণা সমীক্ষা

১. বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদীসমূহের জন্য sediment predictor এর উপযোগিতা নিরূপণ (প্রথম ধাপ);
২. স্থানীয় বৃষ্টিপাত পরিমাপক ও ঢাকা মহানগরীতে জলাবদ্ধতা বিষয়ক সমীক্ষা;
৩. সাধারণ আঞ্চলিক মডেলিং এর তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও হালনাগাদীকরণ;
৪. তির্যক প্রবাহ, চর স্থানান্তর এবং নদী তীর সুরক্ষা;
৫. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাইড্রজিওলজিক্যাল প্যারামিটার নির্ধারণ বিষয়ক গবেষণা (দক্ষিণ পূর্ব ও দক্ষিণ পশ্চিম)।

আইডব্লিউএম ট্রাস্টি বোর্ডের সন্মানিত চেয়ারম্যান ও পানি সম্পদ মন্ত্রনায়ের মাননীয় সচিব মহোদয়ের আইডব্লিউএম পরিদর্শন

আইডব্লিউএম ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান, পানি সম্পদ মন্ত্রনায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় সচিব মহোদয় জনাব কবির বিন আনোয়ার ২০১৮ সালের ৩ এপ্রিল তারিখে আইডব্লিউএম কার্যালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে "বাংলাদেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং আইডব্লিউএম এর ভূমিকা" শীর্ষক সংক্ষিপ্ত একটি উপস্থাপনা তুলে ধরেন আইডব্লিউএম এর মাননীয় প্রধান নির্বাহী অধ্যাপক ড: এম মনোয়ার হোসেন।



আইডব্লিউএম ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের মাননীয় সচিব মহোদয়কে ফুল দিয়ে বরন করা হয়

পরিদর্শন পরবর্তী এক আলোচনা সভায় আইডব্লিউএম এর ভবিষ্যত উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা হয়। জনাব কবির বিন আনোয়ার আইডব্লিউএম উন্নয়নের আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং কিভাবে আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে তৈরী করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনায় উপ নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন) জনাব আবু সালেহ খান, উপ নির্বাহী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ড. এ এফ এম আফজাল হোসেন এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ইয়ারলুং-সাংপো ব্রম্মপুত্র আন্ত সীমান্ত নদী অববাহিকার পানি সম্পদ ঝুঁকি এবং নিরাপত্তা মূল্যায়ণ এর জন্য IWM এর সথে Yunnan University, China যৌথ ভাবে একটি গবেষণা প্রকল্প শুরু করেছে



"আন্তদেশীয় পানি সম্পদ" আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত একটি গুরুত্ব প্রাপ্ত বিষয়। কারণ এটি নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের দেশগুলির খাদ্য, পানি, জ্বালানী নিরাপত্তায় একটি অর্থবহ ভূমিকা পালন করে থাকে। ইয়ারলুং-সাংপো ব্রম্মপুত্র দক্ষিণ এশিয়ার একটি উল্যেখযোগ্য নদী। এই গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে নদীর তীরবর্তী দেশগুলোর মধ্যে আন্ত সীমান্ত পানি সম্পদের ক্ষেত্রে সহযোগীতা প্রদান ও জলাবায়ু অভিযোজন শক্তিশালী করার একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রদান করা ।

ওডগ এই গবেষণা প্রকল্পের ব্রম্মপুত্র অববাহিকার "পানি সম্পদ ঝুঁকি এবং নিরাপত্তা মূল্যায়ণ" গানিতিক মডেল ও প্রাপ্ত উপাত্ত্বের উপর ভিত্তি করে একটি টেকনিক্যাল পেপার প্রস্তুত করবে।

ডেল্টা ব্যবস্থাপনায় বৈশ্বিক গবেষণা, উদ্ভাবন ও বাস্তায়ন সম্পর্কিত নগরায়িত ডেল্টা সংক্তিকরন বিষয়ক কর্মশালা

উল্লেখিত কর্মশালাটি Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), Bangladesh Deltaplan ২১০০ এবং Institute of Water Modeling যৌথভাবে ঢাকায় শরাটনের Four Point Hotel এ ২২ জানুয়ারী, ২০১৮ তারিখে আয়োজন করে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব ড. মোঃ জাফর আহমেদ খান এবং নেদারল্যান্ডের বাংলাদেশে নিযুক্ত মহামান্য রাষ্ট্রদূত Leoni Margeretha Cuelenaera উক্ত কর্মশালায় বিশেষ অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন IWM এর নির্বাহী পরিচালক এবং Delta Alliance Bangladesh Wing ও এর সমন্বয়ক অধ্যাপক ড. এম. মনোয়ার হোসেন।

পরিচালনা পরিশদের সভাপতি অধ্যাপক Isa Baud এ বিশ্বের নগারায়িত ডেল্টা এর উপর একটি সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। পরিকল্পনা কমিশনের জৈষ্ঠ্য সচিব এবং GED (General Economics Division) এব সদস্য অধ্যাপক ড. শামসুল আলম

Bangladesh Deltaplan ২১০০ এর উপর একটি ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন। জ্ঞান ও গবেষণার গুরুত্ব উক্ত কর্মশালায় তুলে ধরেন ডাচ প্রকল্প নেতা অধ্যাপক Jaap De Heer।

পারস্পারিক সহযোগিতা, তথ্যের আদান এবং গবেষণার মাধ্যমে ভবিষৎ সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং সমাধানের পথ খোঁজার বিষয়গুলো উক্ত কর্মশালায় গুরুত্ব পায়।



অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত, ড. এ. আতিক রহমান, ড. সালেমুল হকের মতো বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ বৃন্দ উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। UDW কার্যক্রমটি ডাচ গবেষণা পরিষদের একটি বিভাগ "সার্বজনীয় উন্নয়নের জন্য NWO-WOTRO বিজ্ঞান" দারা পরিচালিত হয়। কার্যক্রমটির প্রধান উদ্দেশ্য ও সল্প ও মাঝারী আয়ের দেশ গুলোর টেকসই ও সর্বব্যাপী উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণার ব্যবহার শক্তিশালী ও উন্নত করা। NWO-WOTRO রিতিনীতির সাথে সম্পর্কিত গবেষণার জন্য অর্থ যোগান দিয়ে থাকে।

পানি সুরক্ষা, পানি ও খাদ্য নিরাপত্তা এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে UDW কার্যক্রমটি জটিল ডেল্টা প্রনালীর বোধগম্যতা উন্নয়নের প্রতি নজর দেয়। তাছাড়া এই কার্যক্রমটির একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো, এই ধরণের গবেষণার প্রভাব বিস্তার, উন্নয়ন সাধন করা এবং পানি ও ডেল্টা ব্যবস্তাপনার রীতিনীতিতে গবেষণার ব্যবহার করা। এই উদ্দেশ্য নিশ্চত করার জন্য প্রকল্প গবেষকদের বিভিন্ন লক্ষ্য গোষ্ঠীর সাথে মিথষ্ক্রিয়ার জন্য কিছু উদ্দেশ্য গ্রহন করতে হয়। যার জন্য গবেষণার ফলাফলকে অবশ্যই প্রসঙ্গিক হতে হয় স্থানীয় জনগন, নীতি নির্ধারক ও অনান্য অনুশীলনকারীদের সাথে যোগাযোগের জন্য।

এই প্রোয়োগিক অধিবেশনে একটি গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয় World Café Format এ। অধিবেশনটির সভাপতিত্ব করেন World Café Format এর জ্যেষ্ঠ সচিব ও সদস্য ড. সামসুল আলম। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গন্যমান্য কর্মকর্তা, দাতা সংস্থার প্রতিনিধি, গবেষক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ বিশেষজ্ঞ সহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

"পানি ও দূষিত পানির মডেলিং এবং ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং ভারতের Geospatial World Forum এ আইডব্লিউএম এর নির্বাহী পরিচালক এর অংশ গ্রহন।



১৬ জানুয়ারী, ২০১৮ তারিখে ভারতের রাঁচিতে অবস্থিত Central University of Jharkhand এ অনুষ্ঠিত পানি এবং দূষিত পানির মডেলিং এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহন করে "বাংলাদেশের বন্যা এবং বন্যা ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ" বিষয়ের উপর মূল-প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইডব্লিউএম এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. এম. মনোয়ার হোসেন। সম্মেলনটি আয়োজন করে ভারতের রাঁচিতে অবস্থিত Central University of Jharkhand.

এ ছাড়াও আইডব্লিউএম এর নির্বাহী পরিচালক Geospatial World Forum এ যোগদান করেন এবং ভূ-স্থানিক তথ্যের জন্য দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতাকে শক্তিশালী করণ বিষয়ক অধিবেশনে "সফল সহযোগিতার উপায় এবং প্রয়োজনীয়তা" বিষয়ক একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণি উপস্থাপন করেন।

সম্মেলটি ভারতের Hyderabad International Convention Centre (HICC) এ ১৮ জানুয়ারী, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

Geospatial World Forum টি আয়োজন করে Geospatial Media and Communications Pvt. Ltd. নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

পানি ও জলবায়ু চ্যালেঞ্জ ২০৩০ বিষয়ক কর্মশালা



২৮ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে Institute of Water Modelling (IWM) ও CEMS Global এর যৌথ সহযোগীতায় "পানি ও জলবায়ু চ্যালেঞ্জ ২০৩০" বিষয়ক একটি কর্মশালা প্রফেসর ড. এম. মনোয়ার হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, ওডগ এর সভাপতিত্বে বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক সম্মেলন কন্দ্রে অনষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব, ড. জাফর আহমেদ খান এবং, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর মহাপরিচালক, জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান বিশেষ অথিতি হিসেবে উক্ত কর্মশালায় উপাস্থিত ছিলেন।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

উত্তরোত্তর মানব উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন পর্যায়ে সর্ম্পকিত সংস্থা ও প্রজেক্টের কর্মশালা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজনের মাধ্যমে দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়াসে আইডব্লিউএম সম্পূর্ণ ভাবে নিবেদিত। এ বিষয়ে আইডব্লিউএম এর সেবামূলক পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে এই উদ্যোগ একটি অন্যতম প্রয়াস। যে সমস্ত প্রশিক্ষণ এই সংস্থা হতে প্রদান করা হয় তা সংক্ষেপে বর্ণিত হলো।

- পানি ও পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের নিমিত্তে কর্মশালার উদ্যোগ।
- সেবা গ্রহনকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিশেষে প্রকল্প সমূহ সম্পর্কে অবহিত করন ও তথ্য প্রদানের জন্য সেমিনার আয়োজন করা।
- আইডব্লিউএম এর নিজস্ব স্টাফদের উন্নয়নে মডেলিং ও পরিকল্পনা প্রণয়নে দেশীয় প্রশিক্ষণ।
- সহযোগী সংস্থা সমূহের বিভিন্ন গোষ্ঠীগত উদ্যোগে জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশে প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহন।
- বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরী কলেজ সমূহের শেষ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের Industrial training প্রদান।
- আইডব্লিউএম এর নিজস্ব স্টাফদের বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ, ডিগ্রী ও গবেষণা সাপোর্ট প্রদান।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী



আইডব্লিউএম তার বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তাদেরকে নিয়মিত প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও হালনাগাদ করার জন্য সবসময় সচেষ্ট থাকে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন নিয়মিত কাজের একটি অংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আইডব্লিউএম এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রায় ৩৫টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে এবং তাতে প্রায় দুই শতাধিক প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তা এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

এছাড়াও ২০১৭-১৮ সালে নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণ/কর্মশালামূহ বিদেশে অনুষ্ঠিত হয় যেখানে আইডব্লিউএম এর মনোনীত প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

ক্রম	প্রশিক্ষণর নাম	যে দেশে অনুষ্ঠিত
০১	ভূমি আবনমন এবং পরম সমুদ্র স্তরের উত্থান এর উপর ভিত্তি কওে চট্রগ্রাম, কক্সবাজার, হাতিয়া ও খুলনা এলাকায় ভূমি অবনমন এবং আপেক্ষিক গড় সমুদ্রতল নির্ধারন করা।	ফ্রান্স
০২	ওয়াটার গভনেন্স এর্ব কুটনীতি এ উপর কর্মশালা	থাইলেন্ড
০৩	উ হাইড্রোমেট্রিক তথ্য অধিগ্রহণ এবং ট্রেরণের কৌশল: পরিমাপ এবং মডেলিং" এর উপর কর্মশালা।	ভারত
০৪	ডেলঅ ত্রিডি ফ্লো ফ্লেক্সিবল ম্যাস এর উপর প্রশিক্ষণ ন্যাদারলেন্ড	ন্যাদারলেন্ড
০৫	অস্ট্রেলিয়া এওয়ার্ড প্রোগ্রাম	অস্ট্রেলিয়া

আইডব্লিউএম প্রকৌশলীগণ মালয়েশিয়ার NAHRIM এর প্রকৌশলীদের জন্য নিম্নোক্ত ট্রেনিং এর আয়োজন করে:

ক্রম	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা	যে দেশে অনুষ্ঠিত
০১	মডেলিং সফটওয়ার মাইক শি এর ওপর প্রশিক্ষণর	০৮	মালয়েশিয়া

নিজস্ব জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচী ছাড়াও আইডব্লিউএম তার সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/প্রকৌশলীদের জন্য কতিপয় প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করে।

আন্তর্জাতিক সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণ

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে আইডব্লিউএম-এর বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে Water Management/ Modelling -এর উপর আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করে। দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর, চীন, স্পেন, গ্রীস, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, নেপাল, মালয়েশিয়া, নেদারল্যান্ড, ভারত, ইত্যাদি।

CEGIS

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড
জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস

www.cegisbd.com



অষ্টম অধ্যায়: সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস

পটভূমি

১৯৮৭ এবং ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী বন্যার পর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২৬টি বন্যা কর্মপরিকল্পনা (ফ্লাড অ্যাকশান প্লান/ফ্যাপ) সমীক্ষা প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নেয়। এদের মধ্যে ইউএসএআইডি এর কারিগরি সহায়তায় ১৯৯১-১৯৯৫ সময়ব্যাপী পরিবেশগত সমীক্ষা (ফ্যাপ ১৬) এবং ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (জিআইএস) সমীক্ষা (ফ্যাপ ১৯) সম্পাদিত হয়। এর পর ফ্যাপ ১৬ ও ফ্যাপ ১৯ একত্রিত করে "দি এনভায়রনমেন্ট এন্ড জিআইএস সাপোর্ট ফর ওয়াটার সেক্টর প্ল্যানিং প্রজেক্ট (ইজিআইএস)" হাতে নেয়া হয়। উক্ত সমীক্ষা দুটি থেকে লব্ধ ফলাফল এবং জ্ঞান সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে নেদারল্যান্ড সরকার ১৯৯৬ সাল হতে ইজিআইএস প্রকল্পে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। পরবর্তীতে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ দক্ষ ও কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনায় বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা প্রদানের স্বার্থে ইজিআইএস প্রকল্পকে সরকার ২০০২ সালে একটি জাতীয় সম্পদ হিসেবে সিইজিআইএস ট্রাস্ট এ রূপান্তরিত করে।

পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০২ সালের মে মাসে সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস) নামক পাবলিক ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা পানি সম্পদ খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের "দি এনভায়রনমেন্ট এন্ড জিআইএস সাপোর্ট ফর ওয়াটার সেক্টর প্ল্যানিং প্রজেক্ট"- কে একটি স্থায়ী সংস্থায় রূপান্তরের জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে "দি ট্রাস্টস এ্যাক্ট ১৮৮২"-এর আওতায় পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে সিইজিআইএস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবন্ধিত হয়। সিইজিআইএস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি অছি পরিষদ (বোর্ড অব ট্রাস্টিজ) কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব অছি পরিষদের সভাপতি এবং এর ট্রাস্টিগণ হলেন- মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা; মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর; চেয়ারম্যান, মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ; চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পরিবেশ এবং পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের একজন বিশেষজ্ঞ; আইইউসিএন-এর বাংলাদেশ কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি এনজিও। এছাড়া, সিইজিআইএস বাংলাদেশ সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য এবং আইইউসিএন বাংলাদেশের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। সর্বোপরি, সিইজিআইএস-এর নির্বাহী পরিচালক যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের প্রকৌশলী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং উপ-নির্বাহী পরিচালক (অপারেশনস) জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সদস্য হিসাবে দ্বায়িত্ব পালন করছেন।

অধিক্ষেত্র

সিইজিআইএস বৈজ্ঞানিকভাবে বাংলাদেশের একমাত্র মৌলিক সংস্থা যা ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (জিআইএস), দূর অনুধাবন (আরএস) উপাত্ত (স্যাটেলাইট চিত্র), তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) এবং উপাত্তভান্ডার (ডাটাবেইস) ব্যবহার করে পানি, ভূমি, বায়ু, গ্যাস, খনিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ এবং কৃষি, মৎস্য, সড়ক ও নৌ-পরিবহন, প্রকৌশল, বন, পরিবেশ, সামাজিক ইত্যাদি খাতের সমন্বিত পরিবেশগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষা (এসইএ), প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই (আইইই), পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ), সামাজিক প্রভাব নিরূপণ (এসআইএ), ট্রাফিক চলাচলের প্রভাব সমীক্ষা (টিআইএ), পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি), পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএমএফ), পরিবেশগত এবং সামাজিক পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ভূমি অধিগ্রহণ কর্মপরিকল্পনা, পূনর্বসতি (রিসেটেলমেন্ট) কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পাদন করে থাকে। এছাড়াও সিইজিআইএস সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য বিশ্লেষণমূলক ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত; জিআইএস এবং আরএস ব্যবহার করে বন্যা ও বন সম্পদের পরিবীক্ষণ; খরা নিরূপণ এবং পরিবীক্ষণ; নদীর প্ল্যানফর্ম পরিবর্তন, নদী ভাঙ্গন এবং ভূমি ক্ষয় নিরূপণ; বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ; ভূমি ব্যবহার এবং নগর পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য ভূ-তলীয় বিশ্লেষণ ইত্যাদি সম্পাদন করে থাকে। পানি সম্পদ খাতের

প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা, ডিজাইন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণের জন্য এ সংস্থাটি বৃহৎ উপাত্তভান্ডার যেমনঃ মেটাডাটাবেসসহ জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি), সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ উপাত্তভান্ডার (আইসিআরডি), ওয়েবভিত্তিক ভূ-তলীয় উপাত্ত ভান্ডার, ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (এমআইএস) এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহায়ক পদ্ধতি (ডিএসএস) প্রস্তুত করে থাকে।

কাজের পরিসর

সিইজিআইএস-এর কারিগরি, বিশেষজ্ঞ বিষয়ক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজসমূহ নিম্নরূপঃ

প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ	জিআইএস ও আরএস	ডাটাবেস ও আইটি
• মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন • প্রাক-সম্ভাব্যতা ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ • প্রতিবেশগত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পরিবীক্ষণ • পূনর্বসতি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন • সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন • আর্থ-সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমীক্ষা • নদীর মরফোলজি, কৃষি, মৎস্য, বন, বিদ্যুৎ ও পানিসম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষায়িত সেবা প্রদান • প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা/সমীক্ষা • জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব নিরূপণ ও অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়ন • জলবায়ু টেকসই ও জলবায়ু সহিষ্ণু সমীক্ষা • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	• ম্যাপিং ও ইমেজ প্রক্রিয়াকরণ • ডিজিপিএস ও জিপিএস জরিপ • স্প্যাশাল মডেলিং • দুর্যোগ পরিবীক্ষণ ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ • প্রাকৃতিক সম্পদ নিরূপণ ও ভূমি ব্যবহার পরিবীক্ষণ • ভূমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা প্রণয়ন • জিআইএস ও আরএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	• ডাটাবেস ও এমআইএস ডিজাইন ও উন্নয়ন • Web-enabled GIS-based MIS ও ডাটাবেস প্রস্তুতকরণ • ডাটা রিপোজিটরি প্রস্তুতকরণ • আইটি সমাধান; সফটওয়্যার ডিজাইন, তৈরি ও বাস্তবায়ন • WEB পোর্টাল উন্নয়ন • উপাত্তের মান প্রমিতকরণ ও নির্দেশমালা প্রস্তুতকরণ • ডাটাবেস ও আইটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান

এছাড়া সিইজিআইএস যৌথভাবে গবেষণা পরিচালনার জন্য স্বনামধন্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করেছে। সিইজিআইএস কর্তৃক পরিচালিত এরূপ গবেষণার ফলশ্রুতিতে এ পর্যন্ত তিনটি পিএইচডি ডিগ্রী অর্জিত হয়েছে।

জনবল

বর্তমানে সিইজিআইএস-এর সর্বমোট জনবল ২০৬ জন। এদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ১৭৭ জন বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা এবং ২৯ জন সাপোর্ট ও অন্যান্য স্টাফ রয়েছেন। সিইজিআইএস-এর রয়েছে পানিবিজ্ঞান, পানি সম্পদ পরিকল্পনা, পানি সম্পদ কৌশল, পুরকৌশল, তড়িৎকৌশল, জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, ভূগোল, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ, প্রতিবেশ, নদী গঠনপ্রকৃতি ও প্ল্যানফর্ম, ভূ-গর্ভস্থ ও পরিস্থ পানি, অর্থনীতি, কৃষি, মৎস্য, সমাজবিজ্ঞান, মৃত্তিকাবিজ্ঞান, পানির গুণগতমান, প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ আইন, জিআইএস, আরএস, ডাটাবেস, প্রোগ্রামিং ইত্যাদি প্রায় ৩০টি বিভিন্ন পেশা ও বিষয়ভিত্তিক বিজ্ঞানী এবং প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কারিগরি বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত দল। অত্যাধুনিক কম্পিউটার এবং জিআইএস ও আরএস সফটওয়্যার এবং আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞগণ নিয়মিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

CEGIS - এর কারিগরি দক্ষতাসমূহ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থা

সর্বাধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ উন্নত Computer Hardware ও Software সমৃদ্ধ একটি আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে CEGIS এ উচ্চগতি সম্পন্ন Local Area Network (LAN) দ্বারা প্রায় ২৫০টি Desktop/Workstation পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যুগোপযোগী সেবা দিয়ে যাচ্ছে। উন্নত মানসম্পন্ন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রিন্টার, প্লটার, স্ক্যানার, ডিজিটাইজার, ল্যাপটপ ও ডেস্কটপ ম্যাশিন LAN এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত সর্বাধুনিক Server System দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন Output/Product তৈরীতে অবদান রাখছে। একাধিক Backup Sever এর সাহায্যে নিয়মিত ভাবে সকল Output/Product এর Backup সংরক্ষণ করা হচ্ছে। একটি Mail Server System এর মাধ্যমে CEGIS এর অভ্যন্তরীন ও বহিঃস্থ যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব Domain হলঃ www.cegisbd.com – যা High-speed Broadband Internet connection দ্বারা যুক্ত। বিগত ১৬ বছরে Oracle, SQL Server, MS Access, MSQL ও PostgreSQL এর সর্বশেষ Verson ব্যবহার করে বেশ কিছু Geo-Spatial Database তৈরী করা হয়েছে এবং নিয়মিত ভাবে তা হালনাগাদ করা হচ্ছে।



GIS ও RS Server System এর সাহায্যে বিপুল আকারের GIS-RS Data/Information কে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করে বিভিন্ন সমীক্ষার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। Windows 10 Professional এবং Windows Server 2008/2012/2016 Enterprise Edition, Operating System হিসেবে Desktop/Workstation ও Server সমূহ ব্যবহার করা হচ্ছে। লাইসেন্সকৃত ArcGIS, ArcView, ERDAS Imagine, ArcIMS ইত্যাদি সর্বাধুনিক Software এর সর্বশেষ Verson বিভিন্ন সমীক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহার করা হচ্ছে। এসকল Data, Server এবং Software সমূহ যুগোপযোগী Antivirus Software দ্বারা সুরক্ষিত। সামগ্রীকভাবে CEGIS এর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সুদক্ষ জনবলের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া CEGIS-এ Archway Metal Detector Gate, Polycon Video Conferencing System, Biometric Access Control System, CCTV Camera System, Web based Library Management System, Web based Vehicle Requisition System, Digital Office Management System (OMS) বিগত কয়েক বছর যাবত ব্যবহৃত হচ্ছে।

এনভায়রনমেন্টাল ল্যাবরেটরি ও মাঠপর্যায়ে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসমূহ

সিইজিআইএস তার গবেষণা কাজের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্তে বিভিন্ন ধরণের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটির এনভায়রনমেন্টাল ল্যাবরেটরি নানা ধরণের আধুনিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে গঠিত। এ সমস্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিগুলো প্রধানত দুই ধরণের পরিবেশগত গুণাবলী তথাঃ ১) পানির গুণগত মান পর্যবেক্ষণ ও ২) বায়ুর গুণগত মান পর্যবেক্ষণ কাজে ব্যবহৃত হয়।



পানির গুণগত মান পর্যবেক্ষণের জন্য সিইজিআইএস ল্যাবরেটরি যেসব যন্ত্রপাতি নিয়ে সুসজ্জিত তার মধ্যে অন্যতম হলোঃ Water Quality Monitor, DO Meter, UV Spectrophotometer, pH Meter, Salinity Meter, Electrical Conductivity Meter, TDS Meter, Turbidity Meter ও Microscope ইত্যাদি। এছাড়াও পানির ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ চিহ্নিতকরণ ও পরিচিতির জন্য বিভিন্ন ধরণের আধুনিক যন্ত্রপাতি ও তার পরিচালন পদ্ধতি এই ল্যাবরেটরিতে বিদ্যমান। বায়ুর গুণাগুন নির্ণয়ের জন্য এখানে Portable Weather Station ও Aerosol Monitor রয়েছে। এসব যন্ত্রপাতি দ্বারা বায়ুর তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, Particulate Matters, Sulphate ও Nitrate Oxide এর পরিমাণ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। সিইজিআইএস এর মাঠপর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য অনেকগুলো Portable Equipment আছে। যার মধ্যে Noise Meter, Vibration Meter ও Electromagnetic Frequency (EMF) Meter বেশ আধুনিক ও যুগোপযোগী। বন সম্প্রসারণ ও এর গুণাবলী পর্যবেক্ষণের জন্য Canopy Meter, Light Meter, Laser Range Finder ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ব্যবহার হচ্ছে। এছাড়া সিইজিআইএস তার বিভিন্ন গবেষণা কাজে দূরবীক্ষণ যন্ত্র, ক্যামেরা ও বিভিন্ন ধরণের পরিবেশ বিষয়ক মাননির্ণয়ক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকে।

CEGIS- এর উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহ

CEGIS পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সর্বকনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। ট্রাস্ট হিসেবে এর বয়স মাত্র ১৬ বছর হলেও এর যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৯১ সালে ৪ (চার) টি Flood Action Plan (FAP) এর সমীক্ষা কার্য পরিচালনার মাধ্যমে। Flood Response Study (FAP-14), Environmental Study (FAP-16), GIS Study (FAP-19) এবং Flood Proofing Study (FAP-23) এর ফলাফল ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এবং ১৯৯৬-২০০১ সময়কালে পরিচালিত EGIS I ও EGIS-II প্রকল্পের অভিজ্ঞতাসমূহকে ভিত্তি করে ২০০২ থেকে CEGIS ট্রাস্ট এযাবৎ অনেক যুগান্তকারী ও উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম সম্পাদন করেছে। সাম্প্রতিক (২০১৭-১৮) কয়েকটি কার্যক্রম এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলঃ

স্বল্পস্থায়ী জলবায়ু দুষক (SLCPs) নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন



পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পরিবেশ অধিদপ্তর স্বল্পস্থায়ী জলবায়ু দুষক (Short-Lived Climate Pollutants বা SLCPs) নিয়ন্ত্রণের জন্য "Strengthening Institutional Capacity to Reduce SLCPs Project" শিরোনামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে এবং এর অধীনে স্বল্পস্থায়ী জলবায়ু দুষক (SLCPs) নিয়ন্ত্রণের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব সিইজিআইএস-কে প্রদান করে। SLCP হলো ক্ষতিকারক জলবায়ু দুষক, যা পরিবেশে স্বল্প সময় স্থায়ী থেকে মানবস্বাস্থ্য ও কৃষি উৎপাদনকে ব্যহত করে এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। Climate & Clean Air Coalition (CCAC) হলো প্রথম বৈশ্বিক উদ্যোগ যার অধীনে সারাবিশ্বে বিভিন্ন দেশের সরকার ও সংস্থাগুলো SLCP তথা Black Carbon, Methane, Hydro-fluorocarbon কমানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ CCAC এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং উল্লেখিত প্রকল্পটি CCAC এর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হচ্ছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর এই প্রকল্পটির আওতায় দেশের স্বল্পস্থায়ী জলবায়ু দূষকগুলো নিরসনে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের অধীনে ২০১৪ সালে SLCPs নিরসনকল্পে একটি জাতীয় পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে

জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি হালনাগাদ করা হচ্ছে। যার আওতায় বাংলাদেশে বিভিন্ন উৎস হতে কি পরিমাণ Black Carbon ও Methane উৎগীরণ হচ্ছে, তা কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা এবং ভবিষ্যতে এই দূষকসমূহের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সিইজিআইএস সম্পাদন করছে। এর ফলে ভবিষ্যতে আবহাওয়া, জলবায়ু ও বিভিন্ন ভৌত সূচকের পরিবর্তনের সাথে সমন্বয় করে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বল্পস্থায়ী জলবায়ু দুষক রোধকল্পে যুগোপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

ভৈরব নদী পুনঃ খনন প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপন

বাংলাদেশের ৩০ কিঃ মিঃ উজানে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার নাসিরপুর নামক স্থানে গঙ্গা নদীর ডান তীর হতে ভৈরব নদীর উৎপত্তি। নদীটি ভারতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মেহেরপুর জেলার কাথুলি নামক স্থানে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর নদীটি মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর, দামুড়হুদা উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সুবলপুর নামক স্থানে মাথাভাঙ্গা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। বাংলাদেশ অংশে এই নদীটির দৈর্ঘ্য ৮৬ কিঃ মিঃ। ভারত নদীটির উপর পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ করার ফলে নদীটি তার নাব্যতা হারাতে থাকে। তাছাড়া দীর্ঘকাল সংস্কার না করার ফলে পলি জমে নদীটি তার নাব্যতা হারিয়ে ফেলেছে এবং এর পানি ধারণ ক্ষমতাও হ্রাস পেয়েছে। ফলে এই এলাকায় পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে।

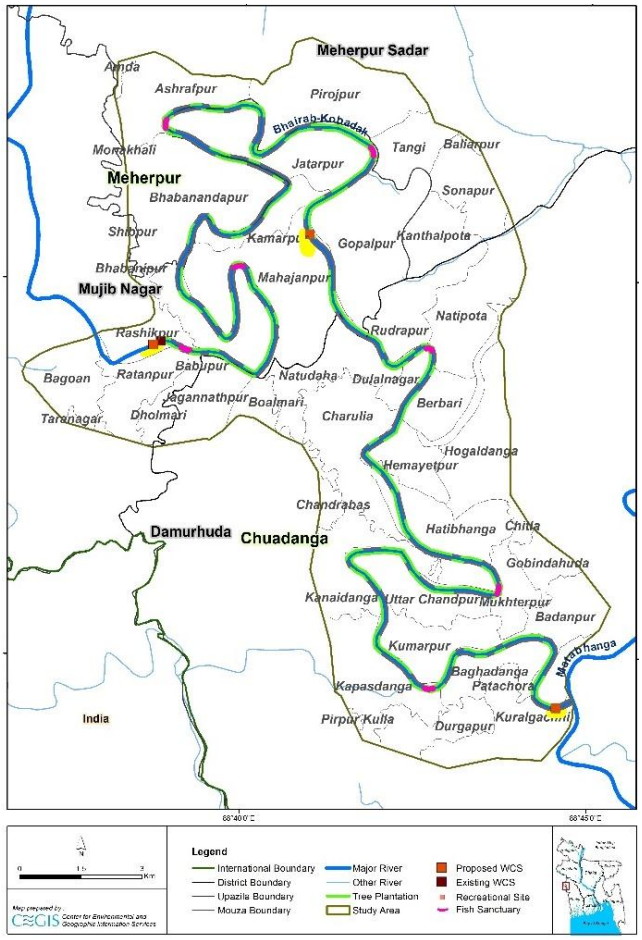

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রথম পর্যায়ে কাথুলি থেকে রসিকপুর-রতনপুর পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো পর্যন্ত ২৯ কিঃ মিঃ নদী পুনঃখননের কাজ ইতোমধ্যে শেষ করেছে। বাকী ৫৭ কিঃ মিঃ নদী পুনঃখনন এবং তিনটি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণের (রতনপুর, গোপালপুর, সুবলপুর) প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত অবকাঠামো নির্মাণের ফলে ঐ এলাকায় সামাজিক ও পরিবেশগত কি প্রভাব পড়বে সিইজিআইএস তা নিরূপন করেছে। সিইজিআইএস এই প্রকল্পের সামাজিক ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য একটি নদী খননকৃত মাটি ব্যবস্থাপনা, মৎস্য উন্নয়ন, বিনোদন পার্ক ও ঘাট নির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

৫৭ কিঃ মিঃ নদী পুনঃখনন করা হলে ৫৭ লাখ ঘন মিটার মাটি উত্তোলিত হবে এবং ৭টি জায়গায় মাছের জন্য অভয়াশ্রম করার জন্য আরো প্রায় ১.১ লাখ ঘন মিটার মাটি উত্তোলিত হবে। ইটভাটায় খননকৃত মাটি সরবরাহ করার ফলে ৮০-২০০ হেক্টর আবাদি জমি রক্ষা পাবে। প্রায় ৫৬ হেক্টর অব্যবহৃত জমির উন্নয়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় ফল উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও অব্যবহৃত জমি বসতবাড়ী এলাকা, খেলার মাঠ, বাজার, বাগান এবং বাড়ী করতে উত্তোলিত মাটি ব্যবহৃত হতে পারে।

প্রকল্পের আওতায় নদীতীরে প্রায় ৫৩ হাজার বিভিন্ন রকম ফল, কাঠ ও শোভাময় গাছ লাগানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া, নদীর পাড় দিয়ে ১,০০০টি পাম গাছ লাগানোর প্রস্তাব করা হয়েছে যা বজ্রপাত নিরোধক হিসেবে কাজ করবে। তিনটি বিনোদনমূলক পার্কের ব্যবস্থা থাকবে যেখানে স্থানীয় এবং বহিরাগত অনেক পর্যটক আসবে যাতে বিশ্রাম, পিকনিক এবং প্রকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করার ব্যবস্থা থাকবে। বিনোদনমূলক পার্কে খেলার মাঠ এবং শোভাময় বৃক্ষও থাকবে। ঘাট উন্নয়নের ফলে স্থানীয় লোকজনের বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের নৌ-পথ ব্যবহারে সুবিধা হবে। সর্বপরি প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে এইএলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়ন হবে।

ওয়েব বেসড ওয়াটার রিসোর্স ম্যাপিং সিস্টেম

বাংলাদেশে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন সমস্যা ও তা সমাধানের ক্ষেত্রে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো শুকনো মৌসুমে পানির অভাব, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন, আর্সেনিক সমস্যা ইত্যাদি। বাংলাদেশ সরকার পানি সম্পদ সম্পর্কিত এই ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, সুরক্ষা, ব্যবহার, সেবা ও ব্যবস্থাপনার জন্য নভেম্বর, ২০১৩ সালে "বাংলাদেশ ওয়াটার অ্যাক্ট ২০১৩" প্রকাশ করেছে। এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে- পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, আহরণ, বিতরণ, ব্যবহার, সুরক্ষা ও সংরক্ষণ। এই আইনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (IWRM) উন্নীত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সিইজিআইএস, ডেভলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ফর সেলফ-রিলায়েন্স কমিউনিকেশন এন্ড হেলথ (DASCOH) এর জন্য "ওয়েব বেসড ওয়াটার রিসোর্স ম্যাপিং সিস্টেম আইডাব্লিউআরএম" নামে একটি গবেষণা পরিচালনা করেছে। এই গবেষণাটির মূল উদ্দেশ্য হল পানি সম্পদ সম্পর্কিত সংগৃহীত তথ্য এবং স্থানিক তথ্য অবলোকন এবং প্রশ্নত্তোরের জন্য একটি ইন্টারেক্টিভ জিআইএস এবং ওয়েব ভিত্তিক এমআইএস তৈরি করা হয়েছে। এই এমআইএস পানি, ভূমি ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার টেকসই উন্নয়নে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করবে। বাংলাদেশের উত্তরপূর্ব তিনটি জেলার (রাজশাহী চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং নওগাঁ) ৪টি উপজেলার ৫১টি ইউনিয়নে এই গবেষণা কার্যক্রম চালানো হয়।

গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যে ভিত্তি মানচিত্র, ভূমি ব্যবহার মানচিত্র, পানি সম্পদ মানচিত্র প্রস্তুতি এবং জিআইএস ভিত্তিক এমআইএস ডেভেলপমেন্ট। ঘরবাড়ি, গাছপালা, কৃষি জমি, পতিত জমি, রাস্তা, বন, নদী/খাল, পুকুর এবং জলাশয় ইত্যাদি ভূমি ব্যবহারের প্যাটার্নটি Google উপগ্রহের চিত্র ব্যবহার করে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাছাড়া, বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য প্রদর্শনের জন্য একটি জিআইএস ভিত্তিক ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয়েছে। এই ইন্টারেক্টিভ ইউজার ইন্টারফেসগুলি টেবিল এবং মানচিত্রের আকারে ডেটা দেখাতে, অনুসন্ধান করতে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনটিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনটি ASP.Net (C#) এবং HTML5 ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। ম্যাপ প্রদর্শন করার জন্য AspMap 4.9 ব্যবহার করা হয়েছে। ওয়েব পোর্টালটিতে হোম, পানির উৎস (হ্যান্ড টিউব ওয়েল, ডিপ টিউব ওয়েল, ডাগ-ওয়েল, পুকুর, বিল, খাল এবং সারফেস ওয়াটার সম্পর্কিত স্থানিক তথ্য-উপাত্ত, প্রশাসনিক মানচিত্র প্রদর্শক এবং গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক রয়েছে। এই ওয়েব পেজের ঠিকানা হলো http://202.53.173.182/IWRM ।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং ২০১৮-২০১৯ এ চলমান সমীক্ষাসমূহের তালিকা

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত সমীক্ষাসমূহ

ক্রমিক নং	সমীক্ষার নাম
১.	কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ রোড-এ রেজু খালের উপরে নির্মিতব্য ব্রীজ-এর স্থান নির্ধারনের জন্য মরফোলজিকাল সমীক্ষা
২.	ঢাকা শহর এবং এর পাশ্ববর্তী এলাকায় BWDB-র অধিগ্রহণকৃত ভূমির জিআইএস ভিত্তিক ডিজিটাল ল্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম প্রস্তুতকরণ
৩.	হাওড় এলাকার বাস্তুসংস্থানের উপর অবকাঠামো নির্মাণের প্রভাব মূল্যায়ণ এবং নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় উদ্ভাবনীমূলক সমাধান প্রনয়ন সমীক্ষা
৪.	বিশ্বের ব-দ্বীপ সমূহের ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তন, অভিগমণ এবং অভিযোজন (DECCMA) প্রকল্পে কারিগরী সহায়তা
৫.	উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ১৩ টি পোল্ডার এর পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন সমীক্ষা
৬.	বন ভূমির সীমানা নির্ধারন এবং বিভিন্ন সময়ের ভূমি আচ্ছাদন মানচিত্র প্রস্তুতকরণ
৭.	Web based পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মানচিত্র প্রনয়ণ
৮.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত হাওড় জেলা সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মনবাড়ীয়ার রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণের উপর পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপন সমীক্ষা

ক্রমিক নং	সমীক্ষার নাম
৯.	রামপুরা হতে বসুন্ধরা পর্যন্ত বর্ধিত ১৩২ কিলো ভোল্ট ভূগর্ভস্থ ডাইরেক্ট কারেন্ট ট্রান্সমিশন লাইন এর কারিগরী জরিপ
১০.	মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রকল্পের জন্য বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলায় অধিগ্রহণকৃত জমির (১৮৩৪ একর) ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা
১১.	খুলনা ২০০-৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের (Combined Cycle Duel Fuel Based) প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা
১২.	মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেডের জন্য ভূ-প্রকৃতি জরিপ এবং ডিজিটাল এলিভেশন মডেল তৈরী
১৩.	ভৈরব নদী পুনঃখনন প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা
১৪.	প্রাণী সম্পদ উন্নয়নভিত্তিক দুগ্ধ-বিপ্লব এবং মাংস উৎপাদন (ডিআরএমপি) প্রকল্পের পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কর্ম-কাঠামো (ইএসএমএফ) প্রণয়ন
১৫.	কাপ্তাই বাঁধ সংলগ্ন সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত কর্ণফুলী নদী খননের ফলে নদীর মরফোলজিকাল প্রভাব নিরুপন সমীক্ষা
১৬.	বনায়ন/পুন:বন প্রতিষ্ঠার জন্য জিআইএস ভিত্তিক বনভূমির প্রাপ্যতা মূল্যায়ন
১৭.	ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রামের ৮টি পোল্ডার (পোল্ডার ২১, ২৫, ২৭/১, ২৭/২, ২৮/১, ২৮/২, ৪৭/৩ এবং ৪৭/৪)-এর জন্য ক্যাচমেন্ট ডেলিনেশন এবং ডিজিটাল এলিভেশন মডেল তৈরী
১৮.	পটুয়াখালী ২x৬৬০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্থান নির্বাচনে প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা, পরিবেশগত এবং সামাজিক সমীক্ষা এবং বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
১৯.	গজারিয়ায় ৩৫০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রাথমিক পরিবেশগত ও সামাজিক এবং বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
২০.	রূপসা ৮০০ মেগাওয়াট কম্বাইড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্পের পরিবেশগত সমীক্ষা
২১.	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ইলেক্ট্রনিক এনার্জি মিটারিং প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা
২২.	বাঁশখালী ১৩২০ মেঃওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনার জন্য কয়লা পরিবহন, নদীর গভীরতা বৃদ্ধি এবং জেটি নির্মাণের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা
২৩.	নদী ভাঙ্গন পূর্বাভাস পদ্ধতি উন্নত ও হালনাগাদকরণ
২৪.	বাংলাদশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার নিরবিচ্ছিন্নতা ও কার্যকারিতা উন্নয়ন প্রকল্পের কারিগরী সহায়তা প্রদান
২৫.	মহেশখালী জিরো পয়েন্ট (কোলাদিয়ার চর) হতে মহেশখালী CTMS পর্যন্ত গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ প্রকল্পের রুট সার্ভে ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা
২৬.	স্বল্পস্থায়ী জলবায়ু দুষক (SLCPs) নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন
২৭.	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ফসল বিশেষে খরা চাপ মূল্যায়ন এবং তীব্রতা সূচক (ডিএসআই) প্রস্তুতকরণ
২৮.	বাংলাদেশের গ্যাস ও বিদ্যুৎ নেটওয়ার্কের কম্পিউটারাইজেশন
২৯.	চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিদ্যুৎ প্রকল্পের রুট ও Topo সার্ভে, প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা, পরিবেশগত সমীক্ষা এবং পূনর্বসতি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন
৩০.	PGCB এর অধীন BPSSEIP প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
৩১.	পটুয়াখালী-পায়রা বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের রুট সার্ভে, Topo সার্ভে, প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা, পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা ও পূনর্বসতি পরিকল্পনা প্রণয়ন
৩২.	পটুয়াখালী-পায়রা বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা
৩৩.	বেজা-মিরেশ্বরাই অঞ্চলের জন্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের রুট সার্ভে, Topo সার্ভে, প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা, পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা ও পূনর্বসতি পরিকল্পনা প্রণয়ন

ক্রমিক নং	সমীক্ষার নাম
৩৪.	স্থানীয় পর্যায়ে নদী ভাঙ্গন তথ্য সম্প্রচার সেবা প্রদান (২০১৭)

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে চলমান সমীক্ষাসমূহ

ক্রমিক নং	সমীক্ষার নাম
১	বাংলাদেশের বন্যা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা
২	টেকনাফ, কক্সবাজার, ছাতক, ফরিদপুর এবং নোয়াপাড়া নদী বন্দর এলাকায় টারর্মিনালসহ আনুসাঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
৩	টেকসই ব-দ্বীপ ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য সেবা প্রদান
৪	ইউডিডব্লিউ কৌশলগত ডেল্টা পরিকল্পনা শক্তিশালীকরণ
৫	পায়রা থেকে খুলনা পর্যন্ত প্রস্তাবিত ১৫৫ কি.মি. লম্বা ও ৩৬ ইঞ্চি ব্যাসের গ্যাস পাইপ লাইনের রুট সার্ভে এবং পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
৬	১০০ (± ১০%) মেগাওয়াট HFO Fired (ইঞ্জিন ভিত্তিক) বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কড্ডা, গাজীপুর) প্রকল্পের পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
৭	ক্ষুদ্রসেচে ব্যবহৃত সেচযন্ত্রের সংখ্যা, সেচ এলাকা, সেচ খরচ ও সফটওয়্যার তৈরী সম্পর্কিত সমীক্ষা
৮	হাওর অঞ্চলের নদী খননের মাধ্যমে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, জলাবদ্ধতা নিরসন, ইকোসিস্টেম উন্নয়ন, পর্যটন ও সেচ সুবিধা বৃদ্ধিসহ ল্যান্ডিং স্টেশন উন্নয়নের মাধ্যমে নদী ব্যবস্থাপনার সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
৯	প্রাণী সম্পদ ও দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
১০	বাগেরহাট, রামপাল-এ ২ x ৬৬০ মেঃওঃ মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রকল্পের নির্মাণ সময়কালীন প্রকৌশল কার্যক্রমের পরিবেশ পরামিতি পর্যবেক্ষণ ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরীবিক্ষণ
১১	বন্যা সহিষ্ণুতা (Resilience) ফ্রেমওয়ার্ক-এর আওতায় টাঙ্গাইল জেলাভিত্তিক সমীক্ষা
১২	গ্রামীণ সড়ক প্রকল্পে প্রস্তাবিত ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
১৩	জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য জিআইএস ভিত্তিক Delimitation Tool প্রস্তুতকরণ এবং প্রয়োজনীয় তথ্য হালনাগাদকরণ
১৪	পটুয়াখালী (পায়রা) থেকে গোপালগঞ্জ পর্যন্ত ৪০০ কে.ভি. বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের সঠিক অবস্থান নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে চারটি নদীর মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা
১৫	বগুড়া, রংপুর, সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন প্রকল্পের রুট সার্ভে ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
১৬	ব্রহ্মপুত্র (যমুনা), গঙ্গা ও পদ্মা নদীসমূহের নদীভাঙ্গন পূর্বাভাস প্রদান
১৭	বন্যা ও নদীভাঙ্গন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিনিয়োগ প্রোগ্রাম (FRERMIP)-এর আওতায় প্রকল্প পরিচালনা ও প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করনের জন্য পরামর্শ প্রদান
১৮	জিআইএস এবং রিমোট সেন্সিং টেকনোলজি ব্যবহার করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি কভার ম্যাপিং এবং ল্যান্ড কভার পরিবর্তন সনাক্তকরণ সমীক্ষা
১৯	পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ফেরীঘাট এলাকার হাইড্রো মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা এবং ফেরীঘাট ও টার্মিনাল ভবনের পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়ন
২০	ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রামের ৩৪/২ নং পোল্ডারের জন্য ক্যাচমেন্ট ডেলিনিয়েশন এবং ডিজিটাল এলিভেশন মডেল তৈরী করা
২১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১০টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরবর্তী প্রভাব মূল্যায়ন
২২	চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে খাল পুন:খনন, সম্প্রসারণ, সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্পের বিস্তারিত সমীক্ষা

ক্রমিক নং	সমীক্ষার নাম
২৩	রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল ও নির্মাণ সামগ্রী পরিবহনে মংলা থেকে পাকশী ব্রীজ নৌপথের নাব্যতা রক্ষা বিষয়ক সমীক্ষা ও পরামর্শ প্রদান
২৪	সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রভাব মূল্যায়ন
২৫	বিভাগীয় নীতিসমূহে মূলধারার এস.এল.এম পদ্ধতি চর্চার মাধ্যমে জাতীয় ভূমি ব্যবহার ও ভূমিক্ষয় নকশা প্রতিষ্ঠাকরন
২৬	হাওরাঞ্চলে কৃষি ও মৎস্য খাতে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি নিরূপন এবং তা প্রশমনে করনীয় ও অংশগ্রহনমূলক ভবিষ্যৎ রূপরেখা প্রণয়ন
২৭	বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরী নদীতে হাজারীবাগ ও সাভার চামড়া শিল্প নগরীর প্রভাব পর্যবেক্ষণ
২৮	বাংলাদেশের লবণ শিল্পের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এমআইএস (MIS) উন্নীতকরন
২৯	ডিপিডিসি এলাকায় বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের রুট সার্ভে, Topo সার্ভে, পরিবেশগত ও পূনর্বসতি শীর্ষক সমীক্ষা
৩০	চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৈদ্যুতিক সঞ্চালন লাইন শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা
৩১	বগুড়া থেকে চাপাইনবাবগঞ্জ পর্যন্ত ৪০০ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন প্রকল্পের রুট সার্ভে, Topo সার্ভে, পরিবেশগত সমীক্ষা ও পূনর্বসিত পরিকল্পনা প্রনয়ণ সমীক্ষা
৩২	পিজিএসএসপি এর অধীন জিটুজি প্রকল্পের আওতায় বর্ধিত (অতিরিক্ত) সমীক্ষা কার্যক্রম
৩৩	ভেড়ামারা ৪০০ কেভি বিদ্যুৎ লাইনের জন্য লাইন ও প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা
৩৪	বনানীর ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড সাব-স্টেশন এর পরিবেশগত প্রভাব মুল্যায়ন
৩৫	ভারতের ত্রিপুরা থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য কুমিল্লায় BtB সাবষ্টেশন নির্মানে পরিবেশগত সমীক্ষা
৩৬	ঢাকা শহরে ভূ-গর্ভস্থ বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র ও সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্পের জন্য জাইকার সার্ভে টিমকে পরিবেশগত ও সামাজিক সমীক্ষার কাজে বিশেষ কারিগরী ও বুদ্ধিবৃত্তিক সেবা প্রদান
৩৭	ডেসকো-এর বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেম শক্তিশালীকরণ ও পুনর্বাসন এর পরিবেশগত পরিবীক্ষণ
৩৮	এলজিইডি-এর রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স (RERMP-২) প্রকল্পের চুড়ান্ত মূল্যায়ন সমীক্ষা
৩৯	EEGBPSP ও WGNPD প্রকল্পদ্বয়ের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পরিবীক্ষণ সমীক্ষা
৪০	ভান্ডালজুরী পানি সরবরাহ প্রকল্প, চট্টগ্রাম-এর পরিবেশগত সমীক্ষা
৪১	সল্পস্থায়ী বায়ু দুষক (এসএলসিপি) নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন
৪২	বাংলাদেশের উপকুলীয় অঞ্চলে বন্যার পরিবেশগত ঝুঁকির পরিমাপ নির্নয়
৪৩	দুইটি জৈব সার প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন
৪৪	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ডের ইলেকট্রোনিক এনার্জি মিটারিং প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা
৪৫	চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৈদ্যুতিক সঞ্চালন শক্তিশালীকরন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই, রুট সার্ভে, Topo সার্ভে এবং পরিবেশগত সমীক্ষা
৪৬	বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপন সমীক্ষা
৪৭	পায়রা থেকে পটুয়াখালী ও বাকেরগঞ্জ থেকে বরগুনা পর্যন্ত বিদ্যুৎ সঞ্চালন প্রকল্পের রুট সার্ভে, Topo সার্ভে, পরিবেশগত সমীক্ষা ও পুনর্বসতি পরিকল্পনা প্রণয়ন
৪৮	মংলা-মাওয়া-আমিন বাজার ৪০ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন প্রকল্পের রুট সার্ভে, পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরুপন সমীক্ষা এবং আমিন বাজার ৪০০/২৩০ কেভি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের পুনর্বসতি পরিকল্পনা প্রণয়ন
৪৯	ভেড়ামারা থেকে ইশ্বরদী পর্যন্ত ২৩০ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন এবং সেকেন্ড ব্লক ১x৫০০ মেগাওয়াট উপকেন্দ্র প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পরিবীক্ষণ

ক্রমিক নং	সমীক্ষার নাম
৫০	স্থানীয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডার এবং জনগোষ্ঠীর কাছে নদীভাঙ্গন ঝুঁকির পূর্বাভাসের ফলাফল অবহিতকরণ (২০১৮)
৫১	চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও দৃঢ়করণ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা
৫২	ডেসকো এলাকার পাঁচটি গ্রীড সাব-ষ্টেশনের পরিবেশগত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সমীক্ষা
৫৩	প্রস্তাবিত বড় পুকুরিয়া-বগুড়া-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইনের পরিবেশগত সমীক্ষা
৫৪	মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ ও কেজিডিসিএল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা
৫৫	সোনাদিয়া-ঘটিভঙ্গা দ্বীপপুঞ্জে বেজা অর্থনৈতিক অঞ্চল-৪ এর জন্য প্রস্তাবিত বাঁধসহ সড়ক ও পানি ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ণ সমীক্ষা
৫৬	বনভূমির সীমানা নির্ধারণ ও ঐতিহাসিক ল্যান্ড কভার মানচিত্র প্রস্তুতকরণ
৫৭	বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় 'এম', এন', পি' এবং আই' ব্লকের পরিবেশগত সমীক্ষা
৫৮	শাহবাজপুর, ভোলা হতে বরিশাল পর্যন্ত গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ প্রকল্পের রুট সার্ভে
৫৯	জাতীয় সড়কসমূহ উন্নয়নের জন্য হাইড্রোলজিকাল মডেলিং সম্পাদন
৬০	চাঁপাইনবাবগঞ্জের আমনুরায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে পরিবেশগত প্রভাব পরিবীক্ষণ
৬১	২৪টি নেভিগেশন রুট প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপন সমীক্ষা
৬২	পদ্মা নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তনের পরিবীক্ষণ ও পূর্বানুমান সমীক্ষা
৬৩	উপকুলীয় অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত সমীক্ষা

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক পরিসরে সম্পাদিত সমীক্ষাসমূহ

দেশের অভ্যন্তরে সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সহ উন্নয়ন সহযোগীদের জন্য কৃষি, মৎস্য, বন, বিদ্যুৎ ও পানিসম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সিইজিআইএস-তাদের উদ্ভাবিত কৌশলসমূহ প্রয়োগ করতঃ অসংখ্য প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়ন, মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন, রুট সার্ভে, টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে, আইইই, ইআইএ এবং আরএপি প্রণয়ন ও এসকল কাজের প্রতিবেদন প্রণয়ন করে দেশ-বিদেশে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছে। এরই প্রেক্ষিতে সিইজিআইএস-কে বর্তমানে বিভিন্ন দেশ থেকে তাদের প্রকল্পসমূহে পরামর্শ প্রদানসহ তাদের সাথে যৌথ উদ্যোগে সে সকল দেশের ও অন্যান্য দেশের প্রকল্পসমূহে পরামর্শ সেবা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে। সিইজিআইএস ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে দেশের বাইরে নিম্নবর্ণিত পরামর্শ সেবা প্রদান করেছে ঃ

ক্রমিক নং	সমীক্ষার নাম
১	ভারতের বিহার রাজ্যের পানি সম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন একটি ম্যাথেম্যাটিকাল মডেলিং সেন্টার প্রতিষ্ঠার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক পরামর্শ প্রদান
২	ভূটানের শ্বেতীক্ষেরী ও আইপোসী (ছোট ও বড়) নদীর অববাহিকায় বন্যার ঝুঁকি নিরূপন ও তা প্রশমনে জলবায়ু সহিষ্ণু পদক্ষেপ নির্ধারণ

সিইজিআইএস কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সমীক্ষা/গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

নদী ভাঙ্গন পূর্বাভাস পদ্ধতি উন্নত ও হালনাগাদকরন

সিইজিআইএস বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর সার্বিক সহযোগিতায় বাংলাদেশে যমুনা, গঙ্গা ও পদ্মা নদীতে গত দেড় দশক ধরে ১-বছর মেয়াদী নদী ভাঙ্গন পূর্বাভাস প্রদান করে আসছে। সময়ের সাথে সাথে নদীগুলো তাদের আকার ও গতিপ্রকৃতি পরিবর্তন করেছে এবং এই পরিবর্তনের সাথে সাথে নদীর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষে নদী শাসন ও সংরক্ষণের কাজ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেড় দশকের অভিজ্ঞতার আলোকে ২০১৭ সালে সিইজিআইএস সাম্প্রতিক স্যাটেলাইট ইমেজের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাস

প্রদানের জন্য বিদ্যমান নদী ভাঙ্গন পূর্বাভাসকে উন্নত ও হালনাগাদকরণ করেছে। এই উন্নত পূর্বাভাস প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ইতোমধ্যে সিইজিআইএস ২০১৭ ও ২০১৮ সালে দেশের তিনটি প্রধান নদীতে নদী ভাঙ্গন পূর্বাভাস প্রদান করে। তাছাড়া সিইজিআইএস ২০১৮ সালে প্রথম ২-বছর মেয়াদী নদী ভাঙ্গঁন পূর্বাভাস প্রদানের কাজ শুরু করেছে। মৌলিক গবেষণার অংশ হিসেবে সিইজিআইএস দীর্ঘমেয়াদী নদীভাঙ্গঁন পূর্বাভাস ব্যবস্থার মানোন্নয়নে ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার নিরবিচ্ছিন্নতা ও কার্যকারিতা উন্নয়ন প্রকল্প

বিগত ৫ বছরে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার প্রভুত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং এই উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশ পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী (পিজিসিবি) "বাংলাদশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার নিরবিচ্ছিন্নতা ও কার্যকারিতা উন্নয়ন" নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সিইজিআইএস উক্ত প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মূল্যায়ন কাজ সম্পাদন করেছে। প্রকল্পটির আওতায় বরিশাল থেকে বরিশাল উত্তর ১৩২ কেভি (১০ কি.মি.) এবং সৈয়দপুর থেকে পূর্ব সাদীপুর পর্যন্ত (৩০ কি.মি.) ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইনকে উচ্চতর ক্ষমতা সম্পন্ন কন্ডাক্টর দ্বারা প্রতিস্থাপন করা, অতিরিক্ত চাপ সম্পন্ন সঞ্চালন লাইনে ডাইনামিক লাইন রেটিং (ডিএলআর) স্থাপন এবং স্বয়ংক্রীয় কম্পাঙ্ক নিয়ন্ত্রনের লক্ষে এনএলডিসি'তে কমপক্ষে ১৫ টি পাওয়ার জেনারেটর স্থাপন করার প্রস্তাব করা হয়। যার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যুৎ ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা, ভোল্টেজের স্থিতিশীলতা ও সিস্টেম লস রোধ করা। প্রকল্পটি বিশ্ব ব্যংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।



সিইজিআইএস উক্ত প্রকল্পর পরিবেশগত ও সামাজিক সমীক্ষা সম্পাদনের লক্ষে প্রকল্প এলাকায় মাঠ পর্যায়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে। একই সাথে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারসহ জনগনের সাথে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে মতবিনিময় করা হয় এবং চুড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরী করে প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র সংগ্রহে PGCB কে সহায়তা করেছে।

বাঁশখালী বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনার জন্য কয়লা পরিবহন, নদীর গভীরতা বৃদ্ধি এবং জেটি নির্মাণের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা

বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে সমগ্র দেশকে বিদ্যুৎ সংযোগের আওতায় আনার পরিকল্পনা করেছে। সেই আলোকে সরকার "পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান ২০১০" ২য় পর্যায় প্রণয়ন করে যার মূল ভিত্তি হল বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির বৈচিত্র্য আনয়ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এস এস পাওয়ার ১ লিঃ এবং সেপকো ৩ ইলেকট্রিক পাওয়ার কন্সট্রাকশন কর্পোরেশন সম্মিলিতভাবে চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে একটি ১৩২০ মেঃওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পরিচালনার জন্য বিদেশ থেকে কয়লা আমদানি করা হবে। সিইজিআইএস উল্লেখিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত কয়লা পরিবহন, নদীপথের নাব্যতা বৃদ্ধি এবং প্রকল্প এলাকাতে একটি জেটি নির্মাণের উপর পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা সম্পাদন করেছে।

প্রকল্প কার্যক্রম হতে যে সম্ভাব্য প্রভাব হতে পারে তা হল দুর্ঘটনাজনিত কয়লার স্পিল, জাহাজ হতে ময়লা-আবর্জনা আর তেলের নির্গমন, জাহাজ দুর্ঘটনা এবং এর পরবর্তী সম্ভাব্য প্রভাব (যথাঃ নাব্যতার অভাবে কয়লা পরিবহনের পথে বাঁধা সৃষ্টি ও কয়লার নির্গমন), সম্ভাব্য নদী দূষণ, বাতাসে ক্ষতিকর পদার্থ যেমনঃ $PM_{2.5}$, PM_{10}, CO, SO_2 এবং কয়লার ধূলিকণা নির্গমন ইত্যাদি। তবে বিদ্যমান সুরক্ষা ব্যবস্থা ও পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষাতে অন্তর্ভুক্ত পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব অনেক কম হবে। এই প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে বাঁশখালী ও চট্টগ্রামের আশে পাশের এলাকাতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত হবে। সেই সাথে, দেশের সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায় শিল্পায়ন বৃদ্ধিতে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে এবং মানুষের জীবিকার উন্নয়নেও সহায়তা করবে।

বাগেরহাটের রামপালে মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রকল্পের প্রকৌশল কর্মসহ নির্মাণ সময়কালীন পরিবেশ পরামিতি এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং

রপ্তানি ভিত্তিক অর্থনৈতিক খাত উন্নয়ন এবং দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে অন্যান্য সকল খাত থেকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। একারণে বাংলাদেশ সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে মেগা পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ এবং আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পন্ন করার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপও গ্রহন করেছে যেগুলোর মধ্যে রামপাল ২x৬৬০ মেঃওঃ মৈত্রী সুপার থারমাল পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ অন্যতম। যেহেতু বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষন নীতিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী উক্ত কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি লাল শ্রেণীভুক্ত উপরন্তু এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন (UNESCO বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান) এর নিকটবর্তী হওয়ায় এর প্রাক-নির্মাণ, নির্মাণ এবং পরিচালনা পর্যায়ে পরিবেশগত ও সামাজিক পরামিতিসমূহ এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) বাস্তবায়ন অবস্থা যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ (মনিটরিং) করা প্রয়োজন। সেই অনুযায়ী, বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ ২০১৪ সাল হতে উপরোক্ত কর্ম সম্পাদনের নিমিত্তে সিইজিআইএস কে নিযুক্ত করে।





এ প্রেক্ষিতে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ইএমপি এবং একটি স্বাধীন পরিবেশ পর্যবেক্ষণ পরামর্শক হিসাবে সিইজিআইএস এই প্রকল্পের পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক পরামিতিসমূহ যেমন বায়ু, পানি, মাটি, কৃষিব্যবস্থা, মৎস্যসম্পদ, বাস্তুসংস্থান ও সুন্দরবনের নানাবিধ অবস্থা পরিবীক্ষণ করে আসছে। সিইজিআইএস-এর নিজস্ব অভিজ্ঞ মানবসম্পদ ও আধুনিক সরঞ্জাম দ্বারা এবং ইউএসইপিএ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক নির্দেশিকা অনুযায়ী পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

ইতিমধ্যে প্রকল্পের নির্মাণ কার্যক্রমের অগ্রগতির সাথে সাথে অভ্যন্তরীণ নিষ্কাশন ব্যবস্থা, উন্নীত ভূমির ঢাল সুরক্ষা কাজ এবং খুলনা-মংলা সড়কে বাবুর বাড়ী থেকে দুই লেন বিশিষ্ট রাস্তা নির্মাণ কাজসমূহ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রজেক্ট সাইট অফিসটি দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হতে দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে প্রকল্পের প্রবেশদ্বারের কাছে স্থানান্তর করা হয়েছে।

এরই মধ্যে সিইজিআইএস বেশ কয়েকটি সুপারিশ রিপোর্ট আকারে পেশ করেছে যা প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য মেনে চলা অপরিহার্য। এগুলোর মধ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে স্থানীয় বাসিন্দাদের অংশগ্রহণ জোরদার করা, নির্মাণ কার্যক্রমগুলিতে স্থানীয় শ্রমিকদের কাজে লাগানো, সিএসআর কর্মকান্ড, মানসম্মত বাসস্থান, স্থানীয় ভাষাতে নিরাপত্তা ইঙ্গিত নির্দেশ স্থাপন, নির্মাণ কর্মীদের নিরাপত্তার স্বার্থে সাইট-এ ইমার্জেন্সি রেসপন্স প্ল্যান (ইআরপি) প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়ন; পর্যাপ্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্যতম।

পটুয়াখালী-পায়রা সঞ্চালন লাইন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা



NWPGCL পটুয়াখালীর পায়রাতে ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করছে। এই কেন্দ্র হতে ২৩০ কিলোভোল্ট এর বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন পটুয়াখালী উপকেন্দ্র পর্যন্ত সংযোগ দেয়া হবে। অন্যদিকে বাকেরগঞ্জ থেকে ১৩২ কিলোভোল্ট বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন বরগুনা পর্যন্ত সংযোগ দেয়া হবে। উক্ত লাইন দুইটি দক্ষিণাঞ্চলের বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে বরগুনাতে ১৩২/৩৩ কিলোভোল্ট এর একটি নতুন উপকেন্দ্র নির্মান করা হবে।

উক্ত সঞ্চালন লাইন এবং বরগুনা উপকেন্দ্র নির্মানকল্পে স্থান নির্বাচন ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য বিভিন্ন সমীক্ষা (IEE, EIA & RAP) পরিচালনা করা হচ্ছে। CEGIS পরিচালিত সমীক্ষাগুলোতে যে সকল তথ্য উপাত্ত ও জনমত উপস্থাপিত হয়েছে তার দরুন প্রকল্পটির জন্য স্থান নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলছে। উল্লেখ্য, পরিবেশ অধিদপ্তর সমীক্ষাগুলোতে প্রস্তাবিত উপশম ও ক্ষতিপূরণ বিবেচনায় প্রকল্পটির স্থান নির্বাচন ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানে সম্মত হয়েছে।

জৈব সার প্লান্টের পরিবেশগত এবং সামাজিক সমীক্ষা

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দেশ বাংলাদেশ এখানে দ্রুত নগরায়নের কারনে স্থানীয় শহরগুলোতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অবস্থা ভঙ্গুর পর্যায়ে পৌছেঁছে। এমতাবস্থায় সরকার The Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্প ৬৪ জেলার পৌরসভায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য জৈব সার উৎপাদনের প্লান্ট প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এরই আলোকে ফেনী পৌরসভায় জৈব সার উৎপাদনের প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্পের পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর CEGIS কে নিযুক্ত করেছে।

ফেনী পৌরসভায় জৈব সার উৎপাদন প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো পৌরসভায় দৈনন্দিন উৎপন্ন যাবতীয় বর্জ্যসমূহ সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি প্লান্টের আওতায় আনা এবং এখানে বর্জ্যকে বিশেষ ভাবে পরিশোধন করে জৈব সার প্রস্তুত করা, অর্থ্যাৎ বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করা। এতে একদিকে মিথেন গ্যাসের পরিমান হ্রাস পাবে, অপর দিকে জৈব সার কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য বাজারজাত করার পাশাপাশি কিছু কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। অতএব আশা করা হচ্ছে যে, জৈব সার উৎপাদন প্রকল্প থেকে আর্থিক সুবিধা অর্জনের সাথে সাথে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যা বেশ ভাল ভাবে সমাধান হবে এবং পৌরসভার পরিবেশও অনেক উন্নত হবে।

খুলনা ৮০০ মেঃওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের পরিবেশ প্রভাব নিরূপণ এবং পুনর্বসতি পরিকল্পনা প্রনয়ন

২০২১ সালের মধ্যে সমগ্র দেশকে বিদ্যুৎ সংযোগের আওতায় আনার পরিকল্পনার অংশ হিসাবে সরকার "পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান ২০১৬" তৃতীয় পর্যায় প্রণয়ন করেছে যার মূল ভিত্তি হল বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির বৈচিত্রতা আনয়ন এবং নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ। এই পরিপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনেরেশন কোম্পানি লিঃ দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য খুলনার খালিশপুরে একটি ৮০০ মেঃওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ৮০০ মেঃওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিদ্যুৎ নির্গমনের জন্য ২৩০ কেভি বৈদ্যুতিক সঞ্চালন লাইন এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানী সরবরাহের জন্য ২০ কিঃমিঃ গ্যাস পাইপলাইনের পরিবেশ সমীক্ষা এবং পুনর্বসতি পরিকল্পনা প্রনয়ন প্রক্রিয়া সিইজিআইএস-কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে অত্র এলাকার পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং সামাজিক সুরক্ষার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ পরিবেশ ব্যবস্থাপনার সমন্বয় ঘটেছে। প্রকল্পটিতে বর্তমানে পৃথিবীতে ব্যবহৃত সর্বোচ্চ পরিবেশ বান্ধব যন্ত্রাংশাদি ব্যবহারের বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে।

উক্ত প্রকল্পটি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের অর্থায়নে নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে অত্র খুলনা এবং এর আশে পাশের এলাকায় নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত হবে। সেই সাথে, এটি খুলনা এলাকায় শিল্পায়ন এবং জীবিকা উন্নয়নে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহায়ক হবে।

রিমোট সেনসিং এবং জিআইএস প্রযুক্তির মাধ্যমে ভূমি কভার মানচিত্র এবং কক্সবাজার উত্তর ও দক্ষিণ বনবিভাগের বনভূমির সীমানা নির্ধারন

বাংলাদেশ বন বিভাগ এর জন্য National Land Cover Referencing System (NLRS) এবং ৩০ মিটার রেজুলেশন এর Landsat সেটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করে LCCS সফটওয়ার এর মাধ্যমে ভূমি কভার মানচিত্রের Legend তৈরি করা হয়েছে। এই Legend ব্যবহার করে রিমোট সেনসিং এবং জিআইএস প্রযুক্তির মাধ্যমে ২০০৫ এবং ২০১০ সালের ভূমি কভার মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে।

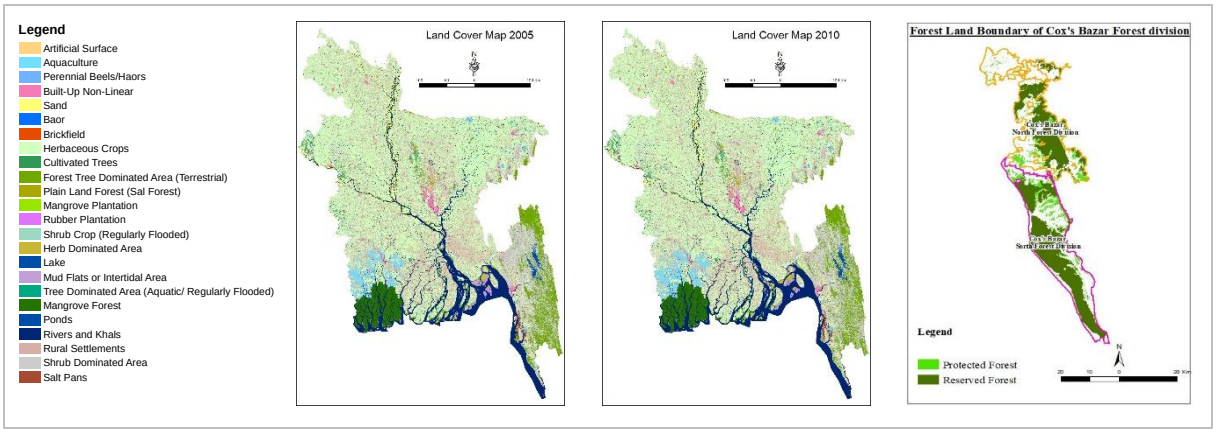

CS মৌজা মানচিত্র এবং গেজেট নোটিফিকেশন তথ্য ব্যবহারের এর মাধ্যমে রিমোট সেনসিং এবং জিআইএস প্রযুক্তির ব্যবহার করে কক্সবাজার উত্তর এবং দক্ষিন বন বিভাগের বনভূমি সীমানা নির্ধারন করা হয়েছে। পাশাপাশি কক্সবাজার উত্তর এবং দক্ষিন বন বিভাগের সংরক্ষিত এবং রক্ষিত বনভূমির সীমানা নির্ধারন করা সম্ভব হয়েছে।

মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ ও কেজিডিসিএল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্পের পরিবেশ প্রভাব নিরূপন সমীক্ষা

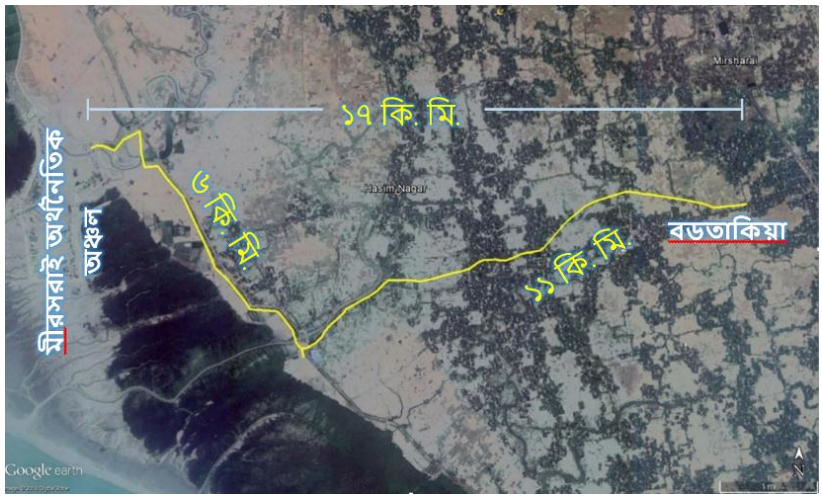

শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে বেজা এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল যা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের জন্য, বিকেবি-সিটিজি গ্যাস ট্রান্সমিশন পাইপলাইন (বড়তাকিয়া) থেকে প্রস্তাবিত মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এলএনজি সম্প্রসারণের জন্য আনোয়ারা সিজিএস থেকে শিকলবাহা পাওয়ার স্টেশন (এসপিএস) পর্যন্ত আরেকটি পাইপলাইন বিদ্যমান কেজিডিসিএল বিতরণ পাইপলাইনের সাথে সংযুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ২০০ এমএমএসসিএফডি গ্যাস সরবরাহের উদ্দেশ্যে এবং কেজিডিসিএল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কের সরবরাহ ক্ষমতা আপগ্রেড করার জন্য প্রকল্পটি গ্রহনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিম্নোক্ত উপকার সমূহ পাওয়া যাবে :

- কেজিডিসিএল এর গ্যাস বিতরণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে
- কলকাখানায় শিল্প গ্যাস সংযোগ সমস্যার সমাধান হবে
- গ্যাসের কম চাপজনিত পরিস্থিতির উন্নতি হবে
- সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে

প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের আসন্ন শিল্প গ্রাহকদের কাছে গ্যাসের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হবে এবং কেজিডিসিএল গ্যাসের ৩৫০ থেকে ৫০০ এমএমএসসিএফডি গ্যাস সরবরাহ সুবিধা বৃদ্ধি করবে। এটি মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম শহর এবং তার নিকটস্থ এলাকায় গ্যাসের চাহিদা মেটাতে সাহায্য করবে।

সিইজিআইএস "মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ ও কেজিডিসিএল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্পের পরিবেশ প্রভাব নিরূপন সমীক্ষা"-টি জিটিসিএল এর অর্থায়নে নির্ধারিত সময়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র সমেত সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়।

মহেশখালী জিরো পয়েন্ট (কোলদিয়ার চর) গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের রুট জরীপ ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি। বর্তমানে দেশে উৎপাদিত মোট প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিমাণ ২৭৪০ mmcfd, কিন্তু চাহিদা ৩৩০০ mmcfd চাইতেও বেশি। এই অতিরিক্ত চাহিদা পূরণের জন্য বাংলাদেশ সরকার LNG গ্যাস আমদানীর উদ্যোগ নিয়েছে। প্রাথমিকভাবে সরকার ৫০০ mmcfd, ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি LNG FSRU টার্মিনাল তৈরী করেছে। যার বাস্তবায়নে রয়েছে Excelerate Energy Bangladesh Ltd (EEBL)। জাতীয় গ্রীডে এই গ্যাস সরবাহ করার জন্য পূর্বেই মহেশখালী জিরো পয়েন্ট হতে আনোয়ারা চট্টগ্রাম পর্যন্ত ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের ৯১ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপ নির্মাণ করা হয়। বর্তমান ৫০০ mmcfd, ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আরেকটি LNG FSRU Summit LNG Company (Pvt) Ltd এর বাস্তবায়নে তৈরী হচ্ছে। Summit LNG FSRU টার্মিনালের গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করার জন্য মহেশখালী জিরো পয়েন্ট (কোলদিয়ার চর) হতে মহেশখালী CTMS পর্যন্ত মোট ৭ কি. মি. ৪২ ইঞ্চি ব্যাসের গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন নির্মাণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।



সিইজিআইএস প্রস্তাবিত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের রুট জরীপ ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা জিটিসিএল-এর অর্থায়নে নির্ধারিত সময়ে পরিবেশগত অধিদপ্তরের ছাড়পত্রসহ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়।

টেকনাফ, কক্সবাজার, ছাতক, ফরিদপুর ও নওয়াপাড়া নদীবন্দর এবং কতিপয় ফেরিঘাট ও জেটি উন্নয়ন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই ও পরিবেশ প্রভাব নিরূপন সমীক্ষা

বাংলাদেশের নৌপরিবহণ ব্যবস্থা সহজতর, সাশ্রয়ী এবং যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের অধীনে নিম্নোক্ত উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়িত হবে।

ক) ফেরি রুট এবং ফেরি ঘাটঃ ১) আরিচা-নর্দা, ২) কক্সবাজার-মহেশখালী

খ) অভ্যন্তরীণ নদী বন্দরঃ ১) টেকনাফ, ২) কক্সবাজার, ৩) ছাতক, ৪) ফরিদপুর, (৫) নওয়াপাড়া

গ) উপকূলীয় জেটিঃ ১) ছানুয়া, ২) বারোঘোপ, ৩) সাত্তারউদ্দিন, ৪) সেন্ট মার্টিন দ্বীপ



যাত্রী ও মালবাহী জাহাজের সহজ ও নিরাপদ গতিবিধি সম্প্রসারন করার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত এই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো নির্ধারিত নৌপথ এবং ফেরি ঘাট, নদী বন্দর এবং উপকূলীয় জেটিগুলিতে প্রদত্ত সেবার মান উন্নত করা, কাঠামোগত উন্নতি সাধন করা, বন্দর ও ঘাটগুলিতে সুবিধা এবং নিরাপত্তা স্তর বৃদ্ধি করা এবং একই সাথে উন্নত মাল্টি-মোড পরিবহন সুবিধা নিশ্চিত করা। উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন দেশের অর্থনীতি এবং জীবনধারার মানকে উন্নত করবে। এটি ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ গড়ার অভীষ্ঠ লক্ষ্যেও অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রভাব মূল্যায়ন

সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধি (SLR) দ্বারা বোঝানো হয় বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে সমুদ্রের পানির তল বেড়ে স্থলভাগ গ্রাস করে ফেলা সংক্রান্ত দুর্যোগ। বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান, সমতল স্থলচিত্র, উচ্চ জনসংখ্যার ঘনত্ব, দারিদ্র ও বহু জীবিকার নির্ভরতা, জলবায়ু সংবেদনশীল ক্ষেত্র বিশেষত কৃষি, মৎস্য ও পানি সম্পদ এর কারণে দেশের উপকুলীয় অঞ্চল জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকুল প্রভাবগুলোর প্রধান শিকার ।

নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ইউনাইটেড নেশনস ইন্টার গভামেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেইঞ্জ (আইপিসিসি) আশংকা প্রকাশ করে বলেছে, বাংলাদেশের উপকুলীয় অঞ্চল-এ বসবাসরত জনগণের অধিকাংশ ক্রমবর্ধমান হারে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে এবং ২০৫০ সালের মধ্যে এদেশের মোট ভূমির শতকরা ১৭ ভাগ সমুদ্র গ্রাস করে নেবে এবং যার ফলে ২০ মিলিয়ন মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়বে।

উপরোক্ত বিষয়কে মাথায় রেখে পরিবেশ অধিদপ্তর সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ভবিষ্যত প্রক্ষেপণ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রভাব মূল্যায়ণ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। যার মূল উদ্দেশ্য হলোঃ গ্লোবাল লেভেলের সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রজেকশনকে কাজে লাগিয়ে একটি দ্বিমাত্রিক হাইড্রোডিনাম্যিক মডেল গড়ে তোলার মাধ্যমে আগামী ২০৩০, ২০৫০, ২০৭০ এবং ২১০০ সালের জন্য লোকাল লেভেলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রজেকশন করা এবং মূলত পানি সম্পদ, কৃষি ও অবকাঠামোগত ক্ষেত্রে এর প্রভাব মূল্যায়ন করা। এক্ষেত্রে Delf3d FM (Flexible Mesh) সফটওয়্যার দ্বিমাত্রিক হাইড্রোডিন্যামিক মডেল-এর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ইলেক্ট্রনিক এনার্জি মিটারিং প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বর্তমানে চলমান "পোস্ট-পেইড" মিটারের পরিবর্তে ৫০ লক্ষ "প্রি-পেইড" মিটার স্থাপনের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সিইজিআইএস উক্ত প্রকল্পের প্রযুক্তিগত, সামাজিক ও আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাই করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় Utility Vending Station (UVS) এবং Utility Customization Center (UCC) এর সংখ্যা নির্ধারণে সমীক্ষা করেছে। উক্ত সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা সম্পাদনে স্থানীয় ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি হতে প্রশিক্ষিত তথ্য সংগ্রহকারীগণ প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে। এছাড়াও নির্বাচিত গ্রাহকদের সাথে CEGIS এর সিনিয়র গবেষকগণ মত বিনিময় সভা করে তাদের মতামত সংগ্রহ করে।



সমীক্ষার শুরুতেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রায় ৯ লক্ষ "লাইফ লাইন" গ্রাহকগণকে প্রি-পেইড মিটারে অন্তর্ভূক্তি থেকে বাদ দেয়া হয়। পরিবর্তে (200 kwh) এর অধিক ভোক্তাগণকে দুটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে এই প্রি-পেইড মিটারের আওতায় আনার জন্য শুপারিশ করা হয়। এ লক্ষ্যে একটি বাস্তবায়ন রোডম্যাপও প্রণয়ন করা হয়।

অর্থনৈতিক সমীক্ষার ভিত্তিতে এই প্রকল্পকে একটি আর্থিকভাবে লাভজনক প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হয় তবে শর্ত থাকে যে, যথাযথ ভাবে প্রকল্প পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন আর্থিক ও সামাজিক ঝুঁকিসমূহ সময়মত ও সঠিকভাবে চিহ্নিত করে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শহর/নগর এলাকাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১০টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং প্রভাব মূল্যায়ন

সিইজিআইএস গত ২৬শে জুলাই ২০১৮ সালে BWDB-এর ১০টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও প্রভাব মূল্যায়ণ সমীক্ষাটির কার্যক্রম শুরু করে। এই সমীক্ষাটির প্রধানতম উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়নের ফলে এলাকার সামাজিক, পরিবেশগত এবং আর্থিক বিভিন্ন সূচক (indicator)-র উপর কী ধরণের প্রভাব পড়েছে তার মূল্যায়ন এবং প্রভাব নিরূপণ করা। প্রকল্পগুলো হচ্ছেঃ

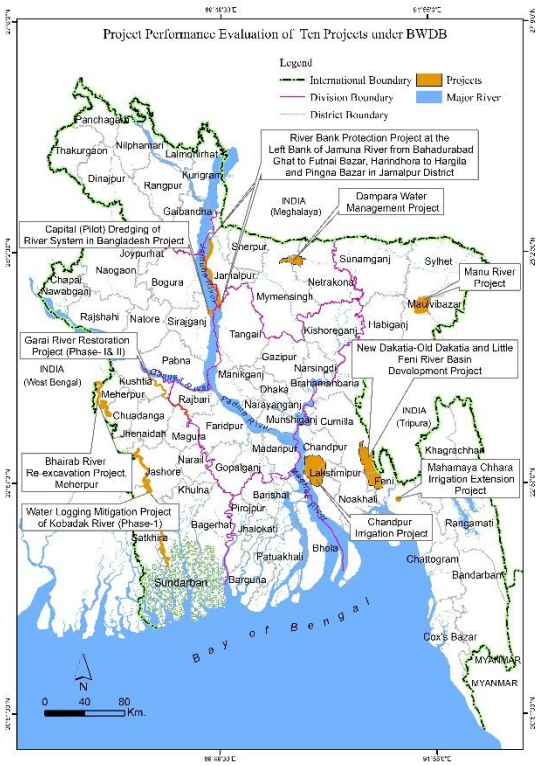

১। মনু নদী প্রকল্প

২। জামালপুরের বাহাদুরাবাদ ঘাট থেকে ফুটানি বাজার ও হরিণধরা থেকে পিংনা বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সুরক্ষা প্রকল্প

৩। চাঁদপুর সেচ প্রকল্প

৪। ভৈরব নদী পুনঃখনন প্রকল্প, মেহেরপুর

৫। কপোতাক্ষ নদীর জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প (পর্যায়-১)

৬। গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (পর্যায়-১ এবং ২)

৭। নতুন ডাকাতিয়া - পুরাতন ডাকাতিয়া এবং ছোট ফেনী নদীর অববাহিকা উন্নয়ন প্রকল্প

৮। দামপাড়া পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, নেত্রকোনা

৯। মহামায়া ছড়া সেচ প্রকল্প সম্প্রসারণ, চট্টগ্রাম

১০। বাংলাদেশ নদী ব্যবস্থার ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং।

BWDB এর এই ১০ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ণের ফলাফল ২০১৯ সালের মধ্যে সম্পন্ন করে বিভিন্ন stakeholder-দের সম্মুখে কর্মশালার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হবে। দেশের উন্নয়ন ও অর্থনীতিতে BWDB এর বিভিন্ন প্রকল্প কতটা অবদান রেখেছে তার বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ণে এই সমীক্ষাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্প (ডিআরএমপি)-র সম্ভাব্যতা সমীক্ষা

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রাণিসম্পদ খাতের ভূমিকা অপরিসীম। প্রাণিসম্পদ তথা গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী বাংলাদেশের বহুমাত্রিক মিশ্র খামার ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং লক্ষ লক্ষ সহায়-সম্বলহীন পালনকারীর জীবন-জীবিকার গুরুত্বপূর্ণ উৎস। জিডিপিতে এর অবদান সামান্য হলেও জনগণের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় আমিষের চাহিদা মিটানোর ক্ষেত্রে এর রয়েছে বিশাল অবদান।

প্রাণিসম্পদ খাতটি ভূমিহীন লোকদের অবলম্বন হিসেবে, গ্রামীন দরিদ্র পরিবারের জীবিকায় সহায়ক হিসেবে এবং দেশের দারিদ্র দূরীকরণের কৌশল হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

মহিলাদের জন্য বিশেষতঃ গ্রামীন মহিলাদের জন্য গবাদি পশু-পাখী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ গ্রামীন বসত বাড়িতে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পোষা হয় নগদ অর্থের উৎস হিসেবে। ভূমি কর্ষণে, ফসল মাড়াই কার্যে, যাতায়াত ব্যবস্থায় শক্তি যোগানে, রন্ধনকার্য্যের জন্য জ্বালানী হিসেবে, ফসলের জৈব সার হিসেবে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কাজ ইত্যাদিতে গবাদি পশু-পাখী সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে।

দুগ্ধ ও মাংসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর একটি সময়োপযোগী প্রকল্প DRMP বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

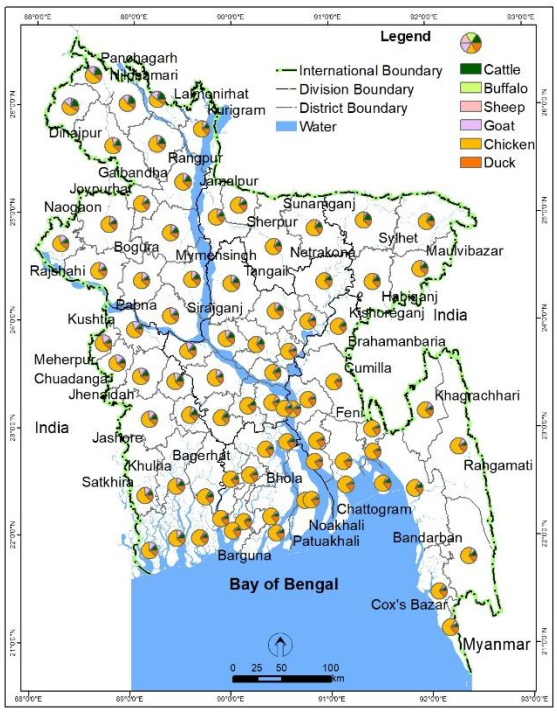

এ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে (১) প্রানিসম্পদ খাতের উৎপাদন পদ্ধতি এবং তাদের ভোগের ধরণ (consumption pattern) অনুধাবন; (২) অবকাঠামোগত (infrastructure) অবস্থা ও প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ (investment) পরিকল্পনা প্রনয়ণ; (৩) বর্তমান নীতিমালার কর্ম-কাঠামো (framework) প্রস্তুতি; এবং (৪) সরকারী পর্যায়ে বর্তমান ব্যয় (expenditure) নির্বাহের সক্ষমতা (capacity)- বৃদ্ধির প্রস্তাবনা তৈরী করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য সাধনে যেসকল কার্যক্রম সম্পাদন করা হয় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছেঃ (ক) মানচিত্রের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে প্রাণিসম্পদের প্রজাতি গোষ্ঠীর বিস্তার চিত্রায়ন, (খ) উৎপাদন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যায়ন এবং প্রাণিজ উৎপাদন যথা: দুগ্ধ, মাংস ও ডিমের ভোগের ধরণ, (গ) প্রাণিসম্পদ সহায়ক সেবা ও গবাদি-পশুর খাদ্য এবং জাব এর প্রয়োজনীয়তা এবং সু-প্রাপ্যতা, (ঘ) প্রাণির রোগ-ব্যাধি ও পশু চিকিৎসা সম্মন্ধীয় সরকারী স্বাস্থ্য, নিরাপদ খাদ্য, এ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স সমস্যা, (ঙ) বাজার লিংকেজ ও পুষ্টি, (চ) প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়াদি, (ছ) বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও অগ্রাধিকারকরণ, (জ) অবকাঠামোগত চাহিদা ও বিদ্যমান অবকাঠামোর তালিকা প্রণয়ন এবং বর্তমান অবস্থা ও সেবার মান যাচাই, (ঝ) অবকাঠামোর উপর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ও দুর্যোগ সংক্রান্ত ঝুঁকি নিরুপণ, (ঞ) প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ, বিনিয়োগ কৌশল ও পূনরুদ্ধার, (ট) প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ সনাক্তকরণ, (ঠ) প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের নিমিত্তে নীতিমালার ঘাটতি ও মূল অন্তরায় চিহ্নিতকরণ এবং (ড) মাঠ পর্যায় থেকে প্রধান কার্যালয় পর্যন্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সামর্থ্য বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা সনাক্তকরণ।

উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা

২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডর এবং ২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে বাংলাদেশের উপকূলীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধসহ অবকাঠামোসমূহ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা জনগণের জীবন ও জীবিকার প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলীয় অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত সৃষ্ট বিপর্যয় মোকাবেলার লক্ষ্যে পোল্ডার

সমূহের পূণর্বাসনে বাংলাদেশ সরকার Coastal Embankment Improvement Project Phase–I (CEIP-I) প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বাপাউবো এই প্রকল্প পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী বিশ্ব ব্যাংক এর অর্থায়নে বাস্তবায়ন করছে। উপকূলীয় অঞ্চল বিশেষ করে উপকূলীয় ১৪ টি জেলার মোট ১৩৯ টি পোল্ডারকে এ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। CEIP-ও এর মূল উদ্দেশ্য প্রকল্প এলাকার পোল্ডারের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের মাধ্যমে পরিবেশ সম্মতভাবে পোল্ডারের পূণর্বাসন ও উন্নয়ন করা।

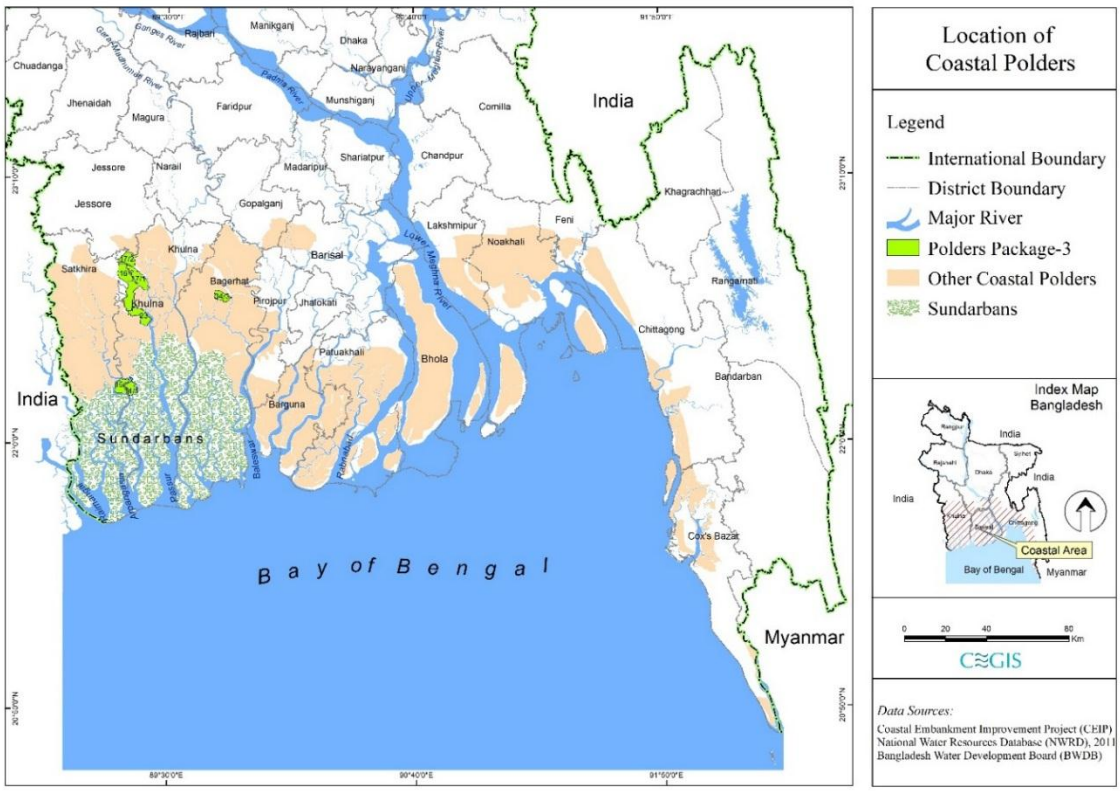

উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প প্রথম পর্যায়ে মোট ১৭ টি পোল্ডার ৩ টি প্যাকেজে বাস্তবায়ন করা হবে। সিইজিআইএস এই ১৭ টি পোল্ডার পূনর্বাসনের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষায় নিয়োজিত রয়েছে। ইতোমধ্যে প্যাকেজ -১ (পোল্ডার ৩২, ৩৩, ৩৫/১ এবং ৩৪/৩) এবং প্যাকেজ -২ (পোল্ডার ৪০/২, ৪১/১, ৪৩/২সি, ৪৭/২, ৪৮ এবং ৩৯/২সি) এর অধীনে ১০ টি পোল্ডার এর পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সম্পন্নসহ পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। প্যাকেজে -৩ (১৪/১, ১৫, ১৬, ১৭/১, ১৭/২, ২৩ এবং ৩৪/৩) এর পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

ভান্ডালজুরী পানি সরবরাহ প্রকল্প

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য আবাসস্থল এবং শিল্প-কলকারখানাগুলোতে পানির চাহিদাপূরণকল্পে চট্টগ্রাম ওয়াসা ভান্ডালজুরী পানি সরবরাহ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। উক্ত প্রকল্পের অধীনে নিম্নোক্ত উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়িত হবে:

ক) দৈনিক ৬০ মিলিয়ন লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পানি শোধনাগার নির্মাণ;

খ) ১১৩.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ পানি ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন লাইন নির্মাণ; এবং

গ) পটিয়া উপজেলার পটিয়া এবং দৌলতপুর মৌজায় দুটি জলাধার নির্মাণ।

পানি সরবরাহের এই প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো চট্টগ্রাম ও তার আশেপাশে ক্রমবর্ধমান আবাসস্থল এবং শিল্প কলকারখানাগুলোতে নিরাপদ পানি সরবরাহ করা। উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক চট্টগ্রাম শহরের পানি সরবরাহ শতকরা প্রায় ৭২ ভাগে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়। এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন হলে দৈনিক প্রায় ৪৭,১৫০ এবং ১২,৮৫০ কিউবিক মিটার পানি যথাক্রমে চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলায় অবস্থিত শিল্প এলাকাতে এবং আবাসিক এলাকাগুলোতে সরবরাহ করা হবে। ২০৪১ সাল

নাগাদ প্রায় ১১০,৩৫০ সংখ্যক জনগণ উক্ত প্রকল্পের সরাসরি উপকার পাবে। এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন চট্টগ্রাম জেলার অর্থনীতি এবং জীবনধারার মানকে উন্নত করবে যা ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে সার্বিকভাবে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ গড়ার দিকে এগিয়ে নিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

বদ্বীপ অঞ্চলে বন্যা প্রতিরোধে সহনশীলতা বিশ্লেষণ: টাঙ্গাইল জেলার সিপিপি প্রকল্পভূক্ত এলাকার সমীক্ষা

বিশ্বের বদ্বীপ অঞ্চলে বহু বছরের বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় অর্জিত অভিজ্ঞতা, অধিবাসীদের বোধগম্যতা, মানিয়ে চলার দক্ষতা এবং সহনশীলতা গোষ্ঠীগত অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। এটি এখন প্রতিষ্ঠিত যে, বদ্বীপ অঞ্চলে সহনশীলতা এবং ভৌত, গোষ্ঠীগত, প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক বিভিন্ন প্রক্রিয়াসমূহ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। বদ্বীপ অঞ্চলে বন্যা প্রতিরোধে সহনশীলতা বিশ্লেষণ শীর্ষক একটি গবেষণা নেদারল্যান্ডের ওয়াগেনইনগেন বিশ্ববিদ্যালয়, ভিয়েতনাম ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভিয়েতনামের ক্যান থো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সিইজিআইএস যৌথভাবে পরিচালনা করেছে। আলোচ্য গবেষণা সমীক্ষাটি টাঙ্গাইলে অবস্থিত কমপার্টমেন্টালাইজেশন পাইলট প্রজেক্ট (সিপিপি) এলাকায় অবকাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত 'কমপার্টমেন্টালাইজেশন' ধারণার প্রয়োগে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে সহনশীলতার আলোকে কি ধরণের ফলাফল লাভ করা যায় তার একটি বিশ্লেষণ এই গবেষণায় করা হয়েছে।

ভূটানের শ্বেতীক্ষেরী ও আইপোসী অববাহিকায় বন্যার ঝুঁকি নিরূপন ও প্রশমনে জলবায়ু সহিষ্ণু পদক্ষেপ নির্ধারণ



ভূটানের দক্ষিনাঞ্চলে অবস্থিত গেলেফু শহরে তিনটি মৌসুমী নদীর (শ্বেতিক্ষেরী, আইপোলী-ছোট ও আইপোলী-বড়) অববাহিকায় অতিবৃষ্টির কারণে ছড়া থেকে নেমে এসে আসা পানি ও পলি প্রবাহ প্রতি বর্ষা মৌসুমে আকস্মিক বন্যা ঘটায় এবং ভাটিতে বসবাসকারী মানুষের দুর্ভোগ সৃষ্টি করে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আকস্মিক বন্যার তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে যা ভাটিতে বসবাসকারী মানুষের জীবন, জীবিকা ও সম্পদ বিনষ্টের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। তাই এসকল সমস্যা সামাধানকল্পে রাজকীয় ভূটান সরকারের গৃহীত প্রকল্পে সিইজিআইএস একটি সমন্বিত সমীক্ষা করছে যাতে নদীর অববাহিকার ভূতত্ত্ব, নদীর বিবর্তন ইতিহাস, নদী ভাঙ্গনের ইতিহাস, হাইড্রোলজি ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এনে জলবায়ু পরিবর্তনে সহনীয় টেকসই সমাধানসমূহ নির্ধারন করা সম্ভব হয়।

স্বর্ণদ্বীপ ২০০ মেগাওয়াট সৌর-ফটোভল্টিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মান প্রকল্পের বিস্তারিত সমীক্ষা

বর্তমান সরকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ দ্রুত শিল্পায়ন ও নগরায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী 'পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্লান, ২০১৬' এর আলোকে ২০২১ সালের মধ্যে দেশের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারের এ লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং চীনের হ্যানার্জি পাওয়ার জেনারেশন ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত হাতিয়া উপজেলাধীন স্বর্ণদ্বীপে ২০০ মেগাওয়াট সৌর-ফটোভল্টিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মান প্রকল্পের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উক্ত বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের সমীক্ষার অংশ হিসাবে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, প্রাথমিক পরিবেশগত দিক যাচাই, পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা, দূর্যোগ প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা, পুনর্বসতি কর্ম পরিকল্পনা, রুট সার্ভে, Topographical সার্ভে এবং ব্যাথিমেট্রিক সার্ভে সম্পাদনের জন্য সিইজিআইএস কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ যথাযথ ভাবে সঞ্চালন করে চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রস্তাবিত সাবস্টেশনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হবে। আলোচ্য প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের শিল্পগ্রাহকদের বিদ্যুতের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে সহায়ক হবে, সাথে সাথে দেশের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

সোনাদিয়া-ঘটিভঙ্গা দ্বীপপুঞ্জের অর্থনৈতিক অঞ্চল-৪ এর জন্য প্রস্তাবিত অবকাঠামোর পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন

বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ী দ্বীপ মহেশখালী, যা দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশে বঙ্গোপসাগর এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশে মহেশখালী চ্যানেল দ্বারা বেষ্টিত। দ্বীপ এলাকার জনগোষ্ঠীকে সাগরের উচ্চ জোয়ার ও জলোচ্ছ্বাস হতে রক্ষার্থে ৭০ দশকে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পোল্ডার ৬৯ নির্মিত হয়। যাতে রয়েছে মোট ৪৩.৮৭ কিঃ মিঃ বেড়ীবাঁধ, ১৪ টি রেগুলেটর ও ২০ টি বিভিন্ন আকারের খাল। ফলে মহেশখালী উপজেলার বিশাল এলাকা বঙ্গোপসাগরের জলোচ্ছ্বাস/ঢেউ/বন্যা ইত্যাদির কবল হতে মুক্ত হয়ে পুরো এলাকা চাষাবাদের আওতায় আসে এবং অধিবাসিদের নিরাপত্তা ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত হয়।

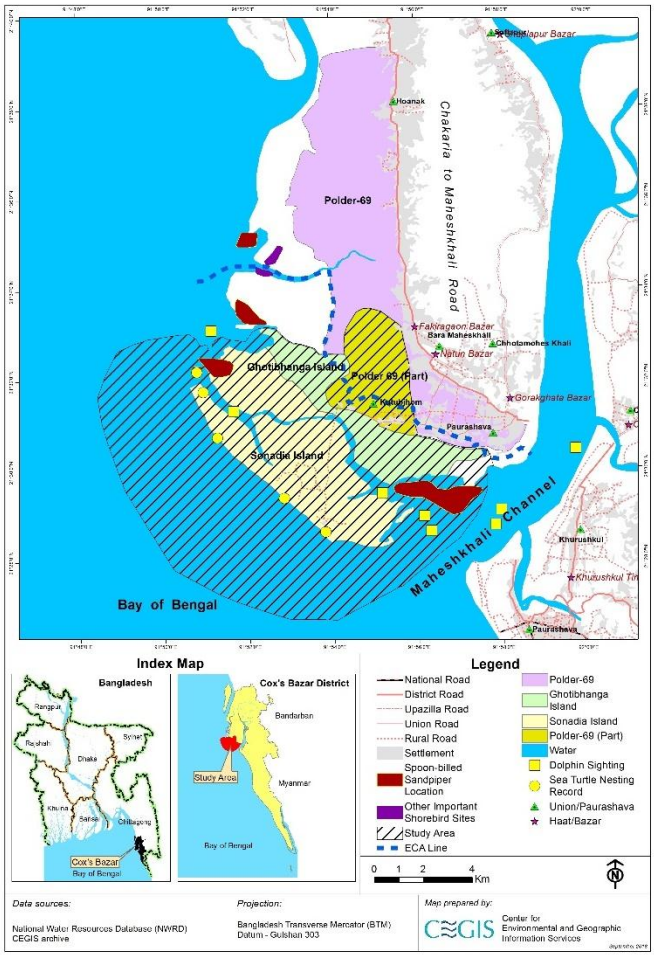

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার সোনাদিয়া, ঘটিভাঙ্গা, অমবশ্যাখালী, উত্তর নলবিলা, কালামারছড়া, হেতালিয়া, হামিরদিয়া, কুকুবজোম মৌজাসহ জেগে উঠা নতুন চর এলাকা ব্যবহারের একটি লেআউট প্লান প্রস্তুত করে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মুখ্য সমন্বায়ক (এসডিজি) মহোদয়ের সভাপতিত্বে বেজার একটি সভায় মহেশখালী বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল-৪ (ঘটিভাঙ্গা-সোনাদিয়া) স্থাপনের জন্য ১০-১২ হাজার একর এলাকা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক রোড-কাম-বাঁধ নির্মাণের প্রকল্প গ্রহনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের অধীনস্থ দুটি পরার্মশক সংস্থা আইডব্লিউএম-কে প্রকল্পটির প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা ও সিইজিআইএস-কে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কাজে সম্পৃক্ত করে। প্রকল্প এলাকাটি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার আওতাভুক্ত হওয়ায় পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক বিশেষ সভায় প্রকল্প এলাকার প্রতিবেশ অক্ষুন্ন রেখে প্রকল্প এলাকা পোল্ডার ৬৯ এর দিকে সরিয়ে নেয়া এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল এর পরিবর্তে ইকো-ট্যুরিজম প্রকল্প গ্রহনের জন্য বেজা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করা হয়। এই নির্দেশনা মতে বর্তমানে উভয় সংস্থা সমীক্ষার কাজ পরিচালনা করছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সংবেদনশীল এই এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশবান্ধব জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সহিষ্ণু এবং ভবিষ্যত পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন করতে সক্ষম একটি উদাহরণমূলক প্রকল্প হিসাবে বিবেচিত হবে। একইসাথে প্রকল্পটি উন্নত নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য, আকর্ষনীয় পরিবেশ ও স্থানীয় জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও উন্নত জীবন নিশ্চিত করবে।

ভারতের বিহার রাজ্যের পানি সম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন একটি ম্যাথেম্যাটিকাল মডেলিং সেন্টার প্রতিষ্ঠার জন্য পরামর্শ প্রদান

ভারতের বিহারে কোশি নদীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত পানি দ্বারা সৃষ্ট বন্যা একটি বড় সমস্যা। এই বন্যা সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে ২০১৬ সালে সিইজিআইএস কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে প্রাপ্ত চিত্র হতে নদীর গতিবিধি পর্যালোচনা করে কোশি নদীতে বিদ্যমান বাঁধ ও স্পার সংরক্ষণ এবং নদীভাঙ্গনের জন্য একটি অনন্য পূর্বাভাস প্রদান করে যা অত্যন্ত যুগোপযোগী এবং কোশি নদী ব্যবস্থাপনায় কার্যকরী সহায়ক হিসেবে কাজ করছে।

সম্প্রতি বিহার সরকার কোশি নদীর বেসিনকে সঠিক ব্যবস্থাপনা ও সুষ্ঠ পরিকল্পনার জন্য বিহারের রাজধানী পাটনায় একটি ম্যাথেমেটিক্যাল মডেলিং সেন্টার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছেন। এ লক্ষ্যে সিইজিআইএস ২০১৭ সালের অক্টোবর মাস থেকে কোশি

নদীর প্ল্যানফরম ডেভেলপমেন্ট ও নদী ভাঙ্গন প্রক্রিয়া দক্ষতার সাথে মূল্যায়ন করার জন্য বিদ্যমান নদী ভাঙ্গন পূর্বাভাস ও নদীতে পলি পরিবহন প্রক্রিয়া বিষয়ে বিহারের নদী ও পানি বিশেষজ্ঞ ও পানি সম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছে যা ২০২০ সাল পর্যন্ত চলমান থাকবে। পাশাপাশি পাটনায় একটি আধুনিক ম্যাথামেটিক্যাল মডেলিং সেন্টার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিষ্ঠানিক ও কারিগরী পরামর্শ প্রদান করে যাচ্ছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)-এর নিয়মিত কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী এবং সিইজিআইএস-এর পেশাজীবিদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যবহৃত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ মডেল, জিআইএস, আরএস ও ডাটাবেসসহ অন্যান্য সমসাময়িক প্রযুক্তির প্রয়োগ ও ব্যবহারের উপর সম্যক ধারণা প্রদান করা সহ অংশগ্রহণকারীদের পেশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) এবং রিমোট সেন্সিং (আরএস) বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি দুইটি সিজিআইএস-এর কর্মরত নবীন কর্মকর্তাদের জন্য পর্যায়ক্রমে ২৩-২৪ আগস্ট ২০১৭ এবং ২৫-২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণাগত এবং পেশাদারী ক্ষমতা বৃদ্ধিই ছিল এই প্রশিক্ষণ দুইটির প্রধান উদ্দেশ্য। সিইজিআইএসের বিভিন্ন বিভাগের প্রায় ২৪ জন প্রশিক্ষণ দুইটিতে অংশ গ্রহনের মাধ্যমে two way communication-এর দ্বারা ও এবং মৌলিক হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। জিআইএস এবং আরজিএস বিভাগের রিসোর্স কর্মকর্তাগন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি দুইটি সফলভাবে সম্পন্ন করেন।



গত দুই দশক ধরে সিইজিআইএস মূলত: spatial data ব্যবহার করে ব্যপক গবেষনার মাধ্যমে tools ও techniques তৈরিতে সক্ষম হয়েছে যা ব্যবহার করে নদীর গতি-প্রকৃতি, বিবর্তন এবং পূর্বাভাস সমন্ধে বিস্তারিত ধারনা লাভ করা যায়। অর্জিত এই নতুন জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা প্রচারের জন্য সিইজিআইএস "Training on River and Delta Morphology: Evolution, Dynamics and Prediction"-এর উপর ১৬ থেকে ১৮ এপ্রিল ২০১৮ তিন দিন ব্যপী এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে। উক্ত প্রশিক্ষণে সরকারি, বেসরকারী সংস্থাসহ সংশ্লিস্ট সংস্থা সমূহ, যেমন: BIWTA, BWDB, RHD, IWM- এর কর্মকর্তাগন অংশ গ্রহণ করেন। সিইজিআইএস-এর নির্বাহী পরিচালক প্রকৌশলী মো: ওয়াজি উল্লাহ প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন। ভারতে বাংলাদেশের সাবেক হাইকমিশনার জনাব তারিক এ করিম উদ্বোধনী অধিবেশনে আঞ্চলিক সহযোগিতা ও নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেন। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় যমুনা নদীসহ অন্যান্য প্রধান নদীগুলিকে স্থিতিশীল করার জন্য Geo-Morphological Evolution of the Rivers and Delta, Sediment Transport, Delta Dynamics, Application of Tidal River Management (TRM) ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও প্রয়োগের বিষয়গুলির গুরুত্ব প্রশিক্ষণে তুলে ধরা হয়। সিইজিআইএস-এর উপ-নির্বাহী পরিচালক ও মর্ফোলজিক্যাল বিশেষজ্ঞ ড. মমিনুল হক সরকার, ডেল্টা এলাকা ও নদী সমূহের সঠিক ব্যবস্থাপনায় নদীর আচরণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি বোঝার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। বুয়েটের পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: আবদুল মতিন, বুয়েটের ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার এন্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্টের অধ্যাপক ড. মো: মুনসুর রহমান এবং এনএইচসি-এর পানি বিশেষজ্ঞ জনাব Knut Oberhagemann প্রশিক্ষণে Resource Person হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মো: মাহফুজুর রহমান প্রশিক্ষণার্থীগণের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণসমূহের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	কোর্সের সময়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	সাধারন বীমা কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত Capacity Building Training on Basic Remote Sensing for Crop Insurance বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২০ - ২২ জুলাই ২০১৭	২২
২	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত Introduction to GIS and Land Management Information System (LMIS) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২০ - ২২ অগাস্ট ২০১৭	৭
৩	পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত Monitoring of Short-lived Climate Pollutants (SLCPs) status in Bangladesh বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৮	১২
৪	DOE BARI, BAEC, BUET, CEGIS, BLRI, DNCC-এর কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত SLCPs Estimation and National Planning using LEAP-IBC Tools বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫-৬ এপ্রিল ২০১৮	১৭
৫	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিআইডাব্লিউটিএ, আইডাব্লিউএম এবং সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত River, Delta and Coastal Morphology: Evolution, Dynamics and Prediction বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৬-১৯ এপ্রিল ২০১৮	১৩

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে দেশে আয়োজিত প্রশিক্ষণে সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কোর্স ও আয়োজক সংস্থার নাম	কোর্সের সময়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাধারন অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত "Implementation of 7th Five Year Plan and SDG" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪-৫ মার্চ ২০১৮	০২
২	ICIMOD-এর অর্থায়নে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার কর্তৃক আয়োজিত "Google Earth Engine" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২০-২৪ আগাস্ট ২০১৭	০১
৩	Water Aid কর্তৃক আয়োজিত "Urban Rain Water Harvesting System" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২১-২৪ আগাস্ট ২০১৭	০১
৪	পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত "Expert Group Training on Piloting of the Poverty Environment Accounts (PEA) 2017" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৯-১১ অক্টোবর ২০১৭	০২
৫	প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত "E-Service Implementation Roadmap 2021" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩০-৩১ অক্টোবর ২০১৭	০৩
৬	সিইজিআইএস কর্তৃক অভ্যন্তরীণ কর্মকর্তাগনের জন্য আয়োজিত Basic Training on GIS বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৩-২৪ আগস্ট ২০১৭	১৪
৭	সিইজিআইএস কর্তৃক অভ্যন্তরীণ কর্মকর্তাগনের জন্য আয়োজিত Basic Training on RS বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৫-২৬ আগস্ট ২০১৭	১০
৮	সিইজিআইএস কর্তৃক অভ্যন্তরীণ কর্মকর্তাগনের জন্য আয়োজিত "Leadership and Good Governess" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ জানুয়ারী ২০১৮	২৭

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিদেশে আয়োজিত প্রশিক্ষণে সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণের বিবরণ

দেশীয় প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর শিক্ষার জন্য সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাগণকে নিয়মিত বিদেশে প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে চীন, জাপান, জার্মানী ও নেদারল্যান্ডস প্রভৃতি দেশে সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করছেন। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ শেষে কর্মকর্তাগণ পুনরায় সিইজিআইএস-এ যোগদান করেন এবং প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার আলোকে সিইজিআইএস-এর সমীক্ষাসহ অন্যান্য কর্মকান্ডকে আরো সমৃদ্ধ করেন। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক বৈদেশিক প্রশিক্ষণসমূহে প্রেরিত কর্মকর্তাগণের বিবরণ নিচে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রমিক নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ/উচ্চতর শিক্ষার বিষয়	দেশের নাম	সময়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	China-র Beijing অবস্থিত Beihang University অর্ন্তভুক্ত Masters Course in Space Technology Applications-Global Navigation Satellite Systems (GNSS) বিষয়ক উচ্চতর শিক্ষা	চীন	১ সেপটেম্বর ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮	১
২	ফিলিপাইন ওয়াটার ওর্য়াকস এ্যাসোসিয়েশান, ফিলিপাইন-এর সহযোগিতায় এবং ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার এ্যাসোসিয়েশান, বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত Climate Change, Disaster Management and Urban Water Management বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ফিলিপাইন	১২ - ১৭ অক্টোবর ২০১৭	২০
৩	ICIMOD নেপাল কর্তৃক পরিচালিত Regional Training on Synthetic Aperture Radar for Mapping of Forest Degradation and Deforestation বিষয়ক প্রশিক্ষণ	নেপাল	১২-১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৮	১
৪	Asia Water Council, Korea কর্তৃক পরিচালিত Ecosystem based Planning and Design of Road Infrastructure for Wetland Areas বিষয়ক প্রশিক্ষণ	কোরিয়া	২-৮ জুন ২০১৮	২

সিইজিআইএস তার তরুণ পেশাজীবিদের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে বিগত তিন বছরের মত এবছরও আর্ন্তজাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। ফিলিপাইন ওয়াটার ওর্য়াকস এ্যাসোসিয়েশান, ফিলিপাইন-এর সহযোগিতায় এবং ইন্টারন্যাশানাল ওয়াটার এ্যাসোসিয়েশান, বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত ৬ দিন ব্যপী "Climate Change, Disaster Management and Urban Water Management" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীটি ফিলিপাইন-এর রাজধানী ম্যানিলায় বিগত ১২ থেকে ১৭ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।



সিইজিআইএস-এর মোট ২০ জন কর্মকর্তা এই প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণ করেন। সিইজিআইএস-এর নির্বাহী পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ ওয়াজি উল্লাহ এবং BoT-এর সদস্য প্রফেসর ডঃ মোঃ আবদুল মতিন যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উক্ত প্রশিক্ষণের সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালা

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত কর্মশালাসমূহের বিবরণঃ

ক্রমিক নং	কর্মশালার বিষয়	সময়
১	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের জন্য Dissemination Seminar on Feasibility Study for Tourism Centers Development বিষয়ক কর্মশালা	ঢাকা ১১ জুলাই ২০১৭
২	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Livestock Department ও সংশ্লিস্ট Stakeholder-দের জন্য ESMF and PMP study for Livestock Development বিষয়ক কর্মশালা	মানিকগঞ্জ ২০ ডিসেম্বর ২০১৭
৩	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Livestock Department ও সংশ্লিস্ট Stakeholder-দের জন্য ESMF and PMP study for Livestock Development বিষয়ক কর্মশালা	সাভার ২৩ ডিসেম্বর ২০১৭
৪	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Livestock Department ও সংশ্লিস্ট Stakeholder-দের জন্য ESMF and PMP study for Livestock Development বিষয়ক কর্মশালা	নারায়নগঞ্জ ২৬ ডিসেম্বর ২০১৭
৫	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Livestock Department ও সংশ্লিস্ট Stakeholder-দের জন্য ESMF and PMP study for Livestock Development বিষয়ক কর্মশালা	গাজীপুর ৩০ ডিসেম্বর ২০১৭
৬	National Dissemination on Impact Assessment of Structural Interventions in Haor Ecosystem and Innovations for Solution বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা	ঢাকা ২০ ডিসেম্বর ২০১৭
৭	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগনের জন্য Activities on 2nd SNAP on SLCP in Bangladesh: Finalize Draft National Action Plan including Management & Evaluation Mechanisms for Reducing Short Lived Climate Pollutants বিষয়ক Stakeholder কর্মশালা	ঢাকা ৩ জানুয়ারী ২০১৮
৮	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Livestock Department ও সংশ্লিস্ট Stakeholder-দের জন্য ESMF and PMP study for Livestock Development বিষয়ক কর্মশালা	নরসিংদি ৩ মার্চ ২০১৮
৯	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Livestock Department ও সংশ্লিস্ট Stakeholder-দের জন্য ESMF and PMP study for Livestock Development বিষয়ক কর্মশালা	কুমিল্লা ৪ মার্চ ২০১৮
১০	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Livestock Department ও সংশ্লিস্ট Stakeholder-দের জন্য ESMF and PMP study for Livestock Development বিষয়ক কর্মশালা	নরসিংদি ৫ মার্চ ২০১৮
১১	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Livestock Department ও সংশ্লিস্ট Stakeholder-দের জন্য ESMF and PMP study for Livestock Development বিষয়ক কর্মশালা	কেরানীগঞ্জ ৬ মার্চ ২০১৮
১২	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Livestock Department ও সংশ্লিস্ট Stakeholder-দের জন্য ESMF and PMP study for Livestock Development বিষয়ক কর্মশালা	রংপুর ৮ মার্চ ২০১৮
১৩	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Livestock Department ও সংশ্লিস্ট Stakeholder-দের জন্য ESMF and PMP study for Livestock Development বিষয়ক কর্মশালা	সিরাজগঞ্জ ১০ মার্চ ২০১৮
১৪	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Livestock Department ও সংশ্লিস্ট Stakeholder-দের জন্য ESMF and PMP study for Livestock Development বিষয়ক কর্মশালা	কুস্টিয়া ১০ মার্চ ২০১৮
১৫	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Livestock Department ও সংশ্লিস্ট Stakeholder-দের জন্য ESMF and PMP study for Livestock Development বিষয়ক কর্মশালা	বরিশাল ১২ মার্চ ২০১৮
১৬	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগনের জন্য SLCPs Estimation and National Planning Using LEAP-IBC Tools বিষয়ক কর্মশালা	ঢাকা ৫-৬ এপ্রিল ২০১৮

ক্রমিক নং	কর্মশালার বিষয়	সময়
১৭	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Livestock Department ও সংশ্লিস্ট Stakeholder-দের জন্য ESMF and PMP study for Livestock Development বিষয়ক কর্মশালা	দিনাজপুর ২৩ মে ২০১৮
১৮	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Livestock Department ও সংশ্লিস্ট Stakeholder-দের জন্য ESMF and PMP study for Livestock Development বিষয়ক কর্মশালা	লালমনিরহাট ২৪ মে ২০১৮
১৯	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশান-এর কর্মকর্তাগনের জন্য ক্ষুদ্রসেচে ব্যবহিত সেচযন্ত্রের সংখ্যা, সেচ এলাকা, সেচ খরচ ও সফটওয়্যার তৈরী সমীক্ষার ইনসেপশন প্রতিবেদন বিষয়ক কর্মশালা	ঢাকা ৭ জুন ২০১৮



শ্রী কেশব মাহান্ত, মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও আইটি, আসাম, ভারত বিগত ৯ই অক্টোবর ২০১৭ তারিখে সিইজিআইএস পরিদর্শন করেন। ভারতের আসাম থেকে আগত রাজ্য সরকারের এ দলটিকে সিইজিআইএস-এর কর্মপরিধি সম্পর্কে অবহিত করেন নির্বাহী পরিচালক, প্রকৌশলী মোঃ ওয়াজি উল্লাহ, ড. মমিনুল হক সরকার, উপ-নির্বাহী পরিচালক (ডেভেলপমেন্ট) এবং জনাব মালিক ফিদা আবদুল্লাহ খান, উপ-নির্বাহী পরিচালক (অপারেসনস)।

দেশীয় কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজনের পাশাপাশি সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাগণ বৈদেশিক কর্মশালা, সেমিনার, Conference, Knowledge Sharing Scientific Meeting, Summit সমূহেও নিয়মিত আংশ গ্রহণ করে থাকেন। বৈদেশিক এসকল কর্মশালা, সেমিনার, Conference, Knowledge Sharing Scientific Meeting, Summit অংশগ্রহণ শেষে কর্মকর্তাগণ লব্ধ জ্ঞানসমূহের আলোকে সিইজিআইএস-এর সমীক্ষাসহ অন্যান্য কর্মকান্ডকে আরো সমৃদ্ধ করে থাকেন। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সিইজিআইএস-এর ম্যানেজমেন্ট এবং কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বৈদেশিক Workshop, Seminar, Conference, Knowledge Sharing Scientific Meeting, Summit সমূহে অংশ গ্রহণের একটি তালিকা নিচে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	সময়
১	LEA Associates South Asia Pvt-এর নেতৃত্বে এবং ইন্সটিটিউট অফ ওয়াটার মডেলিং ও সিইজিআইএস-এর যৌথ উদ্দ্যোগে "Management Support to the Mathematical Modeling Center (MMC) of the Centre of Excellence for Water Resources Research and Development under Water Resources Department, Government of Bihar"-এর চুক্তি স্বাক্ষর সংক্রান্ত অনুষ্ঠান	১	বিহার, ভারত ৯ - ১২ আগস্ট, ২০১৭
২	ভারতের নয়াদিল্লিস্থ, SaciWaters-South Asia Consortium for Interdisciplinary Water Resources Study, New Delhi, India এর উদ্দ্যোগে ও অর্থায়নে "Brahmaputra River Symposium: Knowledge Beyond Boundaries" শীর্ষক সিম্পোজিয়াম	১	দিল্লি, ভারত ২৫ - ২৬ সেপটেম্বর ২০১৭
৩	ভারতের কোলকাতাস্থ Consumer Unity and Trust Society (CUTS) কর্তৃক আয়োজিত "Streamlining community and environmental concerns in inland waterways development discourse" এ রির্সোস হিসেবে অংশগ্রহন	১	কোলকাতা, ভারত ২৬-২৭ অক্টোবর ২০১৭

ক্রমিক নং	বিষয়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	সময়
৪	আর্জেনটিনাস্থ বুয়েনস আর্য়াসে Argentian's Ministry of Internal Affairs ও International Water Association (IWA) কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত Sustainable Water Development Congress and Exhibition 2017	২	আর্জেনটিনা ১৩-১৬ নভেম্বর ২০১৭
৫	ভুটানস্থ থিম্পুতে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে সিইজিআইএস-এপিইসিএস কনসালটেন্সি যৌথ চুক্তি স্বাক্ষর ও কিক অফ মিটিং	২	ভুটান ১৪-২১ মার্চ ২০১৮
৬	ICIMOD, নেপাল কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত Policy and Planning Workshop on Regional Land Cover Monitoring বিষয়ক কর্মশালা	১	৪-৬ এপ্রিল ২০১৮
৭	নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়াম কর্তৃক আয়োজিত Bangladesh Development Authority (BIDA) ও Dutch Bangla Chamber of Commerce and Industry (DBCCI) কর্তৃক আয়োজিত BIDA-DBCCI Investment and Trade Fare 2018	১	নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়াম ১৮-২৫ এপ্রিল ২০১৮
৮	Asia Water Council, Korea কর্তৃক পরিচালিত Ecosystem based Planning and Design of Road Infrastructure for Wetland Areas বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণী অনুষ্ঠান ও রির্সাচ কোলাবোরেশান সভা	১	কোরিয়া ২-৮ জুন ২০১৮

সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচিতে এবং জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ ও ভূমি উন্নয়নে পরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের Flood and River Erosion Risk Management Investment Program (FRERMIP) এর আওতায় বিগত ২৯ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে যমুনা নদীর গতি প্রকৃতি পর্যালোচনার জন্য ''Proposed Pilot Interventions for Land Reclamation and Development in the Jamuna River'' শীর্ষক একটি জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকৌশলী মোঃ ওয়াজি উল্লাহ, নির্বাহী পরিচালক, সিইজিআইএস কর্মশালায় একটি কারিগরী প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। ডঃ এম এমদাদুল হক, নির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEZA) কর্মশালা সঞ্চালন করেন। এ কর্মশালায় চারটি কারিগরী প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। এগুলো হলো (1) The Brahmaputra River Engineering and Morphology- past and Future; (2) Environmental Enhancement and Impact Mitigation Related to the River Stabilization Plan; (3) Social Implications of River Stabilization on Char and Floodplain population; এবং (4) Institutional and Financing Arrangements for River Stabilization। জনাব মোঃ মজিবুর রহমান, মহাপরিচালক, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কারিগরী সেশনের প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করেন। কর্মশালায় সিইজিআইএস এর নির্বাহী পরিচালক যমুনা নদীর চর উন্নয়নের কারিগরী দিকসমূহ ও এর পরিকল্পনা তুলে ধরেন। প্রাথমিকভাবে এর উন্নয়নের জন্যে সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি ও জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ স্থান দুটি চিহ্নিত করা হয়। এ দুটি স্থানে যমুনা নদীর তীরস্থ ভূমি পুনরুদ্ধার করে চর উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়।



এ কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের FRERMIP প্রকল্পের আওতায় এবং Bangladesh Delta Plan অনুযায়ী যমুনা নদীর তীর রক্ষা করে ভূমি উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরী করে বাংলাদেশ সরকারের Vision 2021 এবং Vision 2041 বাস্তবায়ন করা।

CEGIS ও LGED কর্মকর্তাবৃন্দের জলাভূমি প্রতিবেশ ও এর জীব বৈচিত্রের টেকসই ব্যবস্থাপনার উপর আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ

CEGIS কর্তৃক স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (LGED) "Social and Environmental Impact Assessment (ESIA) on construction of Prime Ministre's Committed Roads and Bridges in Hoar Area of Sunamganj and B-Baria District" শীর্ষক সমীক্ষার অংশ হিসেবে CEGIS ও LGED কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকৌশলগত স্থাপনা বিশেষত: রোড ও ব্রীজ নির্মানের ফলে পানি বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষনে এর কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় তা অবলোকন করা সহ Asian Water Council (AWC), Korea কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন (২-৯ জুন, ২০১৭ খ্রিঃ)। CEGIS এবং AWC, Korea এর মধ্যে Research and Business Partnership Collaboration এবং প্রশিক্ষন কোর্সের সনদ বিতরণের জন্য প্রকৌশলী মোঃ ওয়াজি উল্লাহ, নির্বাহী পরিচালক, সিইজিআইএস প্রশিক্ষন কোর্সের মধ্যবর্তী সময়ে অংশগ্রহন করেন।



এ প্রশিক্ষন কোর্সের আওতায় AWC, Korea কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের আয়োজন করে- যেমনঃ (1) Suncheon Bay International Wetland Center; (2) Ramsar Regional Center, East Asia; 3) School of Civil, Environmental and Architectural Engineering, Korea University; (4) K-Water Institute, Government of Korea; (5) Asia Water Council (AWC); এবং (6) UNESCO, Korea। এ সফরের মাধ্যমে CEGIS এবং K- Korea এর মধ্যে একটি MoU স্বাক্ষর এবং CEGIS কর্তৃক Asia Water Council (AWC) এর সদস্যপদ লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ওয়াটার বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো

বাংলাদেশ কনফারেন্স এন্ড এক্সিবিশন ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (CEMS) এবং CEMS গ্লোবাল কর্তৃক ২৬-২৮ অক্টোবর ২০১৭ তিন দিন ব্যাপী 'ওয়াটার বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো ২০১৭' আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি (আইসিসিবি)-তে আয়োজিত হয়। এ উপলক্ষে CEMS ও সিইজিআইএস যৌথভাবে "পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় উদ্ভাবনী সরঞ্জাম এবং কৌশল প্রয়োগ - সিইজিআইএস অভিজ্ঞতা" শীর্ষক একটি সেমিনার ২৬ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে আয়োজন করে।

ড. জাফর আহমেদ খান, সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রধান অতিথি হিসেবে এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। এ সেমিনারের Guest of Honor হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. আইনুন নিশাত। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে সিইজিআইএস-এর নির্বাহী পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ ওয়াজি উল্লাহ সভাপতিত্ব করেন। সেমিনারে বিপুল সংখ্যক বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষাবিদ, সরকারী ও এনজিও ব্যক্তিত্ব এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সেমিনারে সিইজিআইএস-এর উপ-নির্বাহী পরিচালক মালিক ফিদা আবদুল্লাহ খানের Key Note Paper উপস্থাপনের পরে মুক্ত আলোচনায় সম্মানিত অংশগ্রহনকারীগণ অংশগ্রহন করেন এবং তাদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন। সিইজিআইএস এর উদ্ভাবনী পদ্ধতি ও কৌশলগুলির মাধ্যমে পানি খাত পরিচালনার বিষয়ে আলোচনা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ বাংলাদেশের উন্নত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে সেমিনারে আশা করা হয়।



২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সিইজিআইএস নিম্নবর্ণিত মতবিনিময় সভাসমূহের আয়োজন করেছেঃ

ক্রমিক নং	মতবিনিময় সভার বিষয়	মতবিনিময় সভার সংখ্যা	সময়
১	Resilient Adaptation to Flood Risks under Climate Change in Greater Dhaka	৫	মে-জুন, ২০১৬
২	Environmental Impact Assessment of Coal Transportation for the Proposed 2x660 MW Coal Based Maitree Super Thermal Power Project, Rampal, Bagerhat	৩	অগাস্ট, ২০১৭
৩	"মোল্লাহাট ২০০ (১০০+১০০) মেগাওয়াট এসি, সোলার পিভি পাওয়ার প্লান্ট এন্ড ফিসারিজ প্রজেক্ট, মোল্লাহাট, বাগেরহাট"-এর পরিবেশগত ও আর্থ- সামাজিক প্রভাব নিরূপণ বিষয়ক মতবিমিয় সভা	১	অক্টোবর,২০১৬
৪	Sharing meeting on Environmental and Social Impact Assessment of Bangladesh Power System Reliability and Efficiency Improvement Project	৩	অক্টোবর, ২০১৬
৫	Sharing meeting on Environmental and Social Management Framework (ESMF) of Bangladesh Power System Reliability and Efficiency Improvement Project	১	মার্চ, ২০১৭
৬	ভৈরব নদী পুঃনখনন প্রকল্পের পরিবেশগত সমীক্ষার উপাত্ত সংগ্রহ এবং খননকৃত মাটির ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মতবিমিয় সভা	৩	জুন, ২০১৭
৭	নদীভাঙ্গন পূর্বাভাষ তথ্য সম্প্রচার কর্মসূচীর আওতায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে জনগণ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপকদের জন্য প্রচারণা সভা	২০	জুন, ২০১৭

সিইজিআইএস কর্তৃক সম্প্রতি আয়োজিত উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র



পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব এবং সিইজিআইএস-এর ট্রাস্টি বোর্ড ও নির্বাহী কমিটির চেয়ারপারসন জনাব কবির বিন আনোয়ার ২২ মার্চ ২০১৮ মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। তার বর্ণিল ও সাফল্যমন্ডিত দীর্ঘ পেশাগত জীবনে একাধারে মাঠ প্রশাসন ও সরকারের কেন্দ্রীয় বিভিন্ন পদে থেকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন এবং এখনো করে যাচ্ছেন। মাঠপ্রশাসনের যে সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি কর্মরত ছিলেন তার মধ্যে সহকারী কমিশনার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার অন্যতম। তাছাড়া তিনি সহকারী সচিব হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে, First Secretary হিসেবে বাংলাদেশ এ্যাম্বাসি, হেগ, নেদারল্যান্ডে, সিনিয়র সহকারী সচিব হিসেবে অর্থ মন্ত্রণালয়ে, উপসচিব হিসেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এবং সরকারের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে মহাপরিচালক (প্রশাসন) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পদে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি সরকারের সচিব হিসেবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ভূক্ত অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি ১০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে সিইজিআইএস পরিদর্শন করেন।

ডঃ জাফর আহমেদ খান, সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিগত ২০ মার্চ, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত তৎপূর্ব চার বছর সিইজিআইএস ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারপারসন ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। চেয়ারপারসন হিসেবে ডঃ জাফর আহমেদ খান এর বাস্তব দিক নির্দেশনার জন্য সিইজিআইএস তাঁর নিকট গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। চেয়ারপারসন হিসেবে সুদক্ষ নেতৃত্বে সিইজিআইএস অনেক সুনাম অর্জন করেছে এবং কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ অনেক পুরস্কারও পেয়েছে। এছাড়া বিগত চার বছরের এ সময়কালে সিইজিআইএস এর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পেশাজীবি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন এবং প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান পরামর্শ সেবা কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। ডঃ খান ও তাঁর সহধার্মিনী সিইজিআইএস এর বাৎসরিক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে নিয়মিত যোগদান করেন এবং তাঁর স্বতঃস্ফুর্ত উপস্থিতি ও উৎসাহমূলক বক্তব্য সিইজিআইএস পরিবারকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর বলিষ্ঠ ও গতিশীল নেতৃত্ব সিইজিআইএস পেশাজীবিদের সঠিকভাবে পরিচালিত করেছে। সিইজিআইএস পরিবার ডঃ জাফর আহমেদ খান এর ভবিষ্যৎ জীবনের উত্তরোত্তর সাফল্য ও সার্বিক উন্নতি কামনা করছে।



৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে সিইজিআইএস-এর নির্বাহী পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ ওয়াজি উল্লাহ-র সভাপতিত্বে ৭ মার্চ ২০১৮ তারিখে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সমঅধিকার, ন্যায়বিচার ও সামাজিক স্বীকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে সিইজিআইএস-এর নারী কর্মীরা আলাদা আলাদা বক্তব্য রাখেন। দিবসটির



তাৎপর্য ও গুরুত্ব আলোচনায় সিইজিআইএস-এর নারী কর্মীদের পাশাপাশি পুরুষ কর্মীরাও কাধেঁ কাধঁ মিলিয়ে একসাথে সুন্দর পরিবেশে কাজ করার অব্যাহত ধারা বজায় রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।



সিইজিআইএস পরিবারের সকল সদস্যকে নিয়ে প্রতিবারের মত এবারো আয়োজিত হয় সিইজিআইএস পিকনিক-২০১৭। গত ২২ ডিসেম্বর ২০১৭ ঢাকার অদূরে গাজীপুরের কালিগঞ্জ উপজেলার মেঘবাড়ি রিসোর্টের নয়নাভিরাম ও নিরিবিলি পরিবেশে আয়োজিত এ পিকনিকে সপরিবারে অংশগ্রহণ করেন সিইজিআইএস-এর সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও আমন্ত্রিত গণ্যমান্য অতিথিবৃন্দ। পিকনিকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সিনিয়র সচিব ও সিইজিআইএস ট্রাস্টি বোর্ড এবং নির্বাহী কমিটির চেয়ারপারসন ডঃ জাফর আহমেদ খান। শীতের সকালে পিঠা, ছোট ও বড়দের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, মধ্যাহ্নভোজ এবং বিকালের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও র‍্যাফেলড্রসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়, একই সাথে বিগত বছরে সিইজিআইএস পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা খাতে প্রশংসনীয় ফলাফলের জন্য প্রধান অতিথি কর্তৃক পুরস্কার ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়ার মাধ্যমে আনন্দমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে দিনটি অতিবাহিত হয়।

পরিশিষ্ট - ১

পরিশিষ্ট-১

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ৩০-০৬-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৭-১৮ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা								
১	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০২০) প্রকল্প এলাকাঃ টাঙ্গাইল, গাজীপুর, ঢাকা **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২০-০৩-২০১১**	মোট	১১২৫৫৯.৩৩	২৯৩৭২.২৮	২০০০.০০	২০০০.০০	১৯৯৯.৪৬	৩১৩৭১.৭৪
২		স্থানীয়	১১২৫৫৯.৩৩	২৯৩৭২.২৮	২০০০.০০	২০০০.০০	১৯৯৯.৪৬	৩১৩৭১.৭৪
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২৬.১০	১.৭৮		১.৮০	২৭.৯০
২	ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় আওরঙ্গবাদ হতে ব্রাহাবাজার ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯)	মোট	২১৭৬২.০০	৩৭৪৪.৮২	৩৭৫২.০০	৩৭৫০.০০	৩৫১৯.৪০	৭২৬৪.২২
২৩		স্থানীয়	২১৭৬২.০০	৩৭৪৪.৮২	৩৭৫২.০০	৩৭৫০.০০	৩৫১৯.৪০	৭২৬৪.২২
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২৭.০০	৮.৮০		৮.৯০	৩৫.৯০
৩	পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৮) প্রস্তাবিত সমাপ্তিকালঃ জুন, ২০১৯	মোট	২১০৯৪.১৩	১০৯৪০.৪৩	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৪৯৭.৬০	১৮৪৩৮.০৩
৮		স্থানীয়	২১০৯৪.১৩	১০৯৪০.৪৩	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৪৯৭.৬০	১৮৪৩৮.০৩
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫২.১০	৩৩.৯০		৩৬.৩৩	৮৮.৪৩
৪	ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন পশ্চিম নারিশা বাজার এবং মেঘুলা বাজার সংলগ্ন পদ্মা নদীর বাম তীরে অস্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক কাজ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মে, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮) **জুন, ২০১৮ তে সমাপ্ত**	মোট	১৯৩৫.০০	১৪৮৩.২২	২৫০.০০	২৫০.০০	২৪৬.০০	১৭২৯.২২
৩০		স্থানীয়	১৯৩৫.০০	১৪৮৩.২২	২৫০.০০	২৫০.০০	২৪৬.০০	১৭২৯.২২
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৯০.০০	১০.০০		১০.০০	১০০.০০
৫	নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ , নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯) **জুন, ২০১৯ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত**	মোট	৫০২৩.০০	১৪২৫.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১২১৩.৩৩	২৬৩৮.৩৩
১১৪		স্থানীয়	৫০২৩.০০	১৪২৫.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১২১৩.৩৩	২৬৩৮.৩৩
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২৮.০০	৩০.০০		২৭.০০	৫৫.০০
৬	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০) **অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী**	মোট	৫৫৮২০.০০	২৫৮.৪৯	১৯৩৪০.০০	১৯৩৪০.০০	১৯৩১০.০০	১৯৫৬৮.৪৯
৪৪		স্থানীয়	৫৫৮২০.০০	২৫৮.৪৯	১৯৩৪০.০০	১৯৩৪০.০০	১৯৩১০.০০	১৯৫৬৮.৪৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.৪৮	১৪.০০		১৩.২০	১৩.৬৮
৭	নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়াল খাঁ নদী, হাড়িদোয়া নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়িয়া নদী, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) **২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প** **অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী**	মোট	৫০০২৮.১৮	০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০
৫২		স্থানীয়	৫০০২৮.১৮	০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০
একনেক ১১-০৭-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৬.০০		৫.২০	৫.২০
৮	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	মোট	৪২৪৭৩.০৭	১১৪৯২.০৩	৯৪০০.০০	৯৩৫৭.০০	৯৩৪৭.০০	২০৮৩৯.০৩
৪		স্থানীয়	৪২৪৭৩.০৭	১১৪৯২.০৩	৯৪০০.০০	৯৩৫৭.০০	৯৩৪৭.০০	২০৮৩৯.০৩

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৭-১৮ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
	(০১-০৪-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৯) প্রকল্প এলাকাঃ কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১০-১১-২০১০**	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২৮.০০	২২.১৩		৩২.০০	৬০.০০
৯	জামালপুর জেলার সদর উপজেলাধীন জামালপুর শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত তীর সংরক্ষণ কাজের ডাম্পিং জোন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮) **জুন, ২০১৮ তে সমাপ্ত**	মোট	২২১৬.৯৬	৯৪১.১২	১২৬১.০০	১২৫৯.১৮	১২৩৮.৮৭	২১৭৯.৯৯
২৬		স্থানীয়	২২১৬.৯৬	৯৪১.১২	১২৬১.০০	১২৫৯.১৮	১২৩৮.৮৭	২১৭৯.৯৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪৪.০০	৫৬.০০		৫৬.০০	১০০.০০
১০	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলাধীন মোহনগঞ্জ পৌর এলাকায় শিয়ালজানি খালের উভয় তীরে ২০০০ মিটার দৈর্ঘ্যে সিসি ব্লক দ্বারা আর্মার্ডকরণ কাজ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮) **জুন, ২০১৮ তে সমাপ্ত**	মোট	১৭১২.৯৩	৫৯৮.২৫	১০৯৯.০০	১০৯৯.০০	১০১১.৭৬	১৬১০.০১
৩২		স্থানীয়	১৭১২.৯৩	৫৯৮.২৫	১০৯৯.০০	১০৯৯.০০	১০১১.৭৬	১৬১০.০১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬৫.০০	৩৫.০০		৩৫.০০	১০০.০০
১১	টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলীবাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯) **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ৩০-০৬-২০১২ ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প**	মোট	২০০৫৬.৮৬	০.০০	৫.০০	৩.০০	১.৯৯	১.৯৯
৫৪		স্থানীয়	২০০৫৬.৮৬	০.০০	৫.০০	৩.০০	১.৯৯	১.৯৯
একনেক ০১-০৮-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.০২		০.০১	০.০১
১২	টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর বাম তীরবর্তী গাছ-কুমুল্লী বারপানিয়া এবং নাগরপুর উপজেলার ঘোনাপাড়াসহ বাবুপুর-লাউহাটি প্রকল্প এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯) **২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প**	মোট	১১৪২৭.১৯	০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০
৬২		স্থানীয়	১১৪২৭.১৯	০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০
একনেক ২৯-০৮-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.৪৪		১.২২	১.২২
১৩	টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার অর্জুনা নামক এলাকাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০) **২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প**	মোট	২৮১৫৭.১৫	০.০০	৪০০.০০	৪০০.০০	৩৯৮.৭৬	৩৯৮.৭৬
৬৪		স্থানীয়	২৮১৫৭.১৫	০.০০	৪০০.০০	৪০০.০০	৩৯৮.৭৬	৩৯৮.৭৬
একনেক ০৭-১১-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১.৪২		২.৩৪	২.৩৪
১৪	জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূয়াপুর-তারাকান্দি সড়ক রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯) **২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প** **অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী**	মোট	২০৩৭০.২০	০.০০	৬.০০	৫.৫০	৪.৪৭	৪.৪৭
৫৯		স্থানীয়	২০৩৭০.২০	০.০০	৬.০০	৫.৫০	৪.৪৭	৪.৪৭
একনেক ০৯-০৮-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.০৩		০.০৩	০.০৩
১৫	জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় অবস্থিত কুলকান্দি ও গুঠাইল হার্ডপয়েন্টের মধ্যবর্তী বেলগাছা এলাকাটি যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯) **২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প** **অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী**	মোট	৩৮৪০৪.০৬	০.০০	৫.০০	৫.০০	৩.৯৭	৩.৯৭
৫৮		স্থানীয়	৩৮৪০৪.০৬	০.০০	৫.০০	৫.০০	৩.৯৭	৩.৯৭
একনেক ০৯-০৮-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.০১		০.০১	০.০১
১৬	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলাধীন হাইজদা বাঁধের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯)	মোট	৪৬৯৯.৪১	০.০০	৫.০০	৩.০০	২.৭১	২.৭১
৬৩		স্থানীয়	৪৬৯৯.৪১	০.০০	৫.০০	৩.০০	২.৭১	২.৭১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৭-১৮ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
পরিঃ মন্ত্রী ২২-১০-২০১৭	২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.১১		০.০৩	০.০৩
উপ-মোট ঃ কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা		মোট	৪৩৭৭৩৯.৪৭	৬০২৫৫.৬৪	৫৪০৭৩.০০	৫৪০২১.৬৮	৫৩৩৪৫.৩২	১১৩৬০০.৯৬
		স্থানীয়	৪৩৭৭৩৯.৪৭	৬০২৫৫.৬৪	৫৪০৭৩.০০	৫৪০২১.৬৮	৫৩৩৪৫.৩২	১১৩৬০০.৯৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৯.৯১	৯৮.৬৫	
		পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা						
১৭	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৮) প্রস্তাবিত সমাপ্তিকালঃ জুন, ২০১৯ ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ	মোট	২০২৪১.৪৬	১৫১৮৭.৫৭	২৩৯০.০০	২৩৪০.০০	২১৬০.৬৩	১৭৩৪৮.২০
১১		স্থানীয়	২০২৪১.৪৬	১৫১৮৭.৫৭	২৩৯০.০০	২৩৪০.০০	২১৬০.৬৩	১৭৩৪৮.২০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭৫.০০	১১.৮১		১০.৫০	৮৫.৫০
১৮	নোয়াখালী এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট	৩২৪৯৮.৮৫	২০.৯২	৯১৯৬.০০	৯১৯৬.০০	৯১৯৬.০০	৯২১৬.৯২
১২২		স্থানীয়	৩২৪৯৮.৮৫	২০.৯২	৯১৯৬.০০	৯১৯৬.০০	৯১৯৬.০০	৯২১৬.৯২
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০৬	১০.০০		৭.৫০	৭.৫৬
১৯	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার মানিকনগরে তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে মেঘনা নদীর বামতীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) জুন, ২০১৮ তে সমাপ্ত	মোট	৩৬৪৯.৩৮	২৮৫৩.৬৬	৫৫৩.০০	৫৫২.১৩	৪৭৯.২৩	৩৩৩২.৮৯
১৮		স্থানীয়	৩৬৪৯.৩৮	২৮৫৩.৬৬	৫৫৩.০০	৫৫২.১৩	৪৭৯.২৩	৩৩৩২.৮৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৮০.০০	২০.০০		১৬.০০	৯৬.০০
২০	ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১২-০৫-২০১০ ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ	মোট	১৫৫৮৮.১৬	৫৭৩.৩৮	১৭৬৫.০০	১৭৬৫.০০	১৭৫৪.১৪	২৩২৭.৫২
২১		স্থানীয়	১৫৫৮৮.১৬	৫৭৩.৩৮	১৭৬৫.০০	১৭৬৫.০০	১৭৫৪.১৪	২৩২৭.৫২
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩.৬৮	১৯.২৫		১৪.৫০	১৮.১৮
২১	সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে কুমিল্লা জেলার কার্জন খাল ও তৎসংলগ্ন শাখা খালসমূহ পুনঃখনন প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রস্তাবিত সমাপ্তিকালঃ জুন, ২০১৯ জুন, ২০১৯ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট	১৬২৪.৯৯	৪৫৯.৬৭	২০১.০০	২০১.০০	৯২.৫৬	৫৫২.২৩
১১৫		স্থানীয়	১৬২৪.৯৯	৪৫৯.৬৭	২০১.০০	২০১.০০	৯২.৫৬	৫৫২.২৩
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪২.৮০	৫৭.২০		৫.৭০	৪৮.৫০
২২	কুমিল্লা জেলার পুরাতন ডাকাতিয়া-নতুন ডাকাতিয়া নদী সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০) ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট	৪৯৮৯.৪৬	০.০০	১২৬.০০	১২৫.০০	৪৬.০৯	৪৬.০৯
১২৬		স্থানীয়	৪৯৮৯.৪৬	০.০০	১২৬.০০	১২৫.০০	৪৬.০৯	৪৬.০৯
পরিঃ মন্ত্রী ২৬-১২-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২.৫১		০.৯২	০.৯২
২৩	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরীঘাট এলাকা এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা প্রকল্প	মোট	১৯০৭৭.০৬	০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৩১.৫১	৩১.৫১
৫৬		স্থানীয়	১৯০৭৭.০৬	০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৩১.৫১	৩১.৫১
একনেক ০১-০৮-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৭-১৮ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
	(জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০) ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	বাস্তব %		০.০০	১.০০		০.৪৬	০.৪৬
উপ-মোট ঃ পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা		মোট	৯৭৬৬৯.৩৬	১৯০৯৫.২০	১৪৭৩১.০০	১৪৬৭৯.১৩	১৩৭৬০.১৬	৩২৮৫৫.৩৬
		স্থানীয়	৯৭৬৬৯.৩৬	১৯০৯৫.২০	১৪৭৩১.০০	১৪৬৭৯.১৩	১৩৭৬০.১৬	৩২৮৫৫.৩৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৯.৬৫	৯৩.৪১	
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট								
২৪	মনু নদী সেচ প্রকল্পের আওতাধীন কাশিমপুর পাম্প হাউস পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮) জুন, ২০১৮ তে সমাপ্ত	মোট	৮৪১৬.০০	৩৭৪.৮৪	৮০২৮.০০	৭৯৪৭.৬৯	৭৯২০.৭৫	৮২৯৫.৫৯
১১৭		স্থানীয়	৮৪১৬.০০	৩৭৪.৮৪	৮০২৮.০০	৭৯৪৭.৬৯	৭৯২০.৭৫	৮২৯৫.৫৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪.৪৫	৯৫.৫৫		৯৪.১২	৯৮.৫৭
উপ-মোট ঃ উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট		মোট	৮৪১৬.০০	৩৭৪.৮৪	৮০২৮.০০	৭৯৪৭.৬৯	৭৯২০.৭৫	৮২৯৫.৫৯
		স্থানীয়	৮৪১৬.০০	৩৭৪.৮৪	৮০২৮.০০	৭৯৪৭.৬৯	৭৯২০.৭৫	৮২৯৫.৫৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৯.০০	৯৮.৬৬	
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম								
২৫	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোল্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই,২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রস্তাবিত সমাপ্তিকালঃ জুন, ২০১৯ জুন, ২০১৯ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট	২৫১২৯.৮৬	৮৯৬৭.৪৩	৭০০০.০০	৭০০০.০০	৬৯৯০.৯৯	১৫৯৫৮.৪২
১৪		স্থানীয়	২৫১২৯.৮৬	৮৯৬৭.৪৩	৭০০০.০০	৭০০০.০০	৬৯৯০.৯৯	১৫৯৫৮.৪২
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৮.৫০	২৭.৮৫		২৮.৫০	৬৭.০০
২৬	চট্টগ্রাম জেলাধীন চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলার সাংগু ও চাঁদখালী নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই,২০১৫ হতে জুন,২০১৯) জুন, ২০১৯ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট	১৫০৫৬.৪৯	৯২৭২.৫৪	৩২০০.০০	৩১৯৭.১৩	৩০১৫.২০	১২২৮৭.৭৪
১৫		স্থানীয়	১৫০৫৬.৪৯	৯২৭২.৫৪	৩২০০.০০	৩১৯৭.১৩	৩০১৫.২০	১২২৮৭.৭৪
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭৩.২৭	১০.০০		১০.০০	৮৩.২৭
২৭	চট্টগ্রাম জেলায় বাপাউবো'র আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলের পোল্ডার নং- ৬১/১ (সীতাকুন্ড), ৬১/২ (মিরেশ্বরাই) এবং ৭২ (সন্দ্বীপ) এর বিভিন্ন অবকাঠামোসমূহের ভাঙ্গন প্রতিরোধ, নিষ্কাশন এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯) জুন, ২০১৯ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট	৯৫৩৯.৭৮	৩৬.৮৪	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	৩৪৭৬.৫৮	৩৫১৩.৪২
৩৪		স্থানীয়	৯৫৩৯.৭৮	৩৬.৮৪	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	৩৪৭৬.৫৮	৩৫১৩.৪২
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.৪০	৩৬.৬৯		৪১.০০	৪১.৪০
২৮	চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডার নং- ৬২ (পতেঙ্গা), পোল্ডার নং- ৬৩/১এ (আনোয়ারা), পোল্ডার নং- ৬৩/১বি (আনোয়ারা ও পটিয়া) পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মে, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০) email:se.ctgcircle@gmail.com	মোট	৩২০২৯.৭৭	২৪৫.১৫	১১০০০.০০	১১০০০.০০	১০৯২২.৬২	১১১৬৭.৭৭
৩৫		স্থানীয়	৩২০২৯.৭৭	২৪৫.১৫	১১০০০.০০	১১০০০.০০	১০৯২২.৬২	১১১৬৭.৭৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১.০০	৩৪.৩৪		৩৯.০০	৪০.০০
২৯		মোট	১১৬২৭৭.৩০	৪৪৮.৯৭	১৭৪৩৬.০০	১৭৪৩৬.০০	১৭২৪৮.৫৮	১৭৬৯৭.৫৫

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৭-১৮ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
৪১	চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯) প্রস্তাবিত সমাপ্তিকালঃ জুন, ২০২০ **ডিপিএম- নৌ কল্যাণ ফাউন্ডেশন ট্রেডিং কোঃ লিঃ**	স্থানীয়	১১৬২৭৭.৩০	৪৪৮.৯৭	১৭৪৩৬.০০	১৭৪৩৬.০০	১৭২৪৮.৫৮	১৭৬৯৭.৫৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.৩৯	১৫.০০		১০.০০	১০.৩৯
৩০	চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলায় হালদা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন এলাকা রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯) **অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী**	মোট	২১২০০.০০	০.০০	৭৭০৯.০০	৭৬৩৪.০০	৭৩৩৬.৫০	৭৩৩৬.৫০
৫০		স্থানীয়	২১২০০.০০	০.০০	৭৭০৯.০০	৭৬৩৪.০০	৭৩৩৬.৫০	৭৩৩৬.৫০
একনেক ০৫-০৪-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৩৬.৩৫		৩৫.০০	৩৫.০০
৩১	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং-৭২ এর ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকায় স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০) **২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প**	মোট	১৯৭০৪.৩৫	০.০০	৫.০০	২.৫০	২.৫০	২.৫০
৬৫		স্থানীয়	১৯৭০৪.৩৫	০.০০	৫.০০	২.৫০	২.৫০	২.৫০
একনেক ১৩-০৯-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.০৩		০.০২	০.০২
৩২	চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া ও সাতকানিয়া উপজেলায় সাঙ্গু এবং ডলু নদীর তীর সংক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০) **২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প**	মোট	৩৩৩৩৪.২১	০.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০
৭২		স্থানীয়	৩৩৩৩৪.২১	০.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০
একনেক ০৯-০১-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.০১		০.০১	০.০১
৩৩	কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯) **ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ**	মোট	৩৬৩১১.৮১	৬১৭৪.৭৫	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০	৯০৯৪.০৪	১৫২৬৮.৭৯
১৬		স্থানীয়	৩৬৩১১.৮১	৬১৭৪.৭৫	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০	৯০৯৪.০৪	১৫২৬৮.৭৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৪.০০	২৬.১৬		২৫.০৫	৫৯.০৫
৩৪	কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায় শাহপরীর দ্বীপের পোল্ডার-৬৮ এর বাঁধ পুনঃনির্মাণ ও প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯) **ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ**	মোট	১০৬১৬.০০	৮.৯৪	৪৫০০.০০	৪৪৯৯.০০	৪৪০৭.৬৬	৪৪১৬.৬০
৩৬		স্থানীয়	১০৬১৬.০০	৮.৯৪	৪৫০০.০০	৪৪৯৯.০০	৪৪০৭.৬৬	৪৪১৬.৬০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০৫	৪২.৩৯		৪১.৬০	৪১.৬৫
৩৫	বান্দরবান আলীকদম সেনানিবাস এলাকায় মাতামুহুরী নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) **জুন, ২০১৮ তে সমাপ্ত** **অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী**	মোট	১৮৯০.০০	৩০০.০০	১৫৩০.০০	১৪৮৮.৭৭	১৪৮৫.৭৭	১৭৮৫.৭৭
৩৭		স্থানীয়	১৮৯০.০০	৩০০.০০	১৫৩০.০০	১৪৮৮.৭৭	১৪৮৫.৭৭	১৭৮৫.৭৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১৪.০০	৮৬.০০		৮৬.০০	১০০.০০
৩৬	কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯) **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প** **প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৩-০৪-২০১১** **ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ**	মোট	২০৩৯৩.০০	৪.২৪	৩০০০.০০	২৯৭০.০০	২৩১৩.৭৬	২৩১৮.০০
১২১		স্থানীয়	২০৩৯৩.০০	৪.২৪	৩০০০.০০	২৯৭০.০০	২৩১৩.৭৬	২৩১৮.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০৪	১৪.৭১		১২.০০	১২.০৪
উপ-মোট ঃ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম		মোট	৩৪১৪৮২.৫৭	২৫৪৫৮.৮৬	৬৮৩৮৫.০০	৬৮২৩২.৪০	৬৬২৯৯.২০	৯১৭৫৮.০৬
		স্থানীয়	৩৪১৪৮২.৫৭	২৫৪৫৮.৮৬	৬৮৩৮৫.০০	৬৮২৩২.৪০	৬৬২৯৯.২০	৯১৭৫৮.০৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৭-১৮ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৯.৭৮	৯৬.৯৫	
উত্তরাঞ্চল, রংপুর								
৩৭	রংপুর জেলার গংগাচড়া ও রংপুর সদর উপজেলায় তিস্তা নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (এপ্রিল, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮) **প্রস্তাবিত সমাপ্তিকালঃ জুন, ২০১৯**	মোট	১২৫৩৯.২০	২৪২২.১৯	৭১৫০.০০	৭১৫০.০০	৬৮৫০.৪৯	৯২৭২.৬৮
২৯		স্থানীয়	১২৫৩৯.২০	২৪২২.১৯	৭১৫০.০০	৭১৫০.০০	৬৮৫০.৪৯	৯২৭২.৬৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১৯.৩২	৫৭.০২		৫৫.১৮	৭৪.৫০
৩৮	লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলাধীন সাবেক ১১৯ নং বাঁশকাটা ছিটমহল এর ঘোষপাড়া, দয়ালটারী ও বোস্টারী এলাকায় ধরলা নদীর বাম ও ডান তীর বরাবর নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯)	মোট	২৪৭২.০০	৯৮.৯০	২০০০.০০	২০০০.০০	১৯৯৬.৪৭	২০৯৫.৩৭
৪৮		স্থানীয়	২৪৭২.০০	৯৮.৯০	২০০০.০০	২০০০.০০	১৯৯৬.৪৭	২০৯৫.৩৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪.০০	৮২.০০		৮৮.০০	৯২.০০
৩৯	যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবর সহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) **২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প** **ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ**	মোট	২৯৯৩৬.৬৭	০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	১৪৯.৪১	১৪৯.৪১
৫৭		স্থানীয়	২৯৯৩৬.৬৭	০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	১৪৯.৪১	১৪৯.৪১
একনেক ০৭-০২-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.৫৩		০.৫০	০.৫০
৪০	পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলাধীন সাবেক নাজিরগঞ্জ ও দইখাতা ছিটমহল এলাকায় করতোয়া নদীর বাম তীর বরাবর নদী তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯) **জুন, ২০১৮ তে সমাপ্ত** **ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ**	মোট	২৪৩৫.৭৪	১৯৬.৮০	২১৭৫.০০	২১৭৫.০০	২১২৫.১৫	২৩২১.৯৫
৪৭		স্থানীয়	২৪৩৫.৭৪	১৯৬.৮০	২১৭৫.০০	২১৭৫.০০	২১২৫.১৫	২৩২১.৯৫
পরিঃ মন্ত্রী ১১-০১-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১০.০০	৯০.০০		৯০.০০	১০০.০০
৪১	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১) (৩য় সংশোধিত)(০১-০৭-২০০৬ হতে ৩০-০৬-২০১৮) প্রকল্প এলাকাঃ নীলফামারী, রংপুর, দিনাজপুর **জুন, ২০১৮ তে সমাপ্ত**	মোট	৪১৩৩২.৫৭	৩৩৪৬০.৭২	২৮০০.০০	২৮০০.০০	২৫৫৭.৭৪	৩৬০১৮.৪৬
১০৯		স্থানীয়	৪১৩৩২.৫৭	৩৩৪৬০.৭২	২৮০০.০০	২৮০০.০০	২৫৫৭.৭৪	৩৬০১৮.৪৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৮০.৭০	৬.৭৭		৬.৪৫	৮৭.১৫
৪২	দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন গৌরীপুর নামক স্থানে খরা মৌসুমে সম্পূরক সেচ প্রদানের লক্ষ্যে পুনর্ভবা নদীর উপর সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০) **ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ**	মোট	৫১১১.২৮	৯৯.৯৬	৫০০.০০	৫০০.০০	১৩৪.৫২	২৩৪.৪৮
১২৪		স্থানীয়	৫১১১.২৮	৯৯.৯৬	৫০০.০০	৫০০.০০	১৩৪.৫২	২৩৪.৪৮
পরিঃ মন্ত্রী ০৯-০১-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২.১০	৯.৭৮		৪.০৩	৬.১৩
উপ-মোট ঃ উত্তরাঞ্চল, রংপুর		মোট	৯৩৮২৭.৪৬	৩৬২৭৮.৫৭	১৪৭৮৫.০০	১৪৭৮৫.০০	১৩৮১৩.৭৮	৫০০৯২.৩৫
		স্থানীয়	৯৩৮২৭.৪৬	৩৬২৭৮.৫৭	১৪৭৮৫.০০	১৪৭৮৫.০০	১৩৮১৩.৭৮	৫০০৯২.৩৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				১০০.০০	৯৩.৪৩	
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী								

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৭-১৮ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
৪৩	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্নিবাড়ী হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯) **ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ**	মোট	৩৩৩৩৭.৯৩	১০৮২৬.৭৫	১৬০০০.০০	১৫৯৯৯.৫৬	১৫৯৭৬.৮২	২৬৮০৩.৫৭
১৯		স্থানীয়	৩৩৩৩৭.৯৩	১০৮২৬.৭৫	১৬০০০.০০	১৫৯৯৯.৫৬	১৫৯৭৬.৮২	২৬৮০৩.৫৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৫.৯২	৫০.০০		৫৯.০০	৯৪.৯২
৪৪	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন খুদবান্দি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০) **২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প**	মোট	৪৬৫৪৬.৪২	০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	৯৯৮৪.৬৯	৯৯৮৪.৬৯
৬০		স্থানীয়	৪৬৫৪৬.৪২	০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	৯৯৮৪.৬৯	৯৯৮৪.৬৯
একনেক ১৩-০৯-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২১.৪৮		২৭.৯২	২৭.৯২
৪৫	সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০) **২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প**	মোট	৫০৯৯৪.০০	০.০০	১৭.০০	১৬.৫৫	১৬.৫৩	১৬.৫৩
৭১		স্থানীয়	৫০৯৯৪.০০	০.০০	১৭.০০	১৬.৫৫	১৬.৫৩	১৬.৫৩
একনেক ০৯-০১-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.০৩		০.০৩	০.০৩
৪৬	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (০১-০১-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৯) **ডিপিএম- বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট (বিডিপি) লিঃ**	মোট	৪৩৯২৬.৮৪	১৭৯৪৫.৪০	৯০০০.০০	৮৯৯৪.০০	৮৯৬৫.০০	২৬৯১০.৪০
১১০		স্থানীয়	৪৩৯২৬.৮৪	১৭৯৪৫.৪০	৯০০০.০০	৮৯৯৪.০০	৮৯৬৫.০০	২৬৯১০.৪০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৩.৫৪	২০.৪৯		২০.৪১	৭৩.৯৫
৪৭	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-০৯-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৮) **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৩-০৪-২০১১ জুন, ২০১৮ তে সমাপ্ত**	মোট	২৮০১১.৮০	২৩৫৫৮.১০	৩০৮৪.০০	৩০৭৯.০০	৩০৭৩.৫৫	২৬৬৩১.৬৫
৭		স্থানীয়	২৮০১১.৮০	২৩৫৫৮.১০	৩০৮৪.০০	৩০৭৯.০০	৩০৭৩.৫৫	২৬৬৩১.৬৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৮৪.৯২	১১.৩৪		১১.৩৪	৯৬.২৬
৪৮	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ ও সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭) **ডিসেম্বর, ২০১৭ তে সমাপ্ত**	মোট	৮৬৭৮.৬৬	৭২৬৭.০৬	৭৮৩.০০	৭৮২.২৫	৭৪৭.০৭	৮০১৪.১৩
২০		স্থানীয়	৮৬৭৮.৬৬	৭২৬৭.০৬	৭৮৩.০০	৭৮২.২৫	৭৪৭.০৭	৮০১৪.১৩
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৯২.৬১	৭.৩৯		৭.৩৮	৯৯.৯৯
৪৯	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী মহানগরীর অন্তর্ভূক্ত সোনাকান্দি হতে বুলনপুর পর্যন্ত এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	মোট	২৬৮১৭.০০	১০১.৪৬	১০০০০.০০	১০০০০.০০	৯৮৯১.০৪	৯৯৯২.৫০
৩১		স্থানীয়	২৬৮১৭.০০	১০১.৪৬	১০০০০.০০	১০০০০.০০	৯৮৯১.০৪	৯৯৯২.৫০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১.০০	৩৭.৭৯		৩৮.৬৮	৩৯.৬৮
৫০	আত্রাই নদীর ভাঙ্গন হতে নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার ৩টি এলাকায় তীর সংরক্ষণ এবং মান্দা উপজেলার পলাশবাড়ী খাল পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মে, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮) **জুন, ২০১৮ তে সমাপ্ত**	মোট	২১৪৩.৩০	১৮৭.৭৩	১৯২০.০০	১৯১৯.৫০	১৮৮৪.০৪	২০৭১.৭৭
৩৩		স্থানীয়	২১৪৩.৩০	১৮৭.৭৩	১৯২০.০০	১৯১৯.৫০	১৮৮৪.০৪	২০৭১.৭৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭.৭৯	৯১.৭০		৯১.৭০	৯৯.৪৯
৫১	নওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলাধীন জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯) **জুন, ২০১৯ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত**	মোট	৪১৯৫.৭৫	১৩.৪৬	৫০০.০০	৫০০.০০	১১৪.৯৭	১২৮.৪৩
১২৩		স্থানীয়	৪১৯৫.৭৫	১৩.৪৬	৫০০.০০	৫০০.০০	১১৪.৯৭	১২৮.৪৩
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.৩২	১১.৯২		৪.৭৪	৫.০৬

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৭-১৮ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
৫২	নাটোর জেলার সিংড়া পৌরসভা এলাকা আত্রাই ও নাগর নদীর ভাংগন হইতে রক্ষা প্রকল্প (অক্টোবর,২০১৭ হতে জুন, ২০২০)	মোট	৪১৯৯.১২	০.০০	১০০.০০	৫০.০০	৪৩.০২	৪৩.০২
৬৯		স্থানীয়	৪১৯৯.১২	০.০০	১০০.০০	৫০.০০	৪৩.০২	৪৩.০২
পরিঃ মন্ত্রী ২৭-১২-২০১৭	২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২.৩৯		১.০৩	১.০৩
উপ-মোট ঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী		মোট	২৪৮৮৫০.৮২	৫৯৮৯৯.৯৬	৫১৪০৪.০০	৫১৩৪০.৮৬	৫০৬৯৬.৭৩	১১০৫৯৬.৬৯
		স্থানীয়	২৪৮৮৫০.৮২	৫৯৮৯৯.৯৬	৫১৪০৪.০০	৫১৩৪০.৮৬	৫০৬৯৬.৭৩	১১০৫৯৬.৬৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৯.৮৮	৯৮.৬২	
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর								
৫৩	সুরেশ্বর খাল খনন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	মোট	৫৯০৬.১৩	১০.০০	১৭৫০.০০	১৭৫০.০০	১৩১৪.১৪	১৩২৪.১৪
১১৯		স্থানীয়	৫৯০৬.১৩	১০.০০	১৭৫০.০০	১৭৫০.০০	১৩১৪.১৪	১৩২৪.১৪
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.৩৪	২৯.৬৩		২২.২৫	২২.৫৯
৫৪	রাজের কোটালীপাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (আগষ্ট, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	মোট	৯৫৪১.৭৫	৫৪.৭৩	২০০০.০০	২০০০.০০	১৯৫৩.৪৮	২০০৮.২১
১২০		স্থানীয়	৯৫৪১.৭৫	৫৪.৭৩	২০০০.০০	২০০০.০০	১৯৫৩.৪৮	২০০৮.২১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১.৮৫	২০.৯৬		২১.৬৫	২৩.৫০
৫৫	আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে হাজী শরিয়তউল্লাহ সেতু সংলগ্ন ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-খুলনা জাতীয় মহাসড়ক রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	মোট	৫৪৫৯.২৬	৩৮৭.৯২	৩৩০১.০০	৩৩০১.০০	৩১৩৬.২১	৩৫২৪.১৩
৩৮		স্থানীয়	৫৪৫৯.২৬	৩৮৭.৯২	৩৩০১.০০	৩৩০১.০০	৩১৩৬.২১	৩৫২৪.১৩
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১৩.৫০	৫৫.০০		৫৬.০০	৬৯.৫০
৫৬	কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯) প্রকল্প এলাকাঃ ফরিদপুর ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ	মোট	২৫০৮১.৬৭	২৪.২৪	৪০০০.০০	৪০০০.০০	১৩৪২.৭৮	১৩৬৭.০২
৩৯		স্থানীয়	২৫০৮১.৬৭	২৪.২৪	৪০০০.০০	৪০০০.০০	১৩৪২.৭৮	১৩৬৭.০২
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.১০	১৫.৯৫		৬.০০	৬.১০
৫৭	ফরিদপুর জেলাধীন আলফাডাঙ্গা উপজেলায় দিগনগর/পবনবেগ এলাকায় মধুমতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৮) জুন, ২০১৮ তে সমাপ্ত ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ	মোট	২১৬৭.৮৪	৮.৬২	১৮৪৫.০০	১৮৪৪.৫০	১৪০১.৮৫	১৪১০.৪৭
৪২		স্থানীয়	২১৬৭.৮৪	৮.৬২	১৮৪৫.০০	১৮৪৪.৫০	১৪০১.৮৫	১৪১০.৪৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০৩	১০০.০০		৮৫.০০	৮৫.০৩
৫৮	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০) ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ	মোট	৩৪১৯৮.৬৬	০.০০	১২৫.০০	১২৫.০০	১২৫.০০	১২৫.০০
৫৩		স্থানীয়	৩৪১৯৮.৬৬	০.০০	১২৫.০০	১২৫.০০	১২৫.০০	১২৫.০০
একনেক ০১-০৮-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.৩৭		০.৩৭	০.৩৭
৫৯	শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা	মোট	১০৯৭২০.৯০	০.০০	২০০.০০	৮৬.০০	৬৭.৬১	৬৭.৬১
৭০		স্থানীয়	১০৯৭২০.৯০	০.০০	২০০.০০	৮৬.০০	৬৭.৬১	৬৭.৬১

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৭-১৮ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
একনেক ০২-০১-২০১৮	প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.১৮		০.০৬	০.০৬
৬০	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (সেপ্টেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৯) প্রকল্প এলাকাঃ কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা	মোট	২২৩৬৮.৭৫	১৬৯৬৬.৯৭	৪৭০০.০০	৪৬৯৮.৮৪	৩৯৫৩.৯৩	২০৯২০.৯০
১১১		স্থানীয়	২২৩৬৮.৭৫	১৬৯৬৬.৯৭	৪৭০০.০০	৪৬৯৮.৮৪	৩৯৫৩.৯৩	২০৯২০.৯০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭৫.৮৪	২০.০৬		১৯.১৬	৯৫.০০
৬১	কুষ্টিয়া জেলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প (মে, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) জুন, ২০১৮ তে সমাপ্ত ডিপিএম- বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট (বিডিপি) লিঃ	মোট	১৮০৬৮.২০	৬৬২২.৭৯	১০০২৯.০০	১০০২৬.১৯	৮০৭৩.৮০	১৪৬৯৬.৫৯
১৭		স্থানীয়	১৮০৬৮.২০	৬৬২২.৭৯	১০০২৯.০০	১০০২৬.১৯	৮০৭৩.৮০	১৪৬৯৬.৫৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৭.২১	৬২.৭৯		৪৯.৮৭	৮৭.০৮
৬২	কুষ্টিয়া জেলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা সংরক্ষণের লক্ষ্যে পদ্মা নদী ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯) জুন, ২০১৮ তে সমাপ্ত	মোট	২৪৭৭.০০	০.০০	১৯৩২.০০	১৯৩২.০০	১৯৩০.১১	১৯৩০.১১
৪৯		স্থানীয়	২৪৭৭.০০	০.০০	১৯৩২.০০	১৯৩২.০০	১৯৩০.১১	১৯৩০.১১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১০০.০০		১০০.০০	১০০.০০
৬৩	নবগঙ্গা নদী পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯) ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট	৪১০৪.২৩	০.০০	১৩.০০	১৩.০০	১৩.০০	১৩.০০
১২৫		স্থানীয়	৪১০৪.২৩	০.০০	১৩.০০	১৩.০০	১৩.০০	১৩.০০
পরিঃ মন্ত্রী ২২-১১-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.৩২		০.৩২	০.৩২
উপ-মোট ঃ পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর		মোট	২৩৯০৯৪.৩৯	২৪০৭৫.২৭	২৯৮৯৫.০০	২৯৭৭৬.৫৩	২৩৩১১.৯১	৪৭৩৮৭.১৮
		স্থানীয়	২৩৯০৯৪.৩৯	২৪০৭৫.২৭	২৯৮৯৫.০০	২৯৭৭৬.৫৩	২৩৩১১.৯১	৪৭৩৮৭.১৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৯.৬০	৭৭.৯৮	
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল								
৬৪	ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোল্ডার নং-৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০)	মোট	৫৫১৪৯.৯৮	২০৮১.০১	২৩১১২.০০	২৩১১২.০০	২৩১১১.৯৯	২৫১৯৩.০০
২৪		স্থানীয়	৫৫১৪৯.৯৮	২০৮১.০১	২৩১১২.০০	২৩১১২.০০	২৩১১১.৯৯	২৫১৯৩.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪.০০	৪২.০০		৪৫.৩৩	৪৯.৩৩
৬৫	মেঘনা নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০)	মোট	২৭৯৪২.২৫	৭৪৯৯.৯৭	১০০০০.০০	১০০০০.০০	৯৯৯৯.৯১	১৭৪৯৯.৮৮
২৫		স্থানীয়	২৭৯৪২.২৫	৭৪৯৯.৯৭	১০০০০.০০	১০০০০.০০	৯৯৯৯.৯১	১৭৪৯৯.৮৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২৭.০০	৩৮.০০		৩৮.১৪	৬৫.১৪
৬৬	নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯) (প্রস্তাবিত সমাপ্তিকালঃ জুন, ২০২০)	মোট	৪৪৮৩৮.৫০	২০০০.০০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	১৮০০০.০০
২৭		স্থানীয়	৪৪৮৩৮.৫০	২০০০.০০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	১৮০০০.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫.০০	৩০.০০		৩৭.০০	৪২.০০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৭-১৮ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
৬৭	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌর শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯) (প্রস্তাবিত সমাপ্তিকালঃ জুন, ২০২০)	মোট	২০৯০৪.০০	১৯৯০.০০	১১৬০১.০০	১১৬০১.০০	১১৬০১.০০	১৩৫৯১.০০
২৮		স্থানীয়	২০৯০৪.০০	১৯৯০.০০	১১৬০১.০০	১১৬০১.০০	১১৬০১.০০	১৩৫৯১.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১০.০০	৫০.০০		৫৫.০০	৬৫.০০
৬৮	ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে মনপুরা উপজেলার রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা এবং তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন থেকে চরফ্যাশন উপজেলার ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯) (প্রস্তাবিত সমাপ্তিকালঃ জুন, ২০২১) **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১১-১১-২০১০**	মোট	২৮০৬৮.৯০	১০.০০	৮৮০০.০০	৮৮০০.০০	৮৮০০.০০	৮৮১০.০০
৪৫		স্থানীয়	২৮০৬৮.৯০	১০.০০	৮৮০০.০০	৮৮০০.০০	৮৮০০.০০	৮৮১০.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.১০	২৯.৯০		৩১.৯০	৩২.০০
৬৯	কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হইতে বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০) **২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প**	মোট	৩৩১২৩.৯৯	০.০০	১৫১.০০	১৫০.০০	৬৫.৩২	৬৫.৩২
৬১		স্থানীয়	৩৩১২৩.৯৯	০.০০	১৫১.০০	১৫০.০০	৬৫.৩২	৬৫.৩২
একনেক ১৭-১০-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.৪৫		০.২০	০.২০
৭০	বরিশাল জেলা সদরের সাথে মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা সদরের যোগাযোগ ও ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য মাসকাটা নদীর উপর ক্রসড্যাম নির্মাণ (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯) **২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প**	মোট	১১৫২.২৭	০.০০	৫১.০০	৫০.০০	৩.৭৪	৩.৭৪
৬৬		স্থানীয়	১১৫২.২৭	০.০০	৫১.০০	৫০.০০	৩.৭৪	৩.৭৪
পরিঃ মন্ত্রী ১৫-১১-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৪.৪৩		০.৩২	০.৩২
৭১	বরিশাল জেলার সাতলা-বাগধা প্রকল্পের পোল্ডার পুনর্বাসন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০) **২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প**	মোট	৩৪৬৩.৭৪	০.০০	১২৮.০০	১২৭.৫০	১৩.৩৫	১৩.৩৫
১২৭		স্থানীয়	৩৪৬৩.৭৪	০.০০	১২৮.০০	১২৭.৫০	১৩.৩৫	১৩.৩৫
পরিঃ মন্ত্রী ১৮-১২-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৩.৬৮		০.৩৯	০.৩৯
উপ-মোট ঃ দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল		মোট	২১৪৬৪৩.৬৩	১৩৫৮০.৯৮	৬৯৮৪৩.০০	৬৯৮৪০.৫০	৬৯৫৯৫.৩১	৮৩১৭৬.২৯
		স্থানীয়	২১৪৬৪৩.৬৩	১৩৫৮০.৯৮	৬৯৮৪৩.০০	৬৯৮৪০.৫০	৬৯৫৯৫.৩১	৮৩১৭৬.২৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				১০০.০০	৯৯.৬৫	
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা								
৭২	বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯) প্রস্তাবিত সমাপ্তিকালঃ জুন, ২০২১ **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২০০৮**	মোট	২৮২৮৩.১৬	১৪৩.৫০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৮.৯৯	১৫২.৪৯
২২		স্থানীয়	২৮২৮৩.১৬	১৪৩.৫০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৮.৯৯	১৫২.৪৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.৫১	৫.৩০		০.০৩	০.৫৪
৭৩	বাগেরহাট জেলায় ৮৩টি নদী/খাল পুনঃখনন এবং মংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেলের নব্যতা বৃদ্ধি প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) **ডিপিএম- নৌ কল্যাণ ফাউন্ডেশন ট্রেডিং কোঃ লিঃ**	মোট	৭০৬৪০.৪০	১১.০০	১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০	২৩৬.৬৪	২৪৭.৬৪
৪৬		স্থানীয়	৭০৬৪০.৪০	১১.০০	১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০	২৩৬.৬৪	২৪৭.৬৪
একনেক ১০-০১-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০২	২.৬৫		০.৫০	০.৫২
৭৪		মোট	২৭২৮২.০০	২৬.১৪	২২৭২.০০	২২৭২.০০	১৯৩৭.৪২	১৯৬৩.৫৬

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৭-১৮ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১১৮	ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প এলাকাঃ যশোর **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৭-১২-২০১০**	স্থানীয়	২৭২৮২.০০	২৬.১৪	২২৭২.০০	২২৭২.০০	১৯৩৭.৪২	১৯৬৩.৫৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.২১	৯.০০		৭.৭৯	৮.০০
৭৫	খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-১০-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৮) প্রস্তাবিত সমাপ্তিকালঃ জুন, ২০২০ প্রকল্প এলাকাঃ খুলনা, নড়াইল **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৫-০৩-২০১১ডিপিএম-বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট (বিডিপি) লিঃ**	মোট	২৮১৯০.১৬	১৩৭৬৩.১১	৪৩৩৬.০০	৪৩৩৬.০০	৪৩০৬.৭৯	১৮০৬৯.৯০
১১২		স্থানীয়	২৮১৯০.১৬	১৩৭৬৩.১১	৪৩৩৬.০০	৪৩৩৬.০০	৪৩০৬.৭৯	১৮০৬৯.৯০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬৫.৫০	১৫.৩৮		১৫.৩৮	৮০.৮৮
৭৬	খুলনা জেলার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে ভদ্রা ও সালতা নদী পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	মোট	৭৬০০.০০	১৪.৬০	৩০০০.০০	২৯৬৮.৩৮	২৮৬৪.৫৭	২৮৭৯.১৭
৪৩		স্থানীয়	৭৬০০.০০	১৪.৬০	৩০০০.০০	২৯৬৮.৩৮	২৮৬৪.৫৭	২৮৭৯.১৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২.০০	৩৯.৪৭		৪১.০০	৪৩.০০
৭৭	বাংলাদেশ নৌবাহিনী, খুলনা (বানৌজা) তিতুমীর সংলগ্ন ভৈরব নদীর ডান তীরে কিঃমিঃ ০.৪৩০ হতে কিঃমিঃ ০.৮৯৫ পর্যন্ত ৪৬৫ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮) **জুন, ২০১৮ তে সমাপ্ত**	মোট	১৭১৬.০০	১০.২৩	১৫৬৮.০০	১৫৬৮.০০	১৫৬৭.০১	১৫৭৭.২৪
৪০		স্থানীয়	১৭১৬.০০	১০.২৩	১৫৬৮.০০	১৫৬৮.০০	১৫৬৭.০১	১৫৭৭.২৪
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫.০০	৯৫.০০		৯৫.০০	১০০.০০
উপ-মোট ঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা		মোট	১৬৩৭১১.৭২	১৩৯৬৮.৫৮	১৪৫৫১.০০	১৪৫১৯.৩৮	১০৯২১.৪২	২৪৮৯০.০০
		স্থানীয়	১৬৩৭১১.৭২	১৩৯৬৮.৫৮	১৪৫৫১.০০	১৪৫১৯.৩৮	১০৯২১.৪২	২৪৮৯০.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৯.৭৮	৭৫.০৬	
বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহ								
৭৮	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP) (৩য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (২০০৮-০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৮) প্রকল্প এলাকাঃ বরগুনা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর **জুন, ২০১৮ তে সমাপ্ত**	মোট	৭৫০৫০.০০	৫৬৯০৬.৩৮	১৬০৮২.০০	১১১৯৯.২২	১১১৮০.৬২	৬৮০৮৭.০০
১		স্থানীয়	১০৭.৫১	৪০.০০	৩৫.০০	৩৫.০০	২৫.৭০	৬৫.৭০
		প্রকল্প সাঃ	৭৪৯৪২.৪৯	৫৬৮৬৬.৩৮	১৬০৪৭.০০	১১১৬৪.২২	১১১৫৪.৯২	৬৮০২১.৩০
		আরপিএ	৭৪৯২৫.১৫	৫৬৮৬৬.৩৮	১৬০৪৭.০০	১১১৬৪.২২	১১১৫৪.৯২	৬৮০২১.৩০
		বাস্তব %		৮৯.৯০	১০.১০		৫.৫০	৯৫.৪০
৭৯	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২০) প্রকল্প এলাকাঃ বরগুনা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা	মোট	৩২৮০০০.০০	৩৯৮৪৭.৯৯	৩৭০০০.০০	৩৭০০০.০০	৩৬৭৫০.৫৯	৭৬৫৯৮.৫৮
১০		স্থানীয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		প্রকল্প সাঃ	৩২৮০০০.০০	৩৯৮৪৭.৯৯	৩৭০০০.০০	৩৭০০০.০০	৩৬৭৫০.৫৯	৭৬৫৯৮.৫৮
		আরপিএ	৩২৮০০০.০০	৩৯৮৪৭.৯৯	৩৭০০০.০০	৩৭০০০.০০	৩৬৭৫০.৫৯	৭৬৫৯৮.৫৮
		বাস্তব %		১২.১৫	১১.২৮		১১.২০	২৩.৩৫
৮০	Climate Smart Agricultural Water Management Project (CSAWMP) (১ম সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৮) **জুন, ২০১৮ তে সমাপ্ত**	মোট	৫৫৮.১৫	০.০০	৪৩৩.০০	৩৯৪.৭৫	২৯৫.০৫	২৯৫.০৫
টিএ-১		স্থানীয়	৫৩.১৫	০.০০	৫৩.০০	৩৯.৭৫	২৫.৩১	২৫.৩১
		প্রকল্প সাঃ	৫০৫.০০	০.০০	৩৮০.০০	৩৫৫.০০	২৬৯.৭৪	২৬৯.৭৪
		আরপিএ	৫০৫.০০	০.০০	৩৮০.০০	৩৫৫.০০	২৬৯.৭৪	২৬৯.৭৪
		বাস্তব %		৬.১১	৭৭.৫৭		৭৬.৯৭	৮৩.০৮

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৭-১৮ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
৮১	Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSRP) Component-B : Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHISEWS) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	মোট	৩৪০৬৫.০০	০.০০	৭৭৪.০০	৭৫৭.০০	২১৩.৮৩	২১৩.৮৩
১৪*		স্থানীয়	২২০৪.০০	০.০০	১০১.০০	৮৪.০০	৬৭.০৫	৬৭.০৫
যোগাযোগ উপ-খাত		প্রকল্প সাঃ	৩১৮৬১.০০	০.০০	৬৭৩.০০	৬৭৩.০০	১৪৬.৭৮	১৪৬.৭৮
একনেক ১৪-০২-২০১৭		আরপিএ	৩১৮৬১.০০	০.০০	৬৭৩.০০	৬৭৩.০০	১৪৬.৭৮	১৪৬.৭৮
		বাস্তব %		০.০০	০.৯৫		০.৯০	০.৯০
৮২	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (২য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ IFAD (০১/০১/১১-৩১/১২/১৮) প্রকল্প এলাকাঃ নোয়াখালী, চট্টগ্রাম	মোট	৩১৩৪৬.৩৮	২৩০৯৭.৮৯	৬৪৮৭.০০	৬২৬৮.১৮	৫৩৪৪.৫২	২৮৪৪২.৪১
৫		স্থানীয়	৫২৭৮.১২	২৮১৪.৭৭	২২৯৪.০০	২২৯৪.০০	১৫০৪.৩৩	৪৩১৯.১০
		প্রকল্প সাঃ	২৬০৬৮.২৬	২০২৮৩.১২	৪১৯৩.০০	৩৯৭৪.১৮	৩৮৪০.১৯	২৪১২৩.৩১
		আরপিএ	১৩৯৬৩.০৭	১০৮৪৭.৪৬	২৩৯৩.০০	২১৭৪.১৮	২০৪০.১৯	১২৮৮৭.৬৫
		বাস্তব %		৭৭.৯৯	২০.৬৯		২০.০১	৯৮.০০
৮৩	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program দাতা সংস্থাঃ ADB (এপ্রিল, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৯) (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) প্রস্তাবিত সমাপ্তিকালঃ জুন, ২০২০ প্রকল্প এলাকাঃ টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা	মোট	৮৬৮৫০.০০	৪৫৩৮২.২৩	১৩৩১৫.০০	১২৮৭৬.৪৪	১১০৬২.১১	৫৬৪৪৪.৩৪
১২		স্থানীয়	২৮৬১৬.০২	১৪৪৮০.৪৮	৩৮৬১.০০	৩৮০৭.৪৯	৩৬৯৯.০৩	১৮১৭৯.৫১
		প্রকল্প সাঃ	৫৮২৩৩.৯৮	৩০৯০১.৭৫	৯৪৫৪.০০	৯০৬৮.৯৫	৭৩৬৩.০৮	৩৮২৬৪.৮৩
		আরপিএ	৫৬২৪১.৯৮	৩০২০১.৭৫	৮৯৫৪.০০	৮৫৬৮.৯৫	৬৮৬৩.০৮	৩৭০৬৪.৮৩
		বাস্তব %		৬২.৯৩	১৫.৩৩		১২.৭৯	৭৫.৭২
৮৪	Irrigation Management Improvement Project (IMIP)-for Muhuri Irrigation Project (MIP) (১ম সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ ADB (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্প এলাকাঃ ফেনী	মোট	৪৬৭১০.১৬	৬৮৯৫.৮৮	৫২৬০.০০	৩৮৪৭.৭৫	৩০০৭.৫৪	৯৯০৩.৪২
১১৩		স্থানীয়	৮৯৩৫.৭২	১৩২৬.৬৯	৮০৪.০০	৮০৩.৭৫	৫৩২.৭৭	১৮৫৯.৪৬
		প্রকল্প সাঃ	৩৭৭৭৪.৪৪	৫৫৬৯.১৯	৪৪৫৬.০০	৩০৪৪.০০	২৪৭৪.৭৭	৮০৪৩.৯৬
		আরপিএ	৩১৬১৬.৮৪	৪০২৮.০৪	৪০১২.০০	২৬০০.০০	২০৩০.৭৭	৬০৫৮.৮১
		বাস্তব %		২১.০০	১২.০০		৭.০০	২৮.০০
৮৫	South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-2) দাতা সংস্থাঃ ADB (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প এলাকাঃ ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাগুরা, নড়াইল	মোট	৪৮২১০.০০	২০০৯.২৬	৫২০০.০০	৩৫১২.৫০	৩০২৭.৮৮	৫০৩৭.১৪
১১৬		স্থানীয়	৭৮৫৮.০০	৬৭৮.৭৪	৯৭৭.০০	৯৭৭.০০	৭৯৩.০২	১৪৭১.৭৬
		প্রকল্প সাঃ	৪০৩৫২.০০	১৩৩০.৫২	৪২২৩.০০	২৫৩৫.৫০	২২৩৪.৮৬	৩৫৬৫.৩৮
		আরপিএ	৩৫৫২০.০০	১২৩০.৫০	৩৬১৮.০০	১৯২০.০০	১৬১৯.৩৬	২৮৪৯.৮৬
		বাস্তব %		৬.৯৪	১০.৭৯		৮.৫০	১৫.৪৪
৮৬	ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) (১ম সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ GoN (০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০২০) প্রকল্প এলাকাঃ সাতক্ষীরা, খুলনা, পটুয়াখালী, বরগুনা	মোট	৫৬৩৪৯.০০	২২৭৩১.৭৭	৯৮৯২.০০	৯৮৯২.০০	৭৩৪৬.৫৯	৩০০৭৮.৩৬
৯		স্থানীয়	৭৪৯৯.০০	১৯৬৮.৩১	১৭০৮.০০	১৭০৮.০০	৯২৪.৪৫	২৮৯২.৭৬
		প্রকল্প সাঃ	৪৮৮৫০.০০	২০৭৬৩.৪৬	৮১৮৪.০০	৮১৮৪.০০	৬৪২২.১৪	২৭১৮৫.৬০
		আরপিএ	১৫৭৫০.০০	৫১০৬.৫৬	৪১০৪.০০	৪১০৪.০০	২৩৪২.১৪	৭৪৪৮.৭০
		বাস্তব %		৪১.২৫	১৫.০০		১২.৮০	৫৪.০৫
৮৭	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part) (১ম সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ JICA (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প এলাকাঃ কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ	মোট	৯৭৮৬৫.০০	১২০৫২.৬৮	১৭০০০.০০	১৬০৪২.৮২	১৫৮৬৪.৭৬	২৭৯১৭.৪৪
১৩		স্থানীয়	৩৮৪১৮.৯০	৬৯৮৯.৪৩	৮০০০.০০	৮০০০.০০	৭৮২১.৯৪	১৪৮১১.৩৭
		প্রকল্প সাঃ	৫৯৪৪৬.১০	৫০৬৩.২৬	৯০০০.০০	৮০৪২.৮২	৮০৪২.৮২	১৩১০৬.০৮
		আরপিএ	৫১৫৪৪.৭০	১২৭১.০০	৮৩০০.০০	৭৩৫৩.৪৯	৭৩৫৩.৪৯	৮৬২৪.৪৯
		বাস্তব %		১৬.০০	২০.০০		১৯.০০	৩৫.০০
৮৮	Planning for Flood Management in Bangladesh (Ganges-Brahmaputra Basin) দাতা সংস্থাঃ চীন (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯)	মোট	২৭৪৭.৫৪	০.০০	১৩২০.০০	১৩১৫.৮২	১২৯৭.৯২	১২৯৭.৯২
টিএ-২		স্থানীয়	১৭৯.৩০	০.০০	৩৬.০০	৩১.৭০	১৩.৮০	১৩.৮০
পরিঃ মন্ত্রী -০৩-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	২৫৬৮.২৪	০.০০	১২৮৪.০০	১২৮৪.১২	১২৮৪.১২	১২৮৪.১২
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৪৮.০৪		৪৭.২৪	৪৭.২৪
উপ-মোট ঃ বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প (২টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ)		মোট	৮০৭৭৫১.২৩	২০৮৯২৪.০৮	১১২৭৬৩.০০	১০৩১০৬.৪৮	৯৫৩৯১.৪১	৩০৪৩১৫.৪৯
		স্থানীয়	৯৯১৪৯.৭২	২৮২৯৮.৪২	১৭৮৬৯.০০	১৭৭৮০.৬৯	১৫৪০৭.৪০	৪৩৭০৫.৮২
		প্রকল্প সাঃ	৭০৮৬০১.৫১	১৮০৬২৫.৬৭	৯৪৮৯৪.০০	৮৫৩২৫.৭৯	৭৯৯৮৪.০১	২৬০৬০৯.৬৮

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৭-১৮ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
		আরপিএ	৬৩৯৯২৭.৭৪	১৪৯৩৯৯.৬৮	৮৫৪৮১.০০	৭৫৯১২.৮৪	৭০৫৭১.০৬	২১৯৯৭০.৭৪
		আর্থিক %				৯১.৪৪	৮৪.৫৯	
		বিশেষ প্রকল্পসমূহ						
৮৯	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-০৭-১১ - ৩০-০৬-১৯) প্রকল্প এলাকাঃ সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১০-০৩-২০১০, ১০-১১-২০১০**	মোট	৫৮৭২৯.৬৩	১৪৯১০.১০	১৩৯৬১.০০	১৩৯৫৯.৫৪	১৩২২২.৭৬	২৮১৩২.৮৬
৬		স্থানীয়	৫৮৭২৯.৬৩	১৪৯১০.১০	১৩৯৬১.০০	১৩৯৫৯.৫৪	১৩২২২.৭৬	২৮১৩২.৮৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২৫.৩৯	২৩.৭৬		২৩.০০	৪৮.৩৯
৯০	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (২য় সংশোধিত) (০১/০৭/১০ - ৩১/১২/১৯)	মোট	১২৯২২৪.৩১	৫৭৬০২.২১	১৪৩৩০.০০	১১০০০.০০	১০৯৯২.৭৭	৬৮৫৯৪.৯৮
৩		স্থানীয়	১২৯২২৪.৩১	৫৭৬০২.২১	১৪৩৩০.০০	১১০০০.০০	১০৯৯২.৭৭	৬৮৫৯৪.৯৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪৪.৫৮	১১.০৯		৮.৫১	৫৩.০৯
৯১	সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্প এলাকাঃ সিলেট, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, ফেনী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, পঞ্চগড় **২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প**	মোট	৪৬৬৫৯.৪৪	০.০০	৫০০.০০	৩১৩.৬২	১১৮.১১	১১৮.১১
৫১		স্থানীয়	৪৬৬৫৯.৪৪	০.০০	৫০০.০০	৩১৩.৬২	১১৮.১১	১১৮.১১
একনেক ১১-০৭-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১.০৭		০.২৫	০.২৫
৯২	Feasibility Study in Connection with Construction of Water Treatment Plant for Ponding Area of Goran-Chatbari Pump House, Dhaka (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন,২০১৯) **২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প**	মোট	৩১১.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫৫		স্থানীয়	৩১১.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০
পাসম মন্ত্রী ২৮-০৯-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
৯৩	Feasibility Study for Flood Control, Drainage & Irrigation System at Gowainghat in Sylhet District (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন,২০১৯)**২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প**	মোট	২৯২.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬৭		স্থানীয়	২৯২.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০
পাসম মন্ত্রী ২৭-১১-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
৯৪	Feasibility Study for ESIA for Resuscitation of Ichamoti River in Pabna District (অক্টোবর, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮) **২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প**	মোট	৩৪৪.০০	০.০০	৩৭.০০	৩৭.০০	৩৩.১০	৩৩.১০
৬৮		স্থানীয়	৩৪৪.০০	০.০০	৩৭.০০	৩৭.০০	৩৩.১০	৩৩.১০
পাসম মন্ত্রী ২৮-১১-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১০.০০		১৫.০০	১৫.০০
৯৫	Technical Feasibility Study and Environmental & Social Impact Assessment (ESIA) of Embankment-cum-road and Water Management Systems for Economic Zone-4 at Sonadia-Ghotibhanga Islands, Moheshkhali, Coxsbazar (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮) **২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প**	মোট	৩৪১.০০	০.০০	৩০.০০	৩০.০০	২৫.১৮	২৫.১৮
৭৩		স্থানীয়	৩৪১.০০	০.০০	৩০.০০	৩০.০০	২৫.১৮	২৫.১৮
পাসম মন্ত্রী ২১-০১-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১০.০০		১৫.০০	১৫.০০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৭-১৮ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
উপ-মোট ঃ বিশেষ প্রকল্পসমূহ (৪টি সমীক্ষা প্রকল্পসহ)		মোট	২৩৫৯০১.৩৮	৭২৫১২.৩১	২৮৮৬০.০০	২৫৩৪০.১৬	২৪৩৯১.৯২	৯৬৯০৪.২৩
		স্থানীয়	২৩৫৯০১.৩৮	৭২৫১২.৩১	২৮৮৬০.০০	২৫৩৪০.১৬	২৪৩৯১.৯২	৯৬৯০৪.২৩
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৮৭.৮০	৮৪.৫২	
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আরএডিপিভুক্ত ৯৫টি প্রকল্প সর্বমোট		মোট	২৮৮৯০৮৮.০৩	৫৩৪৪২৪.২৯	৪৬৭৩১৮.০০	৪৫৩৫৮৯.৮১	৪২৯৪৪৭.৯১	৯৬৩৮৭২.২০
		স্থানীয়	২১৮০৪৮৬.৫২	৩৫৩৭৯৮.৬৩	৩৭২৪২৪.০০	৩৬৮২৬৪.০২	৩৪৯৪৬৩.৯০	৭০৩২৬২.৫২
		প্রকল্প সাঃ	৭০৮৬০১.৫১	১৮০৬২৫.৬৭	৯৪৮৯৪.০০	৮৫৩২৫.৭৯	৭৯৯৮৪.০১	২৬০৬০৯.৬৮
		আরপিএ	৬৩৯৯২৭.৭৪	১৪৯৩৯৯.৬৮	৮৫৪৮১.০০	৭৫৯১২.৮৪	৭০৫৭১.০৬	২১৯৯৭০.৭৪
		আর্থিক %				৯৭.০৬	৯১.৯০	

পরিশিষ্ট - ২

পরিশিষ্ট-২

২০১৭-২০১৮ অর্থবছর পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিবরণী

ক্রঃ নং	প্রতিশ্রুত প্রকল্পের নাম	প্রতিশ্রুত স্থান	প্রতিশ্রুত তারিখ	প্রকল্প বরাদ্দ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব (%)	
১	বন্যা প্রতিরোধকল্পে গোপলগঞ্জ সদর উপজেলার গোবরা নামক স্থানে মধুমতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প		৩০/০৫/২০০৯	৪০৮.০০	৪০৮.০০	১০০%	সমাপ্ত
২	তিস্তা ব্যারেজ হতে তিস্তা সড়ক সেতু পর্যন্ত নদী খননের অবশিষ্টাংশ সম্পন্নকরণ		২০/০৯/২০১২	১৫,০৬১.৪৫	১২,৮৫৮.৬৯	১০০.০০	সমাপ্ত
৩	তিস্তা নদীর বাম তীরের অসমাপ্ত নদী শাসনের কাজ সমাপ্তকরণ		২০/০৯/২০১২	১৫,০৬১.৪৫	১২,৮৫৮.৬৯	১০০.০০	সমাপ্ত
৪	জামালপুর জেলাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা	সরিষাবাড়ী উপজেলার গনউদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায়	৩০/০৬/২০১২	৪৮,৯৪৯.৪০	৩৮,৪৩৭.৩৫	১০০.০০	সমাপ্ত
৫	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন	সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	১৪/০২/২০১০	৩৫৯.০০	৩৫৯.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
৬	সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মাণ	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১৮/০২/২০১২	১৯৮.০০	১৯৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
৭	দহগ্রাম ইউনিয়নকে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ	লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১৯/১০/২০১১	২০০.০০	২০০.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
৮	লালমনিরহাট জেলাকে তিস্তা নদীর আকস্মিক বন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার জন্য তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ করা	লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১৯/১০/২০১১	১৫,০৬১.৫৪	১২,৮৫৮.৬৯	১০০.০০	সমাপ্ত
৯	শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ড্রেজিং এর মাধ্যমে তিস্তা নদীর নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা	লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১৯/১০/২০১১	২,৩৭৮.০০	১,৬১৪.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১০	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা	সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরকালে	০৯/০৪/২০১১	১০২৮১২.০০	১০২৮১২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১১	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ	বাগেরহাট জেলায় সফরকালে	১২/০৩/২০১১	২,৩৯২.০০	২,৩৯২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১২	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ	খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	০৫/০৩/২০১১	২,৩৯২.০০	২,৩৯২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৩	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা	খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	০৫/০৩/২০১১	২১৩৪.০০	২১৩৪.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৪	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	২২/০২/২০১১	১,০০০.০০	৯৫৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৫	সোনাইছড়া, কোণাল্লাছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি,বারো মাঝিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালূঢালে সেচ উপ-প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করা	চট্টগ্রাম জেলাধীন মিরেশ্বরাই উপজেলার মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্প পরিদর্শন কালে জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন	২৯/১২/২০১০	১,৭৫৬.০০	১,৭৫৬.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৬	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ভাঙ্গনরোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ	ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে	১১/১১/২০১০	১,৪৯৯.৮৪	৭৮২.৫১	১০০.০০	সমাপ্ত
১৭	সুনামগঞ্জের হাওরসমূহে স্লুইসগেটসহ বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১০/১১/২০১০	৪,৭৬২.০০	৪,৭৬২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত

ক্রঃ নং	প্রতিশ্রুত প্রকল্পের নাম	প্রতিশ্রুত স্থান	প্রতিশ্রুত তারিখ	প্রকল্প বরাদ্দ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব (%)	
১৮	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রসঙ্গে	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা সফরকালে	২৩/০৭/২০১০	১,৯৭৭.০০	১,৯৭৭.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৯	পটুয়াখালী জেলাস্থ কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় এবং বরগুনা জেলার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত	০৬/০৫/২০১০	৩২.০০	৩২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২০	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ বেড়ীবাঁধগুলো পুনঃনির্মাণ ও মেরামত করা	বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৬/০৫/২০১০	৮,৩৫৮.০০	৮,৩৫৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২১	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর স্লুইসগেট নির্মাণ	বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৬/০৫/২০১০	১৬৫.০০	১৬২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২২	তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা	কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৭/১১/২০১০	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	১০০.০০	সমাপ্ত
২৩	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা সফরকালে	০৭/১১/২০১০	১,২০০.০০	৭৭৫.০০	৯৫.০০	সমাপ্ত
২৪	নাটোর জেলার কালিগঞ্জ বাজার থেকে নলডাঙ্গা হাট, পীরগাছা বাজার হয়ে সরকুতিয়া বাজার পর্যন্ত বারনাই নদীর উভয় তীর ৪২২ কিঃমিঃ সিসি ব্লক দিয়ে স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ	নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১১/১২/২০১১	১,৯৬০.৭৮	১৫৬৯.২৩	৯৯.৫০	সমাপ্ত
২৫	নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে একটি টি-বাঁধ নির্মাণ	নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১১/১২/২০১১	২২,৬০৪.৯১	১৯৭৬৫.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২৬	ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর সংযোগস্থল এমনভাবে খনন করতে হবে যেন শুকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষায় জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে	মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	১৭/০৪/২০১১	৭,৩৮২.৮৪	৬৪৬০.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২৭	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন	২৩/০৭/২০১০ তারিখে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় আইলায় বিধ্বস্থ এলাকা পরিদর্শনকালে কপোতাক্ষ নদ পুনঃখননের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং ২৭/১২/২০১০ তারিখে যশোর জেলা সফরকালে কপোতাক্ষ নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন	২৭/০৭/২০১০	২৮,৬১১.০০	২৭৩৮৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২৮	চাঁপাইনবাগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গনরোধকল্পে নদী শাসন এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিং করা এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ড্যাম নির্মাণ	চাঁপাইনবাগঞ্জ জেলা সফরকালে	২৩/০৪/২০১১	২৭,৪১৮.০০	২৬৬৩১.৬৫	৯৬.২৬	সমাপ্ত
২৯	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী ড্রেজিং করা	নারায়ণগঞ্জ জেলা সফরকালে	২০/০৩/২০১১	১১২৫৫৯.৩৩	৩১৩৭১.৬৩	২৭.৯০	চলমান
৩০ (ক)	ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পর্যন্ত কংস নদী খনন। ("হাওর এলাকার আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পে প্রতিশ্রুতিটি অন্তর্ভূক্ত)	সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১০/১১/২০১০	৭০৪০৭.০০	২৮১৩২.৮৬	৪৮.৩৯	চলমান

ক্রঃ নং	প্রতিশ্রুত প্রকল্পের নাম	প্রতিশ্রুত স্থান	প্রতিশ্রুত তারিখ	প্রকল্প বরাদ্দ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব (%)	
৩০ (খ)	যাদুকাটা নদী হয়ে রক্তি নদী-বৌলাই হয়ে সুলেমানপুর পর্যন্ত নদী খনন। ("হাওর এলাকার আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পে প্রতিশ্রুতিটি অন্তর্ভূক্ত)	সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে	১০/১১/২০১০	৭০৪০৭.০০	২৮১৩২.৮৬	৪৮.৩৯	চলমান
৩০ (গ)	যাদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খনন ("হাওর এলাকার আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পে প্রতিশ্রুতিটি অন্তর্ভূক্ত)	সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে	১০/১১/২০১০	৭০৪০৭.০০	২৮১৩২.৮৬	৪৮.৩৯	চলমান
৩১	সুরমা, কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং	সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১০/১১/২০১০	৪২৪৭৩.০০	২০৮৩৯.০৩	৬০.০০	চলমান
৩২	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	১২/০৫/২০১০	১৫৫৮৮.০০	২৩৩৮.৩৮	২০.৭১	চলমান
৩৩	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প	জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী জনসভায় মোল্লারহাট কলেজে মাঠে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪২০৩৮০১৮০২০০০৪০২০১০-৩৭ তারিখঃ ০৭/০৭/২০১০ মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	০৭/০৭/২০১০	২৮২৮৩.০০	১৫২.৫৫	০.৫১	চলমান
৩৪	ভৈরব নদী পুনঃখনন	যশোর জেলা সফরকালে ভৈরবী নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন	২৭/১২/২০১০	২৭২৮২.০০	২২৭২.১৬	৬.৯৬	চলমান
৩৫	কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা	কক্সবাজার জেলায় সফরকালে	০৩/০৪/২০১১	২০৩৯৩.০০	২৩১৮.০০	১২.০৪	চলমান
৩৬	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গনরোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ	ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে	১১/১১/২০১০	২৮০৬৮.৯২	৮৮১০.০০	৩২.০০	চলমান
৩৭	যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেরুর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ করা	ভূয়াপুর ও হেমনগর রেলওয়ে স্টেশনের পথসভায়	৩০/০৬/২০১২	২০০৫৬.০০	৩.০০	০.০১	চলমান
৩৮	যমুনা নদীর ভাঙ্গন রোধ ও নাব্যতা রক্ষায় নদী ড্রেজিং করা	বগুড়া জেলায় অনুষ্ঠিত আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে জনসভা তারিখ ১২/১১/২০১৫	১২/১১/২০১৫	-	-	-	চলমান
	(ক) যমুনা নদীর ডানতীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবরসহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা			২৯৯৩৬.৬৭	১৪৯.৪১	০.৫০	চলমান
	(খ) যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্দি, শিংরাবাড়ী ও শুবগাচা এলাকা সংরক্ষণ			৪৬৫৪৬.৪২	৯৯৮৪.৬৯	২৭.৯২	চলমান
	(গ) বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার কুর্ণিবাড়ি হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ			৩৩৩৩৭.৯৩	২৬৮০৩.৫৭	৮৩.৮৪	চলমান
	(ঘ) ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ			১০২২১১.৪৪	৯৯৩৩৭.৫৮	১০০	সমাপ্ত
৩৯	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিং	চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	২৭/০৪/২০১০	১৯০৭৭.০৬	২৯.০৯	০.৫০	চলমান
৪০	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা।	বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৬/০৫/২০১০	৬১৩৩.০০	০.০০	০.০০	চলমান

ক্রঃ নং	প্রতিশ্রুত প্রকল্পের নাম	প্রতিশ্রুত স্থান	প্রতিশ্রুত তারিখ	প্রকল্প বরাদ্দ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব (%)	
৪১	সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সন্দ্বীপের কোন ক্ষতি না হলে নির্মাণ করা	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১৮/০২/২০১২	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪২	সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	১২/০৫/২০১০	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪৩	চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে	৩১/০৩/২০১১	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪৪	কুড়িগ্রামের ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ	কুড়িগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	০৬/০৩/২০১০	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪৫	কুড়িগ্রাম জেলার ১৬টি নদ-নদী ড্রেজিং করে নাব্যতা বৃদ্ধি করা হবে এবং দক্ষিণাঞ্চলের নতুন পায়রা সমুদ্রবন্দরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ সৃষ্টি করা হবে।	কুড়িগ্রাম জেলায়	০৭/০৯/২০১৬	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪৬	যমুনা ও বাঙ্গালী নদীর ভাঙ্গন রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ৩টি প্রকল্প যাতে বাস্তবায়িত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া হবে। (করতোয়া নদী উন্নয়ন প্রকল্প)		২৬/০৮/২০১৭	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪৭	তিতাস নদী খনন করা	কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৭/১১/২০১০	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪৮	জয়পুরহাট জেলার ছোট যমুনা, তুলশী গঙ্গা ও শ্রী নদী পুনঃখনন এবং রাবার ড্যাম নির্মাণ	জয়পুরহাট সফরকালে	২২/০১/২০১২	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪৯	যমুনা ও বাঙ্গালী নদীর ভাঙ্গন রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ৩টি প্রকল্প যাতে বাস্তবায়িত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া হবে। (বগুড়া জেলার বাঙ্গালী নদীর ডান ও বাম তীরে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প)		২৬/০৮/২০১৭	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৫০	যমুনা ও বাঙ্গালী নদীর ভাঙ্গন রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ৩টি প্রকল্প যাতে বাস্তবায়িত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া হবে। (বগুড়া জেলার সোনা তলা, সারিয়াকান্দি ও ধুনট উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীরে ক্রসবার, স্পার ও প্রতিরক্ষামূলক কাজের পুনর্বাসনসহ যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ কাজ)		২৬/০৮/২০১৭	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৫১	সন্দ্বীপ-কোম্পানীগঞ্জ সড়কবাঁধ নির্মাণ	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১৮/০২/২০১২	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৫২	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ	কক্সবাজার জেলায় সফরকালে	০৩/০৪/২০১১	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন

পরিশিষ্ট - ৩

পরিশিষ্ট-৩

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

—(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের		২০১৭-২০১৮ অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি		ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক বাস্তব (%)	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)	ব্যয় বাস্তব (%)		
কেন্দ্রিয় অঞ্চল, ঢাকা											
১	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার অন্তর্গত নান্দাইল পৌর এলাকার নরসুন্দা নদীর বামতীরে চারানীপাড়া দরগা হতে আচারগাঁও ব্রীজ পর্যন্ত প্রতিরক্ষা। প্রকল্প এলাকাঃ ময়মনসিংহ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ডিসেম্বর/১৭-জুন/১৮, প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ পওর বিভাগ।	২০০	০.০০ ০.০০	২০০ ২০০.০০	১০০ ১০০.০	০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	০১/০৩/২০১৮ তারিখ প্রকল্প অনুমোদন আদেশ (জিও) জারি হয়। জুন,২০১৮ তে মেয়াদ শেষ হয়। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি প্রয়োজন।
	উপ-মোট ঃ কেন্দ্রিয় অঞ্চল, ঢাকা	২০০		২০০		০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা											
২	কচুয়া উপজেলার সাচার-ঘুগরার বিল হতে পিতাম্বরদী, নারিন্দা, কাওয়াদী বাজার ও নায়েরগাঁও হয়ে মেঘনা নদী পর্যন্ত সাচার খাল (বোয়ালজুরী খাল) পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ চাঁদপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জানুয়ারী/১৩-জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, চাঁদপুর পওর বিভাগ।	১৪৯৯.৭২	১১৯৭.০৬ ৯০.০০	৩০২.৬৬	১০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৯৭.০৬ ৯০.০০	১১৯৭.০৬	খাল পূণঃখনন-১৫.৫০ কি.মি.। প্রায় ৩ বছর কোন কার্যক্রম নাই। মামলা আছে।
৩	কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত মেঘনা উপজেলাধীন ৩৭টি খাল পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ কুমিল্লা, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ মার্চ/১৩ হতে জুন/১৫ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, কুমিল্লা পওর বিভাগ।	১১৯৮.৭৭	৭৭১.৯৭ ৭৬.২২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৭১.৯৭ ৭৬.২২	৭৭১.৯৭	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। অব্যয়িত অর্থ ফেরত দিতে হবে এবং পিসিআর দাখিল করতে হবে।
৪	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি ও চান্দিনা উপজেলাধীন ঘোগরাজলা সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্পের আওতায় ৬টি ডুবন্ত বাঁধ পুণঃনির্মান ও ৯টি খাল পুনঃখনন। প্রকল্প এলাকাঃ কুমিল্লা, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৬ পর্যন্ত। সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/১৮ পর্যন্ত অনুমোদিত, তবে এখনও জিও হয়নি। প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ, কুমিল্লা পওর সার্কেল।	৩৫০.০০	৮৭.৪৬ ৪৩.০০	২৬২.৫৪	৫৭.০০	০.০০	০.০০	৩৯.৭৫	৮৭.৪৬ ৮২.৭৫	৮৭.৪৬	বাঁধ পূনর্নির্মান ৬১.১০ কি.মি. এবং ৬.৯৫ কি.মি. খাল পুণঃখনন।
	উপ-মোট ঃ পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	৩০৪৮.৪৯	২০৫৬.৪৯	৫৬৫.২		০.০০	০.০০		২০৫৬.৪৯	২০৫৬.৪৯	
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট											
৫	সিলেট জেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট সদর উপজেলার লামাকাজী, শেখপাড়া, জাংগালিয়া-যোগিরগাঁও, ফতেহপুর ও আকিলপুর নামক স্থানসমূহে সুরমা নদীর তীর এবং বাদাঘাট নামক স্থানে সিঙ্গার নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সিলেট, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/১৮ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, সিলেট পওর বিভাগ।	৪৯৯.৯০	৩৭৪.৯২ ৮৯.০০	১২৪.৯৮	১১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৭৪.৯২ ৮৯.০০	৩৭৪.৯২	নদীর তীর সংরক্ষণ=০.৫৫০ কি.মি।
৬	সিলেট জেলার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় দক্ষিন সুরমা উপজেলরার পশ্চিমভাগ (নোয়াগাও) এলাকা সুরমা নদীর ভাঙ্গন হতে সংরক্ষণ এবং গোপালগঞ্জ উপজেলরার মীরগঞ্জ বাজার এলাকা কুশিয়ারা নদীর ভাঙ্গন হতে সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সিলেট, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ অক্টোবর/১৫ হতে সেপ্টেম্বর/১৭, সংশোধিত মেয়াদঃ সেপ্টম্বর'২০১৮ পর্যন্ত। প্রকল্প	৫০০.০০	১২৫.০০ ৩৪.০০	৫০০.০০	৬৬.০০	১২৫.০০	১২৪.০৪	২০.০০	২৪৯.০৪ ৫৪.০০	২৫০.০০	ভৌত কাজ সমাপ্ত। নদীর তীর সংরক্ষণ=০.৪৫০ কি.মি।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের		২০১৭-২০১৮ অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি		ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)						বাস্তব (%)		
	পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট পওর সার্কেল।										
৭	সিলেট জেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বিয়ানীবাজার উপজেলার কুড়ার বাজার নামক স্থানে কুশিয়ারা নদীর ভাংগন রক্ষার্থে প্রতিরক্ষা শীর্ষক প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সিলেট, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৪, সংশোধিত মেযাদঃ জুন/১৭ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, সিলেট পওর বিভাগ।	২৫০.০০	১৮৭.৫০	৬২.৫০		০.০০	০.০০		১৮৭.৫০	১৮৭.৫০	
			৯৯.০০		১.০০			০.০০	৯৯.০০		ভৌত কাজ সমাপ্ত। নদীর তীর সংরক্ষণ ০.২১০ কি.মি। ডিসেম্বর'২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৮	সিলেট জেলার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় "কানাইঘাট উপজেলার মূলাগুল ও কান্দলা নয়াবাজার নামক স্থানে লুবা নদীর তীর সংরক্ষন" প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সিলেট, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ সেপ্টেম্বর/১৪ হতে জুন/১৫, সংশোধিত মেযাদঃ সেপ্টম্বর'২০১৮ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট পওর সার্কেল।	১৯৫.৯৫	৮৭.৩৮	১০৮.৫৭		১০.৫১	১০.৫১		৯৭.৯৮	৯৭.৯৮	
			৯০.০০		১০.০০			০.০০	৯০.০০		নদীর তীর সংরক্ষণ ০.২০০ কি.মি।
৯	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট সদর উপজেলরার সিলেট শহরের কানিশাইল ছড়ার মুখে সুরমা নদীর চর খনন ও কানিশাইল ছড়ার স্লোপ সংরক্ষণ। প্রকল্প এলাকাঃ সিলেট, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জানু/১৬ হতে জুন/১৭, সংশোধিত মেযাদঃ ডিসেম্বর'২০১৮ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট পওর সার্কেল।	৮৬২.২৫	০.০০	৮৬২.২৫		২৪১.৮১	০.০০		০.০০	২৪১.৮১	তীর সংরক্ষণ ০.২০০ কি.মি, চর খনন ০.৬০০ কি.মি। চর খনন কাজ চলমান। তীর সংরক্ষন কাজ বাতিল করা হয়েছে। সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রতিরক্ষা কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।
			০.০০		১০০.০০			৮৫.০০	৮৫.০০		
১০	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলাধীন জাফলং চা বাগান সংলগ্ন ডাউকী নদীর ডান তীর সংরক্ষন। প্রকল্প এলাকাঃ সিলেট, মেয়াদ ঃ অক্টোবর/১৫ হতে সেপ্টেম্বর/১৭, সংশোধিত মেযাদঃ সেপ্টম্বর'২০১৮ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট পওর সার্কেল।	৪০০.০০	১০০.০০	৩০০.০০		১০০.০০	১০০.০০		২০০.০০	২০০.০০	
			৪০.০০		৬০.০০			৩৮.০০	৭৮.০০		নদীর তীর সংরক্ষণ ০.৪৫০ কি.মি। জুন,১৯ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি ও সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
১১	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় অবস্থিত বাসিয়া নদী পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সিলেট, মেয়াদ ঃ জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭।সংশোধিত মেযাদঃ ডিসেম্বর/১৮। প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, সিলেট পওর বিভাগ।	২০০.০০	৪৫.৩১	১৫৪.৬৯		৪.৬৯	৪.৫৯		৪৯.৯০	৫০.০০	
			৩৫.০০		৬৫.০০			৪০.০০	৭৫.০০		নদী পুনঃখনন ৭ কি.মি.।
১২	জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকালোয় সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ উপজেলার আওতাধীন সুরমা নদীর বামতীরে ধারাগাঁও (নবীনগর-হালুয়াঘাট) নামক স্থান সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সুনামগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ অক্টোবর/১৩ হতে জুন/১৫, সংশোধিত মেযাদঃ জুন/১৮ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,সিলেট পওর সার্কেল। জুন/২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি ও সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।	২৯৯.৯৫	৭৪.০০	২২৫.৯৫		০.০০	০.০০		৭৪.০০	৭৪.০০	
			৫১.০০		৪৯.০০			৭.০০	৫৮.০০		নদী তীর সংরক্ষণ ০.২৬০ কি.মি। জুন/২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি ও সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
	উপ-মোট ঃ উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট	৩২০৭.৩৫	৯৯৪.৫১	২৩৩৮.৯৪		৪৮২.০১	২৩৯.১৪		১২৩৩.৩৪	১৪৭৬.২১	
	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম										
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন ঝুকি মোকাবেলায় চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজলোয় হালদা নদীর বাম তীরে বিভিন্ন এলাকায় প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ আগষ্ট/১৪ হতে জুন/১৪, সংশোধিত মেযাদঃ ডিসেম্বর/১৮ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালকঃ	৫৫০.০০	১৩৭.৫০	৪১২.৫০		০.০০	০.০০		১৩৭.৫০	১৩৭.৫০	
			৪০.০০		৬০.০০			৩৫.০০	৭৫.০০		তীর সংরক্ষন কাজ ০.৩৮০ কিঃমিঃ।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের		২০১৭-২০১৮ অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি		ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)						বাস্তব (%)		
	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল।										
১৪	জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় চট্টগ্রাম জেলার হাটাহাজারী উপজেলায় হালদা নদীর ডান তীরে উত্তর মাদার্শা (আমতুয়া) এলাকায় প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪। সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/১৮ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল।	১৯২.০২	১২৯.০৬	৬২.৯৬		০.০০	১৩.৭০		১৪২.৭৬	১৪২.৭৬	
			৪৭.০০		৫৩.০০			৫৩.০০	১০০.০০		ভৌত কাজ সমাপ্ত। নদীর তীর সংরক্ষণ=০.২০০ কি.মি।
১৫	জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার দেওয়ানজিঘাট হিন্দুপাড়া ও মোকামিপাড়া এলাকায় হালদা নদীর বাম তীরের প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই'২০১৬ হতে জুন'২০১৮ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, রাঙ্গামাটি পওর বিভাগ। ডিসেম্বর/১৮ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।	৪৯৭.৫০	০.০০	৪৯৭.৫০		২৪৮.৭৫	২৪৮.৭৫		২৪৮.৭৫	২৪৮.৭৫	
			০.০০		১০০.০০			৭৬.০০	১০০.০০		০.৩৬০ কিঃমিঃ প্রতিরক্ষা কাজ। ডিসেম্বর/১৮ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
১৬	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জলোচ্ছাসে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডার নং ৭০ এর মহেশখালী উপজেলাধীন ধলঘাটা ইউনিয়নের সী-ডাইক রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ কক্সবাজার, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ডিসেম্বর/১৩ হতে জুন/১৭। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কক্সবাজার পওর সার্কেল।	১৫০০.০০	০.০০	১৫০০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			০.০০		১০০.০০			০.০০	০.০০		ঠিকাদারের সাথে চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজন নাই।
১৭	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ রেজুনদী ও তৎসংলগ্ন এলাকার নদী শাসন ও কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: কক্সবাজার, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৬। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কক্সবাজার পানি উন্নয়ন সার্কেল। জুন'১৯ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।	২১৯৭.৮৯	১৪৯১.৫৪	৭০৬.৩৫		০.০০	০.০০	০.০০	১৪৯১.৫৪	১৪৯১.৫৪	
			৮০.০০		০.০০			৮০.০০	৮০.০০		স্লুইস২ টি,খাল পুনঃখনন ৮ কি.মি, বাঁধ নির্মাণ১১ কিমি, স্পার নির্মান ৪টি, প্রতিরক্ষা কাজ ২.৪০৮ কি.মি, বনায়ন২.৪০বর্গ কি.মি।
	উপ-মোট ঃ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	৪৯৩৭.৪১	১৭৫৮.১	৩১৭৯.৩১		২৪৮.৭৫	২৬২.৪৫		২০২০.৫৫	২০২০.৫৫	
	উত্তরাঞ্চল, রংপুর										
১৮	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলাধীন সাদুল্লাপাড়া এলাকায় ঢেপা নদীর বামতীর সংরক্ষণ। প্রকল্প এলাকাঃ দিনাজপুর।মেয়াদ ঃ জুলাই ১৬ হতে জুন ১৮ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঠাকুরগাঁও পওর সার্কেল।	২০০.০০	০.০০	২০০.০০		১০০.০০	১০০.০০		১০০.০০	১০০.০০	
			৪০.০০		৬০.০০			৫০.০০	৯০.০০		নদীর তীর সংরক্ষণ ঃ ০.৩২৫ কি.মি।
১৯	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন মালঝড়া চকচকা নামক স্থানে ঢেপা নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ দিনাজপুর। মেয়াদ ঃ মে ১৬ হতে জুন ১৭। সংশোধিত মেয়াদ ডিসেম্বর'২০১৮ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঠাকুরগাঁও পওর সার্কেল।	১০০.০০	৫০.০০	৫০.০০		০.০০	০.০০		৫০.০০	৫০.০০	
			১০০.০০		০.০০			০.০০	১০০.০০		ভৌত কাজ সমাপ্ত। নদীর তীর সংরক্ষণ ঃ ০.১৮৫ কি.মি।
	উপ-মোট ঃ উত্তরাঞ্চল, রংপুর	৩০০.০০	৫০.০০	২৫০.০০		১০০.০০	১০০.০০		১৫০.০০	১৫০.০০	
	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী										
২০	বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলাধীন পোড়াপাইকড় নামক স্থানে বাঙ্গালী নদীর ডান তীরে নদী তীর সংরক্ষন কাজের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা। মেয়াদঃ জুন ১৮ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, বগুড়া পওর বিভাগ।	৪০০.০০	০.০০	৪০০.০০		২০০.০০	২০০.০০		২০০.০০	২০০.০০	
			০.০০		১০০.০০			১০০.০০	১০০.০০		তীর প্রতিরক্ষা-০.৫২৫ কি.মি। ভৌত কাজ সমাপ্ত। ডিসেম্বর/১৮ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের		২০১৭-২০১৮ অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি		ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)						বাস্তব (%)		
২১	বগুড়া জেলার সোনাতলা ও সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন বাঙ্গালী নদীর ডান/বাম তীরে নদী তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকি মোকাবেলা । প্রকল্প এলাকাঃ বগুড়া, মেয়াদঃ আগস্ট ১৫ হতে জুন ১৭। সংশোধিত মেয়াদঃ জুন ১৮ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, বগুড়া পওর বিভাগ।	৩০০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০		৭৫.০০	৭৫.০০		২২৫.০০	২২৫.০০	
			৯০.০০		১০.০০			১০.০০	১০০.০০		তীর প্রতিরক্ষা- ০.৩৬০ কি.মি। ডিসেম্বর/১৮ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
২২	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর ও কাজিপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের (বিআরই) কিঃ মিঃ ১৩৯.০০ হতে কি মিঃ ১৬২.০০ এর মধ্যে ১৭.০০ কিঃ মিঃ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সিরাজগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ আগস্ট/১৩ হতে জুন/১৫, সংশোধিত মেয়াদ ঃ ডিসেম্বর'২০১৬, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া পওর সার্কেল। জুন'১৯ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।	৯৯৯.৫০	৬৮৭.২৯	৩১০.২১		০.০০	০.০০		৬৮৭.২৯	৬৮৭.২৯	
			১০০.০০		০.০০			০.০০	১০০.০০		ভৌত কাজ সমাপ্ত। ১৭ কি:মি: বাঁধ পুনর্বাসন ও কার্পেটিং । জুন'১৯ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
২৩	জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলাধীন যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রাঙ্গুনীবড়ী ও আগুরিয় নামক স্থান রক্ষা প্রকল্প । প্রকল্প এলাকাঃ সিরাজগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ মার্চ/১৪ হতে জুন/১৫ পর্যন্ত। ১ম সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/১৬ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগ। ডিসেম্বর'১৮ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।	৫০০.০০	৩৭৩.৭৫	১২৬.২৫		০.০০	০.০০		৩৭৩.৭৫	৩৭৩.৭৫	
			১০০.০০		০.০০			০.০০	১০০.০০		ভৌত কাজ সমাপ্ত। ৩৮০মি: তীর সংরক্ষন কাজ। ডিসেম্বর'১৮ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
	উপ-মোটঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল,রাজশাহী	২১৯৯.৫	১২১১.০৪	৯৮৬.২৫		২৭৫.০০	২৭৫.০০		১৪৮৬.০৪	১৪৮৬.০৪	
	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর										
২৪	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় মধুমতি নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গোপালগঞ্জ জেলাধীন গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ডুবশী মোল্লাপাড়া এলাকা রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ গোপালগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জানু/১৪ হতে জুন/১৫, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/২০১৭। প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	৩০০.০০	৭৫.০০	২২৫.০০		৭৫.০০	৭৫.০০		১৫০.০০	১৫০.০০	
			৭৫.০০		২৫.০০			২৫.০০	১০০.০০		নদীর তীর সংরক্ষণ ঃ ০.৫০০ কি.মি। ডিসেম্বর/ ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
২৫	জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকাবেলায় গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় পশ্চিম কোটালীপাড়া এলাকায় খাল পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ গোপালগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জানু/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	৯৮৫.৮৭	১০৬.৮১	৮৪৯.০৬		২৪৬.৪৭	১৩৯.৬৬		২৪৬.৪৭	৩৫৩.২৮	
			৩৫.০০		৬৫.০০			৫৩.০০	৮৮.০০		খাল পুনঃখনন ঃ ৬৮.৬৯০ কি.মি। ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
২৬	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া ও টুংগীপাড়া উপজেলাধীন খাল সমূহ পুনঃ খনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ গোপালগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ এপ্রিল/১৪ হতে জুন/১৫, ১ম সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/১৭, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	৫০০.০০	১৬৫.২৬	৩৩৪.৭৪		২৫০.০০	৮৪.৭৪		২৫০.০০	৪১৫.২৬	
			৪৮.০০		৫২.০০			৪২.০০	৯০.০০		খাল পুনঃখনন ঃ ৩০ কি.মি। ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
২৭	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে ভূমি পুনরুদ্ধার ও মাদারীপুর শহরের রিভার ভিউ পার্ক সংরক্ষন। প্রকল্প এলাকা: মাদারীপুর। বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ জানুয়ারী,২০১৮ হতে ডিসেম্বর,	৬০০.০০	০.০০	১৫০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			০.০০		০.০০			০.০০	০.০০		নতুন প্রকল্প। নদী তীর সংরক্ষন ০.২৫০ কিঃমিঃ।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের		২০১৭-২০১৮ অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি		ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)						বাস্তব (%)		
	২০১৯। প্রকল্প পরিচালক :নির্বাহী প্রকৌশলী, মাদারীপুর পওর বিভাগ ।										
	উপ-মোট ঃ পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	২৩৮৫.৮৭	৩৪৭.০৭	১৫৮৮.৮০		৫৭১.৪৭	২৯৯.৪৭		৬৪৬.৪৭	৯১৮.৫৪	
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল											
২৮	বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার নলুয়া ইউনিয়নে পোল্ডার নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃবরিশাল, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৪, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/২০১৮। প্রকল্প পরিচালক ঃতত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,বরিশাল পওর সার্কেল।	৯৬৭.৬৮	৭২৯.৪৫	২৩৮.২৩		০.০০	০.০০		৭২৯.৪৫	৭২৯.৪৫	ভৌত কাজ সমাপ্ত। বাঁধ নির্মান ঃ ২১.১২৫ কি.মি।
			৯০.০০		১০.০০			০.০০	৯০.০০		
২৯	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরবাড়িয়া ইউনিয়নের লামচরি, মহারাজ ও বেলতলা খেয়াঘাট পর্যন্ত কিঃমিঃ ৩.৫০০ হতে কিঃমিঃ ৩.৫৫৯২৭ = ০.০৯২৭ কিঃমিঃ কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃবরিশাল, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ফেব্রু/১৫ হতে জুন/১৬, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/২০১৭।প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, বরিশাল পওর বিভাগ।	৩০০.০০	৭৫.০০	২২৫.০০		১৫০.০০	১৫০.০০		২২৫.০০	২২৫.০০	ভৌত কাজ সমাপ্ত। তীর প্রতিরক্ষা ০.০৯২৭ কি.মি। জুন/১৯ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
			৫৬.০০		৪৪.০০			৪৪.০০	১০০.০০		
৩০	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার খালদাড়িয়াল লঞ্চঘাট এলাকা রাঙ্গামাটি নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা ঃ বরিশাল। বাস্তবায়নকাল ঃ মে/১৫ হতে জুন/১৬, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসে/১৭। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল।	২৪৯.৯২	১২৪.৯৬	১২৪.৯৬		০.০০	০.০০		১২৪.৯৬	১২৪.৯৬	তীর সংরক্ষণ ০.১৮০ কি.মি। জুন/১৯ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
			৪৫.০০		৫৫.০০			৪৩.০০	৮৮.০০		
৩১	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া-গোবিন্দপুর এলাকা (কিঃমিঃ ০.৬২৫ হতে কিঃমিঃ ১.১২৫ এবং কিঃমিঃ ২.০০ হতে কিঃমিঃ ২.৫০=১ কিঃমিঃ মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প। মেয়াদঃ ডিসে/১৫ হতে জুন,১৭। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল।	৫০০.০০	০.০০	৫০০.০০		০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	তীর সংরক্ষণ ৭৩ মি:। দরপত্র আহবান করা হলে ঠিকাদার পাওয়া যায়নি। প্রকল্প বাতিলকরণ প্রক্রিয়াদীন।
			০.০০		১০০.০০			০.০০	০.০০		
৩২	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার বদলপাড়া ও বলইকাঠী বাজার এবং তৎসংলগ্ন এলাকা রাঙ্গামাটি নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা ঃ বরিশাল। বাস্তবায়নকাল ঃ মে/১৫ হতে জুন/১৬, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসে/১৭। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল।	২৪৯.৯২	১২৪.৯৬	১২৪.৯৬		০.০০	০.০০		১২৪.৯৬	১২৪.৯৬	তীর সংরক্ষণ ০.১৪০ কি.মি। জুন/১৯ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
			৫০.০০		৫০.০০			৫০.০০	১০০.০০		
৩৩	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরমোনাই দরবার শরীফ কমপ্লেক্স ও তৎসংলগ্ন এলাকা কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা ঃ বরিশাল। বাস্তবায়নকাল ঃ ফেব্রুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৭, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসে/১৮।প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল।	১০০.০০	০.০০	১০০.০০		২৫.০০	২৫.০০		২৫.০০	২৫.০০	তীর সংরক্ষণ ০.০৩১ কি.মি।
			০.০০		১০০.০০			৫০.০০	৫০.০০		
৩৪	বিষখালী প্রকল্পঃ পোল্ডার- ৫ এর বেড়ী বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ ঝালকাঠি/পিরোজপুর, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ জুলাই/১১-জুন/১৩, সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/১৭, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল। জুন, ২০১৯ পর্যন্তমেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।	১৯৮৭.০০	১৫৭৮.০০	৪০৯.০০		০.০০	০.০০		১৫৭৮.০০	১৫৭৮.০০	বাঁধ নির্মান ২৫ কি.মি, ১ভেন্ট রেগুলেটর ৫টি, ২ ভেন্ট রেগুলেটর ২টি, ৩ ভেন্ট রেগুলেটর ১টি, ফ্লাসিং ইনলেট ১টি,ক্রসড্যাম ৪টি,বনায়ন ২৫ কিমি।
			৮৬.০০		১৪.০০			০.০০	৮৬.০০		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের		২০১৭-২০১৮ অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি		ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)						বাস্তব (%)		
৩৫	বাগমারা হতে (খোন্ডাকাটা লঞ্চঘাট, কচুয়া বাজার ও আদাজুড়ী হয়ে) দেপাড়া পর্যন্ত মরা বলেশ্বরী নদী খনন। প্রকল্প এলাকা: পিরোজপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১০-২০১১ হতে জুন ১৪, সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/১৭, প্রকল্প পরিচালক : নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর পওর বিভাগ।	৮৫০.০০	৭৭৭.০০	৭৩.০০		০.০০	০.০০		৭৭৭.০০	৭৭৭.০০	নদী খনন ২২.০০ কিঃমিঃ। ভৌত কাজ সমাপ্ত। অবশিষ্ট অর্থ অবমুক্তির প্রয়োজন নাই।
			৯৮.০০		২.০০			০.০০	৯৮.০০		
৩৬	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় কচা নদীর ভাঙ্গন হতে ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন নদমুল্লা শিয়ালকাঠী ইউনিয়নের চরখালী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)। প্রকল্প এলাকাঃ পিরোজপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ অক্টোবর/১৩ হতে জুন/১৪, সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/১৭। প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল।	১০০০.০০	৭৫০.০০	২৫০.০০		০.০০	০.০০		৭৫০.০০	৭৫০.০০	স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা কাজ ০.৭৫০ কিঃমিঃ। জুন'১৯ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
			৯৬.০০		৪.০০			০.০০	৯৬.০০		
৩৭	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কচাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন তেলিখালী ইউনিয়নের হরিণপালা হামিদ চৌকিদারের বাড়ি-পোনা নদীর মোহনা থেকে হরিণপালা রিভরভিউ ইকোপার্ক হয়ে আবাসন সংলগ্ন পদ্মার খালের মোহনা পর্যন্ত সংরক্ষণ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ পিরোজপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ অক্টো/১৪ হতে জুন/১৬, সংশোধিত ঃ অক্টো/১৪ হতে ডিসে/১৭।প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল।	১০০০.০০	৩০৬.০০	৬৯৪.০০		৫০০.০০	১৪৩.০০		৪৪৯.০০	৮০৬.০০	নদীর তীর স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ সহ বাঁধ নির্মান=০.২৬৪ কি.মি.। জুন/১৯ পযন্ত সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন।
			৫৫.০০		৪৫.০০			১৫.০০	৭০.০০		
৩৮	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পিরোজপুর সদর উপজেলাধীন উমেদপুর নদীর ভাঙ্গন হতে আলহাজ্ব এ.কে.এম.এ আউয়াল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন এবং তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ পিরোজপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ অক্টো/১৪ হতে জুন/১৬, সংশোধিত মেয়াদ ঃ জুন/১৭।প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর পওর বিভাগ।	১০০.০০	২২.০০	৭৮.০০		২৫.০০	০.০০		২২.০০	৪৭.০০	স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা ০.০৬৭ কি.মি। জুন/১৯ পযন্ত সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন।
			৩৫.০০		৬৫.০০			২০.০০	৫৫.০০		
৩৯	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কচা নদীর ভাঙ্গন হতে ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন নদমুল্লা শিয়ালকাঠী ইউনিয়নের চরখালী নদমুল্লা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। প্রকল্প এলাকাঃ পিরোজপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ অক্টো/১৪ হতে জুন/১৬, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/১৭।প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল।	১০০০.০০	১৮০.০০	৮২০.০০		৭০.০০	৬৭.০০		২৪৭.০০	২৫০.০০	স্থায়ী নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ-০.৭৫০ কি.মি। ভান্ডারিয়া বাজারে সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব প্রনয়ন চলমান।
			৬০.০০		৪০.০০			৭.০০	৬৭.০০		
৪০	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় ঝালকাঠী জেলার ঝালকাঠী সদর ও নলছিটি উপজেলাধীন বেড়ী বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/ মেরামত প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা ঃ ঝালকাঠী, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪, সংশোধিত মেয়াদঃ জুন,২০১৮, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,বরিশাল পওর সার্কেল।	৩৭৯.৭৪	১৯৫.৮০	১৮৯.৬৯		০.০০	০.০০		১৯৫.৮০	১৯৫.৮০	ভৌত কাজ সমাপ্ত। বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ / মেরামত ঃ ২৯.৭ কি.মি.। জুন, ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
			৯২.০০		৮.০০			০.০০	৯২.০০		
৪১	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব তেতুলিয়া নদী ভাঙ্গন হতে ভোলা সদর উপজেলার দক্ষিন দিঘলদি ইউনিয়নের কোড়ালিয়া বাজার ও সাইক্লোন সেন্টার রক্ষকল্পে জিও-ব্যাগ ও সিসি ব্লক দ্বারা নদী তীর সংরক্ষণ। প্রকল্প এলাকা ঃ ভোলা, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/১৮, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা পওর সার্কেল।	৯৯৯.৬৮	৬৪৯.৮৪	৩৪৯.৮৪		০.০০	০.০০		৬৪৯.৮৪	৬৪৯.৮৪	নদীর তীর সংরক্ষণ ঃ ০.৩৭৪ কি.মি।
			৮০.০০		২০.০০			২০.০০	১০০.০০		
৪২	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব তেতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে বোরহানউদ্দিন উপজেলার খায়েরহাট বাজার বাজার ও ২৫ শয্যা হাসপাতাল প্রাকৃতিক বিপর্যয় হতে রক্ষা। প্রকল্প এলাকা ঃ ভোলা, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ নভেমবর/১৫ হতে জুন/১৭, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/১৭, প্রকল্প পরিচালক ঃ	৭০০.০০	০.০০	৭০০.০০		৩৫০.০০	৩৫০.০০		৩৫০.০০	৩৫০.০০	নদীর তীর সংরক্ষণ ঃ ০.১৬৯ কি.মি। ডিসেম্বর'১৮ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
			৪৪.০০		৫৬.০০			৫৬.০০	১০০.০০		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের		২০১৭-২০১৮ অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি		ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)						বাস্তব (%)		
	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা পওর সার্কেল।										
৪৩	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে পটুয়াখালী জেলাধীন কলাপাড়া উপজেলার উপকূলীয় পোল্ডার সমূহের মধ্যে অবস্থিত খাল সমূহ পুন:খনন করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষনের মাধ্যমে অধীক ফসল উৎপাদন ও জলাবদ্ধতা নিরসনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১২-১৩ হতে জুন ১৭, সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/১৮। প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পটুয়াখালী পানি উন্নয়ন সার্কেল।	৮০০.০০	৩১০.০০	৪৯০.০০		৯০.০০	৯০.০০		৪০০.০০	৪০০.০০	খাল পুনঃখনন-৬৫ কি.মি.,রেগুলেটর সংস্কার-২০ টি। বাস্তবায়িত কাজের ভিত্তিতে প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষনা করা প্রয়োজন।
			৭৫.০০		২৫.০০			০.০০	৯০.০০		
৪৪	পটুয়াখালী জেলাধীন কলাপাড়া উপজেলার উকূলীয় পোল্ডার সমূহের মধ্যে অবস্থিত খাল সমূহ পুনঃখনন করে মিষ্টি পানি সংরক্ষনের মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদন ও জলাবদ্ধতা নিরসনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ অক্টোবর/১৩ হতে জুন/১৪, সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/১৭। প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পটুয়াখালী পানি উন্নয়ন সার্কেল।	২০০.০০	১৫০.০০	০.০০		০.০০	০.০০		১৫০.০০	১৫০.০০	ভৌত কাজ সমাপ্ত। খাল পুনঃখনন ১৭.০২৪ কি.মি। নতুন অর্থ বরাদের প্রয়োজন নাই। পিসিআর দাখিল করা প্রযোজন।
			১০০.০০		০.০০			০.০০	১৫০.০০		
৪৫	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় পটুয়াখালী জেলার বাউফল ও দশমিনা উপজেলাধীন পোল্ডার নং-৫৫/২ এফ অন্তর্ভুক্ত এলাকার সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জানু/১৭ হতে জুন/১৮ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পটুয়াখালী পানি উন্নয়ন সার্কেল।	১১৩৬.৯৩	০.০০	১১৩৬.৯৩		২৮৪.২৩	১০৫.৮৭		১০৫.৮৭	২৮৪.২৩	বাঁধ নির্মান ৩০.১০০কি.মি, রেগুলেটর নির্মান ৪ টি। জুন,২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধিসহ সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
			০.০০		১০০.০০			২০.০০	২০.০০		
৪৬	চর মাইনকা-চর ইসলাম-চর মনতাজ ক্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পূনরুদ্ধার। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে জুন ১৭, প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পটুয়াখালী পানি উন্নয়ন সার্কেল।	২৩৬৭.০০	৭০৪.৩৯	১৯৮৮.৬৫		০.০০	০.০০		৭০৪.৩৯	৭০৪.৩৯	ক্রসড্যাম ০৯০ কি.মি, সংযোগ বাঁধ৫.৩০কি.মি। অবশিষ্ট কাজ সম্পাদনে বন বিভাগের অনুমতি পাওয়া যায়নি। বাস্তবায়িত কাজের ভিত্তিতে প্রকল্প সমাপ্তকরণের বিষয়ে পিএসি সভায় সুপারিশ করা হয়।
			৪০.০০		৬০.০০			০.০০	৪০.০০		
	উপ-মোট ঃ দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	১৪৮৮৭.৮৭	৬৬৭৭.৪	৮৪৯২.২৬		১৪৯৪.২	৯৩০.৮৭		৭৬০৮.২৭	৮১৭১.৬	
	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা										
৪৭	খুলনা জেলার বারাকপুর-দিঘলিয়া প্রকল্পের বেড়ী বাঁধ মেরামত ও নদী তীর সংরণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ খুলনা, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ ডিসেম্বর/১২ হতে জুন/১৬, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর পওর সার্কেল।	২৪৮৫.০০	২২৯১.৯৭	৭৯.০৬		৭০.০০	৭০.০০		২৩৬১.৯৭	২৩৬১.৯৭	ভৌত কাজ সমাপ্ত। (সিসিটিএফ = ৭৬ % অর্থ ও বাপাউবো = ২৪% অর্থ)। বাপাউবো অংশের ২৯.৮১ লক্ষ টাকার অর্থের প্রয়োজন।
			১০০.০০		০.০০			০. ০০	৮৬.০০		
৪৮	খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার অন্তগত রামনগর-রহিমনগর এলাকায় বাঁধ পূনঃ নির্মাণ ও নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ খুলনা, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ ডিসেম্বর ১২-জুন ১৬, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা পওর সার্কেল।	১৮১১.০৪	১৫২৯.৪২	৯৬.৫০		৮৫.০০	৮৫.০০		১৬১৪.৪২	১৬১৪.৪২	নদী তীর প্রতিরক্ষা =১ কি.মি। (সিসিটিএফ ৭৬ % বাপাউবো ২৪%)। বাপাউবো'র ও এড এম অংশের ৫.০০ লক্ষ টাকা বকেয়া আছে।
			১০০.০০		০.০০			০.০০	৫০.০০		
৪৯	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে রূপসা নদীর ভাঙ্গন হতে রূপসা বাজার ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সমূহ রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ খুলনা। বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ নভেম্বর/১৩ হতে-জুন ১৪, সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/১৮ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, খুলনা পওর বিভাগ-২।	২০০.০০	৫০.০০	১৫০.০০		৫০.০০	৫০.০০		১০০.০০	১০০.০০	নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ=০.০৮০ কি.মি। জুন,২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
			৬৫.০০		৩৫.০০			০.০০	৬৫.০০		
৫০	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে বাগেরহাট জেলার মংলা উপজেলাধীন মাকড়ঢোন এলাকায় সৃষ্ট জলাবদ্ধতা নিরশন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ বাগেরহাট। বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ মার্চ/১৫ হতে-জুন/১৬, ১ম	৪০০.০০	২০০.০০	২০০.০০		০.০০	০.০০		২০০.০০	২০০.০০	ড্রেনেজ স্লুইজ-২ টি। ভৌত কাজ সমাপ্ত। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি কর্তৃক
			৮০.০০		২০.০০			২০.০০	১০০.০০		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের		২০১৭-২০১৮ অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি		ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)						বাস্তব (%)		
	সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/১৭, ২য় (প্রস্তাবিত):জুন/১৮ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, বাগেরহাট পওর বিভাগ।										পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে।
৫১	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-১ এর পূনর্বাসন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সাতক্ষীরা, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ ২০১১-১২ হতে জুন ১৩, সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/১৮। প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা পওর সার্কেল।	১০৬৬.১০	৪৫০.৯৪	৬১৪.৯৮		০.০০	০.০০		৪৫০.০০	৩৭৫.০০	বাঁধ পুনরাকৃতি কাজ-১০ কিমি, ড্রেনেজ স্লুইস নির্মান-৩ টি, খাল পুনঃখনন ৪৮.৫৫৭ কি.মি.। ঠিকাদারের পাওনা পরিশোধ করে প্রকল্পটি সমাপ্তকরণ প্রক্রিয়াধীন আছে।
			৭৫.০০		২৫.০০			০.০০	৭৫.০০		
৫২	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট কপোতাক্ষ নদের বন্যা ও জলাবদ্ধতা হতে ঝিকরগাছা পৌর এলাকাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ যশোর, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ নভেম্বর/১৩ জুন/১৭, সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/১৭। পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর পওর সার্কেল।	৩০০.০০	১৪১.৮৯	১৫৮.১১		০.০০	০.০০		১৪১.৮৯	১৪১.৮৯	বাঁধ মেরামত ও নির্মাণ-৭.২৮৫ কি.মি। মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
			৬৫.০০		৩৫.০০			০.০০	৬৫.০০		
	উপ-মোট ঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৬২৬২.১৪	৪৬৬৪.২২	১২৯৮.৬৫		২০৫.০০	২০৫.০০		৪৮৬৯.২২	৪৭৯৩.২৮	
	সর্ব মোটঃ বাপাউবো সার্বিক (পূর্ব ও পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন সিসিটিএফ) প্রকল্পসমূহ	৩৭৪২৯.৩৩	১৭৭৫৮.৪৩	১৮৮৯৯.৬২		৩৩৭৬.৪	২৩১১.৯৫		২০০৭০.৩৮	২১০৭২.৭০	



নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলা শিয়ালজানি খাল



আলাতলী এলাকা রক্ষা প্রকল্পে প্রতিরক্ষা কাজ



জামালপুর ক্রস ড্যাম



নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলা শিয়ালজানি খাল

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
www.mowr.gov.bd
সচিবালয়, ঢাকা